বিকর্ণ

হর্ষ দত্ত

BanglaBook.org

গান্ধারী-ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম বিকর্ণ সেই অনন্যতম, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে যিনি প্রতিবাদে মুখর, মানুষের অপমানে-অসম্মানে যিনি শোচনাদগ্ধ। বিকর্ণ মানুষের চিরন্তন বিবেক। বিকর্ণের জীবনকাহিনী বিবেকেরই জয়গাথা। মহাভারতের এই উপেক্ষিত চরিত্রটিকেই তাৎপর্যপূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত করেছেন এ-যুগের বিবেকবান কথাকার হর্ষ দত্ত।

•

মহাভারতের এক স্মরণীয় তবু স্বল্পপরিচিত চরিত্র বিকর্ণ। গান্ধারী-ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম, বীর, সাহসী ও সর্বোপরি সত্যপ্রিয় বিকর্ণ অনন্যতম হয়ে উঠেছেন সভাপর্বে, যেখানে কুরুকুলে একমাত্র তাঁকেই দেখি শুভবোধের অবিচল প্রতীক হয়ে প্রতিবাদ করছেন পাঞ্চালীর লাঞ্ছনার। জিতা না অর্জিতার—দ্রৌপদীর এই উদ্যত প্রশ্নের সামনে যখন প্রত্যেকে বিমূঢ়, একমাত্র ন্যায়নিষ্ঠ এই ধার্তরাষ্ট্রকেই দেখি বিচারপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছেন দ্রুপদনন্দিনীর সপক্ষে।

মানুষের চিরন্তন বিবেকের প্রতিভূ এই বিকর্ণকেই স্বমহিম প্রাসঙ্গিকতায় ফিরিয়ে এনেছেন হর্ষ দত্ত। সভাপর্ব থেকে বিকর্ণ-জীবনের অন্ত্যপর্ব পর্যন্ত যে সমূহ উপাদান ছড়িয়ে ছিল সমগ্র মহাভারতে, অনুপুঙ্খ অনুসন্ধানে তাকেই একত্র করে, কল্পনা ও ভাষার অসামান্য প্রয়োগকৌশলে, তিনি এঁকেছেন বিকর্ণের জীবন-কাল ও সমাজ-সংস্কৃতির এক অনন্য প্রতিচিত্র।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আনন্দ পেপারব্যাক

বিকর্ণ

জন্ম ১৯৫৫, কলকাতায়।

শিক্ষা বঙ্গবাসী কলেজ-স্কুল, রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম, প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর এম. এ. এবং এম. ফিল.।

স্কুলের দিনগুলিতেই সাহিত্যচর্চার হাতেখড়ি। কলেজ-জীবনে গল্প লিখেছেন বিভিন্ন লিটিল ম্যাগাজিনে। ১৯৮৪-তে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কামাদি কুসুম সকলে' গল্পটির মাধ্যমে বৃহত্তর আত্মপ্রকাশ। এই পত্রিকাতেই মুদ্রিত মিতায়তন প্রথম উপন্যাস 'অমল'। উপন্যাসটি সর্বস্তরের পাঠকের অভিনন্দন-ধন্য। প্রথম বড় উপন্যাস 'ময়ূরাক্ষী, তুমি দিলে' বহুর ভিড়ে এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত সৃষ্টি।

জীবিকা : সাংবাদিকতা। 'দেশ' পত্রিকার সহ-সম্পাদক।

'সমরেশ বসু সাহিত্য পুরস্কার' (১৯৯২)-এ ভূষিত।

আ ন ন্দ পে পা র ব্যা ক

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম সংস্করণ নভেম্বর ১৯৯৫

ISBN 81-7215-423-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কীম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রিয় ও প্রণম্য
নৃপেনদা (স্বামী মহেশানন্দজী)-কে

বি ক র্ণ

হর্ষ দত্ত

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

বিকর্ণঃ মনুজবিবেকঃ চরিতং চিরন্তনম্—বিবেকজয়গাথা।
বিকর্ণ মানুষের চিরন্তন বিবেক। বিকর্ণের জীবনকাহিনী, বিবেকের জয়গাথা।

বীণাবাদ্য ও সুমধুর সঙ্গীতের সুর ভেসে আসছে অনুজ কনকাঙ্গদের বাসগৃহ থেকে। অর্থদর্শী মহাবলী বিকর্ণ আকাশের দিকে তাকালেন। বহু সহস্র তারকা ও নক্ষত্রশোভিত আকাশ, নিশাক্রান্ত পৃথিবীর মাথার উপর যেন এক সুবিশাল আচ্ছাদন। দূর, আরও দূর থেকেও বাহিত হয়ে আসছে বৈতালিকদের সুরসম্ভার। এখন নিদ্রার সময়। হস্তিনাপুরের প্রতিটি গৃহে তার আয়োজন সম্পূর্ণ। কেবল বিকর্ণের দুই চক্ষু আজ নিদ্রারহিত। এক প্রবল বিষণ্ণতায় তিনি আক্রান্ত। আগামীকালের প্রত্যূষ তাঁর কাছে কোনও নতুন বার্তা নিয়ে আসবে না। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যাবে এক হীন, কূটচক্রান্তের পাপাচার। প্রজ্ঞাবান বিকর্ণ দেখলেন, স্বল্প দূরে অগ্রজ বিবিংশতির গৃহের দীপালোক একে একে নিবিয়ে দিচ্ছে বৃত্তিভোগী কিঙ্করের দল। সুদৃশ্য, সুরম্য এই কৌণিক অলিন্দে দাঁড়িয়ে বিকর্ণ প্রায়ই হস্তিনাপুরের শোভা নিরীক্ষণ করেন। আজ সহসা তাঁর মনে হল, ওই নিবন্ত আলোকমালা ও বৈতালিকদের গীত একে অপরকে উপহাস করে চরাচরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই রকম বিসদৃশ মুহূর্তেই সবার অলক্ষ্যে অশুভলক্ষ্মী বসুধায় পদার্পণ করেন। মৃত্তিকার অভ্যন্তরে ধ্বংসের বীজ উপ্ত হয়। রক্তপিপাসু শস্ত্রসমূহ অস্ত্রাগারের অন্ধকারে অট্টহাস্য করে ওঠে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে, বিকর্ণ কপালে করাঘাত করে মৃদু স্বরে বললেন, স্বস্তি, স্বস্তি।

বিকর্ণের এই অতিমনোরম বাসগৃহের নাম 'বালার্ক'। প্রভাতের সূর্যকিরণ তাঁর আবাসের শীর্ষদেশেই প্রথম দৃশ্যমান হয়ে ওঠে। যদিও একই গৃহে পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দের সঙ্গে সকল ভ্রাতার বাস করা উচিত বলে শাস্ত্রকারেরা মনে করেন, তবু ধৃতরাষ্ট্র তাঁর একশত এক মহাপরাক্রান্ত পুত্রদের জন্য পৃথক পৃথক গৃহ নির্মাণ করে দিয়েছেন। হস্তিনাপুরে ঐশ্বর্যের অভাব নেই। প্রাচুর্য ততোধিক। কৌরব ভ্রাতৃমণ্ডলীর মধ্যে কোনও গুরুতর বিভেদ, মতপার্থক্য কিংবা দ্বেষ নেই। তথাপি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যরক্ষার জন্য এবং পাণ্ডবপক্ষ তথা অন্যান্য রাজবংশীয়দের নিজের বিপুল ধনরাজি প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে আত্মজদের প্রত্যেককে এক একটি গৃহে বসবাসের স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছেন। প্রতিটি আবাস অনন্য, অতুলনীয়। বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের জন্য তারা ভিন্ন ভিন্ন নামে চিহ্নিত। যেমন

BanglaBook.org

দুর্যোধনের তুষার-শুভ্রবর্ণ, গিরিশৃঙ্গতুল্য সদনের নাম 'সুধাধবল'। সব ঋতুতে পরমরমণীয় ও মনোজ্ঞ গঠনশৈলী-সমৃদ্ধ দুঃশাসনের প্রাসাদের নাম 'রুচিরা'। বিবিংশতির 'কুঞ্জবাটিকা'। কনকাঙ্গদের 'মহানিলয়'। সদ্যোত্থিত বালকবৎ সূর্য যেমন পৃথিবীর কাছে কাঙ্ক্ষিত ও আদরণীয় তেমনই 'বালার্ক' বিকর্ণের কাছে। এই গৃহ তাঁর কাছে এক অপার শান্তির নীড়। প্রিয়তমা পত্নী দেবাঙ্গনা, একমাত্র পুত্র বিবস্বান্ ও কুশলী দাসদাসী পরিবৃত এই আবাস তাঁর প্রাণের আশ্রয়। অথচ আজ অপরাহ্ণ থেকে, এই আবাস তাঁর কাছে ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠছে। একবার তিনি ভেবেছিলেন, 'বালার্ক' ছেড়ে ঘুড়ে বেড়াবেন পথে পথে। অনেক কষ্টে সেই ইচ্ছা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করেছেন। শুভবোধ বিকর্ণকে বাধা দিয়েছে। রাজপুত্রদের বহু নিষেধ মেনে চলতে হয়। হায়, তাঁদের প্রতিপদক্ষেপের স্বাধীনতা অনেকক্ষেত্রেই শৃঙ্খলিত।

—আর্য। দেবাঙ্গনা ধীরকণ্ঠে ডাকলেন।

অতি মৃদুস্বর এবং সুপরিচিত, তবু বিকর্ণ ভূতগ্রস্তের মতন কেঁপে উঠলেন।

সুরূপা, সুচরিতা, সুবাসিতা দেবাঙ্গনা স্বামীর শরীর স্পর্শ করে বললেন, আর্য, আমি।

কয়েক মুহূর্ত পরে বিকর্ণ ঘুরে দাঁড়ালেন। দেবাঙ্গনা স্মিতহাস্যে বললেন, তোমার কি শরীর ভালো নেই! শয্যা প্রস্তুত, বৈতালিকেরা অপেক্ষমাণ, শয়নের সময় প্রায় উত্তীর্ণ, তবু তুমি এখনও একাকী কেন অলিন্দে দাঁড়িয়ে আছ? আমাকে বলো।

—বিবস্বান্ কোথায়? সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? বিকর্ণ কেমন যেন শঙ্কিত স্বরে বললেন। যেন অনাগত ঘোর অমানিশায় বিবস্বানের বিপদ আসন্ন।

ভ্রূধনু সামান্য কুঞ্চিত করে দেবাঙ্গনা বললেন, হ্যাঁ, রাজন্। কিন্তু তোমাকে এমন বিষণ্ণ অথচ অস্থিরচিত্ত মানুষের মতো লাগছে কেন? দুশ্চিন্তায় তোমার মুখমণ্ডলের বর্ণ কৃষ্ণাভ হয়ে গিয়েছে। গৃহের সমস্ত কাজ সমাধা করে, সেবাকুশল দাস-দাসীদের বিশ্রামের অনুমতি দিয়ে আমি শয়নকক্ষে তোমার প্রতীক্ষায় ছিলাম। শাল্মলী আমায় সংবাদ দিল, তুমি এখানে আছ। তাই আমি স্বয়ং...। তুমি আমার প্রতি রুষ্ট হওনি তো!

—না, ভদ্রা না। বিকর্ণ অতিকষ্টে মুখমণ্ডলে করুণ হাসির রেখা আভাসিত করে বললেন, সুখনিদ্রার দেবী আজ থেকে আমায় ত্যাগ করে চলে যাবেন।

—কেন এমন অশুভ কথা বলছ আর্য! দেবাঙ্গনা ভীত কণ্ঠে বিকর্ণের ডান হাত ধরে বললেন।

—তুমি কিছু বুঝতে পারছ না! বিকর্ণ আর্দ্রস্বরে বললেন, অনুভব করতে পারছ না এক পাপাচারের অশরীরী আত্মার দুষ্টস্পর্শ?

নতমুখী হয়ে দেবাঙ্গনা বললেন, রাজন্, অতদূর বোঝার আমার ক্ষমতা নেই। আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি, আমার প্রিয়তম স্বামী আজ অপরাহ্ণ থেকে জীবনের স্বাভাবিক ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে।

—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই দেখেছ কল্যাণী। অপরাজিত ও চিত্রক এমন একটি

BanglaBook.org

দুঃসংবাদ জানিয়ে গেল যে সেই তখন থেকে স্বস্তি পাচ্ছি না, শান্তি ক্রমশ আমার অনায়ত্ত হয়ে যাচ্ছে। তুমি যথার্থ দেখেছ!

—আমি নারী, অন্তঃপুরচারিণী। সব কিছু শোনার অথবা জানার অধিকার আমার নেই। তবু এক ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মহাবীরের সহধর্মিণী আমি। কেবল এই সামান্য অধিকারে, আমি কি জানতে পারি আর্যের মনঃকষ্টের কারণ! তোমার দুই অনুজ কী এমন দুঃসংবাদ দিয়ে গেলেন? কোনও যুদ্ধ-শঙ্কা! পূজনীয় পাণ্ডবরা কি হস্তিনাপুরের অমঙ্গল কামনা করছেন? কোনও গুপ্তচর কি ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে দূরভিসন্ধির বার্তা নিয়ে এসেছে!

ধীরে ধীরে বিকর্ণ মাথা নাড়লেন। এর কোনওটাই নয়। বিকর্ণ ক্ষিপ্রকণ্ঠে বললেন, এর চেয়েও মর্মান্তিক। এক সুদূর প্রসারী কূটমন্ত্রণা। আমি চোখ বুজে দেখতে পাচ্ছি, ধ্বংস অনিবার্য। পরিণাম ভয়াবহ।

বিস্ময়াহত দৃষ্টি মেলে দেবাঙ্গনা বললেন, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না! আজ প্রভাত থেকে এই রজনী পর্যন্ত প্রকৃতিকে তো কখনই বিচলিত মনে হয়নি। রৌদ্রধারা, মধুকল্প বায়ু, স্বর্ণালঙ্কৃত এই পুরী, এখানকার সুখী মানুষজন ও পরিচর্যাতৃপ্ত পশুকুল—সব কিছু তেমনই অপরিবর্তিত। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ও শ্বশ্রূমাতা গান্ধারী আজও বৈকালিক বিহারে নির্গত হয়েছিলেন। গবাক্ষ থেকে আমি দেখেছি, তাঁদের রথ দুরন্তগতিতে পুষ্পকাননের দিকে ছুটে গেছে।

—কুরুবংশ বিবর্ধন মহামতি বিদুর কি পিতামাতার সঙ্গে ছিলেন? ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলেন বিকর্ণ।

—হ্যাঁ ছিলেন। চিন্তান্বিত হয়ে উঠল দেবাঙ্গনার আনন।

—আশ্চর্য! এ তো রাজকার্য নয়, প্রমোদবিহার, তবু বিদুর কেন মহারাজের সঙ্গ ত্যাগ করেননি? বিকর্ণ বললেন।

—হয়ত বিদুরের সঙ্গ মহাভাগ কামনা করেছিলেন।

—না প্রিয়তমা, পিতা কামনা করেননি। বহুদর্শী বিদুর আজ অনন্যোপায় হয়ে মহারাজের রথে উপবিষ্ট ছিলেন। মহাপ্রাজ্ঞ মানুষটি শেষ চেষ্টা করে গেছেন। কিন্তু আমি নিশ্চিত, তাঁর উপদেশ রাজার রথচক্রে পিষ্ট হয়ে ধুলায় হারিয়ে গেছে। ভদ্রা, বিদুরের মুখে কি তুমি সুখের চিহ্ন দেখেছিলে?

দেবাঙ্গনা আনত মুখে অল্পক্ষণ চিন্তা করে বললেন, তেমনভাবে লক্ষ্য করিনি। তা ছাড়া দ্রুতগামী রথ নিশ্ছিদ্র নিমেষে রাজপথ থেকে উধাও হয়ে গেছে। আমি কেবল শ্বশ্রূমাতাকে একঝলক দেখেছিলাম। সান্দ্রবস্ত্রে তাঁর চক্ষুদ্বয় আচ্ছাদিত। তবে মনে হলো, সেই ধর্মপরায়ণা রমণীশ্রেষ্ঠ কোনও এক অজানিত চিন্তায় নিমগ্না। তাঁর ওষ্ঠাধরে হাসির চিহ্ন দেখতে পাইনি। তিনি ঈষৎ দূরত্ব বজায় রেখে মহাবাহু ধৃতরাষ্ট্রের বামপার্শ্বে বসেছিলেন।

—তুমি যদি বিদুরের দিকে দৃষ্টিপাত করতে তাহলে এমনতর কিছু অপ্রতিভ দৃশ্য দেখতে পেতে। আমি নিশ্চিত, প্রজ্ঞাবান বিদুর এক গোপন শোক বহন করছেন।

—আর্য, আমি এখনও বুঝতে পারছি না, কেন এসব তুমি জিজ্ঞাসা করছ! দেবাঙ্গনা বিব্রত কণ্ঠে বললেন।

BanglaBook.org

—আর্যা, তোমাকে সব বলব। তোমাকে বলে আমি নির্ভার হতে চাই। এই যে আমার অন্তরদাহ, হৃৎপীড়া, এই যে আমার শারীরিক বৈকল্যের সূচনা—তা হয়ত আমাকে আমৃত্যু বহন করতে হবে। কেন আমি এত ভাবি বল তো! অন্যান্য অনুজ-অগ্রজদের মতো কেন আমি প্রবহমান জীবনের ধারাপথে ভেসে যেতে পারি না? বলতে পারবে প্রিয়তমা!

বিকর্ণের বীরোচিত সুপুষ্ট বাহু আকর্ষণ করে দেবাঙ্গনা নম্র কণ্ঠে বললেন, রাজেন্দ্র, তুমি স্পষ্টতই অসুস্থবোধ করছ। তোমার শরীর অস্বাভাবিক উষ্ণ মনে হচ্ছে। চলো, শয়নকক্ষে যাই। এই দক্ষিণাবায়ু এবং সূক্ষ্ম শিশির সম্পাত তোমার দেহের পক্ষে বিলক্ষণ ক্ষতিকর।

—জানি কল্যাণী। সব কিছু কেন যে অসহ্য বোধ হচ্ছে, আজ কেন যে বিফল হয়ে যাচ্ছে চন্দ্রমা সদৃশ স্নিগ্ধ শয্যার আহ্বান! আমি কেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুঃশল, বিবিংশতি প্রমুখের মতো নই? কেনই বা আমি অনুজ অনুবিন্দ, সুবাহু, কিংবা চিত্র, পদ্মনাভ, উপনন্দ, অয়োবাহু, বলাকী, অথবা পণ্ডিতক, কবচী, ধনুগ্রহ, বীরবাহুদের মতো গড্ডলিকা স্রোতবাহী হলাম না? আমাদের একশত ভ্রাতার জন্মরহস্যের কাহিনী তো পৃথক নয়! আর্যা, আমি সেই অপরাহ্ণ থেকে এসব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে করতে আরও শ্রান্ত। আমাকে যেমন উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলেছে বাইরের এক প্রবলপরাক্রমী কূটমন্ত্রণার সংবাদ, তেমনই আমার আত্মজিজ্ঞাসা আমাকে যেন আরও অভিভূত করে ফেলেছে।

দেবাঙ্গনা তাঁর কোমল দু'বাহু দিয়ে বিকর্ণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, অল্পক্ষণ পরেই রাত্রিরক্ষকেরা ঘণ্টাধ্বনি করে প্রহর ঘোষণা করবেন। প্রধান নগরপাল বহির্গত হবেন রাজধানীর পথে পথে বিচরণের জন্য। এই অবস্থায় তোমাকে দেখলে তিনি বিস্মিত হবেন। হয়ত কুশল জিজ্ঞাসার ছলে তোমার বিচলিত চিত্তের কারণ অনুসন্ধান করবেন সুকৌশলে। দৃশ্যত এবং ফলত এগুলি প্রীতিপ্রদ হবে না। তার চেয়ে চলো, শয়নকক্ষে যাই। আমাকে তোমার সেবা করার সুযোগ দাও। অকস্মাৎ যদি প্রিয় পুত্র বিবস্বানের নিদ্রাভঙ্গ হয়, তাহলে সে আমাদের দেখতে না-পেয়ে রোদন করবে।

বিকর্ণ আর দ্বিরুক্তি করলেন না। দেহভার দেবাঙ্গনার বাহুতে অর্পণ করে অতিধীর পদক্ষেপে শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন। ক্লান্ত চক্ষু তুলে বিকর্ণ দেখলেন, দেবাঙ্গনার প্রধান কিঙ্করী শাল্মলী নিদ্রিত বিবস্বানের পালঙ্কের পাশে দাঁড়িয়ে শ্বেতবর্ণ চামর ব্যজন করছে। বিবস্বানের নাতিদীর্ঘ শয়নাধারটি হস্তিদন্ত নির্মিত। স্বর্ণ, রৌপ্য এবং অন্যান্য রত্নে চিত্রবিচিত্র। নিদ্রাবিষ্ট পুত্রের মুখ চুম্বন করলেন বিকর্ণ। স্পর্শপীড়নে বিবস্বান্ একটু নড়ে উঠল। দেবাঙ্গনা ইঙ্গিতে শাল্মলীকে চলে যেতে বললেন। নিষ্ঠাবতী কর্মপটীয়সী দাসী সলজ্জ হেসে চলে যাচ্ছিল। সহসা দেবাঙ্গনা দ্রুতপদে শাল্মলীর কাছে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, সৌবীরী, তুই বৈতালিকদের জানিয়ে দিয়ে আয়, মহারাজকুমার আজ অসুস্থ। কোনওরূপ গীতবাদ্যে তাঁর আজ রুচি নেই। এখন তারা যেন তাঁদের কর্তব্যকর্মে ক্ষান্ত দেয়।

স্থির চক্ষে রাজপুত্রীর দিকে চেয়ে দাসী বললো, আর আগামীকাল প্রাতে!

BanglaBook.org

—ও হ্যাঁ। প্রাতঃকালীন সুললিত সুরবিলাস থেকে তারা যেন মহাবীরকে বঞ্চিত না-করে। প্রভাতে কোনও নিষেধ নেই। যা, সৌবীরী, আমার এই সনির্বন্ধ অনুরোধ ওদের জানিয়ে দিয়ে আয়।

শাল্মলী আনত হয়ে দেবাঙ্গনাকে অভিবাদন জানিয়ে দ্রুতপদে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। এই দাসীটি দেবাঙ্গনার খুবই প্রিয়। অতিশয় বিশ্বাসী। সৌবীর দেশজাতা এই সুলক্ষণযুক্তা নারীকে দেবাঙ্গনা আদর করে কখনও কখনও সৌবীরী বলে ডাকেন।

সুবিস্তৃত পালকের দক্ষিণ অঙ্গে বিকর্ণ বসলেন। তাঁর প্রশস্ত বক্ষদেশ থেকে উশীরচ্ছদ নামক গ্রীষ্মকালীন গাত্রবস্ত্র খসে পড়েছে। কণ্ঠদেশের বহুমূল্য মুক্তানির্মিত মণিকুণ্ডল কেমন যেন নিষ্প্রভ। দেবাঙ্গনার দেহবল্লরী সূক্ষ্ম শয়নপরিচ্ছদে আবৃত। পতির অস্বাভাবিক বৈকল্য ইতিমধ্যে তাঁর ভেতরেও সঞ্চারিত হয়েছে। তিনিও ক্রমশ চঞ্চল হয়ে উঠছেন। কোন্ দুর্গ্রহ তাঁর গৃহনীড়ের শান্তি হরণ করছে—এটা এক্ষুনি জানতে না-পারলে দেবাঙ্গনাও ধৈর্য হারাবেন। স্বর্ণখচিত হাতপাখা তালবৃন্ত দিয়ে বিকর্ণকে কিয়ৎক্ষণ ব্যজন করে দেবাঙ্গনা জিজ্ঞাসা করলেন, আশা করি, তুমি একটু সুস্থবোধ করছ। এবার বলো, কেন তুমি বারংবার ধ্বংস শব্দটি উচ্চারণ করে আমাকে ভীত, সন্ত্রস্ত করে তুলছ!

দুই হাতে কিছুক্ষণ মুখ ঢেকে বসে থাকলেন বিকর্ণ। তারপর সুপ্তোত্থিত মানুষের মতো দীপ্তিহীন চোখে তাকিয়ে দেবাঙ্গনাকে বললেন, অপরাজিত ও চিত্রকের এই অকস্মাৎ আমাদের প্রাসাদে আগমন, তোমার মনে কোনও ঔৎসুক্য জাগায়নি?

দেবাঙ্গনা দেখলেন, বিকর্ণ প্রশ্নজালকের বন্ধনে একটু করে জড়িয়ে যাচ্ছেন। কিংবা অচেতনে জড়িয়ে ফেলছেন নিজেকে। দেবাঙ্গনা সামান্য বিরক্ত হলেও সুপ্রসন্নময়ী স্বমূর্তিটিকে অবিকৃত রেখে সুরবাহী কণ্ঠে বললেন, আমি উৎসুক হয়েছিলাম বই কি রাজন! কিন্তু তোমাদের কথোপকথনের সময় কক্ষের দ্বার রুদ্ধ ছিল। তুমি কি তা বিস্মৃত হয়েছ? ইচ্ছা থাকলেও আমি তোমার স্নেহভাজন ভ্রাতৃদ্বয়ের আগমনের হেতু জানতে পারিনি। তবে তাঁরা প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় আমায় সম্মান প্রদর্শন করেছেন যথাবিহিত। বিবস্বানের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি এবং সস্নেহ আশীর্বাদ জানিয়েছেন।

—কল্যাণী, তোমাকে বলতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, তবু তোমার আগ্রহ ও অনুনয় দেখে আমি বলছি, আমাদের অন্ধপিতা আজ সমগ্র কৌরবকুলকে অনুপ্রবিষ্ট করিয়েছেন আরও গভীরতর অন্ধকারের গর্ভে। সমস্ত শুভবোধ বিসর্জন দিয়ে তিনি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির, চিরপ্রণম্য অগ্রজ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান জানিয়েছেন। কেন জানো! আমাদের মাতুল মায়াবী শকুনির পরামর্শে এবং জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনের অবিবেচক জেদ ও কূটকৌশলের মর্যাদা দিতে! কুরুবংশ এযাবৎ বহু অন্যায়ের অংশভাগী, কিন্তু এত বড় অবিবেচনাপ্রসূত, ন্যায়বর্জিত দুর্ঘট আগে কখনও সংঘটিত হয়নি।

—দ্যূতক্রীড়া বা অক্ষক্রীড়াকে তুমি অন্যায় বলছ কেন? রাজা থেকে নিম্নবর্গের

BanglaBook.org

সাধারণ মানুষ—সবাই তো এই ক্রীড়ায় আকৃষ্ট হয়। বিশেষ অভিজ্ঞতা-অর্জিত 'অক্ষহৃদয়' বিদ্যা, হে রাজন্, তোমারও করায়ত্ত। দ্যূতক্রীড়া তো শুধু ব্যসন নয়, নৈপুণ্যেরও কারক।

—মানছি, মানছি। অক্ষক্রীড়ার আমি নিন্দা করছি না। কিন্তু শ্রদ্ধাবান যুধিষ্ঠিরকে মহাভাগ পিতা যে-দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান জানিয়েছেন তার পশ্চাতে আছে এক চরম কুঅভিপ্রায়। এক নীতি বিগর্হিত মন্ত্রণা আছে। কেবল মাত্র আনন্দ-উল্লাস কিংবা নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য নয়, এক রুচিহীন চক্রান্তের আবর্তে পাণ্ডব ভ্রাতাদের নিক্ষেপ করার জন্য পিতা এই ক্রীড়া আয়োজনের আদেশ দিয়েছেন।

—রাজন্, তুমি কি সম্যক জান, মাতুল শকুনি এবং ভ্রাতৃশ্বশুর দুর্যোধনের পরামর্শে চালিত হচ্ছেন তোমাদের পিতা!

—হ্যাঁ প্রিয়া, অপরাজিত ও চিত্রক আমাকে সেই মর্মে সমস্ত জ্ঞাপন করেছে। আমি যতবার বিষয়টির পূর্বাপর চিন্তা করছি, ততবার আমার অন্তরে অগ্নির দাবদাহ অনুভূত হচ্ছে। বিকর্ণের চক্ষুদ্বয় আরক্ত হয়ে উঠল।

—আর্য, তুমি ক্রোধ শমিত কর। যদি সত্যিই ঘোর বিপদ আসন্ন হয়ে থাকে তাহলে এই মুহূর্তে অপার ধৈর্যধারণ ছাড়া আর কোনও পথ নেই। তুমি তো জানো, স্থিরমতি পুরুষ কখনও শ্রীভ্রষ্ট হয় না। দেবাঙ্গনা শয্যার উপরে তালবৃন্তটি রেখে বিকর্ণের অতি সন্নিকটে এসে বসলেন। আঘ্রাণ নিলেন স্বামীর চন্দনচর্চিত দেহমন্দিরের। বিকর্ণের পৃষ্ঠদেশে কোমল হাতখানি রেখে বললেন, শান্ত হও। প্রশান্তি তোমাকে প্রদীপ্যমান করুক। অন্তর্দাহের যন্ত্রণা থেকে তুমি মুক্তি পাও। বিবস্বান্ তোমার যোগ্য উত্তরসূরী হয়ে উঠুক।

যেন পরম তৃপ্তিলাভ করেছেন, এমনভাবে পত্নীর দিকে তাকিয়ে বিকর্ণ বললেন, আর্যা, তুমি রমণীশ্রেষ্ঠা হও। তোমার শুভকামনা অক্ষয় হোক। কিন্তু কী জানো, দুর্দৈবের হস্তক্ষেপ যেখানে একবার ঘটে, সেখানে শেষপর্যন্ত পরিতাপ আর অশ্রুই অবশিষ্ট থাকে।

—তুমি আবার প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছ। প্রিয় দেব, এবার বলো, কেন সৌবল এবং জ্যেষ্ঠ ধার্তরাষ্ট্র পাশক্রীড়ার আয়োজন করতে উদ্‌যোগী হয়েছেন! অজাতশত্রু মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকেই বা তাঁরা কেন আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন!

পার্শ্বে অবস্থিত মর্মর নির্মিত পাত্র থেকে স্ফটিকস্বচ্ছ জল পান করলেন বিকর্ণ। স্বল্পক্ষণ নিদ্রাতুর প্রিয়দর্শন পুত্রের মুখপানে এক দৃষ্টে চেয়ে উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর সমস্ত শরীর আন্দোলিত করে বিকর্ণ বলে উঠলেন, কল্যাণী, তুমি তো জানো, আমরা সকল ভ্রাতা ইন্দ্রপ্রস্থে অনুষ্ঠিত মহাতেজা, স্থিরমান মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে আহূত হয়েছিলাম। রাজসূয় পরিসমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভ্রাতাদের সঙ্গে আমি হস্তিনাপুরে চলে আসি। কিন্তু জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও মাতুল আরও কিছুদিন ইন্দ্রপ্রস্থে ছিলেন। দিন কয়েকপূর্বে তাঁরাও ফিরে এসেছেন।

—ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে এসে তুমি অন্য রাজকার্যে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলে।

BanglaBook.org

দেবাঙ্গনা মধুর হাস্যে বললেন, কার্যের চরিত্র অবশ্য আমার অজানা।

—আমি তখন কারুক পল্লীর শিল্পীদের গৃহনির্মাণের তত্ত্বাবধান করছিলাম। অকস্মাৎ এক অগ্নিকাণ্ডে তাদের নিবাসস্থলগুলি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে আমি অগ্নির আগ্রাসী স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলছিলাম, অন্যদিকে সেইসময় জ্যেষ্ঠাগ্রজ স্বয়ং ঈর্ষানলে দিবারাত্র দগ্ধ হচ্ছিলেন।

—কেন ঈর্ষা ? কিসের জন্য ? মহীতলে যা কিছু লভ্য তা সবই তো তাঁর অধিকারে। এখনও অপ্রাপণীয় কিছু আছে কি ? দেবাঙ্গনা বিস্মিত হলেন।

ম্লান হেসে বিকর্ণ বললেন, মানুষের লোভের শেষ নেই। পরশ্রীকাতর মানব অন্যের শ্রীবৃদ্ধি কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। ঈর্ষার অগ্নি তাকে পুড়িয়ে মারে। তোমার মতো পিতাও ঈর্ষানলে দগ্ধ অগ্রজের শরীর দেখে বিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন বৎস, অনেক চিন্তা করেও বুঝতে পারছি না কেন তুমি এমন শোকগ্রস্ত ? রাজোচিত বসনভূষণ, উত্তম অশ্ব, মূল্যবান শয্যা, রূপবতী রমণী, সুসজ্জিত বাসস্থান—এসবই তোমার ইচ্ছাধীন। প্রতিদিন মাংস সহযোগে অন্ন সেবন করছ—তবু তুমি কেন এমন কৃশ, পাণ্ডুর এবং বিবর্ণ !

—অগ্রজ এসব জিজ্ঞাসার কি উত্তর দিয়েছিলেন ?

—সেই উত্তরের আগে ঈর্ষানাট্যের আরও দুটি দৃশ্য অভিনীত হয়ে গিয়েছে। সেখানে কুশীলব দুইজন—মাতুল সৌবল এবং জ্যেষ্ঠাগ্রজ স্বয়ং। কনিষ্ঠানুজ চিত্রক সেই সব দৃশ্যে সংলাপবিহীন নটসেনার মতো নিশ্চুপে উপস্থিত ছিল। চিত্রক আমাকে যা বলেছে তা এইরকম : রাজসূয় যজ্ঞে যোগদানের পর হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তনের পথে অগ্রজ বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন। মাতুল বেশ কয়েকবার লক্ষ্য করে অগ্রজকে প্রশ্ন করেছেন, তোমাকে এমন বিষণ্ণ লাগছে কেন ? আমি তোমাকে কতবার ডাকলাম। তুমি যেন বধির হয়ে গেছো। অগ্রজ যেন এমন জিজ্ঞাসারই অপেক্ষায় ছিলেন মনে মনে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, মাতুল, পাণ্ডবদের মহাযজ্ঞ যেরকম সুচারুভাবে সম্পন্ন হল, অন্যান্য নৃপতিরা যেভাবে যুধিষ্ঠিরের প্রতাপ-প্রতিপত্তি মেনে নিয়ে পরাভব স্বীকার করলেন তা দেখে আমি ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছি। পাণ্ডবদের রাজশ্রী দেখে আমি দগ্ধ হচ্ছি প্রতিনিয়ত। আমার আর কিছুই ভালো লাগছে না।

—তারপর ? দেবাঙ্গনা বিস্ফারিত চক্ষে জিজ্ঞাসা করলেন।

—নিতান্ত বালকের মতো অগ্রজ বলেছেন, মাতুল, পাণ্ডবদের অমিত বৈভব দেখেও আমি পরিতৃপ্তের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছি। তাই আমি একটি ক্লীব, না-পুরুষ, না-স্ত্রী। আমার আর প্রাণধারণের ইচ্ছা নেই। হয় আমি অগ্নিপ্রবেশ করব, নয়তো হলাহল পান করব, কিংবা জলে ডুবে জীবনত্যাগ করব। এদিকে আমার এমন ক্ষমতা নেই যে পাণ্ডবদের রাজলক্ষ্মী হরণ করি। যুধিষ্ঠির প্রমুখের বিনাশের জন্য পূর্বে আমি বহুবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এখন আমি এই সিদ্ধান্তে এসেছি, পুরুষকার নয়, দৈবই প্রধান। পৌরুষাবলম্বী ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রেরা দিন দিন হীন হচ্ছে আর দৈবের প্রসাদে পাণ্ডবরা ক্রমশ আরোহণ করছে উন্নতির শিখরে। অতএব, হে মাতুল ! আপনি আমাকে মৃত্যুবরণ করতে দিন।

BanglaBook.org

এবং আমার প্রাণত্যাগের সংবাদ পিতাকে জানান।

—সত্যই বালকোচিত। দেবাঙ্গনা অধীর হাস্যে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তাঁর হাসির শব্দে বিবস্বান্ সামান্য দেহবিক্ষেপ প্রকাশ করল।

—যা হাস্যকর, কৌতুকাকীর্ণ, তা-ই পরমুহূর্তে কী নির্মম, জটিল এবং সংশয়াকুল হয়ে উঠল, না-শুনলে বিশ্বাস করতে পারবে না। বিকর্ণ ভীত কণ্ঠে-বললেন।

দেবাঙ্গনার মনে হল, তাঁর বীরহৃদয় স্বামী এক অদৃশ্য ভীতির আশঙ্কায় ত্রস্ত। বিকর্ণের বাহু নিজের করপুটে গ্রহণ করে তিনি বললেন, এবার কি দ্বিতীয়দৃশ্য!

নিমগ্নচিত্ত ধার্তরাষ্ট্র সহধর্মিণীর কথার উত্তর না-দিয়ে বললেন, অগ্রজের এই অন্তর্দাহ ও চিত্তবিকার দেখে সুবলাত্মজ কিছু বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। কিন্তু তা যৎসামান্য। বরং অগ্রজের ঈর্ষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়ার মতো তিনি মন্ত্রণা দিলেন, বাহুবীর্যে পাণ্ডবদের পরাজিত করা দেবতাদেরও সাধ্যাতীত। তাঁদের শ্রীহীন কল্পনা করা নিতান্ত অলীক স্বপ্ন। তবে রাজা যুধিষ্ঠিরকে কিভাবে পরাভূত করতে হয় তা আমার জানা আছে। একথা শুনে অগ্রজ স্বভাবতই অতি উৎসাহিত হয়ে বললেন, মাতুল, আপনি আমাকে উপায় বলে দিন। তখন সৌবল...

এই পর্যন্ত বলে বিকর্ণ সহসা নীরব হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে রোষযুক্ত স্বরে বললেন, সুবলাত্মজ শকুনি কোন্ অভিপ্রায়ে এমন সর্বনাশা কর্মে লিপ্ত হলেন, তা কি তুমি বলতে পারবে, কল্যাণী!

মৃদুভাবে মস্তক আন্দোলিত করলেন দেবাঙ্গনা। নিঃশব্দে জানালেন, না।

—আমিও বহুবার উত্তর অন্বেষণের চেষ্টা করেছি। পাইনি, পাইনি। হায়, এই সর্বনাশের সূচনাকে দৈবাধীন বলব, না পুরুষকার। বিকর্ণ করুণ কণ্ঠেই বললেন, মাতুল শকুনি ঈর্ষাদগ্ধ অগ্রজকে তখন এক ভয়ংকর, হীনতর কূটমন্ত্রণা দিলেন। অপরাজিত ও চিত্রকের মতে, একাধারে যা অবিশ্বাস্য এবং অভূতপূর্ব।

—দ্যূতক্রীড়ার মন্ত্রণা কি? দেবাঙ্গনার স্বর সামান্য কম্পিত হল।

—তুমি কিভাবে জানলে! বিকর্ণের অবাকবিস্মিত ভাব মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। দুঃসহ যন্ত্রণায় দেহ বিকৃত করে তিনি বললেন, হ্যাঁ। শকুনি, আমাদের সাধ্বী মাতার যিনি আপন ভ্রাতা, যিনি শ্রদ্ধেয়, সেই মানুষটি অপরিণামদর্শী অগ্রজকে বুদ্ধি দিলেন—শোন দুর্যোধন, এই মহারথ, মহাধনুর্ধর, যুদ্ধদুর্মদ পঞ্চপাণ্ডবকে যুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে, এমন শক্তি দেবতাদেরও নেই। তার উপর তেজস্বী কৃষ্ণ এঁদের সহায়। অতএব এক কাজ কর। রাজা যুধিষ্ঠির স্বভাবতই দ্যূতপ্রিয়। কিন্তু এই খেলায় তার কোনও নৈপুণ্য নেই। ভাল করে খেলতেও পারে না। অথচ অক্ষক্রীড়ার আহ্বান পেলেই সে চলে আসবে। এদিকে তুমি তো জানো, আমি অক্ষবিদ্যায় সবিশেষ দক্ষ। পৃথিবীতে আমার তুল্য পারদর্শী আর কেউ নেই। তুমি মহারাজকে বলে দ্যূতক্রীড়ার ব্যবস্থা কর। আমি নিশ্চিত, যুধিষ্ঠিরের সমস্ত সম্পদ, প্রদীপ্ত রাজলক্ষ্মী হরণ করে তোমাকে দেব।

ক্ষণকাল থেমে বিকর্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সাপের মতো হিসহিস শব্দে বললেন, চক্ষুলজ্জাহীন সৌবল অগ্রজকে এও বলেছেন, দুর্যোধন, আমি কপট খেলায়

BanglaBook.org

যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করে তার সেই দিব্য সমৃদ্ধি তোমার আয়ত্তাধীন করব। তুমি চিন্তা করতে পারছ ?

ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে দেবাঙ্গনা বললেন, আর্য, শাস্ত্র তো বলছে, যিনি কাজের ভবিষ্যৎ ফল সম্বন্ধে চিন্তা না-করে পরামর্শ দেন, তাঁর পরামর্শ মোটেই গ্রাহ্য নয়। অগ্রজ, বিদুর, মহামতি শ্বশুরপিতা সকলেই কি এ কথা ভুলে গেলেন !

—সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়। বিকর্ণ উদ্‌ভ্রান্তের মতো বললেন, অপরাজিতের কথা যদি সত্য হয়, তাহলে আগামীকালই বিদুর খাণ্ডবপ্রস্থে গমন করবেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে পাশক্রীড়ায় আহ্বান জানানোর জন্য। এর মধ্যবর্তী শুধু এই কালরাত্রির ব্যবধান। সারা হস্তিনাপুর ইতিমধ্যে নিদ্রায়িত। কেবল তুমি আর আমি এক অনপনেয় যন্ত্রণা ভোগ করছি।

—শান্ত হও রাজন্, ক্ষত্রিয়ের ভাগ্য সর্বদা এমনভাবেই তমসাচ্ছন্ন থাকে। কিন্তু আমি বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে, মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর ও তোমার মহামতি পিতা, সুবলনন্দনের এই কূটমন্ত্রণায় কিভাবে সম্মত হলেন !

—পিতা বা বিদুর এক বাক্যে এমন হীন বিষয়ে সম্মতি দিয়েছেন একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। পিতা প্রথমে দ্যূতক্রীড়া করতে স্বীকৃত হননি। স্নেহকাতর সেই নরশ্রেষ্ঠকে অগ্রজ এই বলে প্ররোচিত এবং হীনবুদ্ধি করতে চেষ্টা করেছেন—তাত, আমার আর কাপুরুষের মতো বেঁচে থেকে লাভ নেই। আমি অত্যন্ত পাষাণহৃদয়, যুধিষ্ঠিরের অতুল ঐশ্বর্য দেখে আমি অতীব দুঃখিত, তবু আমি এখনও জীবিত আছি। আমাদের শত্রুরা দিন দিন সমৃদ্ধশালী হচ্ছে আর আমরা হীন হয়ে যাচ্ছি। আমার মনে এতটুকু শান্তি নেই, প্রাণধারণে সুখ নেই। আমার পক্ষে এই অবস্থায় মৃত্যুই শ্রেয়।

—অগ্রজের এই সব ছলনাময় বাক্যে পিতার কী প্রতিক্রিয়া হল ? দেবাঙ্গনা স্বামীর উরুদেশে হাত রেখে জানতে চাইলেন।

—পিতা প্রথমে কিছুতেই সম্মতি দেননি। বারংবার তাঁকে বোঝাতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, পাণ্ডবেরা তোমার ভাই। তাদের ও তোমার একই পিতামহ। কেবলমাত্র তাদের সম্পদ ও শ্রী হরণ করার জন্য তুমি যা করতে চাইছ তা অধর্ম, অন্যায়। নিতান্ত বিদ্বেষপ্রসূত। এরপর অগ্রজকে নিবৃত্ত করবার জন্য তিনি মহামন্ত্রী বিদুরের পরামর্শ নিয়েছেন। বিদুরও তৎক্ষণাৎ এই অহিতকর চক্রান্তে অসম্মতি জানিয়েছিলেন।

সকৌতুক হাস্যে দেবাঙ্গনা বললেন, অগ্রজ তাতে কর্ণপাত করেননি। তাই তো !

—হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, পিতাকে তিনি এমন কথাও বলেছেন, দর্বী যেমন সূপের আস্বাদ বোঝে না, তেমনি যার বুদ্ধি নেই, সে শাস্ত্রজ্ঞ হলেও শাস্ত্রের মর্মার্থ বোঝে না। পিতা, আপনি পরিণতপ্রজ্ঞ, তবু একথা কেন উপলব্ধি করতে চাইছেন না, ক্ষত্রিয়দের জয়ই প্রধানবৃত্তি ! সেখানে ধর্মাধর্মের বিচার একেবারেই অসঙ্গত। জয় অভিলাষী ব্যক্তি পরসম্পত্তি গ্রহণে চতুর্দিকে ধাবমান হয়। শত্রুদের সংহার করাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম। কিন্তু সেটা কী উপায়ে করা হবে তার কোনও নির্দিষ্ট সূত্র নেই।

BanglaBook.org

যেমন কে শত্রু, কে মিত্র—এর কোনও লিখিত প্রমাণ নেই। যে আমাকে সন্তাপ ভোগ করায় সেই-ই আমার শত্রু। পাণ্ডবদের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে আমি বিবর্ণ, কৃশ হয়েছি। অশান্তি ভোগ করছি। অতএব তাদের বিনাশ চাই। অন্যথায় আমিই নিজে শরীরপাত করব। দুর্বলচিত্ত পিতা এরপর আর অসম্মত থাকতে পারেন নি।

—এ যে ভয়ংকর যুক্তি! কু না সু, তা আমি বলতে পারব না।

—কল্যাণী, হয়ত এই যুক্তি ক্ষত্রিয়োচিত। কিন্তু তোমাকে স্বীকার করতেই হবে, এ অত্যন্ত অমানবিক। বিকর্ণের আবেগমথিত কণ্ঠ প্রায় বন্ধ হয়ে এলো।

—দ্যূতক্রীড়ার সমস্ত আয়োজনই কি সম্পূর্ণ? দেবাঙ্গনা উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন।

—চিত্রক সে রকমই বলল। দ্যূতক্রীড়ায় আমার কোনও উৎসাহ নেই। তাই আমি জানতেও পারিনি, কখন রাজধানীর পশ্চিমপ্রান্তে তোরণস্ফাটিকা নামে এক বহুমূল্য ক্রীড়া-সভাগৃহ নির্মিত হয়েছে।

—এখনও যেন আমার বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যই কি শ্বশুরপিতার প্রজ্ঞাদৃষ্টি এবং ক্ষত্তা বিদুরের হিতাকাঙ্ক্ষা পরাভূত হয়েছে?

—আর্যা, একই জিজ্ঞাসা আমারও অন্তরে শরের মতো নিয়ত বিদ্ধ হচ্ছে। অপরাজিত ও চিত্রক দুজনেই বললো, পিতা নাকি বিদুরকে বলেছেন, দৈবই প্রধান। দৈবের অঙ্গুলিহেলনে এত বড় পাপকার্য অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। বিনা অপরাধে বিনা প্ররোচনায় অগ্রজ দুর্যোধন পাণ্ডবদের যে-ক্ষতিসাধন করতে চাইছেন, তা ক্ষমাহীন অপরাধ। চিত্রক নিজে শুনেছে, পিতা অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে অগ্রজকে বলেছেন, পুত্র, তুমি যা করছ, তা শ্রেয়োবোধের পরিচায়ক নয়। তোমার অভিরুচি হয় কর। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন অনুতাপ করতে না হয়।

—এত বড় সাবধানবাণী শুনেও তিনি নিবৃত্ত হলেন না!

করুণ হেসে বিকর্ণ বললেন, না। এরই নাম দুর্ভাগ্য। সবচেয়ে দুঃখজনক, ধীমান বিদুরকে অগ্রজ প্রকাশ্যে কটুবাক্যে আঘাত করেছেন। তিনি সর্বসমক্ষে বলেছেন, ক্ষত্তা তাঁর হিতৈষী নন। অতএব তিনি রাজাকে বিপথে চালিত করার প্রচেষ্টায় সর্বদা নিয়োজিত। পৌরুষশালী ব্যক্তি কখনও মূঢ় ব্যক্তিনির্ভর হয়ে থাকেন না। পিতা যখন তাঁকে ভবিষ্যকালের কথা বললেন, তখন তাঁর সদম্ভ উক্তি—রোগ এবং মৃত্যু যেমন সুসময়-দুঃসময়ের প্রতীক্ষা করে না, তেমনি ভবিষ্যতের কথা না-ভেবে যা করার এক্ষুনি করা উচিত।

নিদারুণ পরিতাপে বিকর্ণের দেহ আন্দোলিত হল। দেবাঙ্গনা সস্নেহে নিজ বক্ষদেশে স্বামীর মাথা স্থাপন করে নীরবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। চক্ষু মুদ্রিত করে বিকর্ণ বললেন, অসহ যন্ত্রণা!

এক শত একটি পুত্রবধূর মধ্যে দেবাঙ্গনা অন্যতমা। তাঁর স্বতন্ত্র কোনও অস্তিত্ব নেই। তবে মহারানী গান্ধারী যে কতিপয় পুত্রবধূকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেন তাঁদের মধ্যে দেবাঙ্গনা একজন। তাঁর স্নিগ্ধমধুর ব্যবহার, দীর্ঘকেশ, আয়তচক্ষু ও ইন্দ্রাণীতুল্য রূপের প্রশংসা সবাই করেন। গান্ধারী নিজে দশার্ণ নামক একটি ক্ষুদ্র

BanglaBook.org

রাজ্য থেকে তাঁর এই পুত্রবধূকে মনোনীত করে এনেছিলেন সুপুত্র বিকর্ণের জন্য। দেবাঙ্গনার পিতার নাম চিত্রকেতু। তিনি দশার্ণরাজ চিত্রাঙ্গদের ভাই। এই বৃহৎ রাজপরিবারে প্রথম দিকে দেবাঙ্গনার প্রিয় বান্ধবী ছিলেন দুর্যোধনের কন্যা লক্ষ্মণা। দ্বারাবতী-অধিপতি পুরুষোত্তম কৃষ্ণের পুত্র শাম্বের সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে যাবার পর দেবাঙ্গনা বেশ কিছুদিন একাকিনী হয়ে গেছিলেন। তাঁর স্বামী স্বভাবস্বতন্ত্র। অন্য ভ্রাতাদের সঙ্গে বহুবিষয়ে তাঁর মিল নেই। ফলে অন্যান্য ভ্রাতৃবধূদের অন্তঃপুরে দেবাঙ্গনা সর্বদা সাদরে গৃহীতা হননি। তাঁদের সঙ্গে আলাপ-পরিহাস-বিনোদন করতে গিয়ে দেবাঙ্গনা বুঝতে পারতেন কোথাও একটি সূক্ষ্ম দূরত্ব পূর্ব থেকেই রচিত হয়ে আছে। তবে কয়েক বৎসর যাবৎ বিকর্ণের আর এক অগ্রজ বিবিংশতির পত্নী সহজন্যার সঙ্গে তাঁর সখ্য স্থাপিত হয়েছে। সহজন্যার পিতৃগৃহ মগধরাজ্যে। দশার্ণের প্রায় পাশে অবস্থিত মগধবালার সঙ্গে দেবাঙ্গনার মিত্রত্ব অনেকটাই ভৌগোলিক নৈকট্যের সূত্রে। তবু ভাল। দেবাঙ্গনা মনের কথা বলার জন্য একজনকে অন্তত পেয়েছেন। যদিও উপরে উপরে একশত একজন বধূর সুসম্পর্ক বর্তমান এবং ব্যবহারিক দিক থেকে তা সর্বদাই প্রীতিপ্রদ ও মনোহর

দেবাঙ্গনা জন্মাবধি রাজদুহিতা। আর এক ভারতশ্রেষ্ঠ রাজপরিবারের বধূরূপে নির্বাচিতা হয়ে তিনি সুখী। এর চেয়েও তাঁর বড় সুখ স্বামী ও পুত্রকে নিয়ে। অন্যান্য ভ্রাতৃশ্বশুর ও দেবরদের থেকে বিকর্ণের চরিত্র যে ভিন্ন, এ বিষয়ে বহুজনেই অবহিত। স্বামীর এই অনন্য চরিত্র দেবাঙ্গনাকে আরও তৃপ্ত, আরও আত্মসুখী করে তুলেছে। পুত্র বিবস্বান্ এখন মাত্র পঞ্চমবর্ষীয় বালক। দেবাঙ্গনার বিবাহ ও পুত্রের জন্মের মধ্যে অধিক বিলম্ব ঘটে গেছে। তিনি এক সময় ভেবেছিলেন, তাঁকে হয়ত সমগ্রজীবন বন্ধ্যানারীর অসম্মান বহন করতে হবে। বিকর্ণ অবশ্য সেই নিষ্ঠুর সময়গুলিতে আশা ছাড়েনি। ঋতুস্নাতা অর্থিনী দেবাঙ্গনাকে তিনি নিয়মিত গ্রহণ করেছেন। বিকর্ণ বিশ্বাস করতেন তাঁর পত্নী সন্তান উৎপাদনে সক্ষম। যাগযজ্ঞ, ধর্মাচরণ এবং পরিশুদ্ধ পাতিব্রত্যের সহায়ে অকস্মাৎই বিবস্বান্ দেবাঙ্গনার ক্রোড় আলোকিত করে জন্মগ্রহণ করেছে। এই পুত্র জন্মাবধি সর্ব রাজলক্ষণযুক্ত। যদিও সকলেই বহুপুত্র কামনা করে এবং একপুত্রতাকে প্রায়শই অনপত্যতার মধ্যে গণ্য করে, তাসত্ত্বেও দেবাঙ্গনা এই দেবনিন্দিত পুত্রলাভ করে চিরধন্যা। তাঁর মনে কোনও আক্ষেপ নেই। নিদ্রিত বিবস্বানের মুখচন্দ্রমার দিকে তাকিয়ে দেবাঙ্গনা অস্ফুট স্বরে বললেন, আর্য, তুমি আগামীকাল প্রত্যূষেই বিদুরের সঙ্গে দেখা করো। তাঁকে গিয়ে বলো শেষ চেষ্টা করে দেখতে!

—কোনও লাভ নেই, কোনও লাভ নেই। প্রাজ্ঞ মহামন্ত্রী মনস্বী বিদুর বিষণ্ণচিত্তে রাজাদেশ পালন করবেন। এর আর অন্যথা হবে না। বিকর্ণ ক্লিষ্ট স্বরে বললেন।

ঘণ্টাগৃহ থেকে রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম দণ্ডকাল ঘোষিত হল। দেবাঙ্গনা স্বামীর কেশগুচ্ছে অঙ্গুলিচালনা করে মধুর কণ্ঠে বললেন, তুমি দেহে-মনে নিতান্ত পরিশ্রান্ত। এবার শয্যা গ্রহণ না-করলে তুমি ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে পড়বে। সূর্যোদয়ের

BanglaBook.org

পূর্বে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ তোমার আবাল্য অভ্যাস। এই শাস্ত্রবিহিত কৃত্য থেকে তুমি কেন বিচ্যুত হবে ?

—প্রিয়তমা, তুমি ভীত হোয় না। সমগ্র কৌরবকুল আজ ব্যাধিগ্রস্ত। শুধু আমি একা নই। আমাদের ওই প্রাণাধিক পুত্রের মধ্যেও সেই কালরোগ ক্রমে সঞ্চারিত হবে। তুমি পরে মিলিয়ে নিও।

অজ্ঞাত ত্রাসে কেঁপে উঠে দেবাঙ্গনা দ্রুতপায়ে বিবস্বানের নিকটে গিয়ে তার মস্তক আঘ্রাণ করলেন। বিস্ফারিত চক্ষে বললেন, তুমি এমন অহিত বাক্য আর বলবে না। কথা দাও।

বিকর্ণ ম্লান হাসলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, দুঃখ কী জানো, আমার এই আত্মগ্লানি, এই যন্ত্রণা, এই অব্যক্ত প্রতিরোধ—একান্তভাবে আমারই।

—না, এসব আমারও। আমি অস্বতন্ত্র নারী। তবুও...। দেবাঙ্গনা বললেন।

কক্ষের পূর্বকোণের একটি প্রায় নিবন্ত, কম্পমান দীপশিখার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বিকর্ণ বললেন, ওই দেখ, আমাদের জীবনদীপ।

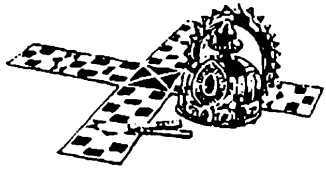

দ্বিতীয় অধ্যায়

পণ্যবীথিকার এই তৃতীয় অংশটিতে শিল্পদ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। মণিমুক্তাদি সম্বলিত স্বর্ণালঙ্কার, রৌপ্য, তাম্র ও কাংস্য নির্মিত তৈজসপত্রাদি, হস্তিদন্ত নির্মিত নানা শৌখিন দ্রব্যাদ্রব্য, চন্দনজাত প্রসাধন সামগ্রী এবং চর্মনির্মিত পাদুকা ও বিভিন্ন বর্ণের ছত্র। হস্তিনাপুরে ক্ষুদ্র-বৃহৎ মিলিয়ে পাঁচটি পণ্যবীথিকা আছে। তার মধ্যে এইটি সর্ববৃহৎ। এর নাম 'সুকীর্তি ত্রিবিক্রম'। প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ ও কিঞ্চিদধিক দুই ক্রোশ প্রস্থ। এই বীথিকার প্রথম অংশে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য বিক্রয়ের পণ্যশালাগুলি সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। দ্বিতীয় অংশে বস্ত্রশিল্প ও দারুশিল্পের সম্ভার। চতুর্থ ভাগে যুদ্ধাস্ত্র ও তৎসংক্রান্ত দ্রব্যাদির সমাবেশ। পঞ্চম অংশে গো, অশ্ব, হস্তী এবং অন্যান্য জীবজন্তু ও শেষ বা ষষ্ঠভাগে ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীরা ক্রেতার আগমনের অপেক্ষা করে। তৃতীয় বা মধ্যম অংশের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে।

দ্রব্যসম্ভারের বিপুল আয়োজনের জন্য এই পণ্যবীথিকায় রাজধানীর সকল শ্রেণীর মানুষ সমবেত হয়। সর্বদাই এখানকার বিপণিসমূহ জনাকীর্ণ ও কোলাহলমুখর থাকে। তবে এর ছয়টি অংশের ক্রেতাদের মধ্যে তারতম্য অবশ্যই আছে। যেমন মধ্যম অংশের শিল্পদ্রব্যাদির গ্রহীতা মূলত রাজানুগ্রহভাজন অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। এই অংশের পণ্যগৃহগুলিতে অনুচ্চবিত্ত জনসাধারণ

BanglaBook.org

সচরাচর প্রবেশ করে না। বিলাস দ্রব্যের প্রতি তাদের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিলাষ যদিও আছে, কিন্তু রাজরোষের ভয়ে এবং অভিজাতবর্গের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কায় বিত্তহীন মানুষ পণ্যবীথিকার মধ্যম অংশটিতে আসে না। কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য কেবল পণ্যগৃহগুলির বাইরের পথ দিয়ে চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কয়েকদিন হল এখানকার সুপরিচিত চিত্রটির বিশেষ পরিবর্তন হয়েছে। অভিজাতশ্রেণীর ধনীপুরুষেরা মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রের দ্যূতসভায় আমন্ত্রিত হয়ে সেখানেই সমস্ত দিবস অবস্থান করছেন। পাশক্রীড়ার আসরে নিমন্ত্রণ পাওয়া যেরূপ ভাগ্যের ব্যাপার, তেমনই তা রক্ষা করাও অবশ্য কর্তব্য। অন্তত প্রার্থিত সম্মানের দিক থেকে। দ্যূতসভায় অভিজাত মানুষরা পূর্বাপর উপস্থিত থাকাতে মধ্যম অংশের পণ্যবিক্রেতারা কর্মশূন্য হয়ে পড়েছে। সারা দিন মক্ষিকা বিতাড়ন কর্ম ছাড়া আর কিছুই তাদের করতে হচ্ছে না। এদিকে অভিজাতদের অনুপস্থিতির সুযোগে সাধারণ জনতা পণ্যবীথির মধ্যম অংশে দলে দলে এসে গালগল্পের আসর বসিয়েছে।

এমনই একটি আসরের মধ্যমণি শূলধর নামে এক গণমুখ্য। ধৃতরাষ্ট্রের রাজসভায় হস্তিনাপুরের সমীপবর্তী বৃকস্থল নামক ক্ষত্রিয়বাসবহুল একটি গ্রামের মুখ্য প্রতিনিধি। ক্ষত্রিয় শূলধর বংশগৌরবে অভিজাত নয়, তবে তার বৃত্তি তাকে রাজমহিমার নিকটবর্তী করেছে। পক্ষকাল আগে সে বৃকস্থল থেকে বলীবর্দ-বাহিত একটি ক্ষুদ্র শকটে সপুত্র মহতী ক্রীড়ানুষ্ঠান দেখতে হস্তিনাপুরে এসেছে। শূলধর অক্ষবিদ্যার কিছুই জানে না। এতে তার আসক্তিও নেই। বাল্যকালে সে তার পিতার কাছে শুনেছিল, পাশা খেলা দোষাবহ। তবে তার পুত্র ইন্দ্রায়ুধ নীতিজ্ঞ পিতামহ বা অক্ষভীরু পিতার মতো নয়। তার দেহের ক্ষাত্রশোণিত আপন ধর্মবাহী। অক্ষক্রীড়ায় তার অত্যাসক্তি। দ্যূতসভায় অভ্যাগতদের জন্য নির্দিষ্ট আসনটিতে ইন্দ্রায়ুধ নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারীর মতো বসে আছে। পাশে পিতার আসনটি শূন্য, না পূর্ণ সে-দিকেও তার কোনও দৃষ্টি নেই। চেতনা-রহিত হয়ে শূলধরের পুত্র অক্ষক্রীড়ার প্রতিটি উত্তেজক মুহূর্ত উপভোগ করছে!

শূলধর কয়েকদিন যাবৎ সভাগৃহটির শতদ্বারের শোভা, অন্তর্দেশ ও বহির্দেশের কারুকার্য এবং রত্নখচিত সহস্রস্তম্ভসমূহ অনুপুঙ্খ রূপে দেখেছে। উত্তম আহার্য ও সুস্বাদু পানীয় গ্রহণ করেছে আপন ইচ্ছায়, যতবার পাকশালার দিকে গিয়েছে। দ্যূতসভার ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে এবং দেবভোগ্য খাদ্যের স্বাদ গ্রহণ করতে করতে শূলধর ক্লান্ত। পরিশ্রান্ত। তার এক শ্যালক মনোরথ রাজসভার প্রতিকামী। দ্বিতীয় রাজপুত্র দুঃশাসনের সেবায় সে নিয়োজিত। রাজপুরিকায় মনোরথের অবাধগতি। সে দুঃশাসনের বিশেষ আস্থাভাজন। শূলধর সেই শ্যালককে বশ করে সভাগৃহের চতুঃসীমা ছেড়ে এই পণ্যবীথিকায় মুক্ত বাতাস নিতে এসেছে। শূলধর বাক্‌পটু। গালগল্প করতে সে ভালবাসে।

বণিক সমাজের এক প্রধান, সার্থবাহ হংসচূড় গণমুখ্য শূলধরকে বললো, ওহে গ্রামপতি, এরা সবাই শোনেনি, তুমি আবার প্রথম থেকে বলো।

মনে মনে আহ্লাদিত হলেও কপট রাগ দেখিয়ে শূলধর বললো, ইতরজনের এই

BanglaBook.org

এক হাঁ-করা স্বভাব। সব কিছু শোনা চাই, জানা চাই। আরে বাপু, আমরা হলাম গিয়ে রাজপ্রতিনিধি। আমরা যত কিছু জানব, দেখব, শুনব, সে-সবে এদের অধিকার কোথায় ? হংসচূড়, তুমি আমাকে বিপদে ফেললে দেখছি।

—আমিও তো শুরুর অংশটি জানি না। হংসচূড় বললো।

—কোথায় এর শুরু এবং কোথায় শেষ, তা স্পষ্ট করে বলতে পারব না বাপু। সে-সম্পর্কে আমার ধারণাও সীমিত। দ্যূতসভায় প্রবেশের পর থেকে সেই যে আমার মস্তকঘূর্ণন আরম্ভ হয়েছে তা এখনও থামেনি।

সমবেত জনতার মধ্যে থেকে কে যেন শীর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলো, তা চিকিৎসকের কাছে না-গিয়ে পণ্যবীথিকায় এসেছ কেন ? তোমার শিরঃপীড়া হয়নি হে, প্রকৃতপক্ষে 'দীয়তাং ভোজ্যতাং' রব শুনতে শুনতে তোমার কর্ণকুহরের কীটগুলো নড়ে উঠেছে।

সকলে হো হো করে হেসে তাকিয়ে দেখল, বৃদ্ধ কুসীদজীবী হিরণ্যাক্ষ এই কথা বললো। এমনিতে মহাজনীবৃত্তির জন্য হিরণ্যাক্ষ জনতার চক্ষুশূল, কিন্তু তার এই রসময় বাক্য সকলে উপভোগ করল।

কুসীদজীবী ও নিন্দনীয় মানুষটির বাক্যবাণে ক্রুদ্ধ হয়ে শূলধর বিকৃতস্বরে বললো, শ্মশানগামী এই বৃদ্ধ শকুনটি কে ? বড় বড় কথা বলছে ! ওহে সার্থবাহ হংসচূড়, আমি চললাম। এই সব চতুষ্পদ তৃণভোজীদের নিয়ে তুমি থাকো। জানো, বৃকস্থলের কেউ আমাকে এমন অপমান করলে তাকে আমি কারাদণ্ড দিতাম। জেনে রাখ, গ্রামনিবাসী হলেও আমি জন্মসূত্রে ক্ষত্রিয়।

ইতিমধ্যে জনসমাবেশ আরও ঘনীভূত হয়েছে। শূলধর রাগত পদে চলে যাচ্ছে দেখে এক সদাচারী পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ যজ্ঞদত্ত উদাত্ত কণ্ঠে হাত তুলে বললেন, শক্তানাং ভূষণং ক্ষমা। তিষ্ঠ। তিষ্ঠ।

আর্যভাষার সঙ্গে সাধারণ মানুষ সুপরিচিত। সময় বিশেষে এই ভাষায় তারা কথাও বলে। কিন্তু এই হট্টমেলায় আর্যভাষা শুনে তারা আবার উচ্চকণ্ঠে হাস্য করে উঠল।

—তোমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল হাসছ ? গণমুখ্যকে তোমরা বাধা দাও। যেতে দিও না। শূলধর যদি না-বলে, তাহলে কার কাছ থেকে দ্যূতসভার কাণ্ডাকাণ্ড শুনবে শুনি ! এই গ্রামপতি অনুগ্রহ করে তোমাদের বলছে, আর তোমরা কিনা তাকে অপমান করছ ! হংসচূড় দুই চক্ষে মৃদু কৌতুক আভাসিত করে বললো।

যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে এমনভাবে সকলে হট্টগোল তুলে সমস্বরে চিৎকার করে উঠলো, গ্রামপ্রধান আমাদের মার্জনা কর। যজ্ঞদত্ত যা বলেছেন, তার প্রতি সম্মান দাও।

ইঙ্গুদ ও এরণ্ড তৈল ব্যবসায়ী জহ্নু এবং সোমবিক্রয়ী লৌহিত্য দৌড়ে এসে ক্রুদ্ধ শূলধরের হস্তদ্বয় ধরে বললো, আমরা ক্ষমা চাইছি।

শূলধর সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, এরা গল্প শুনতে সত্যই আগ্রহী। তেমন শিক্ষিত নয় বলে, মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। রাগতভাব কিঞ্চিৎ রেখে

BanglaBook.org

শূলধর বললো, ঠিক আছে, আমি বলছি। কিন্তু কেউ যদি পুনরায় অসভ্যতা করো, তাহলে আমি তৎক্ষণাৎ রাজদ্বারে প্রস্থান করব। ভুলে যেও না, ওখানে আমার আসন নির্দিষ্ট করা আছে।

—তাই হবে, তাই হবে। এই কেউ গোলযোগ করবে না। করলে তার কপালে প্রহারদণ্ড অবধারিত। ষণ্ডসদৃশ বলশালী কৃষিজীবী দেবলক জলদগম্ভীর স্বরে বললো।

দেবলকের হুঙ্কারে মুহূর্তে নিশ্চুপ হয়ে গেল জনতার গুঞ্জন। যজ্ঞদত্ত মধুর হাস্যে বললেন, 'অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্ অসাধুং সাধুনা জয়েৎ। /জয়েৎ কদর্যং দানেন জয়েৎ সত্যেন চানৃতম্।' তোমার শুভ হোক। নাও শুরু কর।

যজ্ঞদত্তের প্রশস্তিতে বিগলিতচিত্ত হয়ে শূলধর বললো, এ কথা অস্বীকার করবো না, আমার চেয়ে আমার শ্যালক রাজভৃত্য প্রতিকামী মনোরথ অধিক জানে। সে দ্যূতক্রীড়া আরম্ভের প্রথমাবধি সর্ব বিষয় নিজের চক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। আর আমি দেখেছি ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের সভামধ্যে প্রবেশের পর থেকে যা যা হয়েছে, সেই সব ঘটনা।

—আমরা সেখান থেকেই শুনতে চাই। সকলে মিলিতভাবে বললো।

লৌহিত্য বললো, ওতেই হবে। শোন গ্রামপতি, আজ আমার গৃহে তোমার সোমপানের আমন্ত্রণ রইল।

দ্বিপ্রহরের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। সূর্যদেব মধ্যগগনে এসে উপস্থিত হননি। এখন সময় দিবসের দ্বিতীয় প্রহরের প্রথম দণ্ড। পণ্যগৃহগুলি তাদৃশ ক্রেতাপূর্ণ না-হলেও পণ্যপথে আপামর সাধারণের চলমানতার বিরাম নেই। শূলধর যেখানে দাঁড়িয়ে দ্যূতক্রীড়াস্থলের কাহিনী শুরু করবে, ঠিক তার পিছনে অবস্থিত তুঙ্গ নামে এক প্রকার গন্ধদ্রব্য এবং কৃষ্ণাগুরু নামক সুগন্ধি চন্দনের বিপণি। এই গৃহের স্বত্বাধিকারী ক্রমদীশ্বরও উৎকর্ণ হয়ে আছে গণমুখ্যের কথিত কাহিনী শোনবার জন্য। ব্যবসায় এমনিতেই কদিন ধরে মন্দা চলছে। দ্যূতসভার কারণে পণ্যবিক্রয়ের অবনতিতে ক্রমদীশ্বরের মন ভারাক্রান্ত। আপন নিরুৎসাহ অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে সে-ও সাধারণের ঔৎসুক্য-প্রবাহে মিশে গেছে।

—বুঝলে হংসচূড়, আমি তো একমনে সভাগৃহের চিত্রবিচিত্র কারুকার্য দেখছিলাম, এমন সময় অকস্মাৎ ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝর্ঝর, মুরজ, ডিণ্ডিম প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের শব্দে এবং শঙ্খনিনাদে সচকিত হয়ে উঠলাম। শতদ্বারের মধ্যে যেটি প্রধান দ্বার, দেখি সেখান দিয়ে পাণ্ডবেরা সর্বশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী করে সহস্রাক্ষ সূর্যের মতো সভায় প্রবেশ করছেন। কী বলব, আমার দুই চক্ষু মুহূর্তের জন্য যেন অগ্নিকিরণে দগ্ধ হয়ে গেল। পুরুষ-শ্রেষ্ঠ পঞ্চপাণ্ডব প্রত্যেকে সুপুরুষ। বিক্রমশালী পরম ধার্মিক যুধিষ্ঠির, মহাবলকায় ভীমসেন, অপ্রমেয় শৌর্যবীর্যবান অর্জুন, দেবতুল্য রূপবান দুই যমজ ভাই নকুল এবং সহদেব বীর পায়ে একে একে এসে বহু রত্নখচিত আসন গ্রহণ করলেন। ওহে, তোমরা শুনতে পাচ্ছ?

বর্ধিষ্ণু জনবৃত্তের শেষভাগে অঙ্গারের মতন কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিহিত আঙ্গারিক ইন্দ্রকেতু ও বিবিধ পুষ্পজাত মাল্যব্যবসায়ী মালাকার ভল্লাতক দাঁড়িয়ে আছে

BanglaBook.org

অন্যান্যদের সঙ্গে। এরা দুজন শূলধরের পূর্ব পরিচিত।

ইন্দ্রকেতু বললো, একটু উচ্চকণ্ঠে বলো। এটা তো আর সভ্যদর্শকমণ্ডলী পরিবৃত নাট্যশালা নয়, নিনাদসংকুল পণ্যবীথিকা। এখানে উচ্চগ্রামে কথা না-বললে শুনতে পাওয়া দুষ্কর।

শূলধর বললো, কেবল কণ্ঠ নয়, আমার দেহটিকে একটু উচ্চে স্থাপন করতে পারলে মন্দ হতো না।

ক্রমদীশ্বর এই কথা শুনে বিপণি থেকে একটি স্বল্পোচ্চ কাষ্ঠাসন এনে বললো, গণমুখ্য, তুমি এর উপরে দাঁড়িয়ে বলো।

এই ব্যবস্থায় বিশেষ আনন্দিত হয়ে শূলধর দ্বিগুণ উৎসাহে বললো, বুঝলে, দ্যূতসভা তখনও নিস্তব্ধ। বন্দিরা স্বস্তিবাচন সমাপ্ত করেছে, বাদ্যযন্ত্রের সুরঝঙ্কারও শেষ। আমাদের মহারাজার শ্যালক গান্ধাররাজ শকুনি সর্বপ্রথম নৈঃশব্দ্য ভঙ্গ করে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, সভাস্থ সকলেই তোমার প্রতীক্ষা করছেন, অতএব এসো, দ্যূতক্রীড়ার সূচনা করি।

—হ্যাঁ হে, শকুনি পাশা খেলা শুরু করার কথা বলার কে? আমাদের মহারাজ কি তখন নাসারন্ধ্রে সর্ষপ তৈল দিয়ে নিদ্রা যাচ্ছিলেন? অসংযতবাক্ অপ্রিয়ভাষী, নগরের অন্যতম পরিচিত অতিমদ্যপায়ী ভূমন্যু অর্ধমত্তকণ্ঠে বললো।

আবার মৃদু গুঞ্জন। যদিও সকলে ভূমন্যুর বাক্যসমূহকে মদ্যপের প্রলাপ বলেই মনে করে, তবু রাজরক্ষী ও গুপ্তচরদের ভয়ে সকলেই কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য প্রকাশ করলো। শূলধর অবশ্য হাসতে হাসতে বললো, এই সংবাদটিও তুমি জানো না! দিবসে মাধ্বীকপান করে করে তোমার মাথাটাই গেছে। আমাদের বৃকস্থলে কঙ্ক নামে এক দুরাচারী প্রত্যহ সূর্যকে সাক্ষী রেখে মদ্যপান শুরু করে। আর সন্ধ্যালগ্নে গৃহে ফিরে এসে ভার্যাকে দুঃখিনী মাতা মনে করে তার পদধূলি নেয়। কঙ্কর মতো তুমিও কি জ্ঞানশূন্য হয়ে গেছ!

ভূমন্যু সবিশেষ বিরক্ত হয়ে বললো, সবাই যদি সব কিছু জানত, তাবে তো আর কথাই ছিল না। ধার্মিকাগ্রণী যুধিষ্ঠির, অলীকবাদী শূলধর আর অগাধ মদ্যপায়ী ভূমন্যুর মধ্যে তাহলে কোনও পার্থক্যই আর থাকত না।

হংসচূড়, জহ্নু, লৌহিত্য প্রমুখরা আবার প্রমাদ গুনল। তাকে অলীকবাদী বলা সত্ত্বেও শূলধর অবশ্য ভূমন্যুর কথা গায়ে মাখল না। বরং হৃষ্টচিত্তে বললো, শোন, শোন, শকুনি একে রাজশ্যালক, তার উপর ধার্তরাষ্ট্রদের প্রিয় মাতুল—তিনি খেলার সূচনা করতে বলবেন না তো কি সভাভৃত্যেরা বলবে!

—একমাত্র আত্মীয়তা-গৌরবই কি সুবলনন্দনের এই অধিকার প্রাপ্তির কারণ? ব্রাহ্মণ যজ্ঞদত্ত জিজ্ঞাসা করলেন।

সামান্য চিন্তা করে শূলধর বললো, না দ্বিজবর। এ বিষয়ে মনোরথ আমাকে যা বলেছে, তার মর্মার্থ হলো, এই দ্যূতক্রীড়ার প্ররোচক ও আয়োজক স্বয়ং শকুনি। আমাদের মহারাজা নিমিত্ত মাত্র। তাঁকেও পরিচালনা করছেন এই সৌবল এবং অবশ্যই মহাবল জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দুর্যোধন। সে কথায় পরে আসছি। আগে শুনুন, শকুনির আহ্বান শুনে ধর্মপ্রাণ রাজা যুধিষ্ঠির কি বললেন?

BanglaBook.org

—কী বললেন ! কী বললেন ! সহসা কয়েকটি নারীকণ্ঠ বলে উঠল ।

একটু বিস্মিত হয়ে শূলধর পশ্চাতে তাকিয়ে দেখল, বিপণির দ্বারদেশের সন্নিকটে তিনজন সম্ভ্রান্ত গৃহের দাসী এবং একজন স্বৈরিণী জাতীয়া স্ত্রীলোক সমুৎসুক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের বিচিত্র পরিচ্ছদ, অঙ্গসজ্জা ও বিলোল কটাক্ষ পণ্যবীথিকার নীরস পরিপার্শ্বকে করে তুলেছে মধুঋত। দু'হাত তুলে তাদের আশ্বস্ত করে গণমুখ্য বললো, যুধিষ্ঠির বিনীত কণ্ঠে বললেন, দেখ শকুনি, যখন পাশাক্রীড়ায় আহূত হয়েছি তখন খেলবই। এই আমার সনাতনব্রত। যদিও আমি বিলক্ষণ জানি, অক্ষক্রীড়া সমস্ত দুর্ভাগ্যের আকর। তবু আমি নিবৃত্ত হব না। আর একটি কথা, দেখ, কপট পাশক্রীড়া অতি পাপজনক। এতে কোনও ক্ষাত্রশ্লাঘা নেই। ধূর্তের কপটতাকে কেউ অভিনন্দিত করে না। অতএব, হে শকুনি, যেন অসৎপথে ছলনার আশ্রয় নিয়ে আমাদের পরাজিত ক'রো না !

—আশ্চর্য ! খেলা শুরুর আগে মহাত্মা যুধিষ্ঠির কপটাচার বিষয়ে এমন সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন কেন ? বৃদ্ধ হিরণ্যাক্ষ প্রশ্ন করলো ।

—করবেন না ! এই দ্যূতক্রীড়া যে বিশুদ্ধ আনন্দ লাভের জন্য নয়। এখানে জয়-পরাজয়ের মূলে আছে পণ। পাশার দান পড়বে পণ রেখে। আর কে না জানে, যেখানে পণই পরাভবের কারণ সেখানে কপটতা, ছলনার আশ্রয় নেওয়া হয়। ওঃ, সাধে কি আমার স্বর্গত পিতা অক্ষকিতবদের কাছ থেকে আমাকে শতযোজন দূরে রেখে মানুষ করেছেন !

—যুধিষ্ঠিরের কথা শুনে রাজমাতুল কি বললেন ! স্থূলদেহী দেবলক জিজ্ঞাসা করল ।

গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু করে শূলধর বললো, রাজমাতুল ধূর্তচূড়ামণি। এ বিষয়ে তাঁর খ্যাতি দেশের সর্বত্র প্রচারিত। এরপর একটুক্ষণ বাক্‌রহিত থেকে পুনরায় উচ্চকণ্ঠে শূলধর বললো, শকুনি তখন বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি বৃথা শঙ্কিত হচ্ছ। যিনি দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শী এবং ধূর্ততার রীতিপদ্ধতি ভালমতন জানেন তিনি কখনও হেরে যান না। তোমরা তো জানো, যুধিষ্ঠির যেন এক ধর্মময় মহাবৃক্ষ। কী শান্ত, কী সুভদ্র ! আহা !

মালাকার ভল্লাতক বললো, একবার ইন্দ্রপ্রস্থে ভ্রমণ করতে গিয়ে সেই পুণ্যাত্মাকে দর্শন করেছিলাম। শূলধর, তুমি ঠিক বলেছ। তারপর !

—শকুনির কাপট্য ও অমানবিক উক্তি শুনে যুধিষ্ঠির ম্লান হেসে বলেছিলেন, সৌবল, শঠ ব্যক্তির সঙ্গে চতুর অক্ষক্রীড়ায় লিপ্ত হওয়া নিতান্ত পাপাচার। ধর্মপথে যে কোনও যুদ্ধে জয়লাভই শ্রেয়। আমি শঠতার আশ্রয় নিয়ে সুখ-সম্পত্তি পেতে চাই না।

—আহা, মহারাজ যুধিষ্ঠির কী মহান ! ভূমন্যু অশ্রুপূর্ণ লোচনে বললো ।

পুনরায় মৃদু গুঞ্জন উত্থিত হলো সমবেত জনকণ্ঠ থেকে। প্রত্যেকেই কোথায় যেন একটা অশিষ্ট, অকাম্য বিষয়ের ইঙ্গিত অনুভব করছে। শূলধর বললো, চুপ, চুপ। আগে শুনে নাও। তা, শকুনিও অত সহজে হার মানার পাত্র নন। রাজ্যশ্যালক বলে কথা ! তিনি বললেন, ওহে কৌন্তেয়, তুমি যদি একান্তই আমাকে

BanglaBook.org

ধূর্ত বলে স্থির করে থাক এবং পাশা খেলতে ভয় পাও, তাহলে এবারের মতো বিরত হও।

সমবেত সাধারণের মধ্য থেকে এক তরুণ বয়স্ক, মৃগচর্ম পরিহিত, যজ্ঞোপবীতধারী বিদ্যাস্নাতক উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই বিরত হননি! তাঁর যা স্বভাব! আমাদের বেদ বিদ্যালয়ের আচার্য-অধ্যাপকরা বলেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির আজীবন সত্যব্রতী। তিনি কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে পরিত্যাগ করেন না। 'নাস্তি সত্য সমং তপঃ'—তিনি এই অনুশাসনকে শ্রেষ্ঠব্রত রূপে গ্রহণ করেছেন।

হিরণ্যাক্ষ বললো, এত সত্য ভালো নয় বাপু। ধর্মপুত্র কি জানেন না, সত্য অনলের মতো দাহিকাশক্তিতে পূর্ণ! আমি এই বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত দেখলাম, সত্যাশ্রয়ীরা কখনও সুখ লাভ করে না। দিবারাত্র দগ্ধ হয়।

—তা বলে কি যুধিষ্ঠির সত্য কথা বলবেন না, সত্য রক্ষা করবেন না! দেবলক গম্ভীর স্বরে বললো।

—আমি কি তাই বলেছি! হিরণ্যাক্ষ রেগে গিয়ে চিৎকার করে উঠলো।

—তুমি কাকে রক্তবর্ণ চক্ষু দেখাচ্ছ হে! আমরা সবাই এই গ্রামশাসকের কথা মন দিয়ে শুনছি, আর এই অতিবয়স্ক শয়তানটি থেকে থেকেই একটা-না-একটা মন্তব্য করছে। দেবলক অঙ্গভঙ্গি করে বললো।

—মুখ সংযত করে কথা বলবি। হিরণ্যাক্ষ দন্ত কিড়িমিড়ি করে দুপা এগিয়ে এসে বললো, বেটা স্থূলবুদ্ধি পৌনর্ভব।

স্বৈরিণী স্ত্রীলোকটি অর্থপূর্ণ হাস্য করে জিজ্ঞাসা করল, ওগো মহাজন পিতামহ, পৌনর্ভব কাকে বলে গো!

মুখ ও স্বর বিকৃত করে হিরণ্যাক্ষ বললো, তাও জানো না! একাধিকবার বিভিন্ন পতিগ্রহণকারিণীর পুত্রকে বলে পৌনর্ভব। দেবলকের মা-কে আমি চিনি। সে তো বহু পুরুষের সঙ্গ করেছে।

—ও মা, সে তো আমরা করি গো! কুলুকুলু শব্দে হেসে স্বৈরিণীটি গড়িয়ে পড়ল।

দেবলক মাতৃনিন্দা শুনে আর ক্রোধ সংবরণ করতে পারল না। উদ্যতমুষ্টি হয়ে বৃদ্ধ কুসীদজীবীর দিকে তেড়ে এলো।

যজ্ঞদত্ত দেখলেন, এবার ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে। এই সমাবেশের উদ্দেশ্য অচিরেই বিনষ্ট হবে এদের কলহের কারণে। তিনি তৎক্ষণাৎ ধাবিত দেবলককে বক্ষবন্ধনে আবদ্ধ করে বললেন, 'দান্তাঃ সর্বত্র সুখিনো দান্তাঃ সর্বত্র নিবৃতাঃ।' শান্ত হও, শান্ত হও।...শূলধর, তুমি স্তব্ধ হয়ে থেকো না। ধর্মপ্রাণ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কথা বলো। তাঁর কাহিনী শোনা অতি পুণ্যফল।

মত্ত বরাহের মতো কিয়ৎক্ষণ উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে দেবলক ভদ্রভাবে পঙ্‌ক্তিপাবন ব্রাহ্মণ যজ্ঞদত্তের পাশে দাঁড়াতেই ভূমন্যু টিপ্পনি কাটলো, এই কৃষিজীবীটি লাঙ্গল ও লাঙ্গুলের পার্থক্য বিস্মৃত হয়েছে।

আঙ্গারিক ইন্দ্রকেতু মদ্যপের দিকে আঙুল তুলে বললো, এটাকে এখান থেকে

BanglaBook.org

দূর করে দাও।

—কী হচ্ছে এসব! শূলধর তীব্র কণ্ঠে তিরস্কার করে বললো, তোমরা দয়া করে একটু শান্ত হবে! এখনও তো মূল কথায় আসিনি। তা আরও রোমহর্ষক। ওই যে বিদ্যাস্নাতক একটু আগে যা বললো, যুধিষ্ঠির তাই করলেন। তিনি কেমন যেন সবিনীত কণ্ঠে বললেন, পাশা খেলায় অদৃষ্টই বলবান্। আমিও সেই অদৃষ্টের বশীভূত। ঠিক আছে, খেলা আরম্ভ করো। এই কথা শুনে সমস্ত সভা যেন নীরবে হাহাকার করে উঠল। বিশ্বাস করো, আমার মতো একজন সাধারণ গ্রাম্য রাজপ্রতিনিধিও উপলব্ধি করতে পারছিল, যুধিষ্ঠির এক অদৃশ্য বিধ্বংসে পা রাখলেন।

—কেন, কেন তোমার এমন মনে হলো? পণ্যগৃহস্বামী ক্রমদীশ্বর জিজ্ঞাসা করল।

—তা বলতে পারব না। তবে শকুনির হাবভাব, এবং অভয় দাও তো বলি, আমাদের জ্যেষ্ঠ রাজকুমার দুর্যোধনের আচরণ, দৃষ্টিপাত, হাস্য—কোনওটাকেই স্বাভাবিক, সুস্থ ও সুন্দর বলে বোধ হচ্ছিল না। ধর্মনন্দন যুধিষ্ঠির যখন খেলতে স্বীকৃত হলেন, সেই মুহূর্তে দুর্যোধন বললেন, আমার মাতুলই তোমার সঙ্গে খেলবেন। তিনিই আমার প্রতিনিধি।

—সে কি, এ তো ভারি অন্যায়! আসববিক্রয়ী লৌহিত্য বললো। বিস্ময়ে তার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল।

—নিশ্চয়ই অন্যায়। শূলধর ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললো, যুধিষ্ঠিরও এ কথা না-বলে পারলেন না যে, একজনের প্রতিনিধি হয়ে অন্যের খেলায় অংশগ্রহণ নিতান্ত অসঙ্গত।

—এত বড় অনাচার সত্ত্বেও যুধিষ্ঠির পাশার দান দিলেন! সেই তিনজন কিঙ্করীর একজন দুঃখসূচক শব্দ করে বলে উঠল।

—দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে! যত নষ্টের মূল ওই সুবলাত্মজ। মনোরথ আমাকে বলেছে, তাঁরই কুপরামর্শে এই দ্যূতসভার আয়োজন হয়েছে। তাঁর উদ্দেশ্য কদাপি মহৎ নয়।

—এ কি, তুমি কৌরবরাজের আশ্রিত হয়ে তারই আত্মীয়ের নিন্দা করছ! শকুনি হস্তিনাপুরের সম্মানিত অতিথি। তুমি তাঁর চরিত্র বিচার করার কে হে! জহ্নু কটিদেশে হাত দিয়ে মহাবিজ্ঞের মতো বললো।

জিব কেটে অপরাধ স্বীকার করে শূলধর বললো, আমি কারুর সমালোচনা করছি না। এর পরের ঘটনা শুনলে তোমারও মনে হবে কোথাও এক মহাত্রুটি সংঘটিত হয়ে গেছে।

—দ্যূতক্রীড়ায় তোমার কোনরূপ আসক্তি নেই। তাই তুমি এমন নিন্দামন্দ করছ। জহ্নু বললো, ইঙ্গুদ তৈল যেমন দেহপ্রসাধনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, তেমনই পাশা খেলা চিত্ততোষের পক্ষে স্পৃহনীয়। আমি তো সুযোগ পেলেই স্ত্রী, শ্যালিকা অথবা কন্যার সঙ্গে অক্ষক্রীড়ার আনন্দে মেতে উঠি। আমার পত্নী আবার বারণাবত জনপদের বাণিজ্য সচিব মার্তণ্ডের দুহিতা। গণিতশাস্ত্রে বিশেষ

BanglaBook.org

পারদর্শিনী।

—দুর ব্যাটা তেলী, তোর গৃহকোণের গল্প থামা। বস্ত্রাঞ্চলে লুক্কায়িত ক্ষুদ্র ভাণ্ড থেকে এক চুমুক মাধ্বীক পান করে ভূমন্যু বললো, আমার প্রথম অগ্রজ পাশা খেলায় সর্বস্বান্ত হয়ে কৃষিক্ষেত্র থেকে শস্যের শিষ সংগ্রহের শিলবৃত্তি অবলম্বন করেছে। আহা, তার পুত্রকন্যা-পরিবারের কী নিদারুণ কষ্ট। তাই আমি বুকে হাত দিয়ে বলবো অক্ষবিদ্যা ঘৃণ্যবিদ্যা।

—নেশাগ্রস্ত হয়ে ভূমন্যু যা বলছে, তা কিন্তু হাসির কথা নয়! আগ্রহান্বিত জনতার মুখগুলির দিকে সতৃপ্ত দৃষ্টিপাত করে শূলধর বললো, তারপর তো খেলা আরম্ভ হল। ইতিমধ্যে প্রায় নিঃশব্দে বিনা আড়ম্বরে সভায় প্রবেশ করেছেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র। তাঁকে অনুসরণ করে এলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও বিদুর। আমি অতদূর থেকেও দেখলাম, ওই মহামতি, শ্রদ্ধাবান্ নরশ্রেষ্ঠরা রীতিমত অপ্রসন্নচিত্ত, বিষাদের প্রতিমূর্তি। এঁরা যেন একান্ত অনিচ্ছায় সভায় এসে আসন গ্রহণ করলেন।

হংসচূড় জিজ্ঞেস করল, পণ রেখে পাশার প্রথম দান কে দিলেন? শকুনি না যুধিষ্ঠির!

—এ তো জানা কথা, যিনি আহূত হয়েছেন তাকেই প্রথমে পণ রাখার কথা ঘোষণা করতে হয়। তাই না গণমুখ্য! ইন্দ্রকেতু বললো।

—হ্যাঁ, পর্বতসদৃশ স্থির, শান্ত, অচঞ্চল মহারাজ যুধিষ্ঠির তার কণ্ঠের স্বর্ণহারের অমূল্য মণি প্রথমে পণ রাখলেন। সমুদ্রগর্ভ থেকে আহৃত সেই মণি সভাস্থ সকলের চোখ ধাঁধিয়ে দিল। দুর্যোধন তখন তাঁর সমস্ত মণি-মাণিক্য পণ রাখলেন।

—সে কি গো, একটির বদলে সমস্ত! তিন দাসীর মধ্যে যে সুকেশী ও কৃশকায়া, সে অকারণে হাসতে হাসতে বললো।

—এতে হাসির কী হলো, যুধিষ্ঠিরের ওই মণি হস্তিনাপুরের রাজকোষাগারের সমগ্র ধনরত্নের তুল্য। কোনও মূল্যমানেই তার বিচার চলে না। ক্রমদীশ্বর রেগে গিয়ে বললো।

সকলের ঔৎসুক্য শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে। এই সব তুচ্ছ বিষয়ান্তরের বাক্যালাপে তাদের আর আগ্রহ নেই। তারা চিৎকার করে শূলধরকে জিজ্ঞেস করলো, তারপর, তারপর! এবার গান্ধাররাজ কী করলেন?

শূলধর দুঃখিত স্বরে বললেন, সেই অক্ষনিপুণ এমন এক দান ফেললেন, যে যুধিষ্ঠির প্রথম পণেই পরাজিত।

—বল কী হে! দ্যূতক্রীড়ায় নিত্যব্রতী ধর্মপুত্র হেরে গেলেন? হংসচূড় চরম বিস্ময়ে বললো, তিনি এই হীনাচারের যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত হলেন!

—যুধিষ্ঠির কোনও প্রতিবাদ করলেন না! জহ্নু প্রশ্ন করল।

তীব্র আক্রোশে বিকৃত শব্দ করে ভূমন্যু উচ্চনাদে বললো, সেই শঠ, দূরাচারীকে গলা ধাক্কা দিয়ে গান্ধারে পাঠিয়ে দিতে পারলো না কেউ! আমি যদি সেখানে থাকতাম ধুন্দুমার লাগিয়ে দিতাম নিশ্চিত।

BanglaBook.org

শঙ্কিত স্বরে শূলধর বললো, ওহে বাপু, তুমি অমন রাজদ্রোহ সূচক কথাবার্তা আর বলো না তো। কে কোথায় শুনে ফেলবে, তারপর আমাকেই শূলে চড়তে হবে বাপু।

যজ্ঞদত্ত অধোবদন হয়ে কী যেন ভাবছিলেন। শূলধর থামতেই তিনি বললেন, ধর্মনন্দন আর নিশ্চয়ই জয়ের মুখ দর্শন করতে পারেননি!

—যথার্থ বলেছেন। আপনি বেদাঙ্গবিৎ, পবিত্রশরীর ব্রাহ্মণ। আপনার বহুদর্শী অনুমান ভ্রান্ত হবার নয়। যুধিষ্ঠির জ্ঞানত বললেন, শকুনি, তুমি শঠতার আশ্রয় নিয়ে পণ জিতলে। আমি জানি। তবু এসো, আবার পণ রাখছি। তুমি দান দাও। এরপর একে একে রাজর্ষি ধর্মতনয় রাশীকৃত সুবর্ণ, সহস্র অষ্টাশ্ববাহিত রাজরথ, আজ্ঞানুবর্তিনী নৃত্যগীতনিপুণা শত সহস্র যুবতী দাসী, ওই সমসংখ্যক কর্মনিপুণ তরুণ দাস, হাজার হাজার হাতি, ঘোড়া, শকট, রথ-রথী, মহাবল সৈনিক—সব কিছু পণ রাখলেন। কী আশ্চর্য প্রতিবারই সৌবল, 'এই আমি জিতলাম', 'এই তো জিতলাম' 'এই জিতলাম' প্রভৃতি বলে কপটতার আশ্রয় নিয়ে অক্ষবিক্ষেপ করতে থাকলেন।

এক নিঃশ্বাসে বলে শূলধর থামলে সম্মিলিত জনতা নানা শব্দে হায় হায় করে উঠলো। একজন দাসী তো অজানা ভয়ে ত্রস্ত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে বললো, আমাদের কী হবে গো! রাজার যদি এই দশা হয়!

ব্রতনিষ্ঠ, সুবুদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞদত্ত দেখলেন, এই সব সাধারণ মানুষ সহজ বিশ্বাসে বুঝতে পারছে কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র, তাঁর শ্যালক ও পুত্রেরা এক অহিতকর্মে লিপ্ত হয়েছে। এই কূটপূর্ণ, নীতিবিগর্হিত শঠতার অন্ধকারে আবৃত দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন কোনও শুভকে আহ্বান জানাচ্ছে না। অশিব, অশুভের পদধ্বনি হয়ত এরা কল্পনা করে নিচ্ছে। প্রকৃত বিচারে বিষয়টি তাই। কিন্তু হস্তিনাপুরের ভূমিতে দাঁড়িয়ে সেখানকার প্রজারা রাজাকে যদি সমর্থন না-জানায়, রাজার ইচ্ছাকর্মের নিন্দা করে তাহলে এদের সমূহ বিপদ। সহানুভূতির বেগপ্রবাহে এরা ভাসছে। ফলে আপাতত ভুলে গেছে অনিবার্য বিপদের কথা। কোনও রাজগুপ্তচর হয়ত এই জনারণ্যে মিশে আছে। এখানে যারা শূলধরের সঙ্গে বাক্য বিনিময় করছে, তারা ছাড়াও আছে বৈশ্যজীবী, মৃগয়াব্যসনী, নট, অভিনেতা, মল্ল, প্রাণিব্যবসায়ী, পশুপালক, নপুংসক, বৃত্তিধারী, বেশ্যাগামী, গায়ক, নর্তক, সৌরব্রতী, গোবিদ্যা বিশারদ, পূর্তশিল্পী প্রমুখ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ। যুগ যুগ ধরে গতানুগতিক জীবনপ্রবাহ এদের ভিতর দিয়েই কালে কালোত্তরে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। রাজা, রাজপরিবার বা অভিজাত মানবরা নন, এরাই সমাজের ভিত্তিস্বরূপ। যদিও এদের পৃথক বা একক অস্তিত্ব নেই, তবু এরাই প্রাণশক্তির মূল কারণ। কুলপরবশ ব্রাহ্মণ এদের বিপদাশঙ্কা করে এই মুহূর্তে উত্থিত জনরোষকে বিপথে চালিত করার জন্য বললেন, শূলধর, তুমি অতি কল্পনার আশ্রয় নিয়ে কথামালা নির্মাণ করছ না তো!

সলজ্জ ভঙ্গিতে শূলধর বললেন, কী যে বলেন! বিশ্বাস করুন, আমি কল্পনাবিলাসী এবং বাক্‌পটু ঠিকই, কিন্তু এক্ষেত্রে একটি বর্ণও মিথ্যা বলিনি। বরং কত কি ভুলে গিয়েছি। এত ঘটনা কি মনে থাকে!

BanglaBook.org

জহ্নু আবার জানতে চাইল, রাজমাতুলের অন্যায় কর্মের কেউ প্রতিবাদ করেননি ?

—প্রতিবাদ করার তো ওই একজনই আছেন—মহামন্ত্রী বিদুর। যুধিষ্ঠির ক্রমান্বয়ে হেরে যাচ্ছেন দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। সোজা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বললেন, রাজন্ আবারও বলছি দ্যূতক্রীড়া সকল কলহের মূল, প্রণয়চ্ছেদের কারক, মহদ্ভয়ের হেতু। আপনার পুত্র দুর্যোধন পণাশ্রিত ক্রীড়ায় কূটকৌশলে জয়লাভ করছে দেখে আপনি কেন আনন্দিত হচ্ছেন ? আপনার কিসের অভাব ? এদিকে অক্ষমদে আচ্ছন্ন যুধিষ্ঠির চেতনা হারিয়েছে। আর শঠ সৌবল সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করছে। দেখবেন, এই ক্রীড়া অচিরেই যুদ্ধে রূপান্তরিত হবে।

—এই সুমন্ত্রণা শুনে মহারাজের কী প্রতিক্রিয়া হল ? ভল্লাতক জানতে ইচ্ছা করল।

—আরে ভাই, তাঁর আবার ইচ্ছা-অনিচ্ছা ! তিনি কিছু বলার আগেই দুর্যোধন স্থিতপ্রজ্ঞ বিদুরকে যথাইচ্ছা কুবাক্য বললেন।

—এ যে অবিশ্বাস্য ঘটনা ! ইন্দ্রকেতু অবাক হয়ে গেল।

—বিশ্বাস করতে সত্যিই কষ্ট হয়। তা দুর্যোধন সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বিদুরকে বললেন, তুমি আমাদের সর্বদা অপমান কর। অথচ আমাদেরই অন্নে প্রতিপালিত হচ্ছ। আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে তোমার লজ্জা করে না ? শোন, আমার কিসে হিত হবে, সে কথা তোমার কাছ থেকে শুনতে চাই না। তুমি আমার শত্রুদের প্রতি অনুরক্ত। অতএব তুমিও শত্রুপক্ষীয়। যে ব্যক্তি শত্রুপক্ষের তাকে গৃহে স্থান দেওয়া অনুচিত। তুমি অন্য স্থানের সন্ধান কর গে। দুর্যোধনের মুখে এমন দুর্বাক্য শুনে বিদুর আর স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ওহে মন্দমতি রাজপুত্র, তুমি নিজেকে খুব বিজ্ঞ এবং আমাকে অনভিজ্ঞ ভাবছ। কুমারী ভার্যা যেমন ষাট বৎসরের বৃদ্ধপতিকে তাচ্ছিল্য করে, তুমিও তেমনই আমাকে অগ্রাহ্য করছ। আমি জানি, প্রিয়ভাষী পাপী মানুষ অনেকে আছেন, কিন্তু অপ্রিয় অথচ হিতকর বিষয়ের বক্তা এবং শ্রোতা দুইই অসুলভ। আমি তোমাদের মঙ্গল চাই। তাই সদুপদেশ দিয়েছিলাম। তুমি শুনতে চাইছ না। এখন যা ইচ্ছা তাই কর।

সকলে যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। এমন কি মদ্যপ ভূমন্যু পর্যন্ত দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে আছে। আসবের প্রভাবে তার দেহ কিছুক্ষণ আগেও স্খলন-উন্মুখ হয়েছিল। যজ্ঞদত্ত এদের মনের অবস্থা বিবেচনা করে জিজ্ঞেস করলেন, গণমুখ্য, বিদুর ছাড়া আর অন্যান্য রাজন্যবর্গ ও অতিথিবৃন্দ কি কপট পণ নিয়ে কোনও বাক্য উচ্চারণ করেননি ?

—না, না। অনেকে লজ্জায় মাথা নিচু করে বসেছিলেন। তবে...। একটু চিন্তা করে শূলধর বললো, তবে রাজকুমার বিকর্ণ নিষ্ফল আক্রোশে অনেকবার হস্ত নিষ্পেষণ করেছেন, বারংবার কিছু একটা বলতে গিয়ে নিজেকে সংযত করেছেন।

—তুমি নিজের চোখে দেখেছ ? হংসচূড় বললো।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ হে। শুধু আমি কেন, অনেকেই দেখেছে।

বিকর্ণ, বিকর্ণ, বিকর্ণ। ত্রিবর্ণ বিশিষ্ট নামটি জনসমুদ্রে যেন তরঙ্গ তুললো। হস্তিনাপুরের জনসাধারণ তাঁকে চেনে অগ্নিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান রূপে। তিনি অগ্নিরক্ষক, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণদের তত্ত্বাবধায়ক, অগ্নিকাণ্ড নির্বাপক, অগ্নিদাহ পীড়িতের সেবক, অগ্ন্যস্ত্র বিশারদ, অগ্নিসংস্কারক ইত্যাদি। শূলধরের বর্ণনা অনুযায়ী বিকর্ণ স্পষ্টত কোনও প্রতিবাদ করেননি। তবুও তাঁর ওই আক্রোশ-প্রদর্শন সাধারণ মানুষকে যেন আশ্বস্ত করল। যজ্ঞদত্ত দেখলেন, একেবারে সামান্য হলেও এদের মুখের ভাষা, চোখের দৃষ্টি কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে।

রাজপথে পতিত রৌদ্রের দিকে অকস্মাৎ দৃষ্টি পড়তেই শূলধর বললো, এই দেখ, তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সূর্য মধ্য গগনে চলে এসেছেন। ওদিকে আবার রাজকীয় মধ্যাহ্নভোজন শুরু হয়ে গিয়েছে। যুধিষ্ঠির হয়ত এতক্ষণে রাজ্যপাট সব হারিয়ে বসে আছেন। আমি চললাম হে। তোমরা আবার আমার কথা পাঁচকান ক'রো না বাপু। এখন পদে পদে বিপদ।

ভাণ্ড থেকে মাধ্বীকের শেষ বিন্দুটুকু নিঃশেষে পান করে ভূমন্যু বললো, ভয় পাচ্ছ কেন, এক জ্বলন্ত অগ্নি আমাদের সহায়। হাঃ হাঃ, আমরা অগ্নিপুত্র।

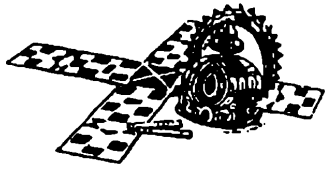

তৃতীয় অধ্যায়

এখন সায়ংকাল। অবশ্যকৃত্য সন্ধ্যা-আহ্নিকের জন্য ক্রীড়াক্ষেত্রে স্বল্পক্ষণ বিরতি। 'তোরণস্ফাটিকা'র বাইরে যে শতসহস্র বহুবর্ণ বস্ত্র-নির্মিত পটগৃহ স্থাপিত হয়েছে, বিকর্ণ তার একটিতে বিশ্রাম করছেন। সভাস্থল থেকে এখনও মুহুর্মুহু জয়ীপক্ষের উল্লাস ও অনুচ্চ শব্দে বিজিতদের অন্তর্বেদনা ভেসে আসছে। যুধিষ্ঠিরের পরাজয় এখনও অব্যাহত। বিগত তিনদিন তিনি একটি পণেও আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি। তাঁর এই ক্রমপরাজয়ের মূল কারণ যে কী, সে বিষয়ে সকলেই অবগত। এমনকি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং। তবু কেউই এই অনভিপ্রেত, অধর্মজনিত ক্রীড়াকৌতুক বন্ধ করার কোনও প্রচেষ্টা করছেন না।

বিকর্ণ প্রতি মুহূর্তে পরিতাপে দগ্ধ হয়েছেন। যুধিষ্ঠির পণ রেখে যখনই পাশার দান দেওয়ার জন্য মাতুল শকুনিকে আহ্বান করেছেন, তখনই তিনি বলতে চেয়েছেন, হে রাজেন্দ্র, হে সত্যসন্ধ, আপনি আর দ্যূতভ্রষ্ট হবেন না। এই দ্যূতসভায় সত্য ও ধর্ম দুটোই বিসর্জিত হচ্ছে। শকুনি শঠতা ও অনৃতকে আশ্রয় করে এক ভয়ঙ্কর লক্ষ্যের দিকে চালিত হচ্ছেন কিন্তু আপনি, যিনি সত্যব্রত,

BanglaBook.org

সংশিত-চিত্ত, অবিচ্ছিন্ন সত্যোপাসক তিনি কেন অক্ষমদে আচ্ছন্ন হয়ে এমন দুষ্কর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন! নিজেও সেই বিকৃতপ্রবাহে অবগাহনের জন্য নিচে নামছেন ক্রমশ! আপনি বিরত হোন, বিরত হোন।

সভাস্থলের মত্ততা, শ্রীহীন উল্লাস ও ব্যথিতচিত্ত পাণ্ডবপক্ষের হাহাকারের প্রাবল্যে বিকর্ণর অভিপ্রায় অনুচ্চারিত থেকে গেছে। আজ সকাল থেকে সায়ংকাল পর্যন্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির এই সকল বৈভব পণে হারিয়েছেন : অযুত-কোটি ধনরত্ন, বহুসংখ্যক গো-অশ্বাদি পশুসম্পদ, সিন্ধুনদীর পূর্ব পারের ধনসমুদয় ও জনপদ, প্রভূত ভূমি, ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যান্য পুরুষগণ এবং পাণ্ডব রাজপুত্রদের কুণ্ডল, নিষ্ক প্রভৃতি রাজভূষণ। তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে চলেছে। ধূর্ত শকুনি অক্ষবিক্ষেপের সময় প্রায়শই বলছেন, যুধিষ্ঠির, তুমি পাণ্ডবদের অনেক ধন নষ্ট করলে, এরপরও আর যদি কিছু থাকে বল! জিতে নিই!

দৈবদুর্বিপাক কিংবা মনুষ্যকৃত কূটকৌশলে সত্যের দর্পণ এক সময় কৃষ্ণবর্ণ ধোঁয়ায় আবৃত হয়ে যায়। তখন মানুষ বিচারবুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, আত্মদর্শনের ক্ষণমাত্র অবসরও সে পায় না। বিকর্ণের কষ্ট আরও তীব্র হচ্ছে, যুধিষ্ঠিরকে দেখে। তাঁর স্থানে অন্য কেউ হলে, বিকর্ণ এতদূর যন্ত্রণা ভোগ করতেন না। যিনি জীবনে সত্য ও ধর্মকে একাসনে বসিয়েছেন, সত্যই যাঁর কাছে ধর্মতপস্যা তিনি এইভাবে অপরিণামদর্শী মানুষের মতো গিরিপ্রান্তের শেষ প্রস্তরের উপর দাঁড়াতে চলেছেন। শ্রদ্ধাবান্ মহারাজ কি জানেন না, অন্তর্দৃষ্টিতে কি দেখতে পাচ্ছেন না, সম্মুখে নিঃসীম গিরিতল! যেখানে পতনের একমাত্র অর্থ—মৃত্যু।

এ মৃত্যু দৈহিক নয়, চরম মানসমৃত্যু। সর্বস্ব ক্ষয়িত হয়ে এক নিদারুণ লাঞ্ছনা, অপমান, লোকনিন্দা, অপবাদ সারাজীবন যুধিষ্ঠিরকে বহন করতে হবে। প্রণম্যা ভ্রাতৃজায়া পাঞ্চালীসহ পঞ্চপাণ্ডব কি শেষকালে ভিক্ষার মতো নিন্দিত মৃতবৃত্তি অবলম্বন করবেন? বিকর্ণ চিন্তা করতে করতে শিহরিত হয়ে উঠলেন।

শঙ্খনিনাদে সন্ধ্যাসমাগমের প্রাক্‌মুহূর্তটি ঘোষিত হল। আর একটু পরেই জ্ঞাপিত হবে আহ্নিক-লগ্ন। বিকর্ণের প্রধান দাস উদ্বহ একটু ইতস্তত করে পটগৃহে প্রবেশ করে বলল, রাজন্, আপনার শরীর কুশল তো!

—উদ্বহ, আমি অবসন্নবোধ করছি। বিকর্ণ শ্রান্তকণ্ঠে বললেন।

একটু এগিয়ে এসে উদ্বহ বলল, ক্ষমা করবেন, অনিদ্রা ও দুশ্চিন্তাই এর কারণ। পাশা খেলার উৎসব শুরু হওয়ার পর থেকেই আপনি শারীরিক কষ্টে দিনযাপন করছেন।

ম্লান হেসে বিকর্ণ বললেন, ভালো বলেছিস—উৎসব। উৎসবই বটে। তবে এ আনন্দোৎসব নয়। মারণোৎসব।

কিছু বুঝতে না-পেরে প্রধান ভৃত্য বলল, সমস্ত হস্তিনাপুর যেখানে উচ্ছ্বাসে, স্ফূর্তিতে, আহ্লাদে ভেসে যাচ্ছে সেখানে একমাত্র আমারই প্রভু নিরানন্দ, অন্যমনস্ক, অনর্থক দুর্ভাবনায় কাতর।

আবারও বিকর্ণ হাসলেন। বললেন, তুই দেখছি বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহারে ভীষণ পটু হয়েছিস! মৃত্তিকার ভাষা ভুলে গেলি নাকি! শোন, তুই মনে হয় সঠিক

BanglaBook.org

দেখিসনি। আনন্দের আতিশয্যে সকলেই উল্লসিত নয়। হয়ত অনেকেই বাইরে হর্ষপ্রকাশ করছেন, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁরা বিষাদপীড়িত। তাঁদের সেই গোপন ব্যথা বোঝা যাচ্ছে না।

উদ্বহ সবিনয়ে মাথা নেড়ে বলল, প্রভু, আপনার মুখের উপর কোনও কথা বলা অনুচিত। তবু মার্জনা ভিক্ষা করে বলছি, আমি আজ দ্বিপ্রহরে ভোজনকক্ষে গিয়ে সকর্ণে শুনেছি, আপনার আচরণ নিয়ে অন্যান্য রাজা, রাজপুত্র এবং অতিথি-অভ্যাগতরা আলোচনা করছেন।

—জানি। আমি প্রারম্ভ থেকে এই দ্যূতসভার কিছুই মানতে পারছি না। হৃদয় দিয়ে তো নয়ই, ব্যবহারিক জীবন দিয়েও নয়।

—আপনি তো মধ্যাহ্নের কোনও আহার্যই গ্রহণ করেননি। প্রয়োজনীয় ভোজ্যবস্তুর প্রতি আপনার অভিমান কেন? এতে আপনি আরও অসুস্থ হয়ে পড়বেন। উদ্বহ একটু চিন্তা করে বলল, আপনার শরীর ক্লান্ত। সন্ধ্যাবন্দনা থেকে আজ বিরত থাকবেন কি?

—না উদ্বহ, না। তুই উপাসনার সমস্ত উপচার প্রস্তুত কর। আর বিলম্ব করিস না। আমার অবসন্নতা শরীরে নয়, মনে। দৈহিক অবস্থা অতি উত্তম। তুই কিছু চিন্তা করিস না। যা অবশ্যকৃত্য তা আমাকে করতে দে।

পটগৃহ থেকে বেরিয়ে বিকর্ণ দেখলেন, পথের দু পাশে অবস্থিত দীপালোকগুলি সদ্য প্রজ্বলিত হয়েছে। আলোর বিকিরণ তাই এখনও তত তীব্র নয়। পথও তেমন জনাকীর্ণ নয় স্তিমিত আলোর মতো। কৌরবপক্ষের সমর্থক, অনুগ্রাহক ও পোষক ক্ষুদ্র-বৃহৎ রাজা এবং সামন্তরা কেউ বা হৃষ্টচিত্তে, কেউ বা সন্দিগ্ধচিত্তে দ্যূতক্রীড়ার পরবর্তী পর্ব কেমনতর হবে, শকুনির দুর্বার জয়, যুধিষ্ঠিরের অবিমৃশ্যকারিতা ইত্যাদি বিষয়ে মৃদুকণ্ঠে আলোচনা করতে করতে চলেছেন। প্রায় সকলেরই কণ্ঠস্বরে শ্রান্তির আভাস। তবে কেউ কেউ অপ্রতিহত পণজয়ের পুলকে কিঞ্চিৎ অধীর।

কারোর সঙ্গে বিকর্ণের কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। যাঁরা তাঁর মুখোমুখি এসে পড়ছেন কিংবা তিনি, তাঁদের সঙ্গে নীরব স্মিতহাস্য বিনিময় ছাড়া বিকর্ণ আর কিছুই করছেন না। তিনি প্রায় অবনত মস্তকে সভাগৃহের দিকে চলেছেন। অকস্মাৎ তাঁর মনে হল, কেউ যেন তাঁকে আহ্বান করছে। পশ্চাতে তাকিয়ে বিকর্ণ দেখলেন, অনুজ সহোদর চিত্রসেন তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। চিত্রসেনের প্রতিটি পদক্ষেপ বীরোচিত। তাঁর এই দুর্জয় অনুজটি খ্যাতিমান ধনুর্ধর। এছাড়া শস্ত্র ও যুদ্ধবিশেষজ্ঞ। কুরুরাজের অভিলাষ অনুসারে তাঁর এই পুত্র শস্ত্র নির্মাণশালার সর্বেসর্বা। অক্ষনিপুণ রূপেও চিত্রসেন সমধিক পরিচিত।

—তাত, আমিই তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করছিলাম। চিত্রসেন আরও নিকটে এসে বলল।

—জানি, তুমি। দীপালোকে তোমার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তোমার কণ্ঠস্বর অবশ্য বুঝতে পারিনি। বিকর্ণ পরম স্নেহে বললেন।

—তাত, এখন যদি তুমি....। চিত্রসেন বাক্য অসমাপ্ত রেখে মুখ নিচু

BanglaBook.org

করলেন।

—ভাই, নিরস্ত হলে কেন! বলো, নিসংকোচে। আমি প্রসন্নচিত্তে শুনতে প্রস্তুত।

—না থাক। সভাগৃহের দিকে তোমার গমন রুদ্ধ করার কোনও অধিকার আমার নেই। আমরা সকলেই স্বেচ্ছাধীন। না, ঠিক আছে, চলো।

বিকর্ণ বেশ অবাক হলেন। চিত্রসেন দ্যূতক্রীড়াস্থলে যেতে তাঁকে প্রকারান্তরে বাধা দিতে চাইছে। এর পশ্চাতে নিশ্চিত কোনও কারণ আছে। যে কজন অনুজ-সহোদর তাঁর গুণগ্রাহী, চিত্রসেন তাঁদের মধ্যে একজন। চিত্রসেনের সর্বপ্রধান চারিত্রিক অলঙ্কার তার ভদ্রতা, মার্জিত ব্যবহার, যুক্তিনিষ্ঠ ঋজু বাক্য, সুমিষ্ট বাচনভঙ্গি। বিকর্ণ যাত্রা শুরু করলেন না। বরং বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, কেন তুমি দ্যূতসভায় আমাকে যেতে দেবে না! দুর্বিপাকের শেষ অঙ্ক দেখা থেকে কেন আমাকে নিবৃত্ত করতে চাইছ? ভাই, তুমি একজন যুক্তিশীল মানুষ, আপাদমস্তক ভদ্রজন। তুমি সবসময় ঋজুবাক্যে কথা বলো। কখনও এমন রহস্যাবৃত বক্রবাক্য তোমার মুখে শুনিনি।

চিত্রসেন বিশেষভাবে লজ্জিত হয়ে বললেন, আমি কিছুই গোপন করিনি তাত। কিছুই তোমার অজানা নয়। বরং, আমরা চর্মচক্ষু দিয়ে যেটুকু দেখতে পাচ্ছি, মর্মচক্ষু দিয়ে তুমি তার চেয়ে অধিক দেখ।

—ভাই, এবার তুমি আমাকে লজ্জা দিচ্ছ। এখন এসব আত্মপ্রশংসার সময় নয়। এক দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে হস্তিনাপুর দিবারাত্রি যাপন করছে। তুমি বলো, কেন সভাগৃহ থেকে আমাকে দূরে থাকার ইঙ্গিত করছ?

অবনত মুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করে চিত্রসেন সবেগে মাথা তুলে বললেন, মহারাজা যুধিষ্ঠির আপাতত নিঃস্ব। স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত ধন-রত্ন-ভূমি ও মনুষ্যসম্পদ পণ রেখে তিনি এই মুহূর্তে ভিক্ষুকে পরিণত হয়েছেন। একটু পরে আবার যখন খেলা শুরু হবে, তখন তিনি, নির্ধন তিনি, নিঃসম্বল তিনি, নিঃসহায় তিনি আর কী পণ রাখবেন বলতে পার!

—জানি। বিকর্ণ নিষ্প্রভ মুখে বললেন, এবার তিনি আত্মপণ মাতুল শকুনির হাতে তুলে দেবেন।

আশ্চর্যান্বিত হয়ে চিত্রসেন বললেন, তুমি কি করে জানলে! এ কি তোমার অনুমান!

—এ তো অবধারিত। একজন বালকও এই কথাই বলবে। বিধ্বংসী প্রবণতার গতি যেদিকে যাচ্ছে, তাতে এর অন্যথা হতে পারে কি? তুমিও কি ঠিক এমনতর কিছু অনুমান করনি!

—বিরতির সময় সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে যখন পটাবাসের দিকে আসছি সেই সময় মহারাজ কর্ণ অগ্রজ দুঃশলকে হাসতে হাসতে বললেন, পাণ্ডবদেব গৌরবসূর্য অস্তাচলে গমন করেছেন। এবার ওঁরা নিজেদের বিক্রয় করে আমাদের ক্রীতদাস হয়ে যাবে। ওহে দুঃশল, তুমি কাকে তোমার গৃহে পুরীষ-প্রক্ষালনের কর্মটি দেবে, ভেবে রাখ। আমাদের অগ্রজ কর্ণের কথায় অট্টহাস্য করে উঠলেন। আমাকে

দেখে চোখ নাচালেন রাধেয়। তারপর নিকটে আহ্বান করে বললেন, চিত্রসেন, তোমাদের চিরশত্রু পাণ্ডবদের এরপর ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হবে।

—তুমি পাণ্ডবদের এই পরিণতি দেখলে কি তুষ্ট হবে। সন্তোষ লাভ করবে! সহসা বিকর্ণ কম্পিত হাতে চিত্রসেনকে স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করলেন।

স্পষ্টতই বিব্রতবোধ করলেন চিত্রসেন। অনুচ্চ কণ্ঠে তিনি বললেন, তাত, আজ পর্যন্ত ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত যেদিকে ধাবিত হয়ে চলেছে, সেখানে সন্তোষ-অসন্তোষের প্রসঙ্গ অবান্তর।

—কিন্তু এসবই তো মনুষ্যকৃত!

—দৈবের অদৃশ্য প্রভাব কি এই বিপর্যয়ের পশ্চাতে নেই?

—ভাই, তুমি আমাদের জন্মান্ধ পিতার মতো কথা বলছ। এ কথা অস্বীকার করতে পারবে, পৃথিবীতে সবপ্রকার পাপের উৎস মানুষের কর্মফল! শুভাশুভের পরিমাণ নির্ধারিত হয় মানুষের এষণায়! মানুষই সমস্ত পাপের মূল!

অগ্রজের এই একদেশদর্শী অভিমতের প্রতিবাদ করতে গিয়েও চিত্রসেন সংযত হলেন। তিনি জানেন, তাঁর এই অগ্রজ জীবনাচরণে চরম স্বাতন্ত্র্যবাদী। স্রোতবাহিত শৈবালদল নন। বিকর্ণ আপন আত্মবুদ্ধি, আত্মজ্ঞান অনুসারে কাজ করেন। যাকে ন্যায় বলে বিবেচনা করেন, সত্য বলে প্রত্যক্ষ করেন, তাকেই প্রতিষ্ঠা দেন স্পষ্টবাচনে, নিঃশঙ্ক উক্তিতে। ইনি আজন্ম বিবেকবাদী। চিত্রসেন বিনীত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তাত, তুমি ক্রোধবশত মানুষকে হেয়জ্ঞান করো না। গুরুগৃহে অধ্যয়নকালে আমরা এই শাস্ত্রোক্ত বচন কি আত্মস্থ করিনি— 'গুহ্যং ব্রহ্ম তদিদং বো ব্রবীমি, ন মানুষাচ্ছ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ'— মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নেই। মানুষই মহৎ এবং অতিশয় গুহ্যতত্ত্ব! বলো!

বিকর্ণ সম্মতিসূচক ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মৃদু হেসে বললেন, ভাই, তুমি আর আমি এক অক্ষমণীয় অপরাধ করেছি।

—অপরাধ! চিত্রসেন বিস্মিত হলেন, জ্ঞানত কোনও অপরাধ করেছি বলে তো মনে পড়ছে না! অবশ্য এই দ্যূতসভায় যা সংঘটিত হচ্ছে, তাকে যদি অপরাধ বলো, তা হলে আমি অপরাধী।

—এই অপকর্মের দায়ভাগ সমগ্র কৌরবকুলের, শুধু তোমার বা আমার নয়। যদিও আমরাও এর অংশভাগী।

—তা হলে, তুমি কোন্ অপরাধের কথা বলছ?

—তোমার মনে আছে, মাতৃসমা ভ্রাতৃবধূ দ্রৌপদীকে বিবাহ করে পঞ্চপাণ্ডব যেদিন মহারাজ দ্রুপদের পাঞ্চাল রাজ্য থেকে হস্তিনানগরে প্রত্যাগমন করলেন, দীর্ঘ প্রবাসবাসের পর, সেদিন পূজ্যপাদ শস্ত্রগুরু দ্রোণ ও মহাবীর কৃপাচার্যের সঙ্গে আমি আর তুমি তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েছিলাম!

—নিশ্চয়ই মনে আছে। কেন বিস্মৃত হব! পিতার আদেশে আমরা গিয়েছিলাম। পাণ্ডব ভ্রাতাদের স্বদেশাগমন যেমন পিতার ইচ্ছানুসারী, তেমনই আমাদের অভ্যর্থনা কর্মসম্পাদন। এতে অপরাধ কোথায়? দোষই বা কোথায়!

—দেখ, আমরা জানতাম, অসূয়াপরায়ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা, মাতুল ও দুর্মতি কর্ণের

BanglaBook.org

দুষ্টমন্ত্রণা এবং প্ররোচনায় আমাদের মহামতি পিতা পাণ্ডবদের বারণাবত নগরীতে একপ্রকার নির্বাসন দিয়েছিলেন। এতেও কৌরবরা ক্ষান্ত হননি। আমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বারণাবতনগরে 'শিব' নামক এক জতুগৃহ নির্মাণ করে পাণ্ডবদের জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করতে চেয়েছিলেন। তবু, এরপরও পঞ্চপাণ্ডব সরল বিশ্বাসে হস্তিনানগরে পুনরায় ফিরে এসেছেন। ভাই, আমাদের এতটুকুও লজ্জা করল না, তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। তাঁদের পাদস্পর্শ করে প্রণাম জানিয়ে অভিবাদন জানাতে ! হায়, আমরা নয় মূঢ়, নয় হৃদয়হীন পাষণ্ড।

—আমার কিন্তু এখনও বোধগম্য হল না, আমরা কেন অপরাধী ? চিত্রসেন মৃদু হেসে বললেন।

ধীরগতিতে সভাগৃহের পথ ধরে চলতে চলতে বিকর্ণ বললেন, ভাই, আমরা অপরাধী কেন জানো ! সেদিন যাঁদের আমরা পাদ্য-অর্ঘ্য নিবেদন করে, যথাবিহিত অভিবাদন জানিয়ে নিয়ে এলাম, সেই তাঁদেরই আজ হীনকৌশল অবলম্বন করে নিঃস্ব ও নিঃসহায় করতে চলেছি। সেদিনের সেই অভ্যর্থনা আজ মিথ্যা হয়ে গেল। অভিবাদনের মন্ত্র ও কৃত্যগুলি যেন আমাদেরই ব্যঙ্গ করছে।

চিত্রসেন অগ্রজের এই বিগতকর্মের আবেগপূর্ণ বিশ্লেষণ সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারলেন না। তিনি নিজে একজন অক্ষকুশল ব্যক্তি। এই খেলায় তিনি পরিপক্ক ও কৃতবিদ্য। জ্যেষ্ঠাগ্রজ গোপনে তাঁর কাছে একান্ত সচিবকে পাঠিয়ে অনুরোধ করেছিলেন, চিত্রসেন যেন মাতুলের পাশে পাশে থাকে। মাতুল কোনও কারণে অকৃতকার্য হলে, তিনি যেন জয়ের পথ প্রশস্ত করেন। সম্ভবত অগ্রজ বিবিংশতিকেও দুর্যোধন একই অনুরোধ করেছেন। খেলা চলাকালীন বিবিংশতির আচরণ তারই ইঙ্গিতবাহী। বিকর্ণ এই গোপন মন্ত্রণার কথা কিছুই হয়ত জানেন না। চিত্রসেন ভাবলেন, তাই হয়ত তাত তাঁকে আপন অন্তর্দাহের বিষয়ে এতদূর অনাবৃতভাবে বলছেন। সুসজ্জিত আলোকমালার দিকে একাগ্র মনে তাকিয়ে চিত্রসেন সামনের দিকে এগোতে লাগলেন। শুধু একবার মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, বিকর্ণ এক শূন্যদৃষ্টি মানুষের মতো হাঁটছেন ; শুধু চোখ নয়, তাঁর সমগ্র মুখমণ্ডল ভাষাহীন অব্যক্ত বেদনায় ভরপুর।

দ্যূতসভার 'সভিক' অর্থাৎ অধ্যক্ষ পুরুমিত্র ঘোষণা করলেন, সায়ংকালের নির্ধারিত বিরতির পর পুনরায় পাশক্রীড়া শুরু হচ্ছে। সভিকের প্রার্থনা যিনি সত্যনিষ্ঠ, শুচি ও কল্যাণের উপাসক, ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীদেবী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হোন।

সমগ্র সভা অজানিত বিস্ময়ের প্রতীক্ষায় স্তম্ভিত হয়ে আছে। প্রতিটি দানে শকুনির অবলীলাক্রমে কথিত 'এই জিতলাম' কথাগুলি এখন যত না রোচক, তারচেয়েও বেশি উত্তেজক যুধিষ্ঠিরের পণ রাখার বিষয়বস্তুসমূহ। প্রত্যেকেই উৎকণ্ঠিত এরপর কী, এরপর কী।

খেলা শুরু করার ঘণ্টাধ্বনির অনুরণন মিলিয়ে যেতেই সৌবল ক্রূর হেসে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, এবার ! পণ রাখার মতো আর কিছু তোমার অবশিষ্ট আছে !

BanglaBook.org

বিকর্ণ সবিস্ময়ে দেখলেন মহারাজ যুধিষ্ঠির বিন্দুমাত্র বিচলিত না-হয়ে বললেন, আছে। সুবলনন্দন, আমার যুববয়সী কনিষ্ঠ ভ্রাতা এই শ্যামবর্ণী, লোহিতচক্ষু, সিংহস্কন্ধ, মহাবীর নকুলকে পণ রাখলাম।

সভার প্রতিটি প্রান্তদেশ পর্যন্ত উপস্থিত দর্শকদের হতাশ্বাস প্রবাহিত হয়ে গেল।

ধূর্ত শকুনি অবজ্ঞার হাসি হেসে দুর্যোধন ও অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্রদের দিকে ক্ষণমাত্র তাকিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তোমার প্রিয় ভাই নকুল আমাদের বশীভূত হলো। এই দেখ, আমি জিতলাম।

এরপর সহদেব। বিকর্ণ পরমবেদনায় দেখলেন, সুপণ্ডিত, গোধন পরিচর্যায় সম্যক পারদর্শী, যুদ্ধবিদ্ মানুষটি অপমানে-লজ্জায় মুখ তুলে তাকাতে পারছেন না। তিনি এখন একটি পণের বস্তুমাত্র। যথারীতি যুধিষ্ঠির প্রথম মাদ্রীপুত্রের মতো দ্বিতীয়জনকেও হারালেন।

ঈষৎ চাঞ্চল্যে সভা আন্দোলিত হলো। শকুনি কটাক্ষ নিক্ষেপ করে বললেন, মাদ্রীনন্দনরা তোমার তেমন প্রিয় নয়। তাই এদের তুমি পণ রাখলে। কিন্তু এদের চেয়েও প্রিয়তর আপন সহোদর ভীম এবং অর্জুনকে তুমি কখনওই পণ রাখতে পারবে না। আমি বিলক্ষণ জানি।

শকুনি মনে মনে যা কামনা করেছিলেন, তাই হলো। তাঁর শরসদৃশ বাক্যে বিক্ষত যুধিষ্ঠির উত্তেজিত ও মদ্যপায়ীর মতো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে গেলেন। যুধিষ্ঠির সক্ষোভে বললেন, সৌবল, তুমি আমাদের পারস্পরিক অবিচ্ছিন্ন ভ্রাতৃপ্রেম কলুষিত করতে চাইছ। আমাদের নিজেদের মধ্যে কোনও বিরোধ, বিভেদ নেই। এটা জেনে রাখো।

দর্শকেরা সকলেই উপলব্ধি করতে পারলেন, যুধিষ্ঠির বিষয়সম্পর্কশূন্য, অবান্তর, অসঙ্গত বাক্য ব্যবহার করছেন। বিকর্ণের সমস্ত হৃদয় হায় হায় করে উঠল।

সৌবল উপস্থিত রাজপুরুষদের শুনিয়ে শুনিয়ে সমুচ্চ কণ্ঠে বললেন, ধর্মরাজ, তুমি কৌরব ও পাণ্ডবদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ এবং বরিষ্ঠ। তোমাকে নমস্কার। নমস্য হলেও এই মুহূর্তে তুমি এক আসক্ত অক্ষকিতব। আর কে না জানে, দ্যূতাসক্ত ব্যক্তিরা খেলতে খেলতে উন্মত্তের মতো যে সব প্রলাপ বকে, সেগুলি জাগ্রত অবস্থায় দূরে থাকুক, স্বপ্নেও কখনও তারা কল্পনা করে না।

সুবলনন্দনের তিক্তমধুর বক্রোক্তিতে যুধিষ্ঠিরের মুখমণ্ডল তীব্র অপমানে আরক্তিম হয়ে গেল। বিকর্ণ প্রথম পাণ্ডবের এই দুর্দশায় এতটুকু বিস্মিত হলেন না। কেননা, ইতিমধ্যে ক্রীড়ামাদকতার আকর্ষণে যুধিষ্ঠিরের ঔচিত্যজ্ঞান ও শুভবোধ লুপ্ত হয়ে গেছে।

পাশগুটিকাগুলি একবার ডান হাত, একবার বাঁ হাতে সঞ্চালনপূর্বক বিচিত্র শব্দ করতে করতে সহাস্যে শকুনি বললেন, শীঘ্র বল, অকর্মে সময় অতিক্রান্ত হয়ে যাচ্ছে! তোমার আর কী আছে?

অবরোধ-তিরোহিত যুধিষ্ঠির অনন্যোপায় হয়ে প্রথমে ধনঞ্জয় পরে ভীমসেনকে পণ রাখলেন। এই দুই প্রিয়তম ভাইদের পণ রাখার সময় দুবারই যুধিষ্ঠির

BanglaBook.org

কুণ্ঠিতস্বরে স্বীকার করলেন, এঁদের পণ রাখা নিতান্ত অন্যায়, অনুপযুক্ত।

যথারীতি শঠতা অবলম্বন করে শকুনি সব্যসাচী অর্জুন ও মহাবাহু বৃকোদরকে পণে জয় করে নিলেন। পূজ্যপাদ সত্যব্রতী অগ্রজের এই হঠকারিতার বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করার সময়ই তাঁরা পেলেন না। কিংবা তাঁরা এই দুর্নিবার পরিণতি অবশ্যম্ভাবী জেনে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করলেন। বিকর্ণের মনে হল, সমগ্র সভাও যদি প্রতিবাদ করত, তবুও এই অকল্পনীয় পরিণামকে রুদ্ধ করা যেত না।

এবার সুবলনন্দন বিশ্বজয়ী প্রবলপরাক্রম রাজার মতো উল্লাস প্রকাশ করে দুর্যোধনের দিকে তাকিয়ে হাসলেন। এই অর্থপূর্ণ হাসি কু-ইঙ্গিতবাহী। মদগর্বী দুর্যোধনও ভ্রূভঙ্গি করলেন মৃদু হেসে। শকুনি অতিদ্রুত যুধিষ্ঠিরের দিকে ঘুরে গিয়ে বললেন, কৌন্তেয়, তোমার আর কিছু অবশিষ্ট আছে ?

—হ্যাঁ আছে। যুধিষ্ঠির ক্রোধকম্পিত স্বরে বললেন, আমি আছি। আমি নিজেকে পণ রেখে তোমার সঙ্গে খেলব। এই নাও।

এক নিরাতপ শৈত্যপ্রবাহ যেন সকলকে স্পর্শ করে গেল। যুধিষ্ঠিরের এই আত্মপণ দানের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে পুরো সভা নির্বাক। বিকর্ণের ডানপাশে তাঁর অনুজ ক্ষেমমূর্তি বসে আছেন। বাঁ পাশটি সারিমধ্যস্থ চলাচলের পথ। বিকর্ণ সুতীব্র আবেগ দমন করতে না পেরে গাত্রাবরণ কাঁপিয়ে ক্ষেমমূর্তিকে বললেন, আমাদের ক্রূরকর্মা মাতুল ও দুরাত্মা জ্যেষ্ঠাগ্রজের চেয়ে ওই ধর্মধ্বজী লোকটি নিকৃষ্ট। ক্ষেমমূর্তি, তুমি মল্লযুদ্ধে পারদর্শী। ওই মূঢ়, আত্মপ্রতারক যুধিষ্ঠিরকে দৃঢ় মুষ্টিপ্রহারে শেষ করে দাও। সভাস্থলে অস্ত্রশস্ত্রহীন এই নিযুদ্ধ প্রশস্ত।

ক্ষেমমূর্তি ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে বিকর্ণকে বিদ্ধ করে বললেন, সভায় উপস্থিত সকল রাজন্যবর্গ ও বয়স্ক, প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা যেখানে যুধিষ্ঠিরের এই হীনাবস্থা প্রত্যক্ষ করছেন এবং বিনাবাক্যে নীরবে অনুমোদন করছেন সেখানে তুমি অযথা চাঞ্চল্য প্রকাশ করছ কেন ! এই বৃহৎ ক্রীড়াযজ্ঞে তোমার অস্তিত্ব কতখানি !

—কিন্তু এ যে ন্যায়বর্জিত ! বিকর্ণ কণ্ঠস্বর কিছুতেই মৃদু করতে পারলেন না।

ক্রীড়াধ্যক্ষ সভিক পুরুমিত্র, বিকর্ণ ও ক্ষেমমূর্তিকে বাক্যালাপ বন্ধ করার ইঙ্গিত করলেন।

মুখ ঘুরিয়ে নাতি-উচ্চ কণ্ঠে ক্ষেমমূর্তি একোক্তি করলেন, নিষ্ফল আক্রোশ ও লোক-দেখানো বেদনার্তি— দুইই ঘৃণার্হ। যার সাহস আছে সে এতক্ষণে অনাচারী দ্যূতসভার কাজ লণ্ডভণ্ড করে দিত।

অনুজের এই মর্মভেদী বাক্যবাণে বিকর্ণ আহত হলেন। পরমুহূর্তে তিনি চিন্তা করে দেখলেন, ক্ষেমমূর্তি ঠিকই বলেছে। পৌরুষলব্ধ তেজ বা বল কখনও দৈবপর নয়। বরং তা দৈববাদকে উপেক্ষা করে। বিকর্ণর অন্তর যেন আলোকিত হয়ে উঠল। তিনি এবার প্রতিবাদী হওয়ার জন্য আপাদমস্তক প্রস্তুত হয়ে উঠলেন। আর কোনও দ্বিধা বা সংশয় তাকে বাধা দিতে পারবে না। নির্বাসন অথবা মৃত্যুদণ্ড যা হয় হবে— তবু আপন কৌরবপক্ষের মুখ-স্রোত তিনি অবরুদ্ধ করে দেবেন।

দ্যূতব্যসনজনিত বিপরীত বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন যুধিষ্ঠির সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন স্বদেহ

BanglaBook.org

পণে। কৌরবপক্ষের অনুগ্রাহী রাজারা জয়ানন্দে সিংহনাদ করে উঠলেন।

ধূর্তশ্রেষ্ঠ শকুনি চোখ নাচিয়ে বিজয়গর্বে বললেন, যুধিষ্ঠির, তুমি নিজেকে পণ রেখে এবং বিজিত হয়ে নিতান্ত মূঢ়ের কাজ করলে। কেননা, এখনও তোমার কিছু ধনরত্ন অবশিষ্ট আছে।

সুবলনন্দনের এই কথায় ক্রীড়াস্থল প্রথমে আন্দোলিত, পরে শ্মশানভূমির মতো নিশ্চুপ হয়ে গেল। পণ রাখার মতো যুধিষ্ঠিরের আর কী অবশিষ্ট আছে!

শকুনি হাসতে হাসতে কণ্ঠস্বর ঈষৎ বিকৃত করে বললেন, রাজন, তোমার প্রিয়তমা সহধর্মিণী দ্রৌপদী তো এখনও জিতা হননি। তুমি তাঁকে পণ রেখে নিজেকে মুক্ত করছ না কেন?

যেন এক বিধ্বংসী বজ্রপাত হল। উপস্থিত রাজন্যবর্গ ও দর্শকরা বিমূঢ় হয়ে গেলেন। গান্ধাররাজ এ কী বলছেন! তাঁরা প্রতিটি মুহূর্ত রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন— এবার যুধিষ্ঠির কি করবেন তা দেখার জন্য। বিকর্ণ দাঁতে দাঁত চেপে উষ্ণ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে বললেন, ধিক্, তাত ধিক্।

সকলকে বিস্ময়াহত করে যুধিষ্ঠির এবার যেন অনেক শান্ত, শমিতচিত্তে বললেন, আমি সেই সর্বাঙ্গসুন্দরী, সর্বগুণান্বিতা পাঞ্চালীকে পণ রাখলাম। নাও, তুমি অক্ষবিক্ষেপ কর।

ধর্মরাজের মুখ থেকে এই কথা উচ্চারিত হওয়ামাত্র সভাসদ্ বৃদ্ধেরা ধিক্কার দিতে লাগলেন। দারুণ বিপদের আশঙ্কায় ও ক্ষোভে ঘামতে শুরু করলেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ মহাত্মারা। বিদুর দু হাতে মাথা ধরে অধোমুখে বসে রইলেন। দর্শকদের মধ্যে কেউ কেউ কেঁদে ফেলল। সমস্ত সভা একেবারে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল এই অবিমৃশ্য পাপাচারে।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র মনের হৃষ্টভাব গোপন করতে না পেরে হৃষ্টচিত্তে বারংবার বিদুরের কাছে জানতে চাইলেন, পুত্রেরা কী জয় করল? কোন্‌টি জয় করল? কিং জিতং, কিং জিতং।

এইরকম বাত্যাতাড়িত সংক্ষোভের মধ্যে শকুনি শঠতার শেষ অস্ত্রটি প্রয়োগ করে বললেন, যুধিষ্ঠির, এই দেখ, আমি জিতেছি।

সঙ্গে সঙ্গে কর্ণ, দুর্যোধন, দুঃশাসন, দুর্মুখ প্রমুখ কয়েকজন নেচে উঠলেন দৃষ্টিকটু আহ্লাদে। কিছুক্ষণ পরে সভার হট্টগোল থামলে দুর্যোধন অনামিকা তুলে বিদুরকে উদ্দেশ করে বললেন, ক্ষত্তা, আপনি এক্ষুনি গিয়ে সেই অপুণ্যশীলা, বিজিতা পাণ্ডবপত্নীকে নিয়ে আসুন। কৃষ্ণা এখানে এসে অন্য দাসীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের ঘরদোর পরিষ্কার করুক। হাঃ হাঃ!

বিকর্ণ দেখলেন প্রজ্ঞাসুন্দর মানুষটি এতদূর যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছেন যে মাথা তুলে তাকাতে পারছেন না। নিজের আসন ছেড়ে ক্ষিপ্রপদে বিদুরের কাছে গিয়ে বিকর্ণ তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, ক্ষত্তা, আপনি উঠুন। অগ্রজের এই নিন্দিত আকাঙ্ক্ষার প্রতিবাদ করুন। এমন সুবর্ণ সুযোগ অবহেলায় হারাবেন না। আপনার হিতবাক্য হয়ত বা অধর্মের গতি স্তব্ধ করে দিতে পারে।

অশ্রুপূর্ণ চোখে বিকর্ণের দিকে তাকিয়ে বিদুর ভগ্নস্বরে বললেন, আমার

BanglaBook.org

হিতৈষণা আজ ধুলায় লুণ্ঠিত। দুরাত্মাদের কাছে তা কোনও নতুন অর্থ বহন করে আনবে না। স্বয়ং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র আজ বধির।

—আপনি কেন ভেঙে পড়ছেন! তবু বলুন। বিকর্ণ অনুনয় করলেন।

যথেষ্ট বিস্মিত হয়ে বিদুর বললেন, বিকর্ণ ধীরে, ধীরে। ওঁরা তোমার কথা শুনতে পেলে, নির্ঘাত তোমাকে ধরাতল থেকে সরিয়ে দেবে।

—আমি ভয় পাই না। অগ্নির উত্তাপ একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত মানুষ সহ্য করতে পারে। তারপর অসহ্য উষ্ণতা থেকে নিবারণের পথ খুঁজতেই হয়।

—এতদিন শুনেছিলাম, তুমি বিবেকবান্। আজ স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করছি, আপন হৃদয়ে অনুভব করছি। বৎস, তোমাকে আশীর্বাদ করি, অবিনাশী বিবেক তোমার পরম ঐশ্বর্য হোক। বিদুর দু হাত তুলে আশিস্ প্রদানের ভঙ্গি করলেন।

সামান্য দূর থেকে এসব দেখে দুঃশল চিৎকার করে বললেন, ওরে বিকর্ণ, তুই ওই শত্রুপক্ষীয় অহিতকারী মন্ত্রিমহোদয়কে কী বোঝাচ্ছিস! আমাদের অমিত্র অমাত্যটি তোকে এমন প্রগাঢ় আশীর্বাদই বা করছেন কেন?

দুঃশলের ব্যঙ্গাত্মক বাক্যে বিদ্ধ হয়ে বিকর্ণ রোষাবিষ্ট চক্ষে তাঁর দিকে তাকালেন। অনুজের এই বিপরীত আচরণ দুঃশলের বোধগম্য হল না। এমন দেবকাঙ্ক্ষিত আনন্দঘন মুহূর্তে বিকর্ণ হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে কেন? দুঃশল আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় দুর্যোধন প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, ক্ষত্তা! আপনি কি আমার আদেশ শুনতে পাননি!

বিদুর তৎক্ষণাৎ শোক পরিত্যাগ করে জ্বলন্ত অগ্নিসম দৃপ্তকণ্ঠে দুর্যোধনকে তীব্র ভর্ৎসনায় বললেন, দুর্যোধন, পতনোন্মুখ প্রমত্তরা তোমার মতো দুর্বাক্য বলে। তুমি একটা হরিণ ছাড়া আর কিছু নও। অথচ ব্যাঘ্রসম পঞ্চপাণ্ডবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইছ।

রাধেয়, সৌবল ও দুর্যোধনের অনুগামী ধার্তরাষ্ট্রেরা বিদুরের এই কথায় অট্টহাস্য করে উঠলেন। চিত্রসেন এই অবস্থা দেখে দ্রুত বিকর্ণের কাছে এসে বললেন, তাত, বৃথা নিজেকে উপহাস্য করে তুলে কি লাভ! এসো, চলে এসো। রাজসিংহাসনের মর্যাদা রক্ষা কর।

একপ্রকার প্রায় বলপ্রয়োগ করে বিকর্ণকে তাঁর আসনে নিয়ে গিয়ে চিত্রসেন বসিয়ে দিলেন।

শূন্যগর্ভ অট্টহাস্যে কিছুমাত্র অবদমিত না হয়ে বিদুর পুনরায় বললেন, দেখ দুর্যোধন, দ্রৌপদী কখনওই দাসী হতে পারেন না। কেননা, আমার মতে, কৃষ্ণাকে পণ রাখার আগেই মহারাজ যুধিষ্ঠির পণে হেরে গিয়ে পাঞ্চালীর স্বামিত্বের অধিকার হারিয়েছিলেন।

বিদুরের এই যুক্তিসিদ্ধ বাক্য শুনে সভার অনেকেই বলতে লাগলেন, মহামন্ত্রী যথার্থ বলেছেন, যথার্থ বলেছেন।

ক্ষণকাল বিশ্রাম নিয়ে বিদুর অধিক তেজে বললেন, হে প্রবর ধৃতরাষ্ট্রনন্দন, দ্রৌপদী সম্পর্কে তুমি যে কুবাক্য প্রয়োগ করলে, তা অতি নীচ লোকেরাই করে থাকে। আবারও বলছি, পাণ্ডবদের শত্রুতা করতে যেও না, যদি কর, তা হলে

BanglaBook.org

অচিরে শমনসদনে গমন করতে হবে।

অনিরূপিত তাচ্ছিল্যে এবং অঙ্গভঙ্গি করে বিদুরকে দুর্যোধন ও দুঃশাসন বললেন, আপনাকে সেদিন আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব।

চারদিকে তাকিয়ে বিদুর দেখলেন ক্রীড়াভিলাষী সভাসদ্‌রা স্পষ্টতই দ্বিধাগ্রস্ত। অদ্ভুত দোলাচলে আক্রান্ত। কেউই যেন শুভ-অশুভ সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না। নিজের হতাশা ও করুণ অনুভব যথাসম্ভব লুকিয়ে রেখে বিদুর ধীরে ধীরে বললেন, দুর্যোধন, তুমি নরকের দ্বারদেশে এসে উপস্থিত হয়েছ। তাই আর কিছুই বুঝতে পারছ না। ওই দুঃশাসন, দুঃশল, বিকট, ওই কুণ্ডোদর, ভীমবিক্রম, অনুদর, কবচী, নিষঙ্গী এবং আরও কয়েকজন অনুজ তোমার অনুগামী হয়েছে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, কুরুবংশের ধ্বংস একেবারে সমীপবর্তী।

নিজের আসনে বসেই ক্ষেমমূর্তি উচ্চকণ্ঠে বলে উঠলেন, ক্ষত্তা যখন অপারগ, তখন অন্য কেউ যাক্। বিজিতা পাণ্ডবপ্রিয়াকে এখানে নিয়ে আসুক।

ক্ষেমমূর্তির এই কথায় বিকর্ণের প্রথমে বাক্‌রোধ হয়ে গেল। তারপর কিছুটা ধাতস্থ হয়ে তিনি করুণস্বরে বললেন, ভাই, অগ্নিনির্বাপণের কোনও চেষ্টা না করে, তুমি ঘৃতাহুতি দিচ্ছ!

—আমার আর ভাল লাগছে না। যা হবার এই ক্ষণে হোক। ক্ষেমমূর্তি বিরক্তিভরে বললেন।

মৃদু হেসে ক্ষেমমূর্তির মন্ত্রণাকে অনুমোদন করে দুর্যোধন ঘৃণা কুঞ্চিতমুখে বিদুরকে বললেন, ধিক্, ধিক্। তারপর প্রতিকামী মনোরথকে সামনে দেখতে পেয়ে আদেশ দিলেন, প্রতিকামী, তুমি এক্ষুনি গিয়ে দ্রৌপদীকে নিয়ে এস। বিদুর ভয় পেয়েছেন এবং ভীত হয়ে আমাকে দু-চারটি হিতকথা শুনিয়ে দিচ্ছেন। তাছাড়া উনি কখনওই আমাদের উন্নতি কামনা করেন না। তুমি যাও। তোমার কোনও ভয় নেই।

মনোরথ ভীরু নয়। কিন্তু এই রাজাদেশ পালন করতে সে অন্তরে কুণ্ঠা বোধ করল। তবে রাজার আদেশ সব সময়ই তার কাছে শিরোধার্য। এই-ই তার কাজ। মনোরথ দ্রুত সভাস্থল ছেড়ে পাণ্ডবদের বাসভবনের উদ্দেশে চলে গেল। প্রতিকামীর নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রীড়াক্ষেত্র আবার নীরব। আবার পরবর্তী দৃশ্যের প্রতীক্ষা।

সামান্যক্ষণ পরে মনোরথ একা ফিরে এসে সবিনয়ে সভাস্থ সকলকে বললো, আমি দ্রুপদনন্দিনীকে বললাম, যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় একান্ত আসক্ত হয়ে আপনাকে পণ রেখেছিলেন। রাজা দুর্যোধন আপনাকে জিতে নিয়েছেন। অতএব, এখন আপনাকে ধৃতরাষ্ট্র-ভবনে যেতে হবে। সেখানে আপনি কিঙ্করীদের মতো কাজ করবেন। আমার এই কথা শুনে পাঞ্চালী বললেন, তুমি কেন এমন প্রলাপ বকছ? কোন্ রাজা তাঁর পত্নীকে পণ রেখে পাশা খেলে? রাজা যুধিষ্ঠির নিশ্চয়ই দ্যূতমদে মত্ত হয়েছিলেন। পণ রাখবার জন্য আমি ছাড়া তাঁর কি অন্য কোনও দ্রব্য ছিল না?

দুঃশাসন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পাঞ্চালীকে কি বললে?

BanglaBook.org

—আমি বললাম, একটু থেমে মনোরথ বললো, যাজ্ঞসেনী, মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রথমে সমস্ত ধনরত্ন পণে হেরে যান। তারপর প্রথমে ভাইদের, এরপর নিজেকে এবং সব শেষে আপনাকে পণ রাখেন। দ্রৌপদী এই কথা শুনে আমাকে বললেন, সূতনন্দন, তুমি সভায় ফিরে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি আমাকে, না নিজেকে—কাকে আগে পাশা খেলায় বিসর্জন দিয়েছেন? ধর্মরাজ কিভাবে পরাজিত হয়েছেন, তা না জেনে আমি সভায় যাব না।

প্রতিকামী মনোরথ থামতেই সৌবল দন্তবিকশিত করে বললেন, ওহে যুধিষ্ঠির, বলো, ওকে বলে দাও, পাঞ্চালীকে গিয়ে ও কী বলবে!

যুধিষ্ঠির প্রতিকামীকে ভালমন্দ কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর নিঃস্পন্দ, জড় অবস্থা দেখে বিকর্ণের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেলো। অবশ্য দ্রৌপদীর জিজ্ঞাস্য বিষয়টিও দারুণ তীক্ষ্ণ, সূচীভেদ্য। তিনি একেবারে মূল স্পর্শ করে প্রতিকামীর মাধ্যমে প্রশ্ন প্রেরণ করেছেন।

প্রথম কৌন্তেয় বিমূঢ় হয়ে আছেন। পরবর্তী পাণ্ডবদের অবস্থাও তদ্রূপ। এই অবস্থায় দুর্যোধন রুক্ষস্বরে মনোরথকে বললেন, শোন, তুমি পাঞ্চালীকে গিয়ে বল, তার যা বলার আছে, প্রশ্ন করার আছে—তা এখানে এসে করুক। যুধিষ্ঠির ও তার প্রশ্নোত্তর সভার সবাই একযোগে শুনতে পাবে।

'যথা আজ্ঞা' বলে মনোরথ আবার বায়ুবেগে নিক্রান্ত হল। এখন প্রতিটি মুহূর্ত অমূল্য। উৎকণ্ঠা ও ধৈর্যের পরীক্ষা। এবারে আর সভাস্থল একেবারে নিশ্চুপ নেই। মৃদু কোলাহলের নানা আবর্ত সৃষ্টি হচ্ছে। বিভিন্ন রকম সম্ভাব্যতা নিয়ে অনেকেই আলোচনায় মত্ত। বিকর্ণ মনে মনে কামনা করলেন, দ্রৌপদী যেন কোনও প্ররোচনাতেই সভায় না আসেন।

বিফল মনোরথ হয়ে মনোরথ এবারও ফিরে এল। দুর্যোধন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, যাজ্ঞসেনী কই? তাকে জোর করে নিয়ে আসতে পারলে না! পাঞ্চালী কি তোমার চেয়েও বলশালিনী!

প্রভু দুঃশাসনের দিকে একবার ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে মনোরথ দুঃখিত স্বরে বললো, রাজন, আপনি যা বলতে বলেছিলেন, দ্রুপদদুহিতাকে আমি তাই বলেছি। কিন্তু তিনি ধীর-স্থির, সুভাষিত স্বরে আমাকে বললেন, প্রতিকামী, পৃথিবীতে ধর্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমি প্রার্থনা করি, ধর্ম যেন কৌরবদের প্রতি বিমুখ না হন। সূতাত্মজ, তুমি উপস্থিত সম্মানিত সভাসীনদের জিজ্ঞাসা কর, ধর্মত এখন আমার কী করা উচিত। তাঁরা যা বলবেন, আমি তাই করব।

মনোরথের মুখ থেকে দ্রৌপদীর এই বিনম্র নিবেদন শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সমগ্র দর্শক-সভ্যরা। কেউ কেউ দ্রৌপদীর সমর্থনে ধ্বনি দিয়ে বললেন, কৃষ্ণা সুবিনীতা দূরদর্শিনী। তাঁর সম্মান রক্ষিত হোক।

ধৃতরাষ্ট্র, দ্রোণ, ভীষ্ম, কৃপ, সত্যবান প্রমুখ শ্রদ্ধাস্পদেরা কিন্তু দুর্যোধনের কুঅভিপ্রায়ের মর্ম উপলব্ধি করে অধোমুখ হয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে রইলেন। তখন যুধিষ্ঠির একজন বিশ্বস্ত দূতকে দিয়ে কৃষ্ণাকে বলে পাঠালেন, পাঞ্চালী, তুমি এখন রজস্বলা, একবস্ত্রা এবং বিশেষ কটিবন্ধন বস্ত্র পরিহিতা। এই অবস্থাতেই তুমি

BanglaBook.org

রোদন করতে করতে শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়াও।

ক্ষেমমূর্তিকে বিকর্ণ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ধর্মাত্মা ওই দূতটিকে নিজভবনে পাঠালেন কেন বলতে পারবে।

—তুমিও যেখানে, আমিও সেখানে। কী করে বলব। ক্ষেমমূর্তি ঈষৎ রুক্ষস্বরে বললেন, তবে মনে হয়, যুধিষ্ঠির সম্ভবত দ্রৌপদীকে স্বেচ্ছায় এখানে আসার অনুরোধ জানালেন। দ্রুপদতনয়া তো শুনেছি সময়বিশেষে কঠোরহৃদয়া।

এদিকে মনোরথ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেখে দুর্যোধন সহুঙ্কারে বলে উঠলেন, কী হল। তুমি যাও। কৃষ্ণাকে এখানে নিয়ে এস। তার যা বলার সে কৌরবদের সামনে এসে বলুক।

মনোরথ এবার আর কুণ্ঠা ও দ্বিধা গোপন করতে পারল না। একই সঙ্গে সে দ্রৌপদীর ভয়ে ভীত হয়েও পড়েছে। মনোরথ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো বলল, আমি কৃষ্ণাকে এবার কী বলব ?

দুর্যোধন আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করলেন না। মনোরথের প্রতি যথেচ্ছ ক্রোধ প্রকাশ করে অনুজ দুঃশাসনকে বললেন, এই সূতপুত্র প্রতিকামী নিতান্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি। এ ভীমের ভয়ে কাঁপছে। ভাই, তুমি গিয়ে যাজ্ঞসেনীকে এখানে নিয়ে এস। অবশ-শত্রু পাণ্ডবরা তোমার কিছুই করতে পারবে না।

আরক্ত-নয়ন দুঃশাসন অগ্রজের এই আহ্বান শোনামাত্রই পাণ্ডবগৃহে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। মুহূর্তে সভায় দারুণ হট্টগোল বেধে গেল। প্রবল চিৎকারের মধ্যে উঠে দাঁড়িয়ে অসহায় বিকর্ণ বারংবার দুঃশাসনকে বলতে লাগলেন, তাত, তুমি যেও না, যেও না। আমার কথা শোন।

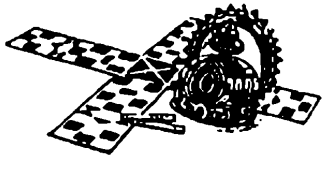

চতুর্থ অধ্যায়

দুঃশাসন এই রাজপথ দিয়ে পাঞ্চালীকে বলপ্রয়োগ করে আনতে গিয়েছেন। কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত প্রশস্ত পথ। পথের দু ধারের দীপালোক এখন অনেক স্তিমিত। কেবল রাত্রি গভীর হয়ে আসছে বলে নয়, আলোর এই ম্লানতা অন্যতর ইঙ্গিতবাহী। কুরুবংশের ঔজ্জ্বল্য এমনভাবেই কি ধীরে ধীরে নিবে যাচ্ছে ! দু হাত শূন্যে তুলে বিকর্ণ আপন মনে বললেন, 'স রুদ্রো দানবান্ হত্বা কৃত্বা ধর্মোত্তরং জগৎ।' হে রুদ্র, হে শিব, সংহার ও দাক্ষিণ্য দুটোই তোমার হাতে। এবার তুমি যা করবে।

বিকর্ণকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনুজ চিত্রক তাঁর হরিদ্রাভ সুগন্ধযুক্ত উত্তরীয় উড়িয়ে নিঃশব্দে অগ্রজের পাশে এসে দাঁড়ালেন। কনিষ্ঠ ভাইটিকে দেখে

BanglaBook.org

বিকর্ণ ক্ষীণ হেসে বললেন, তুমি সভাগৃহের বাইরে কেন ? স্বস্তি পাচ্ছ না বুঝি !

চিত্রক অতটা সূক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন নন। সহজভাবে সব কিছুকে গ্রহণ করতে ভালবাসেন। বিকর্ণের মলিন হাসি ও জিজ্ঞাসার গূঢ় অর্থ বা ইঙ্গিত যাই হোক না কেন, চিত্রক সোজাসুজি বললেন, তাত, ওই গৃহের ভেতরটাকে মনে হচ্ছে যেন তপ্ত কটাহ। বাতাস অসম্ভব ভারী এবং উষ্ণ।

—দূষিত নয় ! বিকর্ণ শোকগ্রস্তের মতো অভিভূত স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

সামান্য হাসলেন চিত্রক। তারপর মাথা থেকে স্বর্ণমুকুটটি খুলে হাতে নিয়ে বললেন, ভেবেছিলাম, আকাশতলে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ বায়ু প্রাণভরে গ্রহণ করব। কিন্তু এখানেও...। চিত্রক সহসা থেমে গেলেন।

রাজপথ দিয়ে সময়ান্তরে কোনও অশ্ববাহিত দ্রুতগামী রথ নিমেষে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। অথবা শ্লথ গতির গোযান চলেছে উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে। পথিক এবং পাথুজন নেই বললেই চলে। কেবল নগররক্ষক প্রতিহারিরা দূরে-অদূরে কর্তব্যরত।

হঠাৎ প্রচণ্ড বেগে একটি ঘূর্ণি বায়ু কোত্থেকে ছুটে এসে চিত্রকের হরিদ্রাভ উত্তরীয়টি উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। শোনা গেল গুরু গুরু মেঘগর্জন। অথচ আকাশ পরিষ্কার, নির্মেঘ। শুক্লপক্ষের রজনীশ চন্দ্র ও অযুত নক্ষত্র নভস্থলের শোভা চতুর্গুণ বাড়িয়ে তুলেছে। হতবাক চিত্রক বললেন, এ কী হল !

—অশুভ লক্ষণের পূর্বাভাস। বিকর্ণ শান্ত কণ্ঠে বললেন, দুর্গ্রহের আধিপত্যের সূচনা ছাড়া এই ঘটনাকে আর কিভাবে বিচার করবে !

কোথায় যেন একটি শৃগাল কর্কশ শব্দে চিৎকার করে উঠল। বিকর্ণ ইঙ্গিতে চিত্রককে বোঝাতে চাইলেন, শুনতে পাচ্ছ।

চিত্রক মাথা নেড়ে তা স্বীকার করে বললেন, নিশীথের জঠরে ভাবী ভয় কি জন্ম নিচ্ছে ! তাত, এরপর কি হবে ?

—ভাবী কালই জানে। বিস্ময়বিহ্বল বিকর্ণ চিত্রকের হাত ধরে বললেন, দেখ, আমার মতো তুমিও উদ্বিগ্নচিত্ত। হয়ত অনেক কম, তবুও। ভাই, আমরা সবাই মিলে কি কোনও প্রতিরোধ নির্মাণ করতে পারি না ! অকরুণ দুঃশাসন এই পথ দিয়ে দ্রৌপদীকে আনতে গেছেন। আচ্ছা, যদি বিদ্বেষকলুষিত এই সরণি অবরুদ্ধ করে বাধা দিই, তা হলে কি আমরা কোনও ভুল করব ! লোকে আমাদের অবাচীন বলবে !

—শুধু তুমি আর আমি ! আমাদের দুজনের শক্তি কতটুকু। গমনোদ্যত চিত্রক জিজ্ঞাসা বললেন।

—ভাই, তুমিও কি ভয়ত্রস্ত ? বিকর্ণ প্রশ্ন করলেন।

—কই না। ভয় পাব কেন ! আমি শুধু বলছিলাম, অগ্রজদের তুলনায় ও বিচারে আমরা যৎসামান্য।

—হয়ত। কিন্তু আমাদের মানসিক ক্ষমতা ! কোনও অস্ত্র বা রক্তচক্ষু তাকে কোনওদিন পরাভূত করতে পারবে না। পারে না।

উতরোল হাস্য করে চিত্রক বললেন, তাত, তুমি ভুল করছ। দর্পী কিংবা

BanglaBook.org

বিদ্বেষী মানুষ প্রথমেই অপরের মনোবল ভেঙে দেয়। অগ্রজ পাণ্ডবদের অবস্থা দেখ। কোনও অস্ত্রাঘাত এবং রক্তপাত ছাড়াই তাঁরা আজ পরাজিত। তাঁদের মনের আলো নিবে গেছে। বিশ্বাস করো, পাণ্ডবদের দেখে আমার মনে হচ্ছে, তারা যেন এক একটি মেরুদণ্ডহীন প্রাণী।

—পাণ্ডবদের হীনকৌশলে, পূর্ব পরিকল্পিত অসৎ চক্রান্ত করে এমন বিগতবীর্য করে দেওয়া হয়েছে। বিকর্ণ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন।

—তাত, রাজধর্মে সততা শব্দটির কোনও অর্থমূল্য নেই। এইটি কেবলই শব্দমাত্র। যার যখন যেভাবে প্রয়োজন, সেইভাবে ধ্বনিবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে। এর বেশি কিছু নয়।

তোরণস্ফাটিকার প্রধান দ্বারের অংশবিশেষ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। কথা বলতে বলতে চিত্রক খানিকটা এগিয়ে গেছেন। বিকর্ণ অকস্মাৎ শুনতে পেলেন রাজমার্গের প্রান্তবর্তী একটি অশোকবৃক্ষ থেকে পক্ষিশাবকের কান্নার শব্দ ভাসতে ভাসতে চরাচরে মিলিয়ে গেল।

চিত্রক দেখলেন প্রতিকামী মনোরথ ক্লান্ত পায়ে সোপানশ্রেণীর দিকে এগিয়ে আসছে। বিকর্ণও মনোরথকে দেখতে পেলেন।

—তুমি আবার কোথায় চললে ! চিত্রক জিজ্ঞাসা করলেন।

মনোরথ পরিশ্রান্ত স্বরে বলল, রাজন, এইমাত্র সভিক পুরুমিত্র সভার বিরতি ঘোষণা করলেন। আগামীকাল দিবামধ্যভাগে সভা পুনরায় শুরু হবে। আমি চলেছি, প্রভু দুঃশাসনকে এই সংবাদ জানাতে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ—দ্রুপদাত্মজাকে এখন কোনওভাবেই এখানে নিয়ে আসা চলবে না। দুঃশাসন যেন এই কাজ থেকে আপাতত বিরত হন।

বিকর্ণ যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছেন না। এই উদ্বেলিত, অমঙ্গলপূর্ণ সময়প্রবাহকে এমন সহসা কে স্তব্ধ করে দিলেন ! কার অন্তরে শুভবোধ জাগ্রত হল ! পাঞ্চালীকে সম্ভাব্য অপমান ও লাঞ্ছনার হাত থেকে অন্তত আজকের রাত্রিটুকু কে নিষ্কৃতি দিলেন ? তিনি কি আশা করছেন আগামীকালের অরুণোদয় অন্য তাৎপর্যে, অন্য অভীপ্সায় ভাস্বর হয়ে উঠবে ? কে সেই দূরদর্শী ?

—কে তিনি ? বিকর্ণ উচ্ছ্বসিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মনোরথ বুঝতে পারল না। ব্যাকুল চক্ষে চিত্রকের মুখের দিকে তাকাল। কিছুটা অনুমান করে কনিষ্ঠতম ধার্তরাষ্ট্র প্রতিকামীকে বললেন, তাত বোধ হয় জানতে চাইছেন, কার পরামর্শে দ্যূতসভার সাময়িক বিরতি ঘোষিত হল।

—রাজন, ঠিক পরামর্শে নয়। রাজমাতা গান্ধারীর আদেশে। পাশা খেলার সর্বশেষ ফলাফল জানার পর, সেই পতিব্রতা, অগ্নিসমা মাতৃকামূর্তি নিতান্ত বিব্রত ও অসুস্থ বোধ করছিলেন। সভায় বারংবার দূতী প্রেরণ করে তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের লুপ্ত সংবিৎ ফিরিয়ে এনেছেন। আমি আসি। প্রভুকে নিবৃত্ত করতে হবে এখনই।

সূতনন্দন বিনয়ী প্রতিকামীটি চলে যেতেই বিকর্ণ আবেগে চিত্রককে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভাই, আমি জানতাম, অন্তত একজন এই অবিবেকী, মর্মন্তুদ দুষ্কর্মের

BanglaBook.org

গতিরোধ করে দেবেন। তিনি আমাদের মা। আর কেউ না হোক, তিনি সর্বদা শুভ এবং মঙ্গলবোধে পরিপূর্ণা। আমাদের চিরপ্রণম্যা। মা নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে, অন্তর্লোকের দীপ্র দৃপ্তি দিয়ে এক ঘনায়মান প্রলঙ্কর অন্ধকার দূর করে দিলেন।

যুদ্ধজয়ী সেনানীর মতো আনন্দের আতিশয্যে বিকর্ণ কাঁপছেন। বক্ষস্থল থেকে চিত্রককে ধীরে ধীরে মুক্ত করে দিয়ে তিনি আবার বললেন, জানি, আমাদের এই উচ্ছ্বাস সাময়িক। তবু নিশান্তের উদিত সূর্য দুর্গ্রহমুক্ত কাঙ্ক্ষিত শুভদিনের বার্তা বহন করে নিয়ে আসতে পারে। এমন আশা করা কি অন্যায়!

মৃদু হেসে চিত্রক বললেন, তাত, আগামী প্রত্যূষে কী হবে সে তখন দেখা যাবে। দ্যূতক্রীড়ার অন্তরালে দৈব ও পুরুষকারের যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, তার ফল নির্ধারণের সময় এখনও আসেনি। এসব বাদ দাও। তুমি এখন কি আবাসে ফিরে যাবে?

—না, চিত্রক। এত রাত্রিতে বালার্ক-এ গিয়ে দেবাঙ্গনা ও পুত্রের সুখসুপ্তির ব্যাঘাত ঘটাতে চাই না। আমি পটগৃহেই বিশ্রাম নেব। হয়ত গভীর নিদ্রায় তলিয়ে যাব ঈপ্সিত সুদিনের স্বপ্ন দেখতে দেখতে। জানো, বিগত একপক্ষকাল আমি সুপ্তি অথবা তন্দ্রা দুটোই হারিয়ে ফেলেছি।

চিত্রক ব্যস্ত হয়ে বললেন, আর এখানে দাঁড়াব না। প্রতিকামীটি প্রত্যাগত হলেই রাজন্য, দর্শক ও অতিথিবর্গ সভাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসবেন। তখন তাঁদের সঙ্গে বাক্যালাপ করতে গিয়ে অযথা সময় নষ্ট হবে। তার চেয়ে চলো।

সভাগারের অত্যায়ত বাতায়নগুলির মধ্য দিয়ে দ্বিপ্রহরের রবিরশ্মি অঙ্গনে এসে পড়েছে। কোথাও এতটুকু তমিস্রার লেশমাত্র নেই। সকলেই উন্মুখ। ক্ষণকালের মধ্যেই দুঃশাসন পাঞ্চালীকে সভায় নিয়ে আসবেন। বিকর্ণ এখনও জানতে পারেননি, কৃষ্ণা অগ্রজকে শান্ত অথচ দৃঢ়চিত্তে প্রতিহত করতে পেরেছেন কিনা। তাঁর এক আপ্ত সহায়ক মরীচিমালী বহু চেষ্টা করেও গোপন সূত্র থেকে কোনও সংবাদ বের করতে পারেনি। অবশ্য মরীচিমালীর হাতে সময়ও কম ছিল। মাত্র আজকের অরুণোদয় থেকে এই মধ্যাহ্ন পর্যন্ত। সমবেত মহাজনদের সমুদ্ভাসিত মুখমণ্ডল দেখে বিকর্ণের ভাল লাগছে না। তাঁর বারংবারই মনে হচ্ছে, এঁরা কি অনুমান করতে পারছেন না, পরবর্তী মুহূর্তগুলোতে কী ঘটতে পারে!

বিগত রাত্রে অনেক আশা নিয়ে বিকর্ণ সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু উষালগ্নে শয্যা ত্যাগ করার পর থেকেই কেবলই তাঁর মনে হচ্ছে, অনিরোধক অরণ্যবহ্নির মতো এক অদৃশ্য দাহিকাশক্তি ক্রমশ হস্তিনাপুরের ভাগ্যাকাশে ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে। একসময়ে তা লেলিহান শিখার মতন সকলকে গ্রাস করবে।

ক্ষেমমূর্তি তাঁর দিকে ভুলেও আর তাকাচ্ছেন না। কিছুক্ষণ আগে বিনা প্ররোচনায় পার্শ্ববর্তী এই সহোদরটি তাঁকে বলেছেন, তাত, তুমি বিজিত, মূর্খ পাণ্ডবদের সঙ্গে গিয়ে বসো। ওখানেই তুমি যোগ্য সমাদর পাবে। অনুজ তাঁকে অযথা অপমান করতে চাইছে বুঝতে পেরেও বিকর্ণ দ্বিরুক্তি করেননি। তাঁর ব্যক্তিগত অসম্মাননার চেয়েও এখন বৃহৎ হয়ে উঠেছে পাঞ্চালীর অবমাননা।

BanglaBook.org

অকস্মাৎ অশনিপাতের মতো উৎকট শব্দ হল। অতিথি-অভ্যাগতরা কিছু অনুধাবন করার আগেই দেখলেন, মদমত্ত দুঃশাসন অর্থহীন তর্জন-গর্জন করতে করতে দ্রৌপদীকে নিয়ে আসছেন। আকৃষ্যমাণা পাঞ্চালীর দীর্ঘ কুন্তল দুঃশাসনের হাতের মুঠোয়। সভার কেন্দ্রস্থিত মণ্ডপে এসে দুঃশাসন অট্টহাস্য করে উঠলেন পরাভব-লজ্জিত পাণ্ডবদের দিকে তাকিয়ে। দ্রৌপদী কাঁপতে কাঁপতে বিনীতবচনে বললেন, দুঃশাসন, আমি রজস্বলা হয়েছি, একমাত্র বস্ত্র পরিধান করেছি। এই অবস্থায় আমাকে সভায় নিয়ে আসা তোমার উচিত হয়নি।

দুঃশাসন কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। বরং আরও দৃঢ় হস্তে কৃষ্ণার চিকুরচয় ধারণ করে বললেন, যাজ্ঞসেনী, তুমি রজস্বলাই হও, কিংবা একবস্ত্রা বা বিবস্ত্রাই হও, পাশা খেলায় জিতা হয়ে তুমি এখন আমাদের দাসী। অন্য দাসীদের সঙ্গে তোমাকে বাস করতে হবে।

কেশাকর্ষণ জনিত শারীরিক ব্যথায় ও দুঃশাসনের কটুবাক্যে পীড়িতা হয়ে দ্রৌপদী উচ্চৈঃস্বরে একবার কেঁদে উঠলেন। শুধু অলক নয়, তাঁর বস্ত্রও প্রায় অর্ধস্খলিত। পাঞ্চালী এইরকম বিস্রস্ত অবস্থায় ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, দুঃশাসন, এই সভায় শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী, ইন্দ্রতুল্য গুরুজনেরা উপস্থিত আছেন। তাঁদের সামনে আমার এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকা নিতান্ত অনুচিত। দুঃশাসন, আবারও বলছি, আমি রজস্বলা। তুমি আমাকে নৃশংসের মতো বিবস্ত্রা করো না।

অশ্রুধারায় দ্রৌপদী যেন স্নান করছেন। বিকর্ণ তড়িদ্বেগে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কেবলমাত্র বলেছেন—তাত, তৎক্ষণাৎ ক্ষেমমূর্তি মল্লযুদ্ধের 'প্রকর্ষণ' রীতি প্রয়োগ করে বিকর্ণকে বসিয়ে দিলেন। তারপর চাপা অথচ কর্কশ স্বরে বললেন, আগে পাঞ্চালীকে কথা শেষ করতে দাও। তারপর সভা তোমার বক্রবক্তব্য শুনবে।

অপরিমেয় অশ্রুপাত করতে করতেই দ্রৌপদী বললেন, আশ্চর্য, এই কুরুবংশীয় বীরপুরুষেরা কেউ দুঃশাসনের নিন্দা করছেন না! মনে হচ্ছে, ওই দুরাত্মার এই অতিগর্হিত কাজে সকলের অনুমোদন আছে। দ্রোণ, ভীষ্ম, বিদুর কি তাঁদের সত্তা হারিয়েছেন? দুর্যোধনের এই অধর্মাচরণকে কুরুবংশের মান্যজনেরা কি করে উপেক্ষা করছেন!

এমন মর্মভেদী বিলাপের অবসরে কৃষ্ণা তাঁর ভর্তাদের প্রতি কটাক্ষপাত করে তাঁদের ক্রোধানল প্রজ্বলিত করার চেষ্টা করলেন। পঞ্চপাণ্ডব ক্রোধে উদ্দীপিত হলেন ঠিকই, কিন্তু পণে পরাজিত হওয়ায় তাঁরা কোনও উদ্‌যোগ নিতে পারলেন না। দুঃশাসন পাঞ্চালীকে কটাক্ষপাত করতে দেখে দ্বিগুণ বেগে তাঁর আলুলায়িত কুন্তল, বজ্রমুষ্টিযোগে আকর্ষণ করে দাসী, দাসী বলে উচ্চহাস্য করতে লাগলেন।

কর্ণ হৃষ্টচিত্তে দ্রুপদতনয়ার এই অভাবিত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে দুঃশাসনকে বললেন, হাঃ, হাঃ, দাসী, দাসী। তুমি ঠিক বলেছ।

গান্ধাররাজ শকুনিও মুক্তকণ্ঠে দুঃশাসনের প্রশংসা করে বললেন, ভাগিনেয়, পণজয়ের গৌরবধ্বজা এখন তোমার হাতে। তুমি আরও উঁচুতে তা তুলে ধর।

দুঃখিত, ব্যথিত পিতামহ ভীষ্ম এই সময় সসঙ্কোচে দ্রৌপদীকে বললেন, গত

BanglaBook.org

রাত্রে প্রতিকামীর মাধ্যমে তুমি যে সব প্রশ্ন করেছিলে, তার উত্তর দিতে অসমর্থ বোধ করছি। কেননা, একদিকে যেমন পরবশ ব্যক্তি পরের সম্পদ পণ রাখতে পারে না, তেমনি অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর অধীনা—এই উভয় দিকই তুল্যমূল্য। তা ছাড়া, যুধিষ্ঠির নিজেও তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগতা প্রকাশ করেছে। দ্যূত-অভিলাষী ধর্মাত্মা স্বয়ং তোমার এই অবমাননা দেখে নীরব। এক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি বল !

ভীষ্মের উক্তিতে বিস্মিত হয়ে ক্রন্দসী দ্রৌপদী বললেন, আমার স্বামী পাশা খেলায় নিজে থেকে প্রবৃত্ত হননি। দ্যূতপ্রিয় শকুনি ও ওই মূঢ় দুর্যোধন তাঁকে এই কপট খেলায় আহ্বান করেছেন। মহাত্মা ধর্মনন্দনকে কেন আপনি দ্যূতাভিলাষী বলছেন ? তিনি পবিত্রচেতা, এঁদের কপটতা প্রথমে বুঝতে পারেননি। তাই হেরেছেন। আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনারা সবাই দুহিতা ও পুত্রবধূদের অভিভাবক, সুবিবেচনা করে বলুন, আমাকে জয় করা হয়েছে কিনা। আমি জিতা না অজিতা !

বজ্রাহতের মতো সভাজনেরা অনড় হয়ে বসে থাকলেন। অতি ক্ষীণ অশ্রুমোচনের শব্দ দু-একবার শোনা গেল। দুঃশাসন বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের উদ্দেশে পরুষবাক্য উচ্চারণ করছেন, এমন সময় ভীমসেন ক্রোধাগ্নিতে জ্বলে উঠে সর্বমান্য অগ্রজকে বললেন, তাত, দ্যূতমদে যারা আসক্ত, তারাও তাদের নিজস্ব বেশ্যাদের পণ রেখে পাশা খেলে না। তাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দয়া দেখায়। আর তুমি কিনা আমাদের প্রিয় পত্নী ও চিরপ্রণয়িনী কৃষ্ণাকে পণ রাখলে ! আমি কাল থেকে এতক্ষণ তোমাকে কিছু বলিনি। যেহেতু তুমি আমাদের সকলের বড়, পূজ্য। কিন্তু...

বৃকোদর একটু থামলেন। তাঁর স্কন্দনিন্দিত কান্তি ঘর্মাক্ত। তিনি ঝঞ্ঝাতাড়িত বনস্পতির মতো কাঁপছেন। এদিকে এক হাতে কেশগুচ্ছ, অন্য হাতে রোরুদ্যমানা দ্রৌপদীর অঙ্গ স্পর্শ করে দুঃশাসন বললেন, ওহে ভীম, জিত ব্যক্তির রাগ নির্বিষ সর্পের তুল্য। ওতে কাজ হবে না। বসে-পড়ো।

দুঃশাসনকে কিছুমাত্র গ্রাহ্যের মধ্যে না-এনে দ্বিতীয় পাণ্ডব ক্রোধকম্পিত কণ্ঠে পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে বললেন, কিন্তু এই পূর্বাপর অন্যায় আমি আর সহ্য করতে পারছি না। দেখ, ক্লেশক্লিষ্ট দ্রৌপদীর অবস্থা দেখ। যে দুটি হাত দিয়ে তুমি পাশার গুটিকা সঞ্চালন করেছ, তোমার সেই দুটি হাত আমি পুড়িয়ে দেব। সহদেব, শীঘ্র আগুন নিয়ে এসো।

কৌরবপক্ষীয় সমাগতজনেরা কনকবর্ণ বায়ুতনয় ভীমসেনের এই নিদারুণ উক্তি শুনে ভয় পেয়ে গেলেন। এঁরা সকলেই জানেন, বৃকোদর বাহুবলদর্পী। তিনি সংক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে আর নিস্তার নেই। ভীমের এই ক্ষত্রবীর্য এই আত্মজাগরণ উদ্বুদ্ধ করে তুলল বিকর্ণকে। তাঁর অন্তরে যেটুকু দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবশেষ ছিল তা যেন নিঃশেষে দূর হয়ে গেল। বিকর্ণ উপলব্ধি করলেন, ভীমসেনের এই ক্রোধ এক গভীর আঘাতের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত। পাঞ্চালীর এই অবর্ণনীয় অপমান দেখে পাণ্ডুনন্দনের হৃদয়ে রক্তমোক্ষণ হচ্ছে। দৈব, অদৃষ্ট, কৃতকর্ম—কোনও কিছুই

BanglaBook.org

তাঁকে স্তিমিত, পঙ্গু, নির্বীর্য করে রাখতে পারছে না। বৃকোদরের এই সংক্ষুব্ধ, দীপ্র মূর্তি যেন পুরুষকারের প্রতীক। শাস্ত্রে বলা হয়েছে, দৈব এবং পুরুষকার উভয়ই প্রত্যেক কার্যের প্রতিহেতু। কিন্তু পৌরুষের ক্ষমতা বেশি। পৌরুষ থেকেই আনন্দ ও উৎসাহের জন্ম।

ক্ষেমমূর্তির কৌশলী অবরোধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বিকর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে ভীমসেনকে বললেন, তাত, আপনি আপনার সঙ্কল্পে স্থির থাকুন। আপনি তেজস্বী। অদৃষ্ট ও দৈবের দিকে না তাকিয়ে আপনি যা বিবেচনা করেছেন, তার প্রতি আমার পূর্ণ সমর্থন আছে। ভাগ্যের দোহাই দিয়ে যাঁরা বিড়ম্বনাকে মেনে নেয় এবং উদাসীনভাব গ্রহণ করেন, তাঁরা অপরাধী। তাঁদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অগ্নিদগ্ধ করে দেওয়া ছাড়া আর কোনও পথ নেই।

এক নিঃশ্বাসে নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বিকর্ণ ঋজুদেহে দাঁড়িয়ে থাকলেন। দ্যূতগৃহ যেন আরও নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। মহামতি বিদুরের মুখমণ্ডল পুনরায় জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠল মানুষের নিগৃহীত পৌরুষ ও নিদ্রিত বিবেককে জেগে উঠতে দেখে। তপনালোকিত সভাস্থলের চতুর্দিকে তাকিয়ে বিদুর মনে মনে বললেন, 'মনুষ্যাঃ কর্মলক্ষণাঃ। আত্মনমখ্যাতি হি কর্মনির্ভরঃ।'

যেন এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা, এমনভাবে বিকর্ণের দিকে প্রথমে দৃষ্টিপাত করলেন অর্জুন। তারপর মধ্যম পাণ্ডবকে বললেন, তাত, তুমি পূর্বে কখনও এরকম দুর্বাক্য উচ্চারণ করনি। শত্রুরা তোমার আত্মগৌরব বিনষ্ট করে দিল। তাত, ধার্মিক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অপমান করে তুমি শত্রুদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করো না। আমাদের পক্ষে যা যশস্কর অগ্রজ তাই করেছেন।

ভীম তেমনই ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, আমাদের অগ্রজ যতদিন ক্ষাত্রধর্ম অনুসারী ছিলেন ততদিন ওঁর হাত পুড়িয়ে দেওয়ার কথা ভাবিনি। কিন্তু এখন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পুরোজন্মার কার্যাবলী শূদ্রোচিত।

ধনঞ্জয় আরও কিছু বলবেন বলে ইতস্তত করলেন। সহদেব অবশ্য ভীমসেনের আদেশ পালন করার কোনও উদ্যোগ বা আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। ক্ষণক্রোধী বলে বৃকোদরের পরিচিতি আছে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি যে-কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, তা এক অসহনীয় লাঞ্ছনার ফল। বিকর্ণ তেমনই ঋজুকায় ভঙ্গিতে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। ইতিমধ্যে অর্জুন অপ্রশান্ত মনে বসে পড়েছেন। ভীমও নিজাসনে বসে মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করে ক্রোধসংবরণ করার প্রয়াস পাচ্ছেন। শঙ্কিত সভাসদ্‌দের দৃষ্টি এখন বিকর্ণের দিকে। সকলেই বুঝতে পারছেন তিনি কিছু বলবেন। তাঁর মুখ অসম্ভব স্তম্ভিত। কিন্তু দুঃসহ বেদনা ও ঘৃণায় রৌদ্রতপ্ত ভূমির মতো পাংশুবর্ণ। তাঁর ওষ্ঠাধর মৃদু কাঁপছে। উত্তরীয়ের প্রান্তভাগ হাতের মুঠোয় ধরে তিনি নিজেকে আপ্রাণ সংযত করার চেষ্টা করছেন।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র কিছু বুঝতে না-পেরে বিদুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনও ঐন্দ্রজালিক পুরুষ কি সভাকে মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্তব্ধ করে দিয়েছে! কেউ কোনও বাক্য উচ্চারণ করছে না কেন?

—সুভগ, ঐন্দ্রজালিক কিনা জানি না, তবে এক বিবেকী পুরুষ এখন

BanglaBook.org

দণ্ডায়মান। তিনি একই সঙ্গে প্রতিবাদীও বটেন। সভার সহস্রাধিক চক্ষু এখন তাঁর দিকে নিবিষ্ট। বিদুর সুস্মিত কণ্ঠে বললেন।

—কে তিনি ? ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় আগ্রহে জানতে চাইলেন।

—আপনার পুত্র বিকর্ণ।

বিকর্ণ ! মৃদুস্বরে পুত্রের নাম উচ্চারণ করে ধৃতরাষ্ট্র নড়েচড়ে বসলেন। তারপর চিন্তান্বিত ব্যক্তির মতো মাথা নাড়লেন অতি ধীরে। মহারাজ যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না, তাঁরই এক পুত্র বিবেকবান্। এখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে অনাচার ও অধর্মের যে-স্রোত, সে তার বাইরে স্বেচ্ছায় নিক্ষিপ্ত হয়েছে !

অন্তরের গহনতল থেকে মন্দ্রিত অথচ পূতস্বরে কে যেন বললো, বিকর্ণ, তুমি বীর। তুমি সাহসী। তুমি সদাচারী, বিবেকী, সত্যপ্রিয়। এই উপযুক্ত সময়। ধর্মত যা সত্য বলে অনুভব করেছ এবার তা অকুণ্ঠচিত্তে, নিঃশঙ্ক স্বরে প্রকাশ কর। 'যতো ধর্মস্ততঃ সত্যম্'। মনে রেখো, 'ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ'। ধর্মই মানুষকে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা করে, ধর্ম সকল পাপ-তাপ দূর করে মানুষকে শান্তির আস্বাদ দিতে পারে। 'নাসৌ ধর্মো যত্র ন সত্যমস্তি'।

স্খলিত বসনা, চূর্ণকুন্তলা, লজ্জাবিনম্রা ও অশ্রুস্নাতা পাঞ্চালীর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বিকর্ণ অনুগ্র-স্বরে সভাসীন রাজা ও রাজঅতিথিদের বললেন, শ্রদ্ধেয়া যাজ্ঞসেনী যা জানতে চাইছেন সেই বিষয়ে বিচার-বিবেচনা করে আপনারা কিছু বলুন। না-বললে আমাদের সকলকে নরকগামী হতে হবে। পূজনীয় পিতা, প্রণম্য বিদুর, কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ এবং কৃপ—আপনারাও কেন নিরুত্তর হয়ে আছেন ? কিছু বলুন। ভালো-মন্দ, বৈধ-অবৈধ, যা হোক কিছু। যা আপনাদের মন চায়, তবু বলুন।

প্রায় করপুটে বিকর্ণ অনুনয় জানালেন। চতুর্দিকে ঘুরে ঘুরে বারংবার একই অনুরোধ করলেন সমবেত সুধীমণ্ডলীকে। কিন্তু কেউই নীরবতা ভঙ্গ করলেন না কেউ অধোমুখে, কেউ উদাস দৃষ্টিতে, কেউ বিগতস্পৃহ হয়ে, কেউ বৈরাগ্যভাব অবলম্বন করে, কেউ কৌরবশক্তির ভয়ে কাতর হয়ে, কেউ নিরপেক্ষতার ভণিতা করে, কেউ অপারগতা প্রদর্শন করে বসে রইলেন।

সভাসদ্‌বর্গের এই রকম অস্পৃহ আচরণে বিকর্ণ আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। ভালো বা মন্দ—এর কোনও একটি বলার মতো অন্তর্নিহিত শক্তিও যেন সকলে উৎসর্গ করেছেন অন্যায়ের পদতলে। এমনতর অকরুণ অবস্থা দেখে বিকর্ণ সন্তাপ ও বিক্ষোভে আলোড়িত হয়ে সর্বসমক্ষে দুই হাত নিষ্পেষণ করলেন। তারপর রক্তবর্ণ হোমাগ্নি শিখার মতো আকম্প্র স্বরে বললেন, এই দ্যূতসভায় উপস্থিত লোকপালবৃন্দ, আপনারা বলুন আর নাই বলুন, আমি যা ন্যায়সঙ্গত বলে জানি, তা বলব। বলবই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিকর্ণ আবার হাতে হাত ঘষলেন। দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, দুঃশল প্রমুখের দিকে অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, মহাপুরুষেরা বলেন, রাজাদের ব্যসন বা নেশাদোষ চার প্রকার। এক—মৃগয়া, দুই—সুরাসক্তি, তিন—পাশাখেলা এবং চার—অতিরিক্ত নারীসংসর্গ। যে সমস্ত মানুষ এই সকল

BanglaBook.org

কামজ দোষে দুষ্ট, তারা ধর্মচ্যুত হয়। লোকে ব্যসনাসক্ত পুরুষের বাক্য বা কর্ম—কোনওটাকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে না। এ দিক থেকে দেখতে গেলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আচরণ ব্যসনাসক্ত পুরুষেরই মতন। অতএব তাঁর কথার কোনও মূল্য নেই। প্রামাণিকতাও নেই। এ কথা অদ্ভুত শোনালেও আমি বলব, এই মুহূর্তে ধর্মাত্মাকে ত্যাগ করে ধর্ম অন্যত্র চলে গেছেন।

সভায় মৃদু কলরবের সৃষ্টি হয়েই মিলিয়ে গেল। কে যেন চিৎকার করে বললেন, এখন আলাপচারি বন্ধ করুন। এই নির্ভীক ধার্তরাষ্ট্র শুভবোধের প্রতীক। এঁর সম্মান রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। বিকর্ণের বক্তব্য আমাদের অসীম ধৈর্য সহযোগে শুনতে হবে।

পতনোন্মুখ গাত্রবস্ত্রটিকে যথাস্থানে রেখে বিকর্ণ আবার বললেন, দ্বিতীয়ত, যাজ্ঞসেনী কেবলমাত্র যুধিষ্ঠিরের সহধর্মিণী নন। পঞ্চপাণ্ডব তাঁর পতি। যুধিষ্ঠির অন্যদের কর্তৃত্ব উপেক্ষা করে একা দ্রৌপদীকে পণ রাখলেন কোন্ অধিকারে? তৃতীয়ত, দ্রৌপদীকে পণ রাখার আগেই ধর্মরাজ নিজেই পরাজিত হয়েছিলেন। তিনি কি এ কথা অস্বীকার করতে পারবেন? এ দিকে আবার শকুনি স্বয়ং পণার্থী হয়ে কৃষ্ণার নামোল্লেখ করেছিলেন। আশ্চর্য ব্যাপার, জিত যুধিষ্ঠির জানতেন তিনি সেই মুহূর্তে দ্রুপদনন্দিনীর স্বত্বচ্যুত, তবু তিনি তাঁকে পণ রাখলেন! এই সব দিক বিবেচনা করে দেখলে পাঞ্চালীকে কিছুতেই জয়লব্ধা বলতে পারি না। আপনারা এ বিষয়ে কী বিচার করেন? এবার বলুন!

সভাস্থ সকলের অবশ হৃদয়ে আর্তপ্রশ্নের তীর নিক্ষেপ করে বিকর্ণ বসে পড়লেন। মুহূর্তে মহা কোলাহলে মুখরিত হয়ে গেল ক্রীড়াঙ্গন। প্রায় সকলেই একবাক্যে বিকর্ণের প্রশংসা ও সৌবলের নিন্দা করতে লাগলেন। হতচকিত হয়ে দুর্যোধন একবার কর্ণকে, একবার দুঃশাসনকে বললেন, হায়, হায়, মনে হচ্ছে বিজয়লক্ষ্মী আমাদের হস্তচ্যুত হয়ে যাচ্ছেন।

কর্ণ ও দুঃশাসন সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে সভার দু'দিকে গিয়ে সমুচ্চ কণ্ঠে বলতে লাগলেন, সকলে চুপ করুন, চুপ করুন। স্তব্ধ হোন।

সেই তুমুল নিনাদে রাধেয় ও দ্বিতীয় ধার্তরাষ্ট্রের আবেদন চাপা পড়ে গেল। সকলেই যেন এক লহমায় সুপ্তির অন্ধকার থেকে জাগরণের আলোকময় জগতে এসে পৌঁছেছেন।

কটিদেশে দু হাত দিয়ে বিমূঢ় হয়ে কর্ণ দাঁড়িয়ে রইলেন। কলরব একসময় ধীরে ধীরে স্তিমিত হয়ে এলো। ভ্রূধনু বাঁকিয়ে রাধেয় বিকর্ণের কাছে এগিয়ে এলেন। তারপর তাঁর হাত ধরে বললেন, আমি জানি, এই সভায় নানা বিকৃতি, বিচ্যুতি দৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু এগুলোর কোনওটাই কার্যকারণহীন নয়। এদের সম্পর্ক অনেকটা কাঠ ও আগুনের মতো।

—আপনি কী বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন। বিকর্ণ অপলকচক্ষে বললেন।

ক্রুর হেসে কর্ণ বললেন, শোন বিকর্ণ, এইসব মহীপালেরা জানেন, কৃষ্ণাকে সঠিক উপায়েই জয় করা হয়েছে। তাই এঁরা কোনও কথার উত্তর দিচ্ছেন না।

BanglaBook.org

চুপ করে আছেন। তুমিই কেবল বালকসুলভ চাপল্যে অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছ। প্রবীণ লোকদের মতো কথা বলছ। তোমার মুখে প্রাজ্ঞবাদিকের অনুরূপ কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, তুমি একটি অকালপক্ক।

—আপনার এই ব্যঙ্গোক্তির অর্থ কি ? আমার বিরুদ্ধে এমন নীচ বাক্য কেন প্রয়োগ করছেন ! বিকর্ণ তীব্রবেগে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।

—তুমি দুর্যোধনের অনুজ। কর্ণ হাসির আভাস মুখে রেখে বললেন, সব বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের বয়সও তোমার হয়নি। তাই দ্রৌপদীকে তোমার জয়লব্ধা বলে মনে হচ্ছে না। শোন বিকর্ণ, যুধিষ্ঠির যখন পাশাখেলা চলাকালীন সর্বস্ব পণ রেখেছিলেন, তখন সেই সর্বস্বের মধ্যে দ্রৌপদীও কি ছিল না ! বলো ! গান্ধাররাজ সুবলনন্দন কেবল যুধিষ্ঠিরকে পণরক্ষার জন্য কৃষ্ণার নাম মনে করিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র। এতে দোষ কোথায় ?

—দ্রৌপদী বা আমার কোনও প্রশ্নেরই যথাযথ মীমাংসা না-করে আপনি কূটনীতির আশ্রয় নিচ্ছেন। সকলের শুভবোধকে আচ্ছন্ন করার চেষ্টা করছেন কৌশলী বাক্য ব্যবহার করে। আশ্চর্য ! বিকর্ণ ঘৃণায় রক্তাভ হয়ে গেলেন।

রাধেয় এবার কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, এই যে বালবৃদ্ধ, শোন, রজস্বলা, একবস্ত্রা দ্রৌপদীকে সভায় নিয়ে আসার বিষয়টিকে কেন তোমার অধর্ম বলে বোধ হচ্ছে ? এত কিছু জানো আর এটা জানো না যে, দেবতারা নারীদের একটিমাত্র পতি বরণের বিধান দিয়েছেন। কিন্তু দ্রৌপদী সেই বিধি উপেক্ষা করে পঞ্চ স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী। এখন বলো, এই বহুগামিনীকে গণিকা ছাড়া আর কি বলা চলে ? আমার মতে, এই নারী বারাঙ্গনা। সুতরাং বেশ্যাকে সভায় নিয়ে আসা অথবা...

এই পর্যন্ত বলে কর্ণ থামলেন। তারপর দুঃশাসনকে চোখ ও আঙুল সহযোগে এক অবোধ্য ইঙ্গিত করে পুনরায় বললেন, অথবা তাকে বিবস্ত্রা করা কোনও মতেই আশ্চর্যের বিষয় নয়। বুঝেছ ! সদ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের যা কিছু আছে, শকুনি সেসব ধর্মপথেই অর্জন করেছেন।

—না। আপনি কুযুক্তি দিয়ে মিথ্যা এবং অধর্মকে সত্য ও ধর্ম বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। উপস্থিত অতিথিবর্গ, আপনারা কি কখনও শুনেছেন, শঠতা ও ধর্ম একার্থক ! বলুন !

সভিক পুরুমিত্র সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, রাজনীতি সব সময় দার্শনিক সিদ্ধান্ত মেনে চলে না। বিকর্ণ, তুমি রাজপুত্র। এ কথা তোমার অবিদিত নয়।

রাজা সোমদত্ত জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, স্বার্থসাধনের জন্যই মানুষ মানুষের সঙ্গে মিত্রতা বা শত্রুতা করে থাকে।

বিদুর এরপর স্নেহসিক্ত কণ্ঠে বিকর্ণকে বললেন, তোমার যুক্তি এই দুরাত্মাদের কাছে অপ্রিয় মনে হচ্ছে। তাই এদের প্রতিভূ কর্ণ কুযুক্তি প্রয়োগ করে আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টা করছে। বিকর্ণ, দুঃখ পেও না, এই সংসারে অপ্রিয় অথচ পথ্যবচনের শ্রোতা ও বক্তা দুই-ই দুর্লভ—'অপ্রিয়স্য হি পথ্যস্য বক্তা শ্রোতা চ দুর্লভঃ।' নিরবধিকাল ধরে এইরকমই চলে আসছে।

BanglaBook.org

—বিকর্ণ, দুঃসাহসিকেরা সদাই নিঃসঙ্গ। মহারাজ বাহ্লীক বললেন।

বৃষষেণ কর্ণের বক্তৃতায় আবার মহাঘোর সৃষ্টি হল। সজ্জনেরা পুনরায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেলেন। কেউ কেউ বললেন, অনিবৃত্তবিবেক বিকর্ণ যথার্থ বলেছেন। কেউ কেউ বললেন, দাতাশ্রেষ্ঠ কর্ণ সঠিক বলেছেন। পরস্পর নিক্ষেপিত বাক্যবাণে সভার প্রতিটি কোণ নিনাদপূর্ণ হয়ে গেল। এইরকম অরাজকতা যখন চলছে, সেই সময় কর্ণ চিৎকার করে বললেন, দুঃশাসন, বিকর্ণ অতি বালক। ওর কথা শোনার কোনও দরকার নেই। তুমি এই মুহূর্তে দ্রৌপদী ও পাণ্ডবদের পরিধেয় বস্ত্রগুলি কেড়ে নাও।

কোলাহলরত, নিশ্চেষ্ট ও বাক্যবিলাসী সভাকে হতচকিত করে দুঃশাসন গায়ের জোরে কৃষ্ণার বসনাঞ্চল আকর্ষণ করলেন। পঞ্চপাণ্ডব অধোমুখে নিজেদের গাত্রবস্ত্র খুলে সভাস্থলে রাখলেন ক্লীবের মতো।

—তাত, আপনি যদি সত্যিই অগ্রজভার্যার দেহবাসসমূহ খুলে নেওয়ার প্রয়াস করেন, তা হলে আমি আপনার উপরে বলপ্রয়োগ করব। বিকর্ণ বললেন রুদ্রতেজে।

বিকটহাস্য করে দুঃশাসন বললেন, তোর ক্ষমতা থাকলে এগিয়ে আয়। এই ব্যভিচারিণী, ভ্রষ্টা, বর্ণদাসীকে আমি বিবস্ত্রা করবই।

সবেমাত্র আসনসারির বাইরে বিকর্ণ একটি পা রেখেছেন, তৎক্ষণাৎ চারজন বলশালী শস্ত্রধারী সভা-রক্ষক দৌড়ে এসে তাঁর সামনে ব্যূহ রচনা করলেন। অসহায় চক্ষে বিকর্ণ দেখলেন, পাঞ্চালীও দুঃশাসনকে কণামাত্র বাধা দিচ্ছেন না। অবনতমুখী হয়ে তিনি কেবল রোদন করছেন। তাঁর অঙ্গাবরণ একে একে কেড়ে নিতে শুরু করেছেন দুঃশাসন। চোখের সামনে একজন কুলবধূকে বিবসনা হতে দেখে সেই সময় সভায় নিন্দাসূচক আর্তনাদ উঠল।

স্বল্পক্ষণ পরে সবিস্ময়ে সকলে দেখলেন, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে বিবস্ত্রা করার জন্য তাঁর বসন যত কেড়ে নিচ্ছেন, তত যেন নানা বর্ণের অম্বররাজি পাঞ্চালীকে আবৃত করে চলেছে। একসময় অনিঃশেষ বস্ত্রসম্ভারে সভাঙ্গন ভরে গেল। সকলেই ভাবলেন, এ নয় তাঁদের দৃষ্টিবিভ্রম, নয়তো পরিত্রাতা ঈশ্বরের অনির্বচনীয় মহিমা! দুঃশাসন শত চেষ্টা করেও কৃষ্ণাকে নগ্ন করতে পারলেন না। শেষে তিনি লজ্জিত ও ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লেন।

বৃকোদর এতক্ষণ সক্রোধে অথচ সংযতবাক্ হয়ে সব দেখছিলেন। দুঃশাসন এই চরম অপকর্মে ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হুহুঙ্কারে তিনি বললেন, লোকপালক ক্ষত্রিয়রা, আপনারা জেনে রাখুন, যুদ্ধকালে আমি এই পাপাত্মা দুঃশাসনের বক্ষ বিদীর্ণ করে রক্ত পান করবই। যদি না করি, তা হলে যেন আমি পূর্বপুরুষদের গতি প্রাপ্ত না-হই।

ভীমের এই ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা শুনে প্রশংসা করলেন রাজন্যবর্গ। অকস্মাৎ সভায় উপস্থিত সদাচারী, সংযমী, অচঞ্চল, কৃতবিদ্য, মোক্ষ ধর্মজ্ঞ, বেদব্রতী, অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণেরা একযোগে উঠে ধৃতরাষ্ট্রের কাছ থেকে ইচ্ছা-বিদায় গ্রহণ করলেন। এঁদের মধ্যে যিনি বয়ঃপ্রবীণ তিনি মহারাজকে কেবল বলে গেলেন, রাজন্,

BanglaBook.org

পতিব্রতা দ্রুপদনন্দিনীর এই অপমানের অনুরূপ কোনও ঘটনা ত্রিলোকে কখনও ঘটেনি। আমরা স্থির করেছি, আজ সায়াহ্নে কেউই অগ্নিহোত্রে হোম করব না।

সদ্‌ব্রাহ্মণেরা বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন প্রতিকামী দ্রুত বিদুরের কাছে এসে অনুচ্চ স্বরে কী যেন বললো। বিদুরও তৎক্ষণাৎ কালবিলম্ব না-করে উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে সভাসদ্‌দের চুপ হওয়ার ইঙ্গিত করলেন। শব্দরব স্তিমিত হয়ে এলো। বিদুর তখন আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, এইমাত্র সংবাদ পেলাম গান্ধারী, কুন্তী, প্রমুখ ভরতবংশীয় নারীরা পাঞ্চালরাজতনয়ার লাঞ্ছনার বর্ণনা শুনে কাঁদছেন। সভ্যগণ, আপনারা আর কালক্ষেপ করবেন না। দ্রৌপদীর জিজ্ঞাস্য সমূহের উত্তর দিন। সত্য ও ধর্ম সহায়ে তাঁর বিলাপ প্রশমিত করুন। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে গতকালও বলেছি, আজও বলছি, কাক-শৃগালতুল্য কালান্তক দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করুন। এ যদি না-করেন, তা হলে কৌরবদের পতন অনিবার্য। মহারাজ শাস্ত্র বলছে, কুলরক্ষার প্রয়োজনে যদি একজনকে পরিত্যাগ করতে হয়, তাই করুন। গ্রাম রক্ষার জন্য কুল, জনপদ রক্ষার জন্য গ্রাম এবং আত্মরক্ষার জন্য পৃথিবীও ত্যাগ করা উচিত। প্রজ্ঞাবান বিকর্ণ যে-সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন, সকলে তার অনুসরণ করুন। কিংবা নিজেরা মীমাংসা করুন।

সভাসদ্‌রা বিদুরের কথায় বিচলিত হলেন, কিন্তু কোনও প্রত্যুত্তর করলেন না। বরং পুনরায় জল্পনা শুরু হলো। এই অবসরে কর্ণ তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, দুঃশাসন, দাঁড়িয়ে আছ কেন ? দাসী দ্রৌপদীকে আবাসে নিয়ে যাও।

লজ্জা-সম্মান বিসর্জন দিয়ে দুঃশাসন আবার পাঞ্চালীকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। অনাথা দ্রৌপদী এবার বাধা দিলেন ক্ষীণশক্তি প্রয়োগ করে। কিন্তু পারলেন না। সকল প্রকার পরুষতার কাছে তিনি হার মানলেন। সভাস্থলে নিপতিতা হয়ে আর্তক্রন্দনে কৃষ্ণা বললেন, যে-পাণ্ডবেরা গৃহে আমাকে বায়ু স্পর্শ করলে সহ্য করতে পারতেন না, সেই তাঁরা দুঃশাসনের নিষ্ঠুর আচরণ দেখেও চুপ করে আছেন ! আমি স্ত্রীলোক ও সতী, আমার পক্ষে এর চেয়ে অপমান আর কী হতে পারে ? নারীর ধর্ম, কৌরবদের নিত্যধর্ম ও পৃথিবীর সনাতন ধর্ম আজ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হলো। আমি আর এই ক্লেশ সহ্য করতে পারছি না।

আনতমুখী পাঞ্চালী ভূমি থেকে নিজ শরীরের অর্ধাংশ উত্থিত করে করজোড়ে বললেন, সুধীজন, আমাকে জেয়া বা অজেয়া যাই ভাবুন না কেন, আমি যে-প্রশ্ন করেছি, অনুগ্রহ করে তার উত্তর দিন।

সভারক্ষীদের নিশ্ছিদ্র ব্যূহের ভেতর থেকে সেই মুহূর্তে পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতো গর্জন করে বিকর্ণ বললেন, সম্মানীয়া, আপনি বৃথাই এই বধিরদের কাছে আবেদন জানাচ্ছেন। ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে এঁদের বোধ অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। কিন্তু এঁরা জ্যেষ্ঠ ধার্তরাষ্ট্রের ভয়ে এবং তাঁর অনুগ্রহ লাভের আশায় কানে তুলো দিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে বসে আছেন। দেখুন, আমার মতো এক ক্ষুদ্র শক্তির ভয়ে এঁরা কেমন ভীত ! আপনার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কিংবা আমার প্রতিবাদের বিরোধিতা করার মতো সৎসাহস এঁদের নেই। তাই আপনি ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে সভাস্থলে পড়ে আছেন আর আমি কার্যত বন্দী।

BanglaBook.org

দুর্মুখ—বিকর্ণের এক অনুজ, যিনি তাঁর নামের মাহাত্ম্য সজ্ঞানে রক্ষা করেন, প্রায় নাচতে নাচতে কর্কশ স্বরে বললেন, আমরা নয় রে, তুই বধির। তোরই দুটো কান নেই। তোর নামে বি—এই নঞর্থক উপসর্গ বসে আছে। তুই তাই বিকর্ণ অর্থাৎ কর্ণহীন। শুনতে পাস না।

কৌরবদের অন্ধ অনুসারীরা দুর্মুখের মুখে বিকর্ণের নামের এই অভিনব ব্যাখ্যা শুনে উতরোল হাস্য করে উঠলেন। অনভিপ্রেত হাসি থামলে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম নির্জীব স্বরে দ্রৌপদীকে বললেন, কল্যাণী, ধর্মের গতি অতি সূক্ষ্ম। প্রজ্ঞাশীলেরাও তার গম্যতার স্বরূপ নির্ধারণ করতে পারেন না। মানুষ ধর্মানুসারে চলতে চায়। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি, ধর্ম স্বয়ং পরাভূত হয়ে অধর্মকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। তবু তুমি ধর্মপথ থেকে বিচ্যুতা হয়ো না। আমার বোধ হচ্ছে, লোভ ও মোহের বশবর্তী কৌরবেরা অচিরেই লোপ পাবে।

ভীষ্ম একটু থামলেন। তারপর ম্লান হেসে বললেন, আমরা, এই বৃদ্ধেরা কী বলব বলো! তোমার স্বামী তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এই বিভ্রান্তির অবসান ঘটাক—তোমাকে জয় করা হয়েছে কিনা!

ক্রীড়াঙ্গন আবার মৌনভাব অবলম্বন করল। পঞ্চপাণ্ডব অচেতনপ্রায় মুমূর্ষুর মতো বসে আছেন। কেবল বিকর্ণ নিজের কপালে করাঘাত করে সক্ষোভে বললেন, প্রহসন, হায়, নিপুণ প্রহসন!

মৌন সভাস্থলের চারদিকে তাকিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করলেন দুর্যোধন। তারপর সগর্বে দ্রৌপদীকে বললেন, যাজ্ঞসেনী, তুমি বরং ওই ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেবকে জিজ্ঞাসা কর। এঁরা তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন। এঁদের বলো, সত্যসন্ধ যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করে এবং তাঁকে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন করে তোমাকে দাসীত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে।

ধার্তরাষ্ট্রেরা, অন্যান্য কৌরব এবং কুরুপক্ষীয় রাজারা দুর্যোধনের এই ব্যঙ্গাত্মক কথায় প্রীত হয়ে একযোগে বললেন, সাধু, সাধু। মহারাজপুত্র দুর্যোধনের মতো বিচক্ষণ ও মহানুভব আর দ্বিতীয়জন কেউ নেই। আমরা এখন ভীষণ কৌতূহলী—যুধিষ্ঠিরই বা কী বলেন, অথবা তার গুণধর ভায়েরা!

অন্যদের এই গাত্রদাহ সৃষ্টিকারী বাক্যে বৃকোদর আবার প্ররোচিত হলেন। দুই হাত ঊর্ধ্বে তুলে প্রবল ক্রোধে তিনি বললেন, কি করি, আমরা ধর্মপাশে আবদ্ধ, সেই জন্য এখানে আমার বাহুবল দেখানোর সুযোগ হল না। যদি এই উদারস্বভাব ধর্মপ্রাণ মানুষটি আমাদের প্রভু না-হতেন, তা হলে এঁকে আমরা কখনওই ক্ষমা করতাম না। আজ আমার প্রভুত্ব থাকলে, পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করে কোনও দুরাত্মা জীবিত থাকতে পারতো না। আশা করি এটা আপনারা সম্যক জানেন। আমাদের বিজিত প্রভু একবার মাত্র কটাক্ষে ইঙ্গিত করুন, তা হলেই আমি দেখিয়ে দেব, সংহার লীলা কাকে বলে।

ভীমের ক্রোধানল উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে দেখে ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর তাঁকে সমস্বরে বললেন, পবননন্দন, তুমি ক্ষান্ত হও। তোমার অসাধ্য কিছুই নেই। তোমার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

BanglaBook.org

দ্বিতীয় পাণ্ডবের ক্রোধ ও আস্ফালন প্রশমিত হতেই মহাবীর কর্ণ শ্লেষনিঃসৃত কণ্ঠে বললেন, ভদ্রা, তুমি তো জানো, ভৃত্য বা দাসের স্ত্রী এবং সমুদয় ধন তার প্রভুর অধীন। এখন গান্ধারীতনয়রা তোমার প্রভু, পাণ্ডুনন্দনরা নন। অতএব তুমি কৌরব রাজপরিবারের অনুগতা হও। আর একটি কাজ করো। যে তোমাকে পাশা খেলায় পণ রেখে হেরে গিয়ে দাসীবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না, এমন কাউকে পতিত্বে বরণ করে নাও। হাঃ, হাঃ।

রাধেয়র মুখনির্গত এমন কুৎসিত উক্তি শুনে সারা সভা হাহাকার করে উঠলো। হঠাৎ যুধিষ্ঠিরের দিকে সবেগে ধাবিত হয়ে এসে ভীমসেন বললেন, তুমি পাঞ্চালীকে পণ রেখে পাশা খেলেছ বলেই এই সব নীচ শত্রুরা এমন জঘন্য শব্দ উচ্চারণ করার সাহস পাচ্ছে।

ভীমের প্রতি গভীর তাচ্ছিল্যের ভাব প্রদর্শন করে দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে বললেন, ধর্মরাজ, দেখতে পাচ্ছি, চার ভাই-ই তোমার বশীভূত। এবার বলো, কৃষ্ণা জিতা না অজিতা!

এই পর্যন্ত বলে মদমত্ত দুর্যোধন হাসতে হাসতে দ্রৌপদীর প্রতি কটাক্ষ হেনে, নিম্নাঙ্গের বস্ত্র সরিয়ে কদলীবৃক্ষের মতো মসৃণ এবং হাতির শুঁড়ের মতো দৃঢ় তাঁর উরু কৃষ্ণাকে দেখালেন। দুর্যোধনের কাণ্ড দেখে কর্ণ, দুঃশাসন, দুঃশল, ক্ষেমমূর্তি, বিবিংশতি প্রমুখরা হাসতে লাগলেন প্রমত্তের মতো।

দুর্যোধনের এই অবিকল্প অসভ্যতা দেখে ভীম আর স্থির থাকতে পারলেন না। সভামণ্ডল প্রতিধ্বনিত করে উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে শুনিয়ে বললেন, আপনারা জেনে রাখুন, মহাযুদ্ধে দুর্যোধনের ওই উরু গদাঘাতে ভাঙবই। যদি না পারি, তা হলে আমার পিতৃলোকে যেন গতি না-হয়।

বৃকোদরের এই দুর্দমনীয় প্রতিজ্ঞা শুনে অতিথিবর্গ প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর কলরব শুরু করলেন সায়াহ্নে নীড়ে প্রত্যাগত পক্ষিকুলের মতো। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বিদুর, পাণ্ডুনন্দন কি এখনই শপথ রক্ষার আয়োজন করছে? যা দেখছ, শীঘ্র বলো।

—চর্মচক্ষে নরক দর্শন করছি মহারাজ। আপনি তো সবই হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন। তবু কেন আপনি এখনও নিশ্চেষ্ট? ভীমের ওই ভয়ানক প্রতিজ্ঞা শুনে বুঝতে পারছেন না, ধ্বংসের দেবতা দ্বারদেশে এসে দাঁড়িয়েছেন! জনপদনিবাসী ব্রাহ্মণেরা স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে বলে গেলেন, তাঁরা সায়ংকালে অগ্নিহোত্রে যজ্ঞ করবেন না—এ কিসের ইঙ্গিত! বিকর্ণ ব্যতীত আপনার অন্য পুত্রেরা কুমন্ত্রণা পরতন্ত্র হয়েছে। ওদের বলুন, যুধিষ্ঠির যদি আত্মপরাজয়ের আগে দ্রৌপদীকে পণ রাখতেন, তা হলে অবশ্যই দ্রুপতাত্মজা জিতা হতেন। কিন্তু ঘটেছে ঠিক এর বিপরীত। আপনি এর বিহিত করুন।

বিদুর আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। দুর্যোধন তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, ক্ষত্তা, আপনি আর বৃথা বাক্যব্যয় করবেন না। যাজ্ঞসেনীর অন্য চার স্বামী যদি যুধিষ্ঠিরের প্রভুত্ব অস্বীকার করে, তা হলে এক্ষুনি ওর দাসীত্ব মোচন করব।

অর্জুন সবিনয়ে দুর্যোধনকে বললেন, দেখ, আমাদের অগ্রজ অনীশ্বরও হয়ে

BanglaBook.org

যাননি, প্রভুত্বও হারাননি। তিনি কেবল পরাজিত হয়েছেন।

এইরকম উত্তর-প্রত্যুত্তর যখন চলছে সেই সময় হঠাৎ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের কূটনীতিজ্ঞ মন্ত্রী কণিকের এক সহকারী অজবিন্দু উর্ধ্বশ্বাসে সভায় প্রবেশ করে পুরুমিত্রের অনুমতি নিয়ে ঘোষক-শঙ্খ বাজালেন তিনবার। তারপর কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, সকলের অবগতির জন্য জানাচ্ছি, যে কোনও কারণেই হোক, হস্তিনাপুরে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়েছে। উল্কাপাত এবং অস্তাচলগামী সূর্যের গ্রহণ দেখা যাচ্ছে। অকারণে মহারাজের জয়ধ্বজাসমূহ ভেঙে পড়ছে, তাঁর এবং দুর্যোধনের অগ্নিহোত্র-গৃহে ভয়ানক স্বরে চিৎকার করছে শৃগাল আর গর্দভ। অকস্মাৎ রথশালায় অগ্নি-সংযোগের ঘটনা ঘটে গেছে। প্রজারা মহাভয়ে ব্যাকুল। অমাত্যশ্রেষ্ঠ রাজানুরক্ত কণিকের নির্দেশে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সমীপে এই সকল উপদ্রবের সংবাদ আমি নিবেদন করলাম।

অজবিন্দুর ঘোষণা শেষ হতেই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত এবং বাহ্লীক সভা ছেড়ে নীরবে চলে গেলেন। বিদুর সখেদে বললেন, মহারাজ, এরপরও কি আপনার দোলাচল বৃত্তি অব্যাহত রাখবেন! উৎপাতলক্ষণজ্ঞ দৈবজ্ঞ জ্যোতিষী কোথায় গেলেন? তাঁকে আহ্বান করে এই মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করুন। আর বিলম্ব করবেন না।

'অগ্নি' শব্দটি বিকর্ণকে যথেষ্ট বিচলিত করে তুলল। যদি সত্যই রথশালায় অগ্নির তাণ্ডবলীলা শুরু হয়ে গিয়ে থাকে তা হলে অচিরেই হস্তিনানগর ভস্মীভূত হবে। অগ্নির বিচার বড় নির্মম। তিনি নিষ্পাপ দেবশিশু অথবা পবিত্র দেবালয়—কোনও কিছুকেই নিষ্কৃতি দেন না। দগ্ধ করেন। বিকর্ণ অগ্নি-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান। এমনতর ভীষণ বার্তা শুনেও তিনি কি এই সব সভাসদ্‌দের মতো নিষ্ক্রিয় থাকবেন? বিকর্ণ নিজেই তা স্থির করতে পারলেন না। অসহায় স্বরে তিনি বিদুরকে বললেন, ক্ষত্তা, এখন আমার কর্তব্য কি?

—তুমি মুক্ত হও। অগ্নি নির্বাপণের কাজে নামো। তুমি তো এই সব অবিবেকীদের মতো অবিবেকী নও। মহারাজকে তুমি মুক্তির প্রার্থনা জানাও।

বিকর্ণ কিছু বলার আগেই সভাজনেরা চিৎকার করে বললেন, মহারাজ, ওই মহাত্মাকে এক্ষুনি মুক্তি দিন। রথশালার অগ্নি আমাদেরও গ্রাস করবে।

বিহ্বল ধৃতরাষ্ট্রের ইঙ্গিতে সভারক্ষীরা চোখের পলকে সরে গেল। বিকর্ণ আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। অতি দ্রুতপদে বেরিয়ে যেতে যেতে তিনি শুনলেন তাঁর প্রজাহিতৈষী পিতা জ্যেষ্ঠাগ্রজকে দুর্বিনীত, পাষণ্ড প্রভৃতি বলে তিরস্কার করছেন। তারপর প্রবোধবাক্যে দ্রৌপদীকে বলছেন, কল্যাণী, তুমি আমার সমস্ত পুত্রবধূদের চেয়েও শ্রেষ্ঠা। আমি তোমাকে তোমার অভিলষিত বর দিতে চাই। তুমি নাও।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

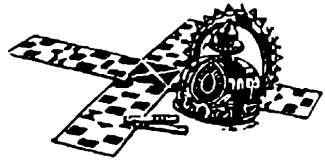

পঞ্চম অধ্যায়

কনকমুকুরখানি দেবাঙ্গনার মুখের সামনে ধরে শাল্মলী বললো, মা, এবার কি ঠিক হয়েছে ?

দর্পণে প্রতিফলিত নিজের অনিন্দ্য আননখানি দেখে বিকর্ণপত্নী হেসে বললেন, সুন্দর। জননী গান্ধারী এবার নিশ্চিত প্রীত হবেন।

দেবাঙ্গনা আজ স্বামীর সঙ্গে বৃকস্থল গ্রাম পরিভ্রমণে যাবেন। ওই গ্রামের গণমুখ্য শূলধর অনেকবার অনুরোধ করে গেছেন। বিকর্ণ প্রথমে কিছুতেই রাজি হননি। পরে গ্রামপ্রধানের আগ্রহাতিশয্যে সম্মত হয়েছেন। অবশ্য এর পেছনে আরও একটি কারণ আছে। তা হলো, সম্ভাব্য করুণ পরিণতির স্থলে দ্যূতক্রীড়ার মধুর সমাপ্তি।

যথোচিত প্রসাধন সেরে রীতি অনুযায়ী গান্ধারীর সঙ্গে দেবাঙ্গনা একবার দেখা করতে যাবেন। শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম জানিয়ে তাঁর কাছ থেকে যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করতে হয়। কিঙ্করী শাল্মলী কেশবিন্যাস, অঙ্গরাগ ও চন্দন লেপনে দক্ষ। নারী মহলে এ বিষয়ে তার সুখ্যাতিও আছে। কিন্তু ভ্রূ-যুগলের মধ্যে 'পিপ্পু' নামক কৃত্রিম চিহ্ন অঙ্কনে শাল্মলী ততটা পারঙ্গম নয়। প্রায়ই তার হাত কেঁপে যায়। অথচ গান্ধারী এই চিহ্নটিকে বিশেষ সমাদর করেন। তাঁর মতে, 'পিপ্পু' একই সঙ্গে মাঙ্গলিক ও সৌন্দর্যবর্ধক। পুরাকালের পরমাসুন্দরী রমণী দময়ন্তীর ভ্রূমধ্যে এই চিহ্ন ছিল নাকি সহজাত। এতক্ষণ ধরে চেষ্টা করে শাল্মলী পিপ্পু উৎকীর্ণ করতে পেরেছে। যদিও গান্ধারীর চক্ষুদ্বয় সর্বদা বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত, তিনি স্বামীর জন্মান্ধত্বের কারণে স্বেচ্ছা অন্ধত্ব বরণ করেছেন, তবু তিনি সব কিছু দেখতে পান। তাঁর কপালে অদৃশ্য তৃতীয় নয়ন আছে।

—মা, কোন্ কোন্ অলঙ্কারে আপনার অভিরুচি বলুন। সেগুলি পরিয়ে দিই। শাল্মলী বললো।

মৃদু বাধা দিয়ে দেবাঙ্গনা বললেন, উগ্র, দৃষ্টিকটু এমন কোনও অলঙ্কার পরাবি না। আর্য বিরক্ত হবেন। শ্বশ্রূমাতাও হয়ত নীরব ভর্ৎসনা করতে পারেন। যা রুচিসম্মত, গ্রামভ্রমণের পক্ষে উপযুক্ত, সেই সব অলঙ্কার ও আভরণ নিয়ে আয়। কেউ যেন নিন্দা করতে না-পারে। আর্যের সম্মান যেন রক্ষিত হয়।

অলঙ্কার রাখার রত্নখচিত ক্ষুদ্র সম্পুটকটি শাল্মলী নিয়ে আসতেই দেবাঙ্গনা সামান্য উদ্বেগে জিজ্ঞাসা করলেন, বিবস্বান্ কোথায় ?

—কিছুক্ষণ আগে আপনার দুরন্ত আত্মজকে কাননে নিয়ে গেছে উদ্বহ।

—সে কী রে ! তুই বারণ করতে পারলি না ! কাননে গেলেই বিবস্বান্

BanglaBook.org

পাংসুবিকর্ষণ খেলায় মেতে উঠে। দেবাঙ্গনা ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বললেন।

পরস্পরের প্রতি ধূলি নিক্ষেপ করে খেলার নাম পাংসুবিকর্ষণ। শিশুদের পক্ষে এই খেলা বিপজ্জনকও বটে। কিন্তু এটিই তাদের সবচেয়ে প্রিয় ক্রীড়াকৌতুক। শাল্মলী হেসে বললো, আপনি চিন্তা করবেন না। উদ্বহ অত্যন্ত সাবধানী।

দেবাঙ্গনা সে কথা জানেন। আর্যের প্রধান ভৃত্যটি বিশ্বাসীও। তবু দেবাঙ্গনার মাতৃত্ব সব সময় শঙ্কাহীন হতে পারে না। শাল্মলী স্মিতহাস্য মুখে নিবিষ্ট মনে রাজপুত্রীকে অলঙ্কার পরিয়ে দিতে লাগল। সে কিছু হেমচম্পক ফুলও নিয়ে এসেছে পুষ্পোদ্যান থেকে। হেমচম্পকের মধুর সৌরভে কক্ষটি ভরে গেছে। দেবাঙ্গনার মনে হল তিনি যেন মৃদু স্বরে মধুমক্ষিকার গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছেন। তিনি শাল্মলীকে জিজ্ঞাসা করলেন, সৌবীরী, তুই কি শুনতে পাচ্ছিস, অলির গুঞ্জন!

উৎকর্ণ হয়ে শাল্মলী শোনার চেষ্টা করল। তারপর হেসে বললো, হবেও বা! বৃকস্থলে বিলাসভ্রমণে যাচ্ছেন, তাই আপনার সারা মন আনন্দধ্বনিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আপনার অঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসছে অন্য এক সুগন্ধ। যার কাছে অগুরু-চন্দনও হার মানছে।

—যাঃ! তুই ভারি বাচাল। দেবাঙ্গনা লজ্জা পেলেন। অবশ্য শাল্মলী একেবারে অকল্পিত কিছু বলেনি। সত্যই দেবাঙ্গনার হৃদয় আজ প্রফুল্ল, মন প্রসন্ন, দেহ গন্ধবিধুর। শুধু তাঁর কেন? সমগ্র হস্তিনাপুরের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে আনন্দ-হিল্লোল। কূট-কৌশল এবং অন্যায়, অধর্মে আক্রান্ত পাশা খেলার পর্বটি যেভাবে শেষ হয়েছে, তা সকলের পক্ষেই স্বস্তির কারক। অন্তত দেবাঙ্গনার তাই মনে হয়। তাঁর স্বামী এখন অনেকানেক স্থির, শান্ত, উদ্বিগ্নরহিত। ক্রীড়া অনুষ্ঠানের শেষ দিনে গভীর রাত্রিতে আর্য বালার্ক-গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পাঞ্চালীর অবমাননার সংবাদ শুনে এবং অশুভ প্রাকৃতিক লক্ষণসমূহ দেখে দেবাঙ্গনা সেদিন শুধুই কেঁদেছেন, সুখশয্যার দিকে ফিরেও তাকাননি। চক্ষু থেকে নিদ্রা দূরে চলে গিয়েছিল।

বিকর্ণর রথ এসে বালার্ক-র সামনে থামতেই দেবাঙ্গনা বাতায়নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সংবর্তিকার আলোয় স্বামীর মুখমণ্ডল সমুজ্জ্বল লাগছিল। নিরালোকিত বিষাদময়তা ও মর্মযন্ত্রণার কোনও ছায়া সে মুখের কোথাও ছিল না। বিকর্ণের রথের সারথি দৃঢ়ধন্বা অভিবাদন জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, প্রভু, আপনি কি আগামীকাল পাণ্ডবদের সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত যাবেন? নাকি প্রধান বিদায়-তোরণ পর্যন্ত?

আবেগে দৃঢ়ধন্বাকে জড়িয়ে ধরে বিকর্ণ বলেছিলেন আমার ইচ্ছা করছে সপাঞ্চালী পঞ্চভ্রাতাকে একেবারে ইন্দ্রপ্রস্থের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি। রাজপথে তাঁরা যেন নবলব্ধ কোনও ক্লেশ ভোগ না করেন। দেখি কী হয়। তবে তুমি সর্ব অবস্থার জন্য প্রস্তুত থেকো।

তখনই দেবাঙ্গনা বুঝতে পেরেছিলেন, দুঃখের তিমির পাণ্ডবদের জীবনে শেষসত্য হয়ে উঠেনি। অনেক অশ্রুপাত, অনেক অভিসন্তাপ সত্ত্বেও আলো

BanglaBook.org

জ্বলেছে। দ্বিতলে উঠে এসে দেবাঙ্গনার মুখোমুখি হয়েই বিকর্ণ বলেছেন, ভদ্রা, ওঁদের শুভবোধের দ্বার খুলতেই হলো। হীন, পর্যুদস্ত পাণ্ডবেরা আজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। আমাদের জন্মান্ধ পিতার মর্মদৃষ্টি পুনরায় তাঁদেরকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মাতুল ও জ্যেষ্ঠাগ্রজের দ্যূতক্রীড়ার আয়োজন নিষ্ফল হল ঠিকই, কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবকে তাঁদের প্রাপ্য সম্মান ও হৃতসম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়াতে যে লাভ হলো, তার মূল্যায়ন অসম্ভব।

স্বামীর মতোই সন্তাপদগ্ধা দেবাঙ্গনা উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কী করে এমন আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হলো।

—ওই যে বললাম, শুভবোধ। শুভবোধের জাগরণ।

—আর্য, তুমি আমাকে বিস্তৃত বলো। আমি আর ধৈর্য ধরতে পারছি না। সম্মানীয়া দ্রৌপদী কিভাবে বিমুক্তা হলেন ? সায়ংকালের পূর্ব পর্যন্ত আমি যতটুকু জেনেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃশ্বশুর দুর্যোধন, মাতুলশ্বশুর শকুনি এবং কর্ণ প্রমুখেরা পাণ্ডবপ্রিয়াকে দাসীবৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করাবেনই। নারীত্বের চরম অবমাননার শেষ দৃশ্যের জন্য আমি কম্পিতবক্ষে অপেক্ষা করছিলাম।

—তুমি হয়ত শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবে, প্রণম্যা দ্রুপদতনয়াই দৃশ্যান্তরের অন্তিম লগ্নে কোন্ এক মন্ত্র বলে জাগরিত করলেন পিতার সুচেতনাকে। কৃষ্ণার এই ভূমিকা দেখে কর্ণ তো বলেই দিলেন, পাণ্ডবেরা দুস্তর জলপ্লাবনে নিমগ্ন হচ্ছিলেন, তরণী হয়ে তাঁদের পার করলেন পাঞ্চালী।

মৃদুহেসে দেবাঙ্গনা বলেছেন, পাণ্ডবেরা কেউ রাধেয়র এ কথার প্রতিবাদ করেননি !

—হ্যাঁ, করেছেন। মধ্যম পাণ্ডব। তুমি নিশ্চয় শুনেছ, একমাত্র তিনিই কপট দ্যূতক্রীড়া চলাকালীন অন্তর্দাহে দগ্ধ হয়েছেন, ভ্রূকুটি-ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে তাঁর মুখমণ্ডল। উচ্চকণ্ঠে তিনি অন্যায়ের বিরোধিতা করেছেন, অসভ্য ও অভব্য আচরণ সহ্য করতে না-পেরে কিছু নির্মম শপথ নিয়েছেন ওই অপবিত্র সভাস্থলে। সর্বদাই তিনি ছিলেন প্রতিবাদ-মুখর।

—আরও একজন ছিলেন। সলজ্জ অথচ তৃপ্তকণ্ঠে দেবাঙ্গনা বলেছিলেন, সে তুমি।

—আমাকে গণনার মধ্যে এনো না, আর্যা। বৃকোদর যদি বহ্নিশিখা হন, তার পাশে আমি এক ক্ষুদ্র দীপশলাকা। না, না আমাকে নিয়ে তুমি আত্মশ্লাঘা বোধ করো না। আমি কীই বা করতে পেরেছি !

কথার গতি অন্য দিকে চলে যাচ্ছিল দেখে দেবাঙ্গনা তখনই প্রশ্ন করেছিলেন, কৃষ্ণা কী ভাবে এমন অসম্ভবকে সম্ভব করলেন, বলো !

—জানি না। সেই শুদ্ধব্রতা নারীর অপমানিত মূর্তি আমি এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। মন্ত্রিপ্রবর কণিকের সহকারী অজবিন্দু অকস্মাৎ সভায় এসে প্রাকৃত-অপ্রাকৃত দুর্লক্ষণসমূহ যখন বর্ণনা করলেন, তখন আমি অগ্ন্যুৎপাত দমনের কর্তব্যকর্ম সম্পাদন-মানসে সভাকক্ষ ছেড়ে চলে আসি। কক্ষত্যাগের মুহূর্তে শুনেছিলাম, মহারাজ পাণ্ডবপ্রিয়াকে বলছেন, দ্রুপদতনয়া তুমি আমার কাছে

BanglaBook.org

কাঙ্ক্ষিত বর প্রার্থনা কর।

—শ্বশুরপিতা বর দান করলেন! প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ বিদুর কি তাঁকে এ বিষয়ে মন্ত্রণা দিয়েছিলেন? দেবাঙ্গনা সামান্য আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

—না ভদ্রা। পিতার এই অভিলাষ স্বতোৎসারিত। তিনি নিশ্চয়ই অনুভব করেছিলেন, সংরোধের সে-ই উপযুক্ত সময়। আর সময় ব্যয় করলে প্রলয়ের দেবতা বিষাণ বাজিয়ে ধ্বংসের নৃত্য শুরু করবেন।

—পাঞ্চালী কী কী বর প্রার্থনা করলেন!

—পরে আমি চিত্রকের কাছ থেকে শুনলাম, দ্রৌপদী প্রথমেই পিতাকে বলেছিলেন, আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তাহলে এই বর দিন, যাতে সর্বধর্মযুক্ত মহারাজ যুধিষ্ঠির এখনই দাসত্ব থেকে মুক্ত হতে পারেন। আপনার পুত্রেরা যেন তাকে দাস না বলে এবং তাঁর ঔরসে জাত আমার পুত্র প্রতিবিন্ধ্য যেন দাসপুত্র না হয়। প্রতিবিন্ধ্য রাজপুত্র, দাসপুত্র কখনই নয়।

—তারপর! দেবাঙ্গনা বিস্ফারিত লোচনে জানতে চেয়েছেন।

—পিতা পাঞ্চালীকে এই বর প্রদান করে বলেছিলেন, তুমি একটি মাত্র বরের উপযুক্ত নও। তোমাকে আর এক বর প্রদান করতে ইচ্ছা করি। তখন দৌপদী বিন্দুমাত্র চিন্তা না-করে বলেছেন, মহারাজ, এবার ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল আর সহদেবের দাসত্ব মোচন হোক। পিতা এবারও তাঁকে বিমুখ করেননি। বরং বলেছেন, তুমি তৃতীয় বর প্রার্থনা কর। তুমি ধর্মচারিণী, কেবল দুটি বরে তোমার সম্মান রক্ষা হবে না। আমার সমস্ত পুত্রবধূদের চেয়ে তুমি শ্রেষ্ঠা।

বিকর্ণ থেমেছেন। চক্ষু মুদিত করে মৃদু হেসে পুনরায় বলেছেন, ভদ্রা, তুমি হয়ত ভাবছ, দ্রৌপদী, সেই অসামান্য অনন্যা রমণী, তৃতীয় বরের সুযোগে সমুদয় ভূসম্পত্তি, রত্নরাজি প্রভৃতি প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু না। আশ্চর্য, তিনি পিতাকে সবিনয়ে বললেন, লোভ ধর্মনাশের হেতু। অতএব আমি আর কোনও বর প্রার্থনা করি না। তাছাড়া, আমি তৃতীয় বর নেওয়ার উপযুক্তও নই। কেননা, শাস্ত্রের অনুশাসন—বৈশ্যের এক বর, ক্ষত্রিয়পত্নীর দুই বর, রাজার তিন বর এবং ব্রাহ্মণের শতবরের অধিক নেওয়া অনুচিত। পূজ্যা ভ্রাতৃবধূর এই নির্লোভ ও কর্তব্য-ঋদ্ধ উক্তি শুনে সভা ধন্য ধন্য করে উঠেছিল। আমার অত্যন্ত আক্ষেপ হচ্ছে এই ভেবে যে, এমন অমৃতলৌকিক দৃশ্যে আমি উপস্থিত ছিলাম না।

—আর্য, তুমি কেন পরিতাপ করছ? না থাকলেও সেই দিব্য মুহূর্তের উষ্ণ উত্তাপ তুমি অনুভব করেছ। বরং বাস্তবের চেয়ে তোমার মনের কল্পনায় তা আরও হৃদয়সংবাদী হয়ে উঠেছে। এরপর যুধিষ্ঠির কী করলেন? দেবাঙ্গনা স্বামীর ঊর্ধ্বাংঙ্গ স্পর্শ করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

বিকর্ণ সামান্য চিন্তা করে বলেছেন, ধর্মপ্রাণ, পুণ্যব্রতী যুধিষ্ঠির পিতাকে বিনীত কণ্ঠে বললেন, রাজন্, আমরা কি করব অনুমতি করুন? পিতা অকপটে, আন্তরিক স্বরে বলেছেন, যুধিষ্ঠির, তোমাদের কল্যাণ হোক। বন্ধু ও ভ্রাতা তুমি ইন্দ্রপ্রস্থে গমন কর। আমি অনুমতি দিচ্ছি, সমস্ত ধন-রত্ন, বন্ধু, শস্ত্র, দাস-দাসী প্রভৃতি নিয়ে তুমি স্বরাজ্যে যাও। রাজ্য শাসন কর। যেখানে বুদ্ধি, সেখানেই ক্ষমা। অতএব

BanglaBook.org

তুমি ক্ষমা অবলম্বন কর। সদাশয় লোকেরা সর্বদা প্রিয়দর্শী। তাঁরা কারোর অর্থ ও মর্যাদা অতিক্রম করেন না। তুমি সেই রকম আচরণ করেছ। দুর্যোধনের এই সব নিষ্ঠুর ব্যবহার মনে রেখো না।

—যুধিষ্ঠির ও তার বীরশ্রেষ্ঠ ভাইয়েরা কি শ্বশুরপিতার এই কথায় সম্মত হয়েছেন! দেবাঙ্গনা কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন।

সুপ্রসন্ন মুখে বিকর্ণ বলেছেন, ভদ্রা, পঞ্চপাণ্ডবের চরিত্র দেবোপম। তাতে কোনও কলঙ্ক নেই এ কথা বলব না। কিন্তু তাঁরা অসামান্য, সর্বগুণান্বিত। পিতার আদেশ বা অনুরোধ যাই বল, যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য অগ্রজরা নীরবে মেনে নিয়েছেন। আমাদের মতো দুশ্চরিত্রদের সঙ্গে সৌভ্রাত্র করতে তাঁরা পরাঙ্মুখ নন। সভার জ্যেষ্ঠরা তাঁদের আশীর্বাদ করেছেন, অনুজরা জ্ঞাপন করেছেন শুভেচ্ছা। আগামীকাল অমৃতযোগে পঞ্চপাণ্ডব সদ্রৌপদী ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করবেন।

—আর্য, গৃহে প্রত্যাবর্তনে তোমার এত বিলম্ব হলো! কোনও গুরুত্বপূর্ণ রাজকার্য ছিল! দেবাঙ্গনা বিনীত কণ্ঠে স্বামীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন।

দু হাতে দেবাঙ্গনার মুখখানি তুলে ধরে বিকর্ণ প্রগাঢ় চুম্বন করেছেন। তারপর বলেছিলেন, ভদ্রা, আমি এতক্ষণ বিদুরের গৃহে ছিলাম। তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। এক অভাবিত সম্মান তাঁর কাছ থেকে আমি পেলাম। আগামীকাল পাণ্ডবেরা যখন তাঁদের মেঘসঙ্কাশ রথে আরোহণ করে ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করবেন, সেই সময় আমি কৌরবদের পক্ষ থেকে তাঁদের অনুগমন করব। বিদুরের অভিমত, একমাত্র আমিই নাকি সেই সত্তম পুরুষ, যে পঞ্চপাণ্ডবের বিদায় লগ্নটি শুভ ও মঙ্গলের দ্বারা আকীর্ণ করতে পারে।

—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। দেবাঙ্গনা পরিতৃপ্ত স্বরে বলেছেন।

—জানি না, কল্যাণী। শুধু এইটুকু জানি, আমাদের অন্তঃস্থিত অবিনাশী আত্মা দেবতাদেরও অধিক। সেই দেবদেব আমাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ, পরিমুক্ত রূপে পেতে চান। তাঁকে পীড়িত করার অর্থই হল, মনুষ্য পদবাচ্যতা থেকে আমাদের বিচ্যুতি।

পর দিন সম্মানিত বিকর্ণ সসম্মানে পাণ্ডবদের হস্তিনানগরীর সীমান্ত পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসেছেন। দ্রৌপদী এই দীর্ঘযাত্রা পথে তাঁকে অভিষিঞ্চিত করেছেন পুনঃপুনঃ আশীর্বচনে। পঞ্চপাণ্ডব বারংবার বলেছেন, তুমি শুধু বিবেকবান্ নও, তুমি আমাদের আত্মার আত্মীয়। তোমার স্পষ্টবাদিতা, ন্যায়নিষ্ঠা ও মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষায় তোমার নির্ভীক ব্রত জয়যুক্ত হবেই। আমরা এই তৃপ্তি নিয়ে ফিরে যাচ্ছি যে, গান্ধারীর শতপুত্রের মধ্যে অত্যন্ত এক জন শিববোধের বাহক।

যাতে দেবাঙ্গনার ব্যথা না-লাগে, এমনভাবে অতিযত্নে তাঁর দুই বাহুতে শঙ্খ ও স্বর্ণনির্মিত কেয়ূরদ্বয় পরিয়ে দিয়ে শাল্মলী বললো, মা, এবার আপনি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ান, স্তনাবরণী কঞ্চুক যথাস্থানে আছে কিনা দেখে নেবো। জানেনই তো, রাজমাতা রুচিবিগর্হিত কিছুই সহ্য করতে পারেন না।

দেবাঙ্গনা উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সজ্জাসনে ফুলের রেণু, চূর্ণ চিকুর, পুষ্পমাল্যখচিত কুসুমদল পড়ে আছে। কক্ষের পশ্চিমকোণে যেতে যেতে

BanglaBook.org

দেবাঙ্গনা একটু আনমনে বললেন, সৌবীরী, আর্য এখনও কেন এলেন না !

—নিশ্চয়ই কোনও রাজকার্যে বাঁধা পড়েছেন। তাঁর কর্তব্যজ্ঞান প্রবাদতুল্য। আপনি চিন্তা করবেন না। তিনি সঠিক সময়ে চলে আসবেন।

—কিন্তু সময় যে উত্তীর্ণ প্রায় ! শ্বশ্রূমাতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন !

শাল্মলী কোনও উত্তর দিল না। সে জানে, তাঁর অন্নদায়িনীর এই অধীরতা কিছুটা সুখবিলাস। পাশাখেলার সুষ্ঠু পরিসমাপ্তির পর থেকে বিকর্ণ স্বাভাবিক জীবন-যাপন করছেন। দেবাঙ্গনার গমনগতি দেখে শাল্মলী বুঝতে পারে, বিগত কয়েক রাত্রি ধরে তাঁর প্রভুপত্নী কামকেলিতে সুতৃপ্ত হচ্ছেন। তাঁর শরীরের নানা অংশে সম্ভোগের চিহ্ন। দুশ্চিন্তামুক্ত নির্ভার আর্য প্রতিটি রাত্রিকে করে তুলছেন সুরতময়। দেবাঙ্গনা এখন অতি তুচ্ছ বিষয়েও মনোযোগী। সব কিছুর ভেতর থেকে রস নিষ্কাশন করে তিনি পরিতৃপ্ত হতে চাইছেন।

বালার্ক-এর সম্মুখবর্তী সরণীতে রথ এসে থামল। দেবাঙ্গনা ও শাল্মলী দুই জনেই রথচক্রের শব্দে ত্রস্ত। দেবাঙ্গনা বললেন, ওরে সৌবীরী, বাতায়নের সামনে গিয়ে দেখ, তোর প্রভু মনে হয় এলেন।

কৃত্রিম ব্যস্ততা দেখিয়ে শাল্মলী বাতায়নের সামনে দৌড়ে এলো। বস্ত্রাবরক সরিয়ে স্ফটিকস্বচ্ছ কাচ দিয়ে সে দেখল, গৃহের প্রধান দ্বারে বিকর্ণর রথ এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু প্রভু রথে নেই, কেবল দৃঢ়ধন্বা একা এসেছেন। চতুরাশ্বকে সংযত করে দৃঢ়ধন্বা দ্বার দিয়ে প্রবেশ করতেই শাল্মলী পুনরায় দৌড়ে এসে বললো, মা, তিনি আসেননি। শূন্য রথ নিয়ে সারথি দৃঢ়ধন্বা এসেছেন।

—সে কী রে ! আর্য কি সব কিছু বিস্মৃত হলেন ! দেবাঙ্গনা চিন্তিত স্বরে বললেন। তাঁর কপালে, নাকের অগ্রভাগে বিন্দু বিন্দু স্বেদ, হীরক কণার মতো ঝিক্‌মিক করছে।

দৃঢ়ধন্বা কক্ষদ্বারে লম্বিত প্রচ্ছাদকের ওপাশে দাঁড়িয়ে বললো, রাজপুত্রী, আমাকে ক্ষমা করবেন। আর্য বিকর্ণ আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন, আপনি আপাতত একাকিনী রাজমাতা সকাশে গমন করুন। তাঁর যেতে বিলম্ব হবে। তিনি অন্যত্র কাজে ব্যস্ত আছেন। রথ প্রস্তুত। আমি আপনাকে রাজমাতার আবাসে পৌঁছে দিয়ে আসব। আর্য বলেছেন, তাঁর এই আদেশের যেন অন্যথা না-হয়।

শাল্মলীর দিকে হতাশ চক্ষে তাকিয়ে দেবাঙ্গনা বললেন, যথা আজ্ঞা।

দুর্যোধনের মন্ত্রণা-কক্ষের রঙ ঘোর নীলবর্ণ। বিকর্ণ বসে বসে ভাবছিলেন, এই সুসজ্জিত কক্ষের রঙ বোধহয় নীল হয়ে গেছে কুমন্ত্রণার বিষে। একটু আগে এক প্রকার প্রায় জোর করে দুর্যোধন-তনয় লক্ষ্মণ উঠিয়ে নিয়ে এসেছে বিকর্ণকে। তিনি তখন নিজ কার্যালয়ে স্বকর্মে ব্যাপৃত ছিলেন। অগ্রজের পুত্র লক্ষ্মণ প্রায় সকলেরই স্নেহের পাত্র। বিকর্ণ তাকে বিশেষ আদর করেন তার নম্র ব্যবহার এবং সুমিষ্ট বচনের জন্য। লক্ষ্মণ সোজা তাঁর কার্যালয়-কক্ষে প্রবেশ করে বলেছে, তাত, পিতা আপনাকে কামনা করছেন। আমি এসেছি আপনাকে নিয়ে যেতে।

—এখনই ! বিকর্ণ পরম মমতায় লক্ষ্মণের পিঠে হাত রেখে বলেছেন।

BanglaBook.org

—হ্যাঁ, তাত। পিতা কোনও কারণে অস্থির হয়ে উঠেছেন। আপনার সাক্ষাৎ লাভ না-করা পর্যন্ত তিনি ধীরচিত্ত হতে পারছেন না।

—কিন্তু আমি যে এখন তোমার পিতামহীর সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমার সঙ্গে তোমার ভাই বিবস্বানের জননীও যাবেন। তিনি গৃহে আমার প্রতীক্ষায় থাকবেন। ওদিকে তোমার পিতামহীও আমাদের জন্য অপেক্ষা করবেন। এই অবস্থায়...

—আমি আপনার কোনও কথা শুনতে চাই না। পিতার আদেশ, আপনাকে নিয়ে যেতেই হবে। সহাস্যে, মধুর স্বরে লক্ষ্মণ বলেছে।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বিকর্ণ বলেছেন, তুমি হয়তো জান, আজ দ্বিপ্রহরে সপরিবারে আমি বৃকস্থল গ্রাম পরিভ্রমণে যাব। আমার হাতে সময় খুবই অল্প।

লক্ষ্মণ এই ব্যাপারটিতে কোনও গুরুত্বই দেয়নি। বিকর্ণের অতিরিক্ত স্নেহের সুযোগ নিয়ে বলেছে, আপনি দেখা করতে না-গেলে পিতামহী কিছু মনে করবেন না। বৃকস্থলেও যথাসময়ে পৌঁছবেন। কিন্তু আমার পিতার মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে আপনি শীঘ্র চলুন।

বিকর্ণ আর দ্বিরুক্তি করেননি। যৌবলালিত্যে পূর্ণ লক্ষ্মণের সুমুখশ্রীর দিকে অপলকে তাকিয়ে তিনি ক্ষণকাল কেবল উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছিলেন, এমন হঠাৎ এবং অনির্ধারিত আহ্বান কেন? জ্যেষ্ঠাগ্রজ কি কোনও অভিসন্ধি গোপন করতে চাইছেন? তাই কি স্নেহাস্পদ লক্ষ্মণকে প্রেরণ করেছেন তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য! সন্দেহের বীজ মনের সংগোপনে রেখে বিকর্ণ এসেছেন। মন্ত্রণা-কক্ষে তাঁকে বসিয়ে রেখে লক্ষ্মণ সেই যে চলে গেছে, আর আসেনি। ভ্রাতুষ্পুত্রের এই অভদ্রোচিত ব্যবহারও বিকর্ণকে পীড়া দিচ্ছে। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি বৃহৎ সুমনসাধারে সাজানো রয়েছে কিছু অসিতোৎপল। কক্ষের বর্ণের সঙ্গে নীলপদ্মগুলির বর্ণসাজুয্য লক্ষণীয়। গোপন স্থান থেকে মৃদু সুগন্ধও ভেসে আসছে। কক্ষের আসনগুলি বহুমূল্য কম্বল ও কোমল অজিন দিয়ে আবৃত। এর মধ্যে একবার এক শ্যামবর্ণা, কৃশাঙ্গী, হেমাভরণভূষিতা শূদ্রা দাসী সুস্বাদু, হিমায়িত পানীয় পূর্ণ একটি পাত্র সম্মুখে রেখে গেছে। স্মিতহাস্যে অথচ নীরবে।

—লক্ষ্মণ তোমাকে এখানে কেন নিয়ে এসেছে, সে-বিষয়ে তুমি কিছু অনুমান করতে পারছ? নাটকীয়ভাবে কক্ষে প্রবেশ করেই দুর্যোধন রুক্ষ স্বরে বললেন।

অন্য চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন বিকর্ণ। তিনি চমকে উঠলেন। অগ্রজকে যথাযোগ্য সম্মান জানানোরও সময় পেলেন না। আকস্মিক আক্রমণে অস্ত্রহীন যোদ্ধা যেমন বিমূঢ় হয়ে যায়, বিকর্ণের অবস্থা তেমনই হলো।

—উত্তর দাও। দুর্যোধনের কণ্ঠস্বর আরও কর্কশ হয়ে উঠলো।

সবিস্ময়ে বিকর্ণ দেখলেন জ্যেষ্ঠাগ্রজ আসন গ্রহণ করার পরমুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলেন অগ্রজ দুঃশাসন, দুই অনুজ দুর্মুখ ও ধনুগ্রহ। দুর্মুখকে দেখে বিকর্ণ হৃদয়ে-মনে বিশেষভাবে সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। তাঁর এই ভাই মুখসর্বস্ব। সম্মানীয়কে অসম্মান করতে দুর্মুখের কোনও বিকল্প নেই। দ্যূতক্রীড়ার শেষ দিনে ইনি বিকর্ণকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেছেন। অপমান করার উদ্দেশ্যে অনুজ যদি

BanglaBook.org

অগ্রজকে তুই সম্বোধন করে, তাহলে তা মৃত্যুর সমতুল। বিকর্ণ কিছুতেই দুর্মুখের সেই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ ভুলতে পারেননি। ঘটনাটি অতীব দোষাবহ হলেও এতদিনে সবাই ভুলে গেছে, কিন্তু বিকর্ণ নিয়ত দগ্ধ হচ্ছেন। আগত চারজন কেউ ক্রূর হেসে, কেউ কপট গাম্ভীর্যে, কেউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে আসন গ্রহণ করলেন। ধনুগ্রহ কর্ণের স্নেহভাজন। ধৃতরাষ্ট্রের এই পুত্রটি ভীষণ ছিদ্রান্বেষী। তাঁর এই গুণ ও দক্ষতাকে রাজকার্যে সংযোজিত করেন মহামন্ত্রী কণিক। আর ব্যক্তিগত স্বার্থে মহাবীর কর্ণ। স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে ধনুগ্রহ তাকিয়ে আছে দেখে বিকর্ণ চোখ নামালেন।

দুর্যোধন ইঙ্গিত করতেই দুঃশাসন বললেন, বিকর্ণ, তোমাকে আমরা সাবধান করে দিচ্ছি। রাজ্যশাসন ও রাজ্যপালন বিষয়ে অগ্রজরা যে-সিদ্ধান্ত নেবেন, তুমি কদাপি তার বিরোধিতা করবে না। প্রতিবাদ তো নয়ই। যদি কর, তাহলে...।

কথা শেষ না-করে দুঃশাসন আঙুল তুলে ধনুগ্রহকে বললেন, তুমি ওকে পরিষ্কার বুঝিয়ে দাও। মর্মস্থ করিয়ে দাও যে, কৌরব রাজতন্ত্রে কোনও ব্যক্তিগত অভিরুচি, অভিমত বা অভিভবের কোনও মূল্য নেই।

চকিতে উপস্থিত চারজনের মুখমণ্ডল অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে বিকর্ণ সম্যক উপলব্ধি করতে পারলেন, এঁরা প্রত্যেকেই সমবেত হয়েছেন পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী। এঁদের লক্ষ্য তিনি স্বয়ং। অগ্রজ ও অনুজ—উভয়ের সঙ্গেই ধীর কণ্ঠে এবং উদাত্ত মানস-সংযমে কথা বলতে হবে। অসহিষ্ণু হলেই এঁরা তাঁকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে ফলবে। বিকর্ণ মৃদু হেসে বললেন, অন্যায়ের বিরোধিতা করা কি অপরাধ! কৌরব রাজতন্ত্র কি এ কথাই বলে!

—আমরা অতশত বুঝি না। দুঃশাসন অঙ্গভঙ্গি করে বললেন, তোমাকে বারণ করা হচ্ছে, এটাই শেষ কথা। এটাই যথেষ্ট।

ধনুগ্রহ হাত তুলে স্থূলবিবেচক দুঃশাসনকে নিবৃত্ত করে গম্ভীরস্বরে বললেন, তাত, দ্যূতসভায় তুমি যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিলে, তা বাহবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে যথাযথ। কিন্তু রাজধর্মের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

অতি সংক্ষেপে বিকর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন?

—কূটনীতি বলছে, প্রত্যেক নৃপতি শূকরের মতো শত্রুর মূল উৎপাটনে বদ্ধপরিকর হবেন। নিজের স্থৈর্য ও গাম্ভীর্য রক্ষা করবেন মেরুর মতো। রাজা বকের মতো অর্থচিন্তা, সিংহের মতো পরাক্রম, শৃগালের মতো আত্মগোপন এবং শরের মতো শত্রু ভেদ করবেন। দ্যূতসভার আয়োজন করে আমাদের ধীমান জ্যেষ্ঠাগ্রজ এই সমস্ত রাজধর্মের প্রয়োগ ও প্রদর্শন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তুমি সহোদর হওয়া সত্ত্বেও আমাদের চিরশত্রু পাণ্ডবদের পক্ষাবলম্বন করলে।

—ভাই, তুমি কি পাণ্ডবদের শত্রু বলে মনে কর? বিকর্ণ বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

দুর্মুখ বিকৃত স্বরে বললেন, মানুষের পদে পদে শত্রু। পাণ্ডবরা তো দূরস্থান, মানুষের গৃহ মধ্যে, শয্যাপার্শ্বে, আসনের নিচে শত্রুর অধিষ্ঠান। প্রিয়তমা মহিষী, প্রাণাধিক পুত্র, স্নেহভাজন একোদর, প্রাণপ্রিয়া কন্যা—এঁরাও শত্রু হতে পারে।

BanglaBook.org

মোট কথা, পৃথিবী শত্রুসঙ্কুল।

—এ তো নীতির কথা। জীবনের ধর্মকে কি সর্বদা নীতির ধর্মে বেঁধে রাখা চলে! না তা শ্রেয়!

বিকর্ণের এই বাস্তবধর্মী প্রশ্নের উত্তরে দুর্যোধন হিমকণ্ঠে বললেন, ভাই, আমি দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, জগতে শত্রুহীন মানুষ একজনও নেই। এমন কি অরণ্যচারী সন্ন্যাসী, যিনি কারোর সঙ্গে শত্রুতা করেন না, তিনিও শত্রুহীন নন।

—আমি কিন্তু আমার মূল প্রশ্নের উত্তর পেলাম না। আপনারা বলুন, পাণ্ডবরা কেন আমাদের শত্রু। শাস্ত্র বলছেন, যিনি আমার সুখে সুখ অনুভব করেন এবং দুঃখে দুঃখ, তিনিই প্রকৃত মিত্র। যাঁর অনুভব এর বিপরীত, তিনি শত্রু। পাণ্ডবদের আচরণে এর কোন্‌টা অদ্যাবধি প্রকাশ পেয়েছে? বলুন। তা ছাড়া, কাউকে শত্রু বা মিত্র রূপে চিহ্নিত করা অত সহজ নয়। তা স্থির করতে হয় অত্যন্ত বিবেচনার সঙ্গে। এই পৃথিবীতে কেউই অহেতুক শত্রু বা মিত্র নয়। স্বার্থ সাধনের জন্যই মানুষ মানুষের সঙ্গে মিত্রতা বা শত্রুতা করে থাকে। 'ন কশ্চিৎ কস্যচিন্মিত্রং ন কশ্চিৎ কস্যচিদ্ রিপুঃ। /অর্থতস্তু নিবধ্যন্তে মিত্রাণি রিপবস্তথা ॥'

দুর্যোধনেরা এবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। বিকর্ণ যেন প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। তিনি অনমনীয় নন। অথচ আপন অনুভবে স্থির। দুঃশাসন ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন, অতশত বুঝি না। দেখ, পাণ্ডবেরা আমাদের জ্ঞাতি। আর জ্ঞাতি সততই 'সহজশত্রু'। কোনও কার্যকারণ ছাড়াই তাকে শত্রুরূপে পরিগণিত করা কর্তব্য। আমরা তাই করেছি।

এমন হীন যুক্তি শুনে বিকর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেলেন। অগ্রজের এই নির্বাক অবস্থার সুযোগে ধনুগ্রহ বললেন, তাত, যে কোনও কারণেই হোক, পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের বৈরিভাব জন্মেছে। আর কে না জানে, পরস্পরের মধ্যে একবার অমিত্রভাব জন্মালে জীবনে কখনও তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়!

—পঞ্চপাণ্ডবের বিচার-বিশ্লেষণ করা, প্রচলিত ধারণায় কখনই উচিত নয় বলে মনে করি। বিকর্ণ মাথা আন্দোলিত করে বললেন।

—তাঁরা কি দেবতা নাকি? অভব্য ভঙ্গি করলেন দুর্মুখ।

—না, তাঁরা মানুষ। বিকর্ণ বললেন, সর্ব গুণান্বিত মানুষ।

—তাত, তোমার দৃষ্টিতে মুগ্ধতার মায়াঞ্জন লেগে আছে। শোন, রাজার রাজনীতি অনুসরণ করাই কর্তব্য। আমার মতে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। যেন তেন প্রকারে তার বিনাশ করা বিধেয়। সামান্য কণ্টকও ভীষণ ব্যথা এবং স্থল বিশেষে মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পিতা অবিবেচকের মতো যুধিষ্ঠিরদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে প্রতিস্থাপন করলেন। এর পরিণাম হবে ভয়াবহ। ভবিষ্যতে এঁরাই আমাদের নাশ করবে। ধনুগ্রহ বললেন।

—সকলেরই কি এই অভিমত! বিকর্ণ জানতে চাইলেন।

—হ্যাঁ। দুঃশাসন বললেন, কুটিল রাজধর্ম অনুযায়ী পাণ্ডবদের আমরা আর উপেক্ষা করতে পারি না। তাঁদের সমস্ত কীর্তিকে আমরা পুনরায় হরণ করব। পঞ্চপাণ্ডবকে সম্পূর্ণ হীনবল করে দিয়ে সমূলে উৎপাটিত করাই হবে আমাদের

BanglaBook.org

শেষ লক্ষ্য।

—এ কথার অর্থ কি ? আতঙ্কিত স্বরে বিকর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন।

—সে কথাই বলব বলে এখানে তোমাকে আহ্বান করে এনেছি। দুর্যোধন অর্থপূর্ণ হাস্য করে বললেন।

—তাত, শত্রুসংহার ছাড়া নৃপতির কি আর কোনও অবশ্য পালনীয় কৃত্য নেই ?

—কেন থাকবে না ! ধনুগ্রহ বললেন, প্রজাপালনই মহীপতির সর্বপ্রধান কর্তব্য। প্রজার মনোরঞ্জনের দ্বারাই সাধু ভূপতি মোক্ষলাভে সমর্থ হন।

—তা হলে ! মর্মাহত বিকর্ণ উদ্বেগের সঙ্গে বললেন।

দুর্মুখ বিচিত্র শব্দে হেসে বললেন, পাণ্ডবেরা আমাদের প্রজা নন। কুরু রাজশ্রীর ছত্রচ্ছায়ায় যে বৃহৎ প্রজাকুল আছে, তাদের রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। তুমি তো জানো, প্রজাদের রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে যে-নরেশ উদাসীন ও ব্যর্থ, প্রজারা মিলিত হয়ে সেই অরক্ষক রাজাকে নির্দয়ভাবে হত্যা করে।

—বুঝলাম, কিন্তু এই অনুশাসনের সঙ্গে শত্রুতার সম্পর্ক কোথায় ! বিশেষত পাণ্ডববৈরিতা !

দুর্যোধন বললেন, রাজাই রাজার শত্রু। তাকে অবহেলা করা, বিশ্বাস করা এবং তার সঙ্গে তথাকথিত মিত্রতা স্থাপন করা অপরাধ। পাণ্ডবদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এই মুহূর্তে ক্ষণভঙ্গুর মৃত্তিকা পাত্রের মতন। বলা বাহুল্য, বহুকাল আগেই তা ভেঙে গেছে, আর জোড়া দেওয়া যাবে না।

বিকর্ণর কাছে এটা এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, পাণ্ডবেরা জ্যেষ্ঠাগ্রজের কাছে বিশেষ ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের ক্ষত্রবীর্যের সম্মুখে কৌরবদের নিশ্চিত পরাভবকে এঁরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। দ্যূতসভায় ভীমসেন যেসব প্রতিজ্ঞা করেছেন, সেগুলিও অগ্রজ-অনুজদের দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। এঁরা মনে-প্রাণে কিছুতেই শান্ত হতে পারছেন না। অশান্তির অগ্নিকুণ্ডে নিয়ত দগ্ধ হচ্ছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের, তাঁর মতন একজন ক্ষুদ্র, একতম প্রতিবাদীকেও দুর্যোধনেরা ভয় পাচ্ছেন। তাঁকে এইভাবে ডেকে নিয়ে এসে রক্তচক্ষু প্রদর্শনের একটাই অর্থ—এঁরা ভীত, সন্ত্রস্ত। শুধু পাণ্ডবরা নন, বিকর্ণের বিবেকী-প্রতিরোধ সম্পর্কে সহোদররা শঙ্কিত, আতঙ্কগ্রস্ত। যদিও তাঁর সেই অপ্রত্যাশিত প্রতিবাদী ভূমিকা সম্পর্কে বিগত মাসাধিককাল কৌরবপক্ষে তেমন কোনও বিক্ষোভ দেখা দেয়নি। দুর্যোধন ও দুঃশাসন একবার মনস্থ করেছিলেন বিকর্ণকে সমুচিত দণ্ড দেবেন। কিন্তু সেই অভিপ্রায় জেনে অঙ্গরাজ কর্ণ বলেছিলেন, তোমাদের বৃদ্ধ পিতাই যেখানে তীরে এসে তরী নিমজ্জিত করে দিলেন, সেখানে বিকর্ণের কৃতকর্ম অত্যন্ত নগণ্য। এঁরা কি আজ তা আর নগণ্য বিবেচনা করছেন না ! অম্লান হাসিতে নিজেকে আরও স্নিগ্ধ করে বিকর্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা এখন কী করতে চাইছ ? আমাকেই বা কী করতে আদেশ করছ, বলো ?

—আমরা আবার পাণ্ডবদের পাশা খেলায় আহ্বান করব। দুর্যোধন দুই হাতের তালুতে শব্দ করে বললেন।

BanglaBook.org

—আবার ! এ তুমি কি বলছ তাত ! বিকর্ণ যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না।

—হ্যাঁ। শীঘ্রই এক অনুদ্যূত-সভার আয়োজন করা হবে। দুঃশাসন বললেন, আমাদের বৃদ্ধ পিতা, দ্রৌপদীকে বর প্রদান করে মস্ত ভুল করেছেন। কূটকৌশলে ও অতীব ক্লেশে পাণ্ডব-শত্রুদের আমরা কপর্দকহীন করে দিয়েছিলাম। পিতার উদারতায় সব নষ্ট হলো। শত্রুরা আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ক্রোধান্ধ সর্পের মতো আমাদের নাশ করতে তাঁরা এখন উদ্যত। গুপ্তচরদের কাছ থেকে এ সংবাদ আমরা পেয়েছি।

—না, এ কিছুতেই হতে পারে না। বিকর্ণ গভীর বিষাদে নিমজ্জিত হতে হতে বললেন।

—কেন পারে না ! দুর্মুখ ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, তুমি কি জানো, পাণ্ডবেরা স্থির করেছেন, আমাদের কদাপি ক্ষমা করবেন না। আমরা নাকি তাঁদের অপকার করেছি। যত সব কৈতববাদীর দল !

ক্লিশ্যমান বিকর্ণ ভগ্ন স্বরে বললেন, পিতা কি এই অনুদ্যূত-ক্রীড়ায় সম্মত হয়েছেন !

—না হয়ে উপায় কি ! দুর্যোধন বললেন, শিয়রে যেখানে শমন দণ্ডায়মান, সেখানে নিশ্চিত নিদ্রা অভাবিত। পিতা সেটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন।

ধনুগ্রহ বললেন, এবারের খেলা পাণ্ডবদের জীবনে শেষ খেলা। এবারেও পণ রেখে খেলা হবে। পণে যে পরাজিত হবেন, তাঁকে সপরিবার-পরিজন দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত ও এক বৎসর অজ্ঞাত—এই ত্রয়োদশ বৎসর অরণ্যবাস করতে হবে। বনবাস পণ ছাড়া পাণ্ডবদের নির্বীর্য করার অন্য কোনও পথ নেই।

এই সম্মিলিত অনাচারের সামনে বিকর্ণ দেহে-মনে কুঞ্চিত হয়ে গেলেন। অগাধ মহার্ণবে পতিত মানুষের মতো দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে তিনি কোনওক্রমে জিজ্ঞাসা করলেন, মা কি তোমাদের এই শত্রুনিধন-ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন

—স্বেচ্ছাকৃত দৃষ্টিহীনতাকে যিনি ব্রত বলে মনে করেন, তিনি কখনই দূরদর্শিনী হতে পারেন না। মা যথারীতি এর বিরোধিতা করেছেন। শুধু তাই নয়, আমাদের মান্যবর জ্যেষ্ঠাগ্রজ সম্পর্কে কুলান্তক, দুর্বিনীত, কুলপাংশুক ইত্যাদি বিবিধ কটূক্তি ও নিন্দা করেছেন পিতার কাছে। ধনুগ্রহ এই পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। তারপর নিপুণ নটের মতো চোখ ও হাতের মুদ্রা প্রদর্শন করে বললেন, মা অবশ্য ব্যর্থ। ধর্মার্থদর্শিনী সহধর্মিণীর উপদেশ পিতা কার্যত অগ্রাহ্য করেছেন। পিতার বক্তব্য, যদি বংশ নাশ হয় হোক, কিন্তু পুত্রদের যেরূপ ইচ্ছা তার অন্যথা করতে পারব না।

—আমাদের অর্ধেক জয় এখানেই হয়ে গেছে। অবশিষ্ট অর্ধাংশ আসবে অনুদ্যূতক্রীড়ার মাধ্যমে। দুর্মুখ বললেন।

—আমি এই অহিত মন্ত্রণার প্রতিবাদ করছি। পিতাকে আমি আজই অনুরোধ করব যেন, এই আদেশ তিনি প্রত্যাহার করে নেন। দুর্দৈব আমাদের ন্যায়বর্জিত পথে চালিত করছে। পিতা অর্থদর্শী। তিনি নিশ্চয়ই আমার কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন। আমি একা বিফল হলে, পূজনীয় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, সোমদত্ত, বাহ্লীক,

BanglaBook.org

ভূরিশ্রবা প্রমুখকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে পিতার সম্মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলব। নির্বাণ-প্রায় অগ্নি পুনরায় প্রজ্বলিত হতে দেবো না। কিছুতেই নয়।

—বিকর্ণ! দুঃশাসনের ক্রুদ্ধ গর্জনে পুষ্পাধারটি যেন কেঁপে উঠল। তিনি নিজের উত্তরীয়ের প্রান্তদেশ সক্রোধে ছিন্ন করে বললেন, সাবধান, আমি তোর মৃত্যুর কারণ হতে চাই না। আমাদের অভিমতে তুই পূর্ণ সমর্থন জানাবি, নয়ত নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার দর্শকের মতো সব দেখবি।

ধনুর্ধর বিকর্ণের দুই চক্ষু মুহূর্তে অগ্নিবর্ষী হয়ে উঠল। তিরোহিত হয়ে গেল, তাঁর শান্ত, অবিরোধী ভাব। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তাত, ভুলে যেও না, ক্ষত্রিয় সন্তান আজন্ম নির্ভীক। মৃত্যুভয়ে সে কখনও কাতর নয়। তোমরা আমার বাক্-স্বাধীনতা কেড়ে নিতে পার না। হিত-অহিত যে-কোনও বাক্য বলায় আমার পূর্ণ অধিকার আছে। আমাকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবে না।

চপেটাঘাতে উদ্যত দুঃশাসনকে নিরস্ত করে দুর্যোধন হেসে বললেন, ক্ষান্ত হও। বিকর্ণর সংরুদ্ধ আচরণ নিষ্ফল হবে। পিতা আমাদের সুবুদ্ধির দ্বারা চালিত হচ্ছেন। দ্যূতক্রীড়া হবেই। বিকর্ণকে লম্ফঝম্প করতে দাও।

অন্যেরাও অগ্রজের কথায় অট্টহাস্য করে উঠলেন। বিকর্ণ মানসচক্ষে দেখলেন, একদল রক্তবর্ণবস্ত্র পরিহিত, মদমত্ত, একচক্ষু মানুষ কুরু-রাজলক্ষ্মীকে বিসর্জন দিতে নিয়ে চলেছে। এঁদের এই অট্টনাদ সেই বিসর্জনের বাদ্যধ্বনি।

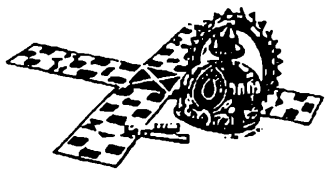

ষষ্ঠ অধ্যায়

পাণ্ডবদের জ্ঞাত বনবাসের দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রৌঢ় গণমুখ্য শূলধর করাঙ্গুলি গণনা করে দেখল, কাল অনুযায়ী এখন তাঁদের অজ্ঞাতবাসের পর্ব চলছে। যদিও মাত্র এক বৎসরের জন্য, কিন্তু এই পর্বটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোনওভাবে যদি তাঁদের গুপ্ত-পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়, তাহলে পুনরায় দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাসের অভিশাপ তাঁদের ওপর নেমে আসবে। এমনই পূর্বনির্দিষ্ট বিধান। পাণ্ডবেরা এখন কোথায় আত্মগোপন করে আছেন, কে জানে!

কোথা দিয়ে দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেল। সত্যই সময় এবং নদীর স্রোত অপেক্ষা করে না কারুর জন্য, কোনও কিছুর প্রতীক্ষা করে না। নির্মম, অবারিত প্রবহমানতাই এদের ধর্ম। এই দীর্ঘ কালসীমায় একস্থলের জীবনে কত কি ঘটে গেছে। কত শত শিশু সঞ্জাত হয়েছে, বালক উপনীত হয়েছে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে, কিশোর পরিণত হয়েছে পূর্ণ যুবকে। বিরলকেশ প্রৌঢ়েরা বৃদ্ধত্ব প্রাপ্ত

BanglaBook.org

হয়েছেন। বৃদ্ধেরা হয়েছেন আরও প্রবীণ, নয় তো তাঁদের গঙ্গাযাত্রা ঘটে গিয়েছে। জীবনের সর্বত্র পরিবর্তনের চিহ্ন। শূলধর নিজেই এখন পলিতকেশ। তার তেজ, গ্রামপ্রধান রূপে তার দৃপ্ত মূর্তি এখন অনেক ম্লান। স্বভাবে-ব্যবহারে অনেক পরিবর্তন এসেছে তার জীবনে। সুখ-দুঃখের বহু স্মৃতি স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে শূলধরের হৃদয়ে। তার পুত্র ইন্দ্রায়ুধ বর্তমানে বৈশ্যাপুত্র ধার্তরাষ্ট্র যুযুৎসুর অঙ্গরক্ষক নিযুক্ত হয়েছে। শূলধরের পূর্বপুরুষদের ক্ষত্রবীর্য রক্ষা করার ব্রত নিয়েছে ইন্দ্রায়ুধ।

এই দীর্ঘ সময়ে শূলধরকে অনেকবার কার্যোপলক্ষে হস্তিনাপুরে যেতে হয়েছে। কিন্তু সেই হস্তিনাপুর যেন আর নেই। শীত ঋতুতে বিশাল মহীরুহ যেমন নিষ্পত্র হয়ে যায়, কুরুরাজ্যের অবস্থা তেমনই। বিপুল কাণ্ড, অজস্র শাখা-প্রশাখা সবই আছে, কিন্তু হরিদ্বর্ণ পত্রসম্ভারের চিহ্ন কোথাও নেই। হস্তিনাপুরের ঐশ্বর্য ও রাজদর্প উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বাইরে থেকে দেখে যে-কেউ বলবে, এখানে সুখ চিরপ্রবহমান, শান্তি চিরস্থায়ী। শূলধর কিন্তু জানে, ইন্দ্রপ্রস্থের আপামর সাধারণের মতো হস্তিনাপুরের মানুষের হৃদয়েও এক গভীর ক্ষত আছে। অনুদ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে পাণ্ডবেরা যখন বনবাসে কৃতসংকল্প হলেন, তখন কুরুরাজ্যবাসীর বৃহৎ অংশ তাদের চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। অশ্রুমোচন করতে করতে অনেকেই যুধিষ্ঠিরকে বলেছে, রাজন্, অজিন ও উত্তরীয় পরিহিত আপনাদের এই অরণ্যবাসী মূর্তি আমরা সহ্য করতে পারছি না।

দ্বাদশ বৎসর আগের সেই সব ঘটনা শূলধর আমৃত্যু স্মরণে রাখবে। চেষ্টা করলেও বিস্মৃত হতে পারবে না। অকস্মাৎ বৃকস্থলে এসে রাজদূত অনুদ্যূতক্রীড়ার সংবাদ ঘোষণা করে যায়। সমস্ত কার্য ফেলে শূলধর রাজধানীতে ছুটে আসে। আবার পাশা খেলার আয়োজন কেন, এই রহস্য ভেদ করার আগেই তাকে দ্যূতসভায় আসন গ্রহণ করতে হয়েছিল। এবারেও সেই অক্ষধূর্ত সৌবল। যুধিষ্ঠিরকে সভায় প্রবেশ করতে দেখে মাকন্দী গ্রামের গণমুখ্য নলতন্ত্র হতাশ স্বরে শূলধরকে বলেছিল, সুখসম্ভোগে যাঁরা কালযাপন করছিলেন, দুর্দৈব তাঁদের দুঃখ-সাগরের অতলান্তে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে। দেখে নিও।

সভার অন্যান্য সুধীজনের মুখ দেখে শূলধরের মনে হয়েছিল, প্রত্যেকেই পাণ্ডবদের অবিমৃশ্যকারিতায় হতবাক। যুধিষ্ঠির হয়ত অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমবেত দর্শকমণ্ডলীর মনের ভাব দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি কিঞ্চিৎ আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছিলেন, লোকে দৈব-বলে শুভাশুভ ফল ভোগ করে থাকে। ভাগ্যে যা আছে, কখনই তার অন্যথা হবে না। সুতরাং যেখানে মহারাজের নির্দেশে আহূত হয়েছি, সেখানে পরাঙ্মুখ হওয়ার প্রশ্নই নেই।

এখানেই শেষ নয়, শকুনি যখন অবধারিত পণের কঠিন নিয়মাবলী জানালেন তখন নীরবতার বর্ম ভেদ করে সভ্যদের উদ্বেগ হাহাকারের মতো বেরিয়ে এসেছিল। দ্যূতে যে-পক্ষ পরাজয় বরণ করবে তাদের ত্রয়োদশ বৎসর বনবাস আশ্রয় করতে হবে। বসবাসের সময়সীমা উত্তীর্ণ হলে স্বরাজ্য প্রাপ্তি ঘটবে, তার আগে নয়। পাণ্ডবেরা শান্তচিত্তে পণের এই নিষ্ঠুর নিয়ম শুনেছেন এবং মেনে

BanglaBook.org

নিয়েছেন। কিন্তু উপস্থিত অধিকাংশ সভাসদরা দু হাত তুলে আর্তকণ্ঠে বলেছেন, সকল ধার্তরাষ্ট্র এবং তাঁদের ধূর্ত সহযোগীদের ধিক্। জেনেশুনেও তাঁরা রাজা যুধিষ্ঠিরকে এমন ভয়ঙ্কর ব্যাপারে লিপ্ত করাচ্ছেন। আর, এই খেলার পরিণতি কী হবে জেনেও ধর্মভীরু যুধিষ্ঠির যেন বুঝেও বুঝতে পারছেন না!

মাত্র অর্ধতৃতীয় দণ্ডকালেরও কম সময়ে সমস্ত অনুষ্ঠান শেষ। সেই পূর্ববৎ সুবলনন্দন অক্ষনিক্ষেপ করা মাত্র জয়লাভ করলেন। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেই মুহূর্তে শূলধর বিকর্ণকে অন্বেষণ করছিল। কিন্তু সভার কোথাও তাঁর চিহ্নমাত্র ছিল না। নলতন্তুকে উদ্বিগ্ন স্বরে শূলধর জিজ্ঞাসা করেছিল, তুমি কি মহাত্মা বিকর্ণকে দেখেছ? এই মুহূর্তে তিনি কি এখানে উপস্থিত হননি! তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না কেন?

নলতন্তু ম্লান হেসে বলেছে, কাউকে বলো না, রাজধানীতে প্রবেশ করে গোপন সূত্রে আমি শুনেছি, সেই বিবেকী মানুষটিকে তাঁর গৃহে সাময়িকভাবে অন্তরীণ ও বৈদেহক রক্ষীপরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে। কেন, বুঝতেই পারছ।

সভাস্থল থেকে বাইরে এসে শূলধর নির্জনে অশ্রুপাত করেছে। শুধু পাণ্ডবদের দুরবস্থার কথা ভেবে নয়, সত্যাশ্রয়ী বিকর্ণের অবমাননার কথা ভেবেও। দ্বিতীয় পাশাখেলার কয়েকদিন আগে সপরিবারে বিকর্ণের বৃকস্থল পরিভ্রমণে যাওয়ার কথা ছিল। সেই মতো শূলধর রাজোচিত সব আয়োজনও করেছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে বিকর্ণ নির্দিষ্ট দিনে যাননি। শূলধর প্রচণ্ড হতাশ হয়েছে। গ্রামবাসীরা সামনে কিছু না-বললেও, অন্তরালে তাদের অসন্তোষ ব্যক্ত করেছে। অনুদ্যুতক্রীড়া উপলক্ষে হস্তিনাপুরে সেই কৃষ্ণবর্ণ দিনে এসে শূলধর সম্যক উপলব্ধি করেছিল, কেন বিকর্ণ বৃকস্থল পরিভ্রমণের আনন্দযাত্রা থেকে নিজেকে সেদিন সরিয়ে রেখেছিলেন।

হস্তিনাপুরে আর একদণ্ডও থাকতে ইচ্ছা করছিল না শূলধরের। মনে হচ্ছিল, সে এক নরকে অবস্থান করছে। চতুর্দিকে পাপাচারের ক্লেদ। দৈব আশীর্বাদ অবসৃত। মদগর্বী ধৃতরাষ্ট্রনন্দনদের এবং উল্লসিত কৌরবপক্ষীয়দের দেখে মনে হচ্ছিল, এঁরা এক একজন শোণিতপায়ী অসুর। অজিনসংবৃত, বিপিনগামী, রাজ্যভ্রষ্ট পাণ্ডবদের উপহাস করে দুঃশাসন বলেছিলেন, যারা পৃথিবীতে আমাদের মতো শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নেই বলে প্রতিপন্ন করেছিল, আজ তাদের অবস্থা দেখ। দীন হীন। মহাপ্রাজ্ঞ যজ্ঞসেন পাণ্ডবদের হাতে কন্যা দান করে কিছুমাত্র পুণ্যসঞ্চয় করতে পারেননি। কেননা পাণ্ডবরা ক্লীব। ওগো দ্রৌপদী, এইসব মৃগচর্মপরিহিত বনগামী পাণ্ডবদের কি আর তোমার স্বামী বলে ভাবতে পারছ? বরং এক কাজ কর। কৌরবসভায় ধনধান্যসম্পন্ন যে সমস্ত রাজন্য সমবেত হয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে কাউকে পতিত্বে বরণ কর। তাহলে তোমাকে আর এমন দুর্ভাগিনী হতে হবে না।

দুঃশাসনের এই পরুষবাক্য-প্রয়োগের কেউ নিন্দা করেননি। সেই প্রতিবাদী মানুষটির অনুপস্থিতি শূলধরকে পীড়িত করেছে। যথারীতি কেবল ভীম এই সমস্ত দুঃসহ ব্যঙ্গোক্তি শুনে ক্রোধে অধীর হয়ে চিৎকার করে বলেছেন, আজ যেমনভাবে

BanglaBook.org

বাক্যের ছুরি দিয়ে তুই আমার মর্মভেদ করছিস, তেমনভাবে রণস্থলে আমিও তোর চর্মচ্ছেদ করব। তোদের সব কটা ভাইকে জীবন্ত যমালয়ে পাঠাব।

নির্লজ্জ দুঃশাসন ভীমের এই কঠিন প্রতিজ্ঞা শুনে কিছুমাত্র বিচলিত হননি। বরং অজিনধারী বৃকোদরকে 'গরু গরু' বলে সম্বোধন করে তাঁর চারপাশে নৃত্য করেছেন।

অশ্রুমুখী পাঞ্চালীকে সামনে রেখে পঞ্চপাণ্ডব যখন সভা ত্যাগ করে বাইরে আসছিলেন, সেই সময় দুর্যোধন অঙ্গভঙ্গি করে তাঁদের গমনভঙ্গিমার অনুকরণ করেছেন নিতান্ত বালকের মতো। কেউই দুঃশাসন বা দুর্যোধনের প্রশংসা করেননি। আবার প্রাণভয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করতেও সাহসী হননি। নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয় বিবেচনা করেছেন।

পিতামহ ভীষ্ম, রাজা সোমদত্ত, বাহ্লীক, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা, বিদুর, সঞ্জয় প্রমুখের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পাণ্ডবেরা যখন তাঁদের মা কুন্তীর সমীপে এলেন, তখন এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। শূলধর দূর থেকে দেখেছে, মুক্তবেণী দ্রৌপদীকে আলিঙ্গন করে পৃথা বিলাপ করছেন। বস্ত্রাভরণহীন, বন গমনোদ্যত পুত্রদের দেখে তিনি শোকবিহ্বলা হয়ে পড়েছিলেন। কৌরবপক্ষীয় রমণীরাও কপালে করাঘাত করে উচ্চকণ্ঠে রোদন করেছেন। বস্তুত সেই মুহূর্তে হস্তিনাপুরকে একটি ক্রন্দনপুরী ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না।

সকলের কাছ থেকে লজ্জানত-মুখে বিদায় নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব অরণ্যপথে যখন পদার্পণ করলেন, তখন সূর্য অস্তাচলগামী। সায়াহ্নের আর বিলম্ব নেই। শূলধর সবিস্ময়ে দেখেছিল, যুধিষ্ঠির আপন মুখমণ্ডল বসন দিয়ে আবৃত করে চলে যাচ্ছেন।

নলতন্তু তখন অতি নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল, বুঝতে পারছ, কেন ধর্মরাজ মুখ আচ্ছাদিত করে চলেছেন!

বিহ্বল শূলধর নীরবে মাথা নাড়িয়ে বলেছে, না।

—মহাপ্রাণ যুধিষ্ঠির এই ভেবে শঙ্কিত যে, তাঁর ক্রোধবর্ষী দৃষ্টিপাতে কেউ যেন দগ্ধ না হয়। হৃতরাজ্য ও হৃতসর্বস্ব হওয়াতে তাঁর অন্তরে যে-শোকবহ্নি জ্বলছে তা হয়ত দৃষ্টিপথের বাইরে এসে শঠ, চতুর ও ধূর্তদের পুড়িয়ে দেবে— এই শঙ্কায় ধর্মরাজ চোখে আবরণ দিয়েছেন।

যুধিষ্ঠিরের এই করুণাঘন বিচার ও ঔদার্য দেখে শূলধর অশ্রুত্যাগ করে তাঁকে আনত প্রণাম নিবেদন করেছিল।

এই দ্বাদশ বৎসরব্যাপী অরণ্যবাসের যে-ক্লেশ তা একপ্রকার অচিন্তনীয়। অভূতপূর্ব সহ্যশক্তি ও সত্যরক্ষাকারী হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবেরা জ্ঞাত বনবাসের দিনগুলিতে মানসিক প্রশান্তিও হারিয়ে ফেলেছিলেন। ব্রহ্মলোকের এক সন্তান, বর্তমানে ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন ত্রিদণ্ডধারী কূটীচক সন্ন্যাসী আত্রেয় একদা শূলধারীকে বলেছিলেন, তিনি স্বকর্ণে বনবাস দশায় দুঃখিতা দ্রৌপদীর বিলাপ শুনেছেন। পাণ্ডবেরা তখন ছিলেন সাধুজনাকীর্ণ, জলাশয়শালী, ফলপুষ্পলভ্য ও ব্রাহ্মণবেষ্টিত অতি সুরম্য দ্বৈতবনে। বনস্থিত পবিত্র নদীতে স্নান সেরে আত্রেয় তখন কুটিরে

BanglaBook.org

প্রত্যাগমন করছিলেন তখন অদূরবর্তী কোনও স্থান থেকে পাঞ্চালীর বিলাপ ভেসে আসছিল। আত্রেয় সঠিক দেখেননি, তবে তাঁর ধারণা কৃষ্ণা প্রথম পার্থকেই বলছিলেন, তোমার এই নূতন ভূমিশয্যা ও কুশময় আসন দেখে আমি শোকাবেগ সংবরণ করতে পারছি না। তোমাকে আগে কিভাবে দেখেছি, আর এখন তুমি ধূলি-ধূসর কলেবর ও চীরধারী ! তোমার ভাইরা বনবাস ক্লেশে অতিমাত্রায় ক্লিষ্ট হচ্ছে। এসব দেখেও তুমি ক্রোধশূন্য হয়ে কি করে বসে আছ ? লোকে বলে, ক্ষত্রিয়রা কখনও ক্রোধশূন্য হন না। কিন্তু আমি দেখছি, তুমি এই লোকস্মৃতির বিপরীত উদাহরণ। আর আমার কথা না-হয় ছেড়েই দিলাম। রাজদুহিতা, বীরপত্নী ও ব্রতশালিনী হওয়া সত্ত্বেও কেন আমি বনচারিণী হলাম ? কোন্ দোষে ? বলো !

আত্রেয়, যিনি সম্যকরূপে সব কিছু ন্যাস করেছেন, যিনি সুখে-দুঃখে বিগতস্পৃহ, তিনি পর্যন্ত পাণ্ডবদের অরণ্যবাসের যন্ত্রণার কথা বলতে গিয়ে আর্দ্রচিত্ত হয়ে উঠেছিলেন।

শুধু তো ক্লেশপ্রদান নয়, কৌরবেরা ছলে-বলে-কৌশলে পাণ্ডবদের আরণ্যক-শান্তি হরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। ওই দ্বৈতবনে তাঁরা যখন ছিলেন, সেই সময় সেখানে যে সমস্ত আভীরপল্লী আছে, সেগুলোর তত্ত্বাবধান করার ছলে ঘোষযাত্রা সংঘটিত করেছিলেন দুর্যোধন, শকুনি ও কর্ণ। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল, বল্কলধারী, শ্রীহীন, অরণ্যবাসী পাণ্ডবদের দেখে সুখ ও আনন্দলাভ করা। আর একবার পাণ্ডবদের রাজসূয় যজ্ঞের অনুকরণে বৈষ্ণব-যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন দুর্যোধন। এবারেও উদ্দেশ্য ছিল পাণ্ডবদের নিজের বলৈশ্বর্য প্রদর্শন। শূলধর শুনেছিল, এর কিছুদিন আগে দুর্যোধনের মনঃতুষ্টির জন্য দিগ্বিজয়ে বের হয়েছিলেন মহাবীর অঙ্গরাজ কর্ণ। আসমুদ্রহিমাচলের বহু রাজাকে কর্ণ বশীভূত ও করপ্রদানে বাধ্য করেছিলেন। সেই আহ্লাদে ও কর্ণের মন্ত্রণায় সুযোধন রাজসূয়ের সমকক্ষ বৈষ্ণব-যজ্ঞ করার মনস্থ করেছিলেন। যথারীতি দ্বৈতবনে দূত প্রেরণ করে পাণ্ডবদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু মহারাজ যুধিষ্ঠির সবিনয়ে সেই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, দুর্যোধন যে অত্যুৎকৃষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করছেন, তা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু আমরা এখন কোনও মতেই হস্তিনানগরে যেতে পারব না। নিয়মানুসারে আমাদের ত্রয়োদশ বৎসর প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতেই হবে। দূত, তুমি দুর্যোধনকে গিয়ে আমাদের অপারগতার কথা বুঝিয়ে বলবে।

দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত। এখন ত্রয়োদশ বা শেষতম বৎসর চলছে। দেখতে দেখতে দিনগুলি পার হয়ে যাবে। পাণ্ডবেরা পণমুক্ত হয়ে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করবেন। ইন্দ্রপ্রস্থবাসীদের কাছে এর চেয়ে আনন্দের বিষয় আর কিছুই নেই। এখন তাঁদের দৈনন্দিন আলোচনার প্রধান বিষয়বস্তু পাণ্ডবদের পুনরাগমন। তারা সকলে অধীর আগ্রহে অথচ দুরুদুরু বক্ষে অপেক্ষা করছে।

বর্তমানে ইন্দ্রপ্রস্থ শাসন করছেন সর্বজনপূজ্য আচার্য দ্রোণ। তিনি সুশাসক। ইন্দ্রপ্রস্থের মানুষ পাণ্ডববিরহে কাতর হলেও, পার্থিব সুখভোগে কালাতিপাত

BanglaBook.org

করছে। আচার্য দ্রোণ নাকি মনে করেন, ত্রয়োদশ বর্ষ অতীত হলেই দুর্যোধনকে বিপন্ন হতে হবে। যে-বৈরিতার বীজ জ্যেষ্ঠকৌরব বপন করেছেন, তা নির্দিষ্ট বৎসরান্তে বনস্পতির আকার ধারণ করবে। দুর্যোধন এখন যে সুখভোগ করছেন তা হেমন্তকালের তালচ্ছায়ার মতো ক্ষণস্থায়ী।

আচার্য দ্রোণের এই সব অভিমত শূলধর শুনেছে শ্যালক মনোরথের কাছ থেকে। সে সম্প্রতি ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিল। সেখান থেকে আসার পথে অগ্রজার বাড়িতে এসেছিল কয়েকদিন বিশ্রাম নিতে। মনোরথই বললো, ইন্দ্রপ্রস্থের জনসাধারণও মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, সুনৃতবাদী পাণ্ডবদের কেউ ধ্বংস করতে পারবে না। পাণ্ডবহীন হয়ে তাদের এই যে অনাথ অবস্থা, তা দূরীভূত হতে আর বেশি দেরি নেই। শূলধরের মতোই তারা দিন গুনছে। পাণ্ডবদের বনগমনের সময় পুরোহিত ধৌম্য যে-সকল যাম্য, সাম ও রৌদ্র মন্ত্রসমূহ সুরসংযোজিত করে গেয়েছিলেন, সেগুলির কয়েকটি এখনও পুরবাসীরা মনে রেখেছে। মনোরথ স্মৃতিবন্দী করে একটি সামগান নিয়ে এসেছে, যার বাণী এইরকম 'স য এতদেবং বিদ্বান্ সাধু সামেত্যুপাস্তেহভ্যাশো হ যদেনং সাধবো ধর্মা আ চ গচ্ছেয়ুরুপ নমেয়ু। অর্থাৎ যিনি 'সামই সাধু'— এই কথা জেনে উপাসনা করবেন, বিবিধ সদ্‌গুণ শীঘ্রই তাঁর কাছে আসবে এবং তাঁর ভোগ্য হবে।

ইন্দ্রপ্রস্থের মানুষ সদ্‌গুণাধার পাণ্ডবদের আগমন প্রতীক্ষায় এখন উন্মুখ।

বৃকস্থল ক্ষত্রিয়প্রধান গ্রাম হলেও, এখানে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং শূদ্র— এই তিনবর্ণেরও অনেক অধিবাসী আছে। এছাড়া বিভিন্ন সঙ্করজাতি যেমন ধনী বিলাসী পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদে সাজিয়ে দেওয়া যাদের জীবিকা, সেই সৈরন্ধ্র, মদ্যপ্রস্তুতকারক মৈরেয়ক, বস্ত্রপরিষ্কারক রজক এবং জালবুনে যারা জীবিকা নির্বাহ করে সেই আয়োগব প্রভৃতিরা বৃকস্থলে বসবাস করছে। সাধারণের ধারণা ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি যুদ্ধ। কিন্তু এই বর্ধিষ্ণু গ্রামে এসে বোঝা যায় যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অন্যতম ধর্ম, তার বৃত্তি আসলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন অর্থাৎ সমাজ শাসন এবং করগ্রহণ। প্রজাদের কাজ থেকে ভূমির উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ কররূপে গ্রহণ করাই ক্ষত্রিয়ের জীবিকার প্রধান অবলম্বন।

সম্প্রতি একটি গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে। করদাতাদের বেশির ভাগই বৈশ্য— যাদের প্রধান বৃত্তি কৃষিকর্ম, পশুপালন এবং বাণিজ্য। ব্রাহ্মণেরাও তাঁদের কর্ম অনুযায়ী কর দিয়ে থাকেন। কিন্তু তা নামমাত্র। বৈশ্যদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত করের প্রতিতুলনা চলে না। বৈশ্যরাই মূল করদাতা।

এতদিন বৈশ্যরা রাজকোষ থেকে কৃষিঋণ পেতেন। এর জন্য তাদের নিষ্কস্বর্ণমুদ্রার একশত ভাগের একভাগ মাসিক সুদ দিতে হতো রাজাকে। ইদানীং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে এই অনুগ্রহঋণের সুদ শতকরা দুইভাগ করা হয়েছে। এর ফলে কৃষিজীবীরা ক্ষুব্ধ। তাদের ক্ষোভ প্রায়শই প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন সূত্রে এবং গণমুখ্যরূপে শূলধরকে তার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। করগ্রহীতা ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে বৈশ্যদের মনোমালিন্য এক একসময় চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। বিনষ্ট হয় পারস্পরিক

BanglaBook.org

সদ্‌ভাবনা। বৈশ্যদের বক্তব্য, কৃষিজীবীদের সন্তুষ্ট রাখা এবং তাদের দুঃখদুর্গতি মোচনই যেখানে রাজার অবশ্য কর্তব্য সেখানে কুসীদ ব্যবসায়ী মহাজনের মতো তাঁর এই অর্থগৃধ্নুতা একান্ত নিন্দনীয়। রাজকোষ কখনই অর্থশূন্য নয়, বরং ইন্দ্রপ্রস্থ সহ এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি রাজাধিরাজ ধৃতরাষ্ট্রের আয় ঈর্ষণীয়। তথাপি তিনি কেন এই ঋণভার চাপালেন! এর উত্তর ক্ষত্রিয়দের জানা নেই। তারা কেবল রাজাদেশ পালন করছে। শূলধর বিব্রত। কিছুটা বা অসহায়ও। বৈশ্যদের ক্ষোভ যে-কোনও দিন জনরোষের আকার ধারণ করতে পারে। গ্রামের সবচেয়ে ধনী বণিক জীমূতদত্ত এবং প্রভূত ভূসম্পত্তির অধিকারী কর্ষণজীবী রুরু ইতিমধ্যে শূলধরের ভবনে এসে নিজেদের অসন্তোষ ব্যক্ত করে গিয়েছে।

তলে, অতলে, অন্তরালে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে দেখে শূলধর আজকের এই আলোচনাসভা আহ্বান করেছেন। বৃকস্থলের প্রবীণতম, সহস্রশাখী অশ্বত্থবৃক্ষ তলে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা সমবেত হয়েছে। অনাহূত ব্রাহ্মণেরাও এসেছে আলোচনার গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে জানতে।

সূর্যের অবস্থান দেখে নিয়ে শূলধর বললো, এবার সভার কাজ শুরু হোক। আমি কেবল দুপক্ষের বক্তব্য শুনবো। তারপর তা যথাসময়ে নিবেদন করব মহারাজের কাছে। যারা সংক্ষুব্ধ, তাদের জন্য কোনও উপায় আমার জানা নেই। প্রথমে বৈশ্যদের পক্ষ থেকে বলবে রুরু। তারপর ক্ষত্রিয়দের হয়ে বলবে ঊর্ণনাভ।

শ্রেষ্ঠীদের মধ্য থেকে কে যেন বলে উঠলো, আমাদের নেতা জীমূতদত্তকে বলতে দিতে হবে।

শূলধর বললো, না। রুরুর বক্তব্যই যথেষ্ট। কেননা সমগ্র বিষয়টিই কৃষিঋণ সংক্রান্ত। অতএব...

শূলধরের কথা শেষ হল না। বণিকরা সমস্বরে বললো, না, শুধু কৃষিঋণ নয়, সমগ্র করপ্রদান ব্যবস্থাই আজকের আলোচ্য।

সভায় মুহূর্তে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। শূলধর উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে নিশ্চুপ হওয়ার অনুরোধ জানাতে গিয়ে দেখল গ্রামের প্রান্ত পথ ধরে দুটি রাজরথ ছুটে আসছে। দুটি রথেই উড্ডীন শ্বেতধ্বজা। এত দূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না, রথে কারা আসছেন। তবে তাঁরা যে-রাজপুরুষ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। শূলধর সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলকে বললো, ওই দেখ, কোনও মান্য অতিথি আমাদের গ্রামে প্রবেশ করছেন। চতুরাশ্ববাহিত রথের আকৃতি দেখে মনে হচ্ছে, আগত অতিথিরা কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের কোনও আত্মজ অথবা আত্মীয়। ওঁরা যেই হোন না কেন, ওঁদের সাদর অভ্যর্থনা ও সমাদর জানানো আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমার অনুরোধ তোমরা বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে অতিথিদের বরণ করার আয়োজন কর। বিলম্ব ক'রো না। এক্ষুনি প্রস্তুত হও। সভা আপাতত স্থগিত থাকল।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো বৃকস্থলবাসীরা তাদের গ্রামীণ ঐতিহ্য অনুসারে তাৎক্ষণিক প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

প্রথমে অতি দ্রুত, তারপর মন্থর গতিতে, শেষে ধীরলয়ে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে এসে

BanglaBook.org

রথ দুটি থামল। শূলধর অভাবনীয় বিস্ময়ে দেখল প্রথম রথে উপবিষ্ট বিকর্ণ। দ্বিতীয় রথে সপ্তদশ-অষ্টাদশ বর্ষীয় এক রূপতাপস যুবাপুরুষ। বিকর্ণের মুখমণ্ডলের সঙ্গে তার অদ্ভুত সাদৃশ্য। দ্বাদশ বৎসর আগে শূলধর যে-বিকর্ণকে দ্যূতসভায় ঋজু অবয়বে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন, তার সঙ্গে এই যুবকের ব্যক্তিত্ব, চোখের দৃষ্টি ও দেহভঙ্গিমা অদ্ভুতভাবে মিলে যাচ্ছে। বিস্ময়াহত শূলধরকে দেখে বিকর্ণ হেসে বললেন, গণমুখ্য, আমার পুত্রকে নিয়ে হঠাৎ তোমাদের গ্রামে চলে এলাম। তোমাদের কোনও অসুবিধা সৃষ্টি করলাম না তো! বিবস্বান্, তুমি রথ থেকে নেমে এসে বৃকস্থলের ভূমি স্পর্শ করো।

আকর্ণ জিভ কেটে শূলধর বললো, রাজন্, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। প্রকৃতপক্ষে বৃকস্থল আপনার সেবা করবার জন্য দ্বাদশ বৎসর ধরে প্রতীক্ষা করে আছে। সপুত্র আপনার আগমনে আমরা আত্মপ্রসাদ লাভ করলাম।

শূলধরের ইঙ্গিতে গ্রাম্যরমণীরা বিকর্ণ ও তাঁর পুত্র বিবস্বান্ এবং দুই সারথি দৃঢ়ধন্বা ও কিংশুককে নানাবিধ সুগন্ধিদ্রব্যে সুবাসিত করল।

কৃষকেরা বহুবর্ণী ও সৌরভময় পুষ্প ছড়িয়ে দিল চলার পথে, শ্রেষ্ঠীরা সম্মানিত অভ্যাগতদের উপঢৌকন দিল নানাবিধ মূল্যবান বস্ত্র।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নামে বিকর্ণ বৃকস্থলবাসীদের সর্বতোমঙ্গল কামনা করলেন। গ্রামবাসীদের আন্তরিক স্বাগত সংবর্ধনায় অভিভূত হয়ে গেল বিবস্বান্। কোনও গ্রামে এসে এমন অভ্যর্থনা প্রাপ্তি তার জীবনে এই প্রথম।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠান শেষ হতেই বিকর্ণ বললেন, হঠাৎ তো বটেই, উপরন্তু একপ্রকার পলায়নী বৃত্তি গ্রহণ করে তোমাদের গ্রামে এসে পড়েছি।

করপুটে সানন্দকণ্ঠে শূলধর বললো, আগে পথক্লান্তি দূর করুন। তারপর আপনার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করব। আপনার কথা শুনব। অতিথিসদনে আপনাদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

হস্তিনাপুরের অন্তর্গত প্রত্যেকটি গ্রামে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র প্রদত্ত একটি হস্তী আছে। বৃকস্থলের হস্তীটির নাম অঙ্কুশগ্রহ। তার পৃষ্ঠদেশে উপবেশন করে পুত্রকে নিয়ে বিকর্ণ অতিথিসদনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

অপরাহ্ণে শূলধর গ্রামের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে বিকর্ণর সঙ্গে দেখা করতে এলো।

বিকর্ণ মৃদু পরিহাস করে বললেন, তুমি যে দেখছি পাত্র-মিত্র সমভিব্যাহারে এসেছ। তোমাকে কী দিয়ে অভিবাদন করি বলতো!

—আপনি আর আমাকে লজ্জা দেবেন না! এঁরা সকলে বৃকস্থলের মাথা। আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এসেছেন। শূলধর এই পর্যন্ত বলে নিজেকে সংযত করে নিল। সে এটা গোপন করে গেল যে, গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এসেছেন, অনুগ্রহ ঋণের দুই শতাংশ করপ্রদান বিষয়ে তাদের ক্ষোভ নিবেদন করতে।

উচ্চহাস্য করে বিকর্ণ বললেন, তোমাদের মুখ দেখতে আমারই লজ্জা করছে।

—কেন, কেন? শূলধর ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করলো।

BanglaBook.org

—আর বলো না। মৎস্যরাজ বিরাটের গোধন অপহরণ করতে গিয়ে মহাবীর অর্জুনের হাতে অপদস্থ, নিগৃহীত ও লাঞ্ছিত হতে হলো। বলতে পারো, তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে একপ্রকার পালিয়েই এসেছি।

শূলধর চমকে উঠলো। অর্জুন! অর্জুন এখন কোথায়? এই বৎসর পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসের বৎসর। পঞ্চপাণ্ডব অজ্ঞাতস্থানে গুপ্তভাবে আছেন। বিকর্ণ অর্জুনকে চিনলেন কি করে? শূলধর বিনীত কণ্ঠে বললো, রাজন্, মার্জনা করবেন? আপনি ধনঞ্জয়কে কোথায় দেখলেন? কী করে তাঁকে চিনতে পারলেন?

যেন সংবিৎ ফিরে পেয়েছেন এমনভাবে ত্রুটি সংশোধন করে বিকর্ণ হেসে বললেন, ঠিক অর্জুন নন, অর্জুনের মতন একজন। সে যাই হোক, তোমরা হয়ত জানো, জ্যেষ্ঠাগ্রজ এই বৎসরের প্রারম্ভ থেকে পাণ্ডবদের অনুসন্ধানের জন্যে বিভিন্ন দেশে-বনে-প্রান্তরে চর প্রেরণ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যদি কোথাও সন্ধান পান, তাহলে পুনরায় তাঁদের নিয়মানুসারে বনে পাঠাবেন। নিজের রাজ্যকে নির্দ্বন্দ্ব ও নিঃসপত্ন করার জন্য অগ্রজের চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কিন্তু চরেরা পাণ্ডবদের অন্বেষণকার্যে ব্যর্থ হয়।

জীমূতবাহন বললো, পাণ্ডবদের মেধা ও ধৃতি অসাধারণ। তাঁদের সন্ধান পাওয়া অত সহজসাধ্য নয়।

বিকর্ণ স্মিত হেসে বললেন, তুমি যথার্থ বলেছ। এদিকে গুপ্তচরদের ব্যর্থতায় অগ্রজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। এইরকম একটা অবস্থায় ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা একদিন হস্তিনাপুরে এসে অগ্রজকে জানালেন, বিরাটরাজের সেনাপতি মহাবল কীচককে কতিপয় অজ্ঞাতপরিচয় গন্ধর্ব নিহত করেছেন। এর ফলে রাজা বিরাট হতদর্প, নিরাশ্রয় ও নিরুৎসাহিত হয়ে গেছেন। দুরাত্মা কীচকের সাহায্যে মৎস্যরাজ বারংবার বহু রাজাকে পরাজিত করেছিলেন। এখন মৎস্যদেশ আক্রমণ করা আমাদের কর্তব্য। বিবিধ সম্পদ ও বহুসহস্র গোধনের অধিকারী বিরাটরাজকে বশীভূত করতে পারলে আপনারই বলবৃদ্ধি হবে।

—দুর্যোধন এই অন্যতর প্রস্তাবে সম্মত হলেন? ঊর্ণনাভ জিজ্ঞাসা করলেন।

—না-হয়ে উপায় কি! নান্যঃ পন্থাঃ। কর্ণ ত্রিগর্তরাজকে সমর্থন জানিয়ে অগ্রজকে বললেন, অর্থহীন, বলহীন, পৌরুষবিহীন পাণ্ডবদের অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। তারা এ জন্মের মতো সুদূর কোনও দেশে পালিয়ে গিয়েছে, অথবা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। এই অবস্থায় বিরাটরাজের গোসম্পদ এবং অন্যান্য রত্ন অপহরণ করাই শ্রেয়। তুমি সুশর্মার এই হিতকর মন্ত্রণায় সম্মত হও। অগ্রজ এরপর আর অসম্মত হবেন কিভাবে! পরদিন কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে শুভলগ্ন দেখে সুশর্মা সুশিক্ষিত কুরুসেনানীদের নিয়ে বিরাটরাজ্যের দিকে যাত্রা করলেন। আমরা মৎস্যদেশ আক্রমণ করলাম তারপরের দিন, অর্থাৎ অষ্টমী তিথিতে।

যথেষ্ট অবাক্ হয়ে শূলধর বললো, দুর্যোধনাদির সঙ্গে আপনিও চললেন! এমন বৈপরীত্য যে আমি কল্পনাও করতে পারছি না!

এতক্ষণ বিকর্ণ সহাস্যে কথা বলছিলেন। এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। মন্দ্রস্বরে

BanglaBook.org

বললেন, আমি যেতে চাইনি। তুমি আমার চরিত্র এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে অবগত আছ। দ্বাদশ বৎসর আগে আমি যেমন ছিলাম, এখনও তেমনই আছি। আমি যাব না বলেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু বিবস্বানের মা আমাকে বললো, আর্য, তোমার পুত্রের ক্ষত্রিয়াভিষেকের এই উপযুক্ত অবসর। তুমি গোধন অপহরণ কার্যে বিবস্বান্‌কে সঙ্গে নাও। পুত্র সমরাঙ্গণে সশরীরে উপস্থিত হয়ে জানুক, শিখুক, দেখুক যুদ্ধ কাকে বলে! অস্ত্র-শস্ত্রের আঘাত-প্রত্যাঘাতে কিভাবে রুধিরপাত হয়। এই মুহূর্তের জীবিত পার্শ্বসঙ্গীকে, মৃত্যু এসে পরমুহূর্তে কেমনভাবে গ্রাস করে। শূলধর, সহধর্মিণীর এই পরামর্শ আমি অগ্রাহ্য করতে পারিনি।

—আপনার পুত্রের অভিষেক কি অন্য কোনওভাবে হতে পারত না! শূলধর করুণস্বরে জানতে চাইল।

—হয়ত পারত। তবে কি জানো, বিবস্বান্ সম্প্রতি অষ্টাদশ বয়ঃক্রমে পদার্পণ করেছে। ওর দিক থেকে ক্ষত্রিয়োচিত শৌর্য প্রদর্শনের এই হলো উপযুক্ত সময়।

বিকর্ণের এই যুক্তি শূলধরের সন্তুষ্টি বিধান করতে পারল না। তার মনে হল, বিকর্ণ তাঁর সেই গৌরবোজ্জ্বল চরিত্র বহুদূরে ফেলে রেখে এসেছেন। তাঁর বয়স বেড়ে গিয়েছে। পিতার আসনের পিছনে বিবস্বান্ সলজ্জভঙ্গিতে বসে আছে প্রথম থেকেই।

রুরু বললো, ক্ষত্রিয় হয়ে জন্মানো মহা দায় দেখছি!

—শুধু দায় নয়, দায়িত্বও অনেক। ক্ষত্রিয়নেতা ঊর্ণনাভ বললো।

—আর্য, এবার বলুন, শূলধর বললো, কেন বিরাটরাজ্য থেকে পালিয়ে এলেন? মৎস্যদেশের ক্ষুদ্র রণ কি কোনও বৃহত্তম যুদ্ধের ভ্রূণাবস্থার দ্যোতক!

সরাসরি কোনও মন্তব্য না-করে বিকর্ণ বললেন, ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা এক তুমুল সংগ্রামে বিরাটরাজকে পরাজিত করেন। তিনি রথচ্যুত মৎস্যরাজকে নিজ রথে তুলে নিয়ে বিজয়গর্বে চলে আসছিলেন। হঠাৎ এক প্রবল পরাক্রম ভীমসদৃশ ব্যক্তি সুশর্মার পথ রুদ্ধ করে দেন। তারপর ঘোরতর গদাযুদ্ধে সুশর্মাকে পরাজিত করেন। এদিকে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ত্রিগর্তরাজ যখন বিরাটের হাতে বন্দি হলেন, সেই সময় আমরা প্রায় ষষ্টিসহস্র গোধন হরণ ও হস্তগত করে মৎস্যরাজ্যের এক প্রান্তে অপেক্ষা করছিলাম। সেইস্থানের কাছেই শ্মশান।

—আপনারা কি ত্রিগর্তরাজের পরাজয়ের সংবাদ পেয়েছিলেন? জীমূতবাহন জিজ্ঞাসা করল।

—না। তবে সুশর্মার আসতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে, আমার মনে হচ্ছিল, বিরাটরাজের সেনানীরা নিশ্চয়ই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তখন অপরাহ্ণকাল শেষ হয়ে আসছিল। এমন সময়ে আমি, জ্যেষ্ঠাগ্রজ, বিবিংশতি, চিত্রসেন, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রমুখরা হঠাৎ দেখলাম, বিরাটতনয় উত্তর বহুসংখ্যক সৈন্য নিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। তাঁর রথের অশ্ব-পরিচালনা করছেন এক ক্লীব, নপুংসক। সম্ভবত তাঁর নাম বৃহন্নলা। আমি যতদূর সকর্ণে শুনেছি, বিশাল কৌরববাহিনী দেখে রাজপুত্র উত্তর কম্পিত কণ্ঠে সেই নারীবেশধারী নপুংসককে বৃহন্নলা বলে সম্বোধন করছিলেন।

BanglaBook.org

—সারথ্যকার্যে কোনও ক্লীবের পারঙ্গমতা ও নিয়োগের কথা তো আগে কখনও শুনিনি ! ঊর্ণনাভ অবাকস্বরে বললো।

—হ্যাঁ, আমরাও সেই সুদীর্ঘ বেণী সম্বলিত, শিথিলবসন নপুংসককে দেখে হেসে উঠেছিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন যুদ্ধবিমুখ, পলায়মান বিরাটতনয়কে তিনি রণভূমিতে যথোচিত সাহস প্রদান করে নিয়ে এলেন, তখন আমাদের বিস্ময়ের অবধি রইল না। প্রত্যেকেই ভাবতে লাগল, বলতে লাগল, ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মতো এই ছদ্মবেশী ব্যক্তি কে ? না-পুরুষ, না-স্ত্রীলোক এই ব্যক্তির সঙ্গে অর্জুনের বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। এঁর মাথা, ঘাড়, বিশাল বিশাল দুটি হাত এবং বলবিক্রম অবিকল ধনঞ্জয়ের মতো। ইনি নিশ্চয়ই তৃতীয় পাণ্ডব, অন্য কেউ নন। প্রকৃতই সেই নপুংসক কে, এই নিয়ে কৌরবদের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। কেউ কেউ জোর দিয়ে বললো, এই ক্লীব ব্যক্তি অর্জুন, আপন সত্তাকে গোপন করেছেন। কেউ কেউ বললেন, এর অবয়ব ও আচরণের সঙ্গে অর্জুনের সৌসাদৃশ্য আছে, এই পর্যন্ত। কিন্তু এ অর্জুন নন।

—রাজন্, সেই ব্যক্তিকে দেখে আপনার কি মনে হয়েছিল ? ভ্রূ কুঞ্চিত করে বৃকস্থলের প্রবীণ পুরোহিত ব্রাহ্মণ শুদ্ধব্রত বিকর্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন।

শুদ্ধব্রতের এই প্রশ্নে শূলধর অস্বস্তি বোধ করল। বিকর্ণ কিন্তু প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মণের দিকে তাকিয়ে পুত্রকে বললেন, তুমি এই পৌরোহিত্য বৃত্তিধারী ব্রাহ্মণকে বলো, আমি সেই দোলায়মান মুহূর্তে তোমাকে কি বলেছিলাম।

পিতার এই আকস্মিক আহ্বানে সামান্য অপ্রস্তুত বিবস্বান্ সুধীর স্বরে বললো, আমি পিতার পাশেই ছিলাম। বৃহন্নলা নাম্নী সেই ক্লীবকে ঘিরে যখন রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠছিল, সেই সময় পিতা আমাকে বললেন, তুমি এই নপুংসককে মনে মনে সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন করো। জানি না, তখন পিতা কেন এমন আদেশ দিয়েছিলেন। তবে আমি তাঁকে সপ্রণাম শ্রদ্ধা জানিয়েছি।

বিবস্বানের কথা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিকর্ণ-পুত্র যা বললো, এক একজন তার এক একরকম অর্থ করল। বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বিকর্ণ স্বগতোক্তির মতো বললেন, আমাদের মধ্যে একমাত্র আচার্য দ্রোণ দৃঢ়প্রত্যয়ে বলেছিলেন, মহাবীর অর্জুন ক্লীববেশে এসেছে। আমি নিশ্চিত। আচার্য সম্ভবত তাঁর প্রিয় শিষ্যকে চিনতে ভুল করেননি।

—তাহলে কি সত্যই সেই অঙ্গনাবেশধারী পুরুষই অর্জুন ! শূলধরের গলা কেঁপে গেল, কিন্তু অজ্ঞাতবাসের সময় পাণ্ডবদের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হলে তো পুনরায় তাঁদের দ্বাদশ বৎসর অরণ্যবাস স্বীকার করতে হবে !

—হ্যাঁ, তাই জ্যেষ্ঠাগ্রজ আচার্য দ্রোণের কথায় উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন। বিকর্ণ বললেন, কিন্তু সংশয় ও সন্দেহ থেকেই গেল। এদিকে দ্রোণ বৃহন্নলাকে অর্জুন বলে স্থির করাতে এবং মহারথীদের উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত দেখে অঙ্গরাজ কর্ণ প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বারংবার বলছিলেন, এই ব্যক্তি মৎস্যরাজ কিংবা অর্জুন— যেই হোন না কেন, তাতে কি এসে যায় ! আমরা ভীত, সন্ত্রস্ত হয়ে কালক্ষয় করছি কেন ? বিরাটতনয় উত্তর এবং ওই ক্লীবকে পরাজিত করে, অপহৃত

BanglaBook.org

গোধন নিয়ে আপনারা এক্ষুনি স্বস্থানে প্রস্থান করুন। আপনারা কি ক্লীবত্বকে বরণ করেছেন! কর্ণের এইসব তিক্তবাক্য শুনে মহারাজ কৃপ ও অশ্বত্থামা কটাক্ষে বললেন, কর্ণ ভাবছে, সে-ই একমাত্র বীর। বৃহন্নলা ও অর্জুন যদি একই ব্যক্তি হন, তাহলে কর্ণের আস্ফালন এক্ষুনি স্তব্ধ হয়ে যাবে।

—এ যে আত্মকলহ! শূলধর সবিস্ময়ে বললো।

—হ্যাঁ, গণমুখ্য। তবে এই পারস্পরিক বিরোধ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয়নি। মহামতি ভীষ্ম দ্রোণাচার্যের অনুরোধে জানালেন, জ্যোতিষ মতে নাকি ত্রয়োদশ বৎসর সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, পাঁচ মাস, ছয় দিনের অধিক সময় এখন চলছে। অতএব নপুংসকবেশে অর্জুনের আত্মপ্রকাশ মোটেই গর্হিত বিষয় নয়। শাস্তিযোগ্য অপরাধ তো নয়ই। বিকর্ণ অধোমুখ হয়ে থেমে গেলেন।

ঊর্ণনাভ হাসতে হাসতে বললো, এরপরে আর অবশিষ্ট থাকলো যুদ্ধ। রাজন্, আমি কি সঠিক বলেছি?

ম্লান হেসে বিকর্ণ বললেন, যুদ্ধ। হ্যাঁ, তুমুল সংগ্রাম। ভীষ্ম ব্যূহ রচনা করলেন, অগ্রজ ও কর্ণ কুরুসেনা নিয়ে উত্তরকে আক্রমণ করতে উদ্যত হলেন। এবার তোমাদের স্পষ্ট ভাষায় বলি সেই বৃহন্নলা আর কেউ নন, সত্যই অর্জুন। তিনি সমরস্থলে এসে আত্মপরিচয় দিলেন উচ্চনাদে। তারপর তিনি শঙ্খধ্বনি করলেন। এরপর গাণ্ডীবটঙ্কারে দশদিক কম্পিত করে প্রয়োগ করলেন শরজাল।

বৃকস্থলবাসীরা স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে জয়শালী অর্জুনের জয়ধ্বনি করে উঠলো। বিবস্বানের বিস্ময়ের অবধি রইল না। যাঁরা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের শাসনাধীন, তাঁরা পাণ্ডবদের জয়ধ্বনি করছেন! একি তাঁর পিতামহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, নাকি অবিচার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ! বিবস্বানের জিজ্ঞাসু ও প্রশ্নার্ত মুখ দেখে শূলধর অন্যদের বললো, রাজনের বক্তব্য এখনও শেষ হয়নি, তোমরা তার আগেই কেন অভব্যতা শুরু করলে!

বিকর্ণ হাত তুলে শূলধরকে আশ্বস্ত করে বললেন, ওদের কোনও দোষ নেই গণমুখ্য। আমি জানি, এ হল মানুষের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ।... রণক্ষেত্রে সপুত্র আমি ও অনুজ চিত্রসেন কর্ণকে সাহায্য করছিলাম। তৃতীয় পার্থ প্রথমে পরাজিত করলেন চিত্রসেনকে। তারপর কঠিন ছিলাযুক্ত শরাসন প্রয়োগ করে আমাকে ভূতলে পাতিত করলেন। আমার ধ্বজ তাঁর শরনিক্ষেপে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। আমি পুনরায় ধনঞ্জয়ের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হচ্ছিলাম। কিন্তু সেই মুহূর্তে বিবস্বানের কথা ভেবে আমাকে পলায়নের সিদ্ধান্ত নিতে হলো। বিবস্বানের জীবনের এই শুরু। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার অনেক কিছুই এখনও তার অনায়ত্ত। ওর প্রাণ রক্ষা করা আমার কর্তব্য। আমাদের পাপের ও কেন দোষভাগী হবে!

পিতার এই প্রেমময় অথচ করুণ বাক্য শুনে বিবস্বান্ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে বৃকস্থলবাসীরা তাদের আগমনের উদ্দেশ্য ভুলে গিয়ে অতিথি সদন ছেড়ে চলে গেল বিকর্ণকে নিঃশব্দে অভিবাদন জানিয়ে। কেবল শূলধর বিকর্ণের পদতলে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, সময় আমাদের চালনা করছে।

BanglaBook.org

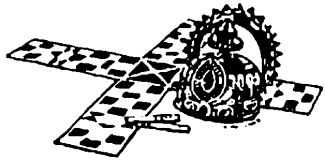

সপ্তম অধ্যায়

পুরুষোত্তম কৃষ্ণকে এমন মর্মাহত, এমন বিষাদগ্রস্ত, এমন অশান্তচিত্ত অবস্থায় কেউ কখনও দেখেনি।

দৌত্যকার্যে ব্যর্থ হয়ে দেবকীনন্দন কুরুসভা ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। তাঁর ডান পাশে বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকি, বাঁ পাশে হার্দিক্য। দুহাতে তাঁদের হাত ধরে আছেন বাসুদেব। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, যুযুৎসু প্রমুখ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাঁর অনুগমন করছেন। সকলেই স্তব্ধবাক্। কৃষ্ণের সারথি দারুক তাঁর প্রভুর শ্বেতবর্ণ বৃহৎ রথটি নিয়ে কৌরবসভার প্রধান তোরণের সামনে অপেক্ষমাণ।

জনার্দন চলেছেন ধীর পদক্ষেপে। নিঃশব্দে এবং অবনত মুখে কিছু দূর গিয়ে তিনি থমকে দাঁড়ালেন। অনুগমনকারী জনতার ভিতর থেকে বিকর্ণকে খুঁজে নিয়ে হৃষীকেশ তাঁকে বললেন, বিকর্ণ, তোমার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেল। পরিশেষে সেই যুদ্ধ! আমি দুর্যোধনকে নিবৃত্ত করতে পারলাম না। এই অকৃতকার্যতার জ্বালা যে-কতদূর, তা তোমাকে কি করে বোঝাই!

নীল অতসীফুলের মতো কান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের পীতবসন স্পর্শ করে বিকর্ণ কুণ্ঠিত স্বরে বললেন, আপনি সাধ্যের অতীত চেষ্টা করেছেন। আমার আর কিছু বলার নেই। এ সবই ভবিতব্য। আপনি তা বিশেষভাবে জানেন। অনুগ্রহ করে ব্যথিত হবেন না। স্বপ্নদ্রষ্টারা চিরকালই স্বপ্ন দেখে যায়। তাদের সব স্বপ্ন কি আর বাস্তবায়িত হয়! আমার চেয়েও অধিক যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার।

—তুমি ঠিকই বলেছ। পুণ্ডরীকাক্ষের মুখ তোমার বক্তব্যের সমর্থন জানাচ্ছে। যুযুৎসু শান্ত কণ্ঠে বিকর্ণকে বললেন। যুযুৎসুও বিকর্ণের মতো যুদ্ধ চাননি। যুদ্ধ তাঁর কাছে নিতান্ত অনভিপ্রেত। তিনিও কামনা করেছিলেন, জ্যেষ্ঠভ্রাতা সন্ধিস্থাপন করুন।

দ্বারকাধীশ এবার হাসলেন। কিন্তু সে হাসিতে দ্যুতি নেই, প্রাণহীন মলিন হাস্য। অথচ কৃষ্ণ স্বভাবত পরিহাসপ্রিয়। যে-গুরুতর কার্যভার নিয়ে তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দূত হয়ে হস্তিনানগরে এসেছিলেন, তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করার চেষ্টায় তাঁর কোনও ত্রুটি ছিল না। দুর্যোধন বহুভাবে তাঁকে অপমান করেছেন, কটু বাক্য নিক্ষেপ করে উত্তেজিত করতে প্রয়াসী হয়েছেন, এমন কি দেবকীনন্দনকে বন্দী করার পরিকল্পনাও সুযোধনের মাথায় ছিল। এত দুরাগ্রহ সত্ত্বেও কৃষ্ণ কখনও তাঁর চারিত্র্যমাধুর্য হারিয়ে ফেলেননি। সহাস্যে, সপ্রেমে, সব্যক্তিত্বে দৌত্যকার্য সম্পাদন করে গেছেন। অযথা গাম্ভীর্য ধারণ করে হাস্যরসকে বিদায় জানাননি।

BanglaBook.org

অথচ আজ তাঁর স্মিতহাস্য আঘাতে-প্রত্যাঘাতে-ব্যর্থতায় ম্লানতর। বাসুদেব ধীর কণ্ঠে সমবেত রাজপুরুষদের উদ্দেশে বললেন, আপনারা সব কিছুই প্রত্যক্ষ করেছেন, দুর্যোধনের ক্রোধ-লোভ-হিংসা, অব্যবস্থিতচিত্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রশাসনের অক্ষমতা ইত্যাদি সব কিছু। সন্ধি সংস্থাপনে আমি বহু যত্ন করেছিলাম। কিন্তু আমার সব প্রচেষ্টা আজ অসফল। আমি আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনারা আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন।

বিকর্ণ এগিয়ে এসে পাদস্পর্শ করে কৃষ্ণকে প্রণাম জানালেন। উপস্থিত অন্যান্য ধার্তরাষ্ট্ররাও বিকর্ণের অনুসরণ করলেন। সজল চক্ষে বিকর্ণের পিঠে কম্পিত হাত রেখে মধুসূদন বললেন, তোমাদের মঙ্গল হোক। দুর্যোধনের অনুগত সকলেরই শেষদশার সূচনা হল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, যাঁরা তাঁর অনুসারী নন, তাঁরাও পাপাগ্নির আগ্রাসন থেকে বাঁচতে পারবে না। বিকর্ণ আমার আর কিছু করার নেই। দারুক, রথ প্রস্তুত ?

—হ্যাঁ, মহারাজ। রথের বায়ুবেগগামী অশ্বসমুদয় আপনার প্রতীক্ষায় অধীর। কিঙ্কণীমাল্য কাঁপিয়ে সুশিক্ষিত তুরগরা মধুর শব্দ করছে। দারুক বললো।

হার্দিক্য ও সাত্যকির হাত ছেড়ে ক্ষিপ্রপদে এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ ব্যাঘ্রচর্মাবৃত রথাসনে উপবেশন করলেন। স্যন্দনদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে রথ চালনা করলেন দারুক।

হস্তিনাপুরবাসীরা সাশ্রুনয়নে দেখল, প্রশস্ত রাজমার্গ দিয়ে বাসুদেবের রথ তাঁর পিতৃষ্বসা কুন্তীর গৃহের অভিমুখে চলে যাচ্ছে।

রেবতী নক্ষত্রযুক্ত কার্তিক মাসের পঞ্চম দিনে, মৈত্রমুহূর্তে কৃষ্ণ বিরাটরাজ্যের উপপ্লব্য নগর থেকে হস্তিনাপুরের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলেন। সেই শুভযাত্রার আজ পরিসমাপ্তি ঘটল।

বিকর্ণ লক্ষ্য করেননি, তাঁর পিছনে অপরাজিত দাঁড়িয়েছিল। তিনি মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস ফেলে যখন নিজরথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, সেই সময় অপরাজিত তাঁর পিঠে হাত রেখে বললেন, তাত, তুমি কি দেখছো, জনার্দনের রথে চক্র, গদা, তূণীর, শক্তি, শতঘ্নী প্রভৃতি আয়ুধ রাখা ছিল ! দৌত্যকার্যে আসছেন জেনেও কেন তিনি শস্ত্রসম্ভার নিয়ে এসেছিলেন ?

ভ্রাতার চক্ষুদ্বয়ের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে বিকর্ণ বোঝার চেষ্টা করলেন, অপরাজিতের প্রশ্ন সরল না কূট ! তাঁর মনে হল, অনুজের জিজ্ঞাসায় কোনও অসৎ অভিপ্রায় নেই। বিকর্ণ শোকাভিভূত স্বরে বললেন, বাসুদেব আমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু আমরা তাঁর বিশ্বাসভাজন হতে পারিনি। হস্তিনানগরে আগমনের সময়ে তিনি নিশ্চিত শঙ্কিত হয়েছিলেন এই ভেবে যে, আমরা তাঁর ক্ষতিসাধন করতে পারি। তাঁর মতো মহাত্মা, কৌরবদের বিশ্বাস করতে পারছেন না, এর চেয়ে নিন্দনীয় আর কী হতে পারে !

লজ্জিত হয়ে অপরাজিত মাথা নিচু করলেন। বিকর্ণ বললেন, তুমি আর কিছু জানতে চাও ? আমি আর এখানে এক মুহূর্ত থাকব না। গৃহে গমন করব।

অপরাজিত কিছু বলার আগেই বিকর্ণ প্রলম্বিত পদক্ষেপে রথশালার দিকে চলে

BanglaBook.org

গেলেন।

ইদানীং দেবাঙ্গনা একটিমাত্র চিন্তায় প্রায়ই বিভোর থাকেন। একমাত্র পুত্র বিবস্বানের বিবাহ কবে সুসম্পন্ন হবে—এই ভাবনায় তিনি মাঝেমাঝেই মগ্ন হয়ে যান। পূর্ণ যৌবনপ্রাপ্ত পুত্রের জন্য একটি সর্বাঙ্গসুন্দরী পাত্রীর সন্ধানে আছেন তিনি। কোনও কোনও ভ্রাম্যমাণ বিপ্রধ্রুবকে তিনি সর্বলক্ষণযুক্ত কন্যার সন্ধান দেওয়ার জন্য বলেও রেখেছেন। পুত্রবধূরূপে তিনি যে-কোনও রাজকন্যাকেই গৃহে বরণ করতে ইচ্ছুক। তবে সমমর্যাদাসম্পন্ন অভিজাত পরিবার থেকে কোনও ঋতুমতী কুমারীকে নিয়ে আসতেও দেবাঙ্গনার আপত্তি নেই। কেন না শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'যয়োরেব সমং বিত্তং যয়োরেব সমং শ্রুতম্।/তয়োর্বিবাহঃ সখ্যঞ্চ নতু পুষ্টবিপুষ্টয়োঃ ॥' —যাদের আর্থিক অবস্থা এবং শিক্ষা-দীক্ষা সমান, তাদের মধ্যে পরস্পর বিবাহাদি সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব স্থাপন করা শ্রেয়। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে আদান-প্রদানের ফল ভাল হয় না।

দেবাঙ্গনার বিশেষ ইচ্ছা, পুত্রের বিবাহ অত্যন্ত সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হবে। মাঙ্গলিক শঙ্খবাদন, তূর্যনিনাদ ও আনন্দ কোলাহলে সেই বিবাহবাসর মুখরিত হয়ে উঠবে। আত্মীয়-অনাত্মীয়, জাতিধর্ম নির্বিশেষে স্ত্রীপুরুষের গমনাগমনে এবং 'দীয়তাং ভোজ্যতাং' শব্দে বিবাহগৃহটি এক মুহূর্তের জন্যও মৌনী থাকবে না। নবদম্পতি যখন পরস্পরের পাণিগ্রহণ করে অগ্নিপ্রদক্ষিণ করবে, তখন দেবাঙ্গনা আনন্দে অধীর হয়ে যাবেন।

স্বপ্নে অথবা কল্পনায় বিবস্বানের বিবাহবাসরের যে খণ্ড খণ্ড চলচ্ছবি দেবাঙ্গনা দেখতে পান, তার কথা প্রায়ই শাল্মলীকে তিনি বলেন। শাল্মলী মুখ লুকিয়ে হাসে। পরিহাস করে। কখনও বা গম্ভীর স্বরে বলে, মা, আপনিই একা কেবল ভেবে মরছেন। পুত্রের পিতাকে তো দেখে মনে হয়, তিনি এ বিষয়ে কোনও কিছুই ভাবছেন না!

একটু রূঢ় শোনালেও শাল্মলীর মন্তব্যের সত্যতা দেবাঙ্গনা স্বীকার করে নেয়। সত্যই আর্য এখনও পর্যন্ত বিবস্বানের বিবাহ প্রসঙ্গে কোনও গভীর আলোচনা করেননি। তিনি সব সময়ই অন্য বিষয়ে চিন্তিত, ব্যথিত অথবা বিমর্ষ। অথচ দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে। বিবাহযোগ্য পুত্র এখন যদি অকস্মাৎ গান্ধর্ববিবাহ করে ফেলে অথবা অতিনিন্দনীয় পৈশাচ বিবাহে লিপ্ত হয়, তখন তো কপালে করাঘাত করা ছাড়া আর কোনও পথ থাকবে না।

পঞ্চপাণ্ডবের দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত বনবাসের দিনগুলো ভালয়-মন্দয় মিশিয়ে যেভাবে হোক অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সমূহ গোলযোগের সূচনা হয়েছে তাঁদের ত্রয়োদশ বর্ষের অজ্ঞাতবাসের সময় থেকে। পুত্রকে নিয়ে বিরাটরাজের গোধন অপহরণকার্যে গিয়ে বিফল হয়ে প্রত্যাবর্তন করার পর থেকে আর্য যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। তাঁর মধ্যে যেন এক বিরাট রূপান্তর ঘটে গেছে। আজকাল সবসময়েই তিনি ভাববৈলক্ষণ্যে আক্রান্ত। ভাল করে কথা বলেন না, আহার্য গ্রহণ করেন না, নিদ্রাল্পতার জন্য অধিক রাত্রের আগে শয্যাগৃহে প্রবেশ করেন না।

BanglaBook.org

তাঁকে দেখে দেবাঙ্গনা এখন ভয় পান। বিবস্বানের বিবাহপ্রসঙ্গ তো দূরের কথা, প্রণয় সম্ভাষণ করতেও দেবাঙ্গনার বুক কেঁপে ওঠে। কবে যে এই অসহ্য অবস্থা থেকে তাঁর মুক্তি ঘটবে, কে জানে!

সম্প্রতি পাণ্ডবদের দূত হয়ে হস্তিনানগরে এসেছেন দ্বারকাধীশ কৃষ্ণ। দেবাঙ্গনা দুই দিন সেই বৃষ্ণিবংশাবতংসকে দর্শন করেছেন। প্রথম দিন শ্বশুরপিতা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে কৌরবেয় বরনারীরা প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে অনবগুণ্ঠিতা হয়ে হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট কৃষ্ণকে বরণ করেছেন। দ্বিতীয় দিন কৌরবসভায় কৃষ্ণের গমনকালে নির্দিষ্ট গৃহবেদিকার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হয়ে পুরকামিনীরা তাঁকে বন্দনা করেছেন শঙ্খধ্বনি ও স্তুতিবচনে। জনার্দন-সন্দর্শনের অপরূপ স্মৃতি দেবাঙ্গনা আমৃত্যু স্মরণে রাখবেন।

বাসুদেবের সন্ধিপ্রস্তাব ফলপ্রসূ হয়েছে কিনা দেবাঙ্গনা এখনও জানতে পারেননি। কৌরবসভার সন্নিহিত স্থানে শাল্মলীকে পাঠিয়ে তিনি সংবাদ নেবেন, এও আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। কেন না, সম্প্রতি শ্বশুরের একটি অশিষ্ট আদেশ শাল্মলীকে বিব্রত করে তুলেছিল। কৃষ্ণের প্রীতিসাধনের জন্য এবং বিবিধ উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে প্রলোভিত করার মানসে ধৃতরাষ্ট্র যে-সমস্ত দ্রব্য-উপচার দেবেন বলে স্থির করেছিলেন, তার মধ্যে একটি হল অজাতাপত্য শত দাসী প্রদান। যে-দাসীদের এখনও কোনও সন্তান হয়নি, তাদের মধ্যে শাল্মলীও একজন। স্বভাবতই তাকে রাজাদেশ বলে উপঢৌকন রূপে যেতে হয়েছিল। কিন্তু মহাত্মা বাসুদেবকে সহস্র প্রণাম, তিনি মহারাজের এই সমস্ত কপট অর্ঘ্যের দিকে ভুলেও দৃষ্টিপাত করেননি। যেমন তিনি দুঃশাসনের প্রাসাদ 'রুচিরা'য় বাস করতে অসম্মত হয়েছেন, প্রত্যাখ্যান করেছেন দুর্যোধনের আতিথ্য ও ভোজনের নিমন্ত্রণ। শাল্মলী মুক্ত হয়ে আবার দেবাঙ্গনার কাছে চলে এসেছে। এদিকে বিবস্বান্ ও উদ্বহ আর্যের সঙ্গে কৌরব সভায় আছে। আর্য প্রত্যাবর্তন না-করলে তারাও আসবে না।

কিছুক্ষণ আগে রাজবর্ত্ম দিয়ে তিনজন দৌবারিক অন্যত্র যাচ্ছিল। গবাক্ষ পথে দেবাঙ্গনা দেখেছেন তাদের মধ্যে একজন উচ্চকণ্ঠে বলছিল, এই হচ্ছে রাজার বেটা রাজা। দেখেছিস, দুর্যোধন কেমন দীপ্ততেজে গোবিন্দকে বললেন, সংগ্রামের শরশয্যায় শয়ন করা ক্ষত্রিয়দের প্রধান ধর্ম। কেশব, জেনে রাখো, সুতীক্ষ্ণ সূচের অগ্রভাগে যেটুকু ভূমি বিদ্ধ করা যায়, সেটুকুও আমি পাণ্ডবদের দেবো না। 'যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্য বিধ্যেদগ্রেণ কেশব। / তাবদস্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥' ওঃ, এইপর্যন্ত শুনেই তো আমার মলত্যাগের বেগ এসে গেলো। আমি আর দাঁড়াতে পারিনি বাপু।

অন্য আর একজন দৌবারিক তখন হাসতে হাসতে বলেছিল, কদিন ধরে তুই যা চর্ব-চূষ্য খাচ্ছিস! তোর নিশ্চিত উদরাময় হয়েছে।

তৃতীয় দৌবারিক হয়ত অন্য চিন্তা করছিল। সে এদের আলাপে কোনও সমুচিত বাক্য সংযোজন না-করে বলেছে, কী হবে বলতো! দুর্যোধনের যা মতিগতি, তাতে তো মনে হচ্ছে, কৃষ্ণের সন্ধিপ্রস্তাব শেষ পর্যন্ত ধুলোয় গড়াগড়ি

BanglaBook.org

যাবে। তাই যদি হয়, তখন সেই সাজসাজ রব। আত্মীয়-পরিজন ফেলে চলো যুদ্ধে। পাণ্ডবরা কি অত সহজে ছেড়ে দেবেন !

মন্দগতিতে হাঁটতে হাঁটতে তিন দৌবারিক বালার্ক থেকে আরও দূরে চলে গিয়েছিল। ওদের কথা আর শোনা যায়নি। কিন্তু দেবাঙ্গনা যে-টুকু শুনেছেন, তাতে এটুকু স্পষ্ট যে, ভ্রাতৃশ্বশুর দুর্যোধনের অনমনীয় মনোভাবের কাছে পাণ্ডব-কৌরব উভয়ের পরম সুহৃদ হৃষীকেশের শুভসঙ্কল্প কোনও আবেদনই সৃষ্টি করতে পারেনি। এবার আর একটি পর্বই কেবল বাকি আছে। দেবাঙ্গনার হৃদয় কেঁপে উঠলো। আর্য ও বিবস্বানের জন্য তিনি অধীর হয়ে উঠলেন। কক্ষের বাইরে এসে তিনি ডাকলেন, সৌবীরী, সৌবীরী !

কেউ সাড়া দিল না। শাল্মলী কি গৃহে নেই ! প্রবল অস্বস্তির মধ্য দেবাঙ্গনার মনে পড়ল, দ্বিপ্রহরে দুর্যোধন-তনয় লক্ষ্মণের গৃহে শাল্মলীকে তিনি প্রেরণ করেছেন। লক্ষ্মণের রূপবতী তরুণী ভার্যা কৌমারিকা এখন সন্তানসম্ভবা। সে বিবিংশতির পত্নী সহজন্যার কাছে রোহিত মৎস্যের নিষ্কাথ এবং দেবাঙ্গনার কাছে সুগন্ধি কৃশরান্ন ও অম্লোদক খেতে চেয়েছিল। রন্ধন পটীয়সী দেবাঙ্গনা কৌমারিকার কাঙ্ক্ষিত আহার্য বস্তুদ্বয় পাঠিয়েছেন শাল্মলীকে দিয়ে। কিন্তু সে তো অনেকক্ষণ আগে ? শাল্মলী এখনও আসছে না কেন ?

প্রধান দ্বার উন্মোচনের শব্দ হল। ওই হয়ত শাল্মলী দূরবর্তী লক্ষ্মণের গৃহ থেকে প্রত্যাগমন করল। দেবাঙ্গনা একবার ভাবলেন, বাতায়নের সামনে গিয়ে দেখবেন, শাল্মলীর আগমন। কিন্তু দুশ্চিন্তাজাত আলস্য ও ক্লান্তি তাঁকে আসনে বসিয়ে রাখল।

—ভদ্রা ! কক্ষের দ্বারে মৃদু করাঘাত করে পত্নীকে আহ্বান করলেন বিকর্ণ।

চমকে উঠে দেবাঙ্গনা দ্রুত পায়ে এসে দ্বার খুলে দিলেন। পরম স্বস্তিতে প্রগাঢ় স্বরে বললেন, আর্য, তুমি এসেছো !

বিকর্ণ কোনও শব্দ উচ্চারণ করলেন না। চোখের ইঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ, আমি এসেছি। এরপর ক্লান্ত-শ্রান্ত শরীরে আপন আসনে বসে বিকর্ণ চক্ষু মুদিত করে বললেন, আর্যা, তোমার আশা এজন্মের মতো অপূর্ণ থেকে গেল। বিবস্বানের বিবাহ হওয়ার সম্ভাবনা এখন সুদূর পরাহত। আমাদের একমাত্র পুত্রকে হয়ত চিরকুমার হয়ে থাকতে হবে শান্তনুনন্দন মহামতি ভীষ্মের মতো। অবশ্য সে যদি জীবিত থাকে।

ভয়ে-ত্রাসে চমকে উঠে দেবাঙ্গনা আর্তরব করে উঠলেন। তাঁর ওষ্ঠাধর কাঁপছে। তিনি কোনও কথা বলতে পারছেন না। আর্য কি করে তাঁর মনোভাব জানতে পারলেন ! তিনি তো কখনও পুত্রের বিবাহ ব্যাপারে আপন মনোভাব তেমনভাবে ব্যক্ত করেননি ! তার চেয়েও গুরুতর বিষয়, আর্য কেন বলছেন, বিবস্বান্ যদি জীবিত থাকে ! এ কথার অর্থ কি ?

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে দেবাঙ্গনা কোনওক্রমে বললেন, আর্য, কেন তুমি এমন অশুভ বাক্য উচ্চারণ করছ ! আমার মাতৃহৃদয় আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে উঠেছে। অকল্যাণের আশঙ্কায় হিম হয়ে আসছে বুকের রক্ত।

BanglaBook.org

বিকর্ণ আজ অদ্ভুত সমাহিত। শ্মশান থেকে প্রত্যাগমন করার পর শবযাত্রীদের মুখশ্রী যেমন শান্ত, নির্বিঘ্ন, অন্তর্মুখী মনে হয়, আর্যকে দেখে তেমনই বোধ হচ্ছে দেবাঙ্গনার। বিকর্ণ চোখ খুললেন, দুহাতে মুখ ঘষে বললেন, চিরপ্রণম্য কৃষ্ণ শূন্য হাতে উপপ্লব্যনগরে চলে যাচ্ছেন। তাঁর সন্ধিপ্রস্তাব কার্যত বিফল হয়ে গিয়েছে। এবার মহারণ অনিবার্য। যুদ্ধের পশ্চাতে আসবে মৃত্যু, মৃত্যুর পশ্চাতে ধ্বংস, ধ্বংসের পশ্চাতে নিশ্চিহ্ন অবলুপ্তি। যুদ্ধ হবেই। তখন কি তুমি বিবস্ত্রাকে তোমার বস্ত্রাঞ্চলের তলায় লুকিয়ে রাখতে পারবে!

—সে কী! দেবাঙ্গনা অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বললেন, আর্য, আমি যে অনেক আশা করেছিলাম, বাসুদেবের আগমনে সর্বত্র শান্তি সঞ্চারিত হবে! তোমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার কাছে জ্যেষ্ঠভ্রাতৃশ্বশুর পরাভব স্বীকার করে নেবেন! কিন্তু একী হলো!

—ওই একটিমাত্র অহঙ্কারী, দাম্ভিক, লোভী, অসহিষ্ণুস্বভাব মানুষের জন্য একটু একটু করে সব আলো নিবে আসছে। দুর্যোধন যদি পিতৃসম জ্যেষ্ঠভ্রাতা না-হতেন, তাহলে আমি ওই মানুষটিকে হত্যা করতাম। বিকর্ণ ক্রোধ প্রকাশ করলেন না, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বর বজ্রনির্ঘোষের মতো শোনালো।

—তোমরা সকলে মিলে তাঁকে বন্দী করলে না কেন?

—পুণ্ডরীকাক্ষ মাধবও পিতাকে সবশেষে এই মন্ত্রণা দিয়েছিলেন। দুর্যোধনের মদমত্ততা আর সহ্য করতে না-পেরে পিতাকে তিনি বলেছেন, মহারাজ, আপনি আপনার এই দুরাচারী পুত্র দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করে অথবা অবরুদ্ধ করে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করুন। যুদ্ধ মহাক্ষয়ের হেতু। পাণ্ডবরা অথবা কৌরবরা সংগ্রামে নিহত হলে আপনি কি সুখী হবেন?

দেবাঙ্গনা লক্ষ্য করলেন আর্য আজ যন্ত্রণামথিত হৃদয়ে অগ্রজের নাম ধরে ক্ষোভ জ্ঞাপন করছেন। একটু ইতস্তত করে দেবাঙ্গনা জিজ্ঞাসা করলেন, পিতা কি মহাবাহু জনার্দনের এই হিত পরামর্শকে উপেক্ষা করেছেন, না কি

—তুমি তো পিতার দুর্বল চরিত্র সম্পর্কে জানো। তিনি স্পষ্টতই নিজের অসামর্থ্য প্রকাশ করে কৃষ্ণকে বললেন, কেশব, তোমার বাক্য সুখকর, কিন্তু আমি নিরুপায়। দুর্যোধন যেখানে তার তেজস্বিনী মায়ের কথা শোনে না, ধীমান বিদুর ও জিতাত্মা ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রমুখ হিতৈষীদের উপেক্ষা করে, সেখানে আমি তো অতি নগণ্য। তুমি ভাবতে পার, দুর্যোধনের একান্ত অনুগত দুঃশাসন পর্যন্ত আজ সন্ধিস্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে জ্যেষ্ঠাগ্রজকে বলেছেন, তুমি স্বেচ্ছাক্রমে পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধি কর। তা না হলে, সবাই মিলিতভাবে তোমার ওপর বলপ্রয়োগ করবেন। সেটা কি ভালো হবে!

—তিনি শুনলেন না!

—না। বরং দুঃশাসনের কথা শুনে তিনি ক্রোধ বর্ষণ করতে করতে সভা ছেড়ে চলে গেলেন। বাসুদেবকেই যিনি ধর্তব্যের মধ্যে আনেননি, সেখানে অনুগৃহীত দুঃশাসন তাঁর কাছে একেবারেই মূল্যহীন। হৃষীকেশ অগ্রজকে বহুভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, তিনি বারংবার বলেছেন, দুর্যোধন তুমি সদ্বংশজাত ও সদ্‌গুণে অলঙ্কৃত। অতএব সন্ধিস্থাপন করাই তোমার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

BanglaBook.org

তোমার পিতা ও অন্যান্য জ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞাতি ও মিত্রদেরও অভিপ্রায়, সন্ধি সংস্থাপন হোক। তুমি এর অন্যথা ক'রো না। ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবেরা তোমার প্রকৃত বন্ধু। তাদের বঞ্চিত ক'রো না। দুর্যোধন, তুমি যুদ্ধাভিলাষ ত্যাগ করে পাণ্ডবদের প্রাপ্য পৈতৃক রাজ্যাংশ দিয়ে দাও। মনে রেখো, পাণ্ডবেরা অজেয়। কী সুর, কী অসুর, কী মানুষ, কী গন্ধর্ব—কেউই তাদের পরাজিত করতে পারবে না। তোমার অজ্ঞানতার জন্য যেন কৌরব কুল উচ্ছন্নে না যায়।

—আর্য, যিনি এরূপ হিতবাক্য বলেছেন, যিনি সত্যিই কৌরবদের হিতাকাঙ্ক্ষী, সেই পুরুষোত্তমকে পুনরায় দেখতে, প্রণাম করতে ইচ্ছা করছে। দেবাঙ্গনা যুক্ত-করে বললেন।

—দুর্যোধন এক মুহূর্তের জন্যও কৃষ্ণের মধুর বচনে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেননি। বরং উগ্রভাবে বলেছেন, পাণ্ডবদের প্রতি পক্ষপাতবশত আপনি আমাদের নিন্দা করছেন। শুনুন, আমি এমন কোনও ক্ষত্রিয়কে আমার সামনে দেখতে পাচ্ছি না, যিনি যুদ্ধে আমাদের পরাজিত করতে পারেন। আপনি তো জানেন, মতঙ্গ মুনি বলেছেন, উদ্যমী পুরুষের কখনও নত হওয়া উচিত নয়। বরং অসময়ে ভগ্ন হবে, কিন্তু কোনওক্রমে নত হবে না। আমি যতক্ষণ জীবিত আছি, ততক্ষণ পাণ্ডবরা রাজ্যের অর্ধাংশও পাবে না। এমন কি ...

—এমন কি, পাণ্ডবদের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমি দিতেও আমি অনিচ্ছুক। দেবাঙ্গনা এক নিশ্বাসে বললেন।

—কল্যাণী, তুমি কি করে দুর্যোধনের এই দম্ভোক্তির কথা জানলে!

অবনত মুখে দেবাঙ্গনা ইতিপূর্বে শ্রুত তিন দৌবারিকের সেই কথোপকথনের বিষয় উল্লেখ করলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বিকর্ণ পুনরায় বললেন, নানাভাবে প্ররোচিত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণ বহুক্ষণ ক্রোধসংবরণ করেছিলেন। কিন্তু দুর্যোধনের ওই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত শুনে ব্যঙ্গহাস্য করে রক্তবর্ণলোচনে বলেছেন, দুর্যোধন, স্থির হও। অচিরেই মহা সংগ্রাম শুরু হবে। তখন তোমাকে ঐশ্বর্যভ্রষ্ট ও নিপাতিত হয়ে প্রদান করতে হবে পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ। সেদিনের আর বেশি দেরি নেই।

—ভ্রাতৃশ্বশুর কি তাঁর অবিবেচক ও অনমনীয় জেদকেই পৌরুষ বলে মনে করছেন? দশার্ণ-রাজপুত্রী দেবাঙ্গনা সক্রোধে বললেন।

—জানি না। আসলে কি জানো, অহঙ্কারী ব্যক্তি চক্ষু আবৃত করে পথ চলে। তার কাছে আলো ও অন্ধকার সমার্থক। শুধু তো পুণ্ডরীকাক্ষ নন, তাঁর সঙ্গে কৌরব সভায় যে সকল তপস্বী ঋষি বসেছিলেন, যেমন মহর্ষি জামদগ্ন্য, রাজর্ষি কণ্ব প্রমুখ এবং স্বয়ং দেবর্ষি নারদ দুর্যোধনকে শতবাক্যে, শত উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তিনি সেই বহুশ্রুত মহামান্য ঋষিদের অবজ্ঞা প্রদর্শন করে কখনও হেসেছেন, কখনও উরুতে চপেটাঘাত করে কটাক্ষ করেছেন। কখনও বলেছেন, আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই ঘটবে। আপনারা কেন প্রলাপ বকছেন?

—মহর্ষিরা আপনার অগ্রজের এই রূঢ় আচরণ সহ্য করলেন? তাঁরা তাঁকে অভিশাপ দিলেন না কেন? মহর্ষি পরশুরামও চুপ করে ছিলেন? আশ্চর্য!

BanglaBook.org

দেবাঙ্গনা অবাকস্বরে বললেন।

—তোমার মতো আমিও হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলাম। তবে হয়ত পুরুষোত্তম নারায়ণ বলে যিনি সর্বলোকে পূজিত, সেই কৃষ্ণ যেখানে অপরিসীম সংযম রক্ষা করছিলেন, সেখানে ঋষিদের ক্রুদ্ধ হওয়া অনুচিত। তাই তাঁরাও হয়ত সংযমী বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন।

—শ্বশুরপিতা তাঁর জ্যেষ্ঠ আত্মজের এই অভব্যতাকে ক্ষমা করলেন কিভাবে! আমার তো কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

—পিতার কথা আর না-বলাই ভালো। জানো, তিনি নিজের অসামর্থ্য ও অসহায়তাকে প্রকাশ্যে স্বীকার করে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আমাদের দূরদর্শিনী মায়ের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। দুর্যোধনকে শাসন করার জন্য বিদুরকে দিয়ে মাকে সভায় নিয়ে এসেছেন। মা সভায় এসে প্রথমেই পিতাকে ভর্ৎসনা করে বলেছেন, মূর্খ, দুরাত্মা ও লুব্ধের হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করলে যে ফল লাভ হয়, তুমি তাই ভোগ করছ। তারপর কুপথগামী পুত্রকে কঠিন স্বরে বলেছেন, দুর্যোধন, তুমি কামক্রোধের বশীভূত হয়ে ত্রয়োদশ বৎসর পাণ্ডবদের যে-অপকার করেছ, এক্ষুনি তার প্রতিবিধান কর। তোমার দোষে যেন কৌরবরা কালগ্রাসে বিনষ্ট না-হয়। কিন্তু হায়, সর্বজনসমক্ষে আমাদের ব্রতচারিণী মাকে অপমান করে দুর্যোধন আবার সভা ত্যাগ করে চলে যান।

দেবাঙ্গনা একটু চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তো বললে যে, অগ্রজ দুঃশাসনও সন্ধিস্থাপনে ইচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু মাতুলশ্বশুর শকুনি ও অঙ্গরাজ কর্ণের ভূমিকা তখন কেমন ছিল, জানতে ইচ্ছা করছে। তুমি তো প্রায়শই বলো, এঁরাই যত নষ্টের মূল। এঁদের কুমন্ত্রণা ও অহিত প্ররোচনায় তোমার জ্যেষ্ঠাগ্রজের শুভবুদ্ধি আচ্ছাদিত হয়ে গিয়েছে।

গাঢ় বেদনায় ম্লান হেসে বিকর্ণ বললেন, যথাপূর্বং তথাপরং। সভায় দুর্যোধন ও কর্ণ একাসনে বসেছিলেন, মাতুল অনতিদূরে একটি স্বতন্ত্র আসনে উপবিষ্ট হয়ে যুগপৎ অগ্রজকে মন্ত্রণা দিয়েছেন, ঈর্ষাগ্নিতে ইন্ধন যুগিয়েছেন। অথচ দুর্যোধন যদি এঁদের দুজনকে পরিত্যাগ করে নিজ বুদ্ধি ও বোধের উপর আস্থা রাখতেন, তাহলে আজকে অন্য ইতিহাস লেখা হতো। জনার্দনকে এমন ভিক্ষুকের মতো শূন্য হাতে চলে যেতে হতো না।

এতক্ষণ দণ্ডায়মান হয়ে কথা বলছিলেন দেবাঙ্গনা। এবার তিনি কিঞ্চিৎ ক্লান্ত বোধ করে আসন গ্রহণ করলেন। এখন হেমন্ত ঋতু। গ্রীষ্ম ও শীতের সন্ধিলগ্ন। সৌরকালের রুদ্ররূপ ধীরে ধীরে অবসিত হয়ে যাচ্ছে। মৃদু হিমস্পর্শে প্রকৃতি এখন পরমমধুরা। অত্যধিক পরিশ্রম ব্যতীত মানুষ এখন ঘর্মাক্ত হয় না। কার্তিকমাসীয় এই হেমন্ত ঋতু দেবাঙ্গনার হৃদয়ে কোনও আবেদন ও সুখানুভব সৃষ্টি করতে এই মুহূর্তে অক্ষম। তিনি দেখলেন আর্যের প্রাবারবস্ত্র ঘর্মসিক্ত হয়ে গেছে। এক গোপন উত্তেজনায় মৃদু মৃদু কাঁপছে বিকর্ণের বাঁ হাত। তিনি অসুস্থ বোধ করছেন কিনা—একথা জিজ্ঞাসা করার আগেই বিকর্ণ বললেন, দুঃখের বিষয় কি জানো, সন্ধিস্থাপন করার কথা যাঁর, তিনি অনমনীয়, অভগ্ন হয়ে থাকলেন। আর যাঁর

BanglaBook.org

ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার কথা, তিনি সন্ধিপ্রস্তাব প্রেরণ করলেন !

রহস্যের সামান্য আবরণ থাকায় দেবাঙ্গনা বুঝতে পারলেন না। তাঁর জিজ্ঞাসু মুখের দিকে তাকিয়ে বিকর্ণ পুনরায় বললেন, তুমি হয়ত অবগত নও, দৌত্যকার্যে দ্বারকাপতিকে প্রেরণ করবার আগে মহারাজ যুধিষ্ঠির পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের এক পুরোহিতকে সন্ধিপ্রস্তাব দিয়ে আমাদের এখানে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর নিবেদন শুনে পিতা তখনই কোনও সিদ্ধান্ত না-নিয়ে সেই কৃতবিদ্য পুরোহিতকে বলেছেন, আপনার কথা শুনলাম। আমাদের পক্ষে যা শুভকর ও পাণ্ডবদের পক্ষে যা হিতকর, তা অবশ্যই করব। তবে তার আগে পাণ্ডবদের সমীপে আমার দূত সঞ্জয়কে পাঠাব।

—ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির সন্ধি করতে চাইছেন, যুদ্ধের পথে না-গিয়ে সৌভ্রাত্র রক্ষা করতে ইচ্ছুক ইত্যাদি জেনেও তোমাদের বৃদ্ধ পিতা সেই বেদজ্ঞ দ্বিজেন্দ্র ব্রাহ্মণকে কোনও স্থির অভিমত জানালেন না কেন ? দেবাঙ্গনা আশ্চর্যান্বিত হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে বললো।

—তিনি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলেই ! বাচনে ব্যঙ্গের আভাস এনে বিকর্ণ বললেন, আমাদের পিতা সর্বদাই দ্বিধাগ্রস্ত, কুপুত্রবৎসল, পাণ্ডবভয়ে ভীত এবং প্রজ্ঞাচক্ষু হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ অন্ধজনের মতো আচরণকারী। পিতাকে দেখলে আমার এখন মায়া হয়।

—পাঞ্চালরাজ্যবাসী সেই দূতকে কোনও সিদ্ধান্ত না-জানানো এক বিরাট প্রমাদ। আমার ক্ষুদ্র রমণী-বুদ্ধিতে এটাই মনে হচ্ছে।

—তুমি ঠিকই বলেছ, তবে আমরা যারা সন্ধি বিষয়ে আগ্রহী ছিলাম, তারা সঞ্জয়ের প্রেরণে কিছুটা উৎসাহিত হয়েছি। কেননা গবল্‌গণের পুত্র সঞ্জয় মহামন্ত্রী বিদুরের মতো লোকপ্রকৃতিজ্ঞ, আত্মবান্ ও রাজানুরক্ত। তাঁর ওপর আমাদের নির্ভরতা অত্যধিক। পিতার বাণী বহন করে সঞ্জয় শুভদিনে বিরাটনগরে গেলেন। কয়েকদিন পরে সেই কল্যাণভাষী, মধ্যস্থ সঞ্জয় হস্তিনানগরে প্রত্যাবর্তন করলেন এক গভীর রাত্রে। পিতা তখন নিদ্রামগ্ন। তবু তিনি পিতার বহুকক্ষবিশিষ্ট বিশালভবনে গিয়ে বলেছেন, মহারাজ, আমি সঞ্জয়। আপনাকে প্রণাম করি। আমি পাণ্ডবদের কাছ থেকে প্রত্যাগমন করেছি। পিতা সেই মুহূর্তে কেবল পাণ্ডবদের কুশল জিজ্ঞাসা করেছেন মাত্র। মূল বিষয়ে কোনও উৎসাহ দেখাননি। বরং বলেছেন, সঞ্জয়, তুমি এখন আবাসে গিয়ে শয়ন কর। কাল প্রাতে সভাস্থলে একত্র হয়ে তোমার কথা শুনবো। দেখ, আমাদের বৃদ্ধ জন্মদাতা, পুত্রস্নেহে সম্মোহিত, অব্যবস্থিত পিতা এখানে কী ভ্রমাত্মক আচরণ করলেন !

বস্ত্রাঞ্চলে চোখ মুছে দেবাঙ্গনা অস্ফুটস্বরে বললেন, নিয়তি, নিয়তি।

—সত্যই নিয়তি। অথবা পিতার চাতুরি। জানি না, সেদিন কার ভূমিকা প্রবল হয়ে উঠেছিল। যাই হোক, সঞ্জয় সভাস্থলে এসে বললেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির বারংবার অনুনয় প্রকাশ করে দুর্যোধনকে এই কথা বলেছেন, রাজকুমার, তুমি যে নিরপরাধা দ্রুপদনন্দিনীকে সভাস্থলে এনে আত্যন্তিক অবমাননা করেছিলে, তুমি যে আমাদের অজিন পরিয়ে বনে নির্বাসন দিয়ে বহুবিধ ক্লেশ ও দুঃখ দিয়েছ, তার সব

BanglaBook.org

কিছু আমরা ক্ষমা করে দিচ্ছি। দুঃশাসন যে পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করেছিল, তাও আমরা মার্জনা করছি। আমরা চাই পারস্পরিক শান্তি ও প্রীতি। আমরা পৈতৃক রাজ্যের অর্ধাংশও চাই না। কুশস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দী, বারণাবত এবং অন্য কোনও আর একটি গ্রাম আমাদের পঞ্চভ্রাতাকে দিলেই আমরা সন্তুষ্ট হব। দুর্যোধন, আমি সন্ধি ও বিগ্রহ—এর মধ্যে যেটাই উপস্থিত হোক না কেন, তাকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করব। সঞ্জয় আরও বললেন

হাত তুলে দেবাঙ্গনা বললেন, রাজন্, আর আমি শুনতে চাই না দুর্যোধনের প্রতিক্রিয়া ও উত্তর আমার জানা হয়ে গিয়েছে। আর বলতে হবে না। সন্ধিভঙ্গ হওয়াতে সমর যেখানে অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে, সেখানে এইসব বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক তুচ্ছ। দেবাঙ্গনা মুখ নিচু করে কী যেন চিন্তা করলেন। তারপর অকম্পিত কণ্ঠে তিনি বিকর্ণকে জিজ্ঞাসা করলেন, আর্য, এই ক দিনের সভায় তুমি কিছু বলনি! তোমার অনন্য ও একতম চরিত্রের অশনিদ্যুতি কি সভাস্থলে ঝলসে উঠেনি!

কুণ্ঠিত স্বরে বিকর্ণ বললেন, না। আমি নির্বিকার বা নির্লিপ্ত ছিলাম, এমন নয়। আসলে একবারও প্রতিবাদ করার কোনও সুযোগ পাইনি। সভার প্রতিটি মুহূর্ত উপদেশ, অনুনয়, প্রার্থনা, অনুরোধ, ভর্ৎসনা, তিরস্কার, সান্ত্বনা, উপেক্ষা, ভবিষ্যদ্বাণী, উক্তি-প্রত্যুক্তি প্রভৃতিতে আকীর্ণ ছিল। তবে

একটু থেমে আরও কুণ্ঠিত স্বরে অধোমুখে বিকর্ণ বললেন, সভায় বহুবার অন্যান্যদের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারিত হয়েছে। পিতা, জ্যেষ্ঠাগ্রজ, সঞ্জয়, কৃষ্ণ, বিদুর প্রমুখরা কখনও আমাকে শৌর্যশালী অজেয় বীর, কখনও মর্মজ্ঞ, কখনও ধর্মজ্ঞ, কখনও বা জ্ঞানসম্পন্ন সুহৃদ্ বলে উল্লেখ করেছেন।

মুখ দিয়ে তৃপ্তিসূচক শব্দ করে দেবাঙ্গনা বললেন, আর্য, কৌরব সভা তোমার নীরব অস্তিত্বকেও উপেক্ষা করতে পারেনি। যদি দোষাবহ না মনে কর, তাহলে একটা কথা বলতে চাই।

—কী কথা! নিশ্চয়ই বলবে। বিকর্ণ দেবাঙ্গনাকে আশ্বস্ত করলেন, ভদ্রা, তোমারও অধিকার আছে যে-কোনও মতামত জ্ঞাপনে।

—রাজন্, মতামত নয়, আমার একটি অনুমানের কথা বলব। দেখ, তোমরা বলো, দ্বারাবতী-অধিপতি কৃষ্ণ স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার। তিনি পুরুষোত্তম নারায়ণ। অপ্রমেয় পরমাত্মা। 'অচিন্ত্যগতিরীশ্বরঃ'। তিনি সকলের কর্তা, সমস্ত পৌরুষের কারণ। মধুসূদন যা ইচ্ছা করেন, তা বিনা প্রয়াসে সংসাধন করতে পারেন। তা আপনিই সিদ্ধ হয়ে ওঠে। আর্য, যিনি অনাদি অনন্ত পরব্রহ্মস্বরূপ তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে কি উভয়পক্ষের এই কলহ মুহূর্তে প্রশমিত হতো না! সন্ধিস্থাপনের সমস্ত বাধা তিনি কি কাঙ্ক্ষামাত্র নিমেষে দূর করে দিতে পারতেন না! বলো! আমার এই অনুভব, অনুমান কি ভুল!

বিকর্ণ রোমাঞ্চিত হয়ে বললেন, ভদ্রা, আমি এই পরিপ্রেক্ষিতে কখনও ভাবিনি! সত্যই বাসুদেব সর্বইচ্ছাময়। তাঁর কাছে কিছুই অলভ্য নয়। অপ্রতিহত নয়। সকল বস্তুই তিনি সৃষ্টি করেন। সমগ্র জগৎ তাঁর মানসাভিলাষের ছায়ামাত্র।

BanglaBook.org

জানো, আজ তিনি দুর্যোধনকে তাঁর বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছেন। আমরাও বাসুদেবের অনুগ্রহে সেই রূপ দেখে বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছি। যদিও দুর্যোধন গোবিন্দের বিশ্বরূপ প্রকাশকে মায়াকুহক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন।

—এতে আশ্চর্য হবার কি আছে! দেবাঙ্গনা অবজ্ঞাভরে বললেন, একে ভ্রাতৃশ্বশুর নিয়তিবাদী, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান, তার উপর কৃষ্ণ তাঁর বৈবাহিক। আত্মীয়কে কে আর পরমেশ্বর বলে মনে করে! এক্ষেত্রে তোমাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতার কোনও দোষ নেই।

দেবাঙ্গনার এই কথায় কক্ষের পরিবেশ যেন অনেক লঘুভার হয়ে এলো। বিকর্ণ স্বল্প হেসে বললেন, কল্যাণী, তোমার জীবনদর্শন কত স্বচ্ছ, কত সহজ। তোমার চিন্তাশক্তি কত অতলান্ত, কত যুক্তিগ্রাহ্য।

—আর্য, আমার এত প্রশংসা ক'রো না। আমি সামান্যা নারী। সংসার ধর্মকেই আমি শ্রেষ্ঠ বলে জেনেছি, সেই ধর্ম পালন করছি আন্তরিক নিষ্ঠায়। আমাকে নিয়ে তুমি আপ্লুত হয়ে যেও না। এখন বলো, সন্ধিস্থাপন করতে এসে ভগবান কৃষ্ণ তাঁর বিভূতি প্রয়োগ করলেন না কেন? দুর্যোধনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েও তাঁর উদ্দেশ্য সাধিত হয়নি। এটা কি আশ্চর্য ঘটনা নয়!

—তুমিই বলো। বিকর্ণ প্রণয়বাচনে বললেন।

—হয়ত আমি ভ্রমাত্মক বাক্য বলছি, তবু মনে হয়, সন্ধিভঙ্গের ব্যর্থতা বাসুদেবের ইচ্ছাকৃত। তিনি কামনা করছেন, যুদ্ধ হোক। তাঁর এই গোপন আকাঙ্ক্ষার পশ্চাতে একমাত্র কারণ কৃষ্ণপ্রিয়া পাঞ্চালী।

—এ তুমি কী বলছ! বিকর্ণ চমকে উঠলেন।

—আমি হয়ত ঠিকই বলছি। সেই সর্বলক্ষণসম্পন্না নারী তাঁর ভুজগ সদৃশ মুক্তবেণী হাতে নিয়ে দীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর অপেক্ষা করে আছেন। কৌরবদের দ্রৌপদী কোনও দিন ক্ষমা করবেন না। যে-যন্ত্রণা তিনি ভোগ করছেন, তার পাশে শান্তি ও সন্ধির বার্তা তাঁর কাছে একান্ত নিরর্থক। নারীরা স্বভাবত প্রতিহিংসাপরায়ণা। কৃষ্ণার ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যত্যয় না-ঘটাই স্বাভাবিক। আমি নিশ্চিত, পাঞ্চালীকে নিরন্তর অশ্রুপাত করতে দেখে, তাঁকে জনার্দন কথা দিয়েছেন এবং এই সংকল্প করেছেন—সন্ধি অকার্যকর হবে ও অচিরাৎ শুরু হবে কুরুকুল বিধ্বংসী যুদ্ধ।

পুনরায় বিষণ্ণতায় আক্রান্ত হলেন বিকর্ণ। দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্বারের দিকে তাকিয়ে অন্য মনে বললেন, ভদ্রা, তোমার অনুমান হয়ত ঠিক। কেননা, ইতিমধ্যে পাণ্ডবেরা তলে তলে যুদ্ধের উদ্‌যোগ-আয়োজন শুরু করে দিয়েছেন। শত শত যুদ্ধার্থী ও যুদ্ধোন্মুখ রাজন্যবর্গ সমবেত হয়েছেন মৎস্যদেশে। তাঁরা পাণ্ডবদের অনুগামী, তাঁদের হিতৈষী। সেদিন সঞ্জয় পাণ্ডবদের সংগুপ্ত বলসজ্জার বর্ণনা দিতে দিতে মূর্ছিত হয়ে গিয়েছিলেন।

স্থির চক্ষে স্বামীর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেবাঙ্গনা আর্তস্বরে বললেন, আর্য, এবার তুমি কি করবে?

কিঞ্চিৎ বিব্রত হয়ে বিকর্ণ উত্তর দিলেন, যুদ্ধ সমাগত। আমি ক্ষত্রিয়। যুদ্ধে

BanglaBook.org

যাওয়া আমার কর্তব্য। আমার ধর্ম। আমি যুদ্ধে যাব।

—না, তুমি যাবে না। দেবাঙ্গনা অনুনয় কণ্ঠে বললেন, আর্য, চলো, বিবস্বানকে নিয়ে আমরা কোথাও পালিয়ে যাই।

—কোথায় পলায়ন করবে! ভারতবর্ষ এখন দুই শিবিরে বিভক্ত। একদিকে পাণ্ডব, অন্যদিকে কৌরব। নিরপেক্ষ স্থান কোথাও নেই!

—তুমি পাণ্ডব পক্ষে যোগ দাও।

—না, তা হয় না, ভদ্রা। আমি স্বধর্মত্যাগ করতে পারব না।

সহসা সুতীব্র রোদনধ্বনিতে কক্ষ পূর্ণ করে দেবাঙ্গনা বললেন, আর্য, একমাত্র পুত্রকে নিয়ে আমি অনেক স্বপ্ন দেখেছি। পুত্রবধূ, পৌত্র-পৌত্রী নিয়ে এক ভরাট সংসার ও শান্তিনীড়ের স্বপ্ন। তুমি আমার স্বপ্নলোক নষ্ট করে দিও না।

দেবাঙ্গনাকে বাহুপাশে বেঁধে আর্দ্রকণ্ঠে বিকর্ণ বললেন, প্রিয়তমা, আমাদের জীবন এক বিরাট স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। তুমি শোক করো না। শান্ত হও।

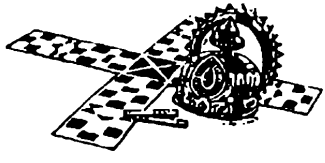

অষ্টম অধ্যায়

বৃষ্ণিরাজ্যের রক্ষয়িতা, অধীশ্বর এবং পুরুষপ্রধান কৃষ্ণের মনোরঞ্জনের জন্য দুর্যোধন এক অতিমানুষী দ্রুততায় এই গৃহ নির্মাণ করিয়েছিলেন। বৃকস্থলের পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত, বিচিত্র ও বহুল রত্নখচিত এই প্রাসাদোপম আবাস এখন প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। সাত্বত বাসুদেব ক্ষণকালের জন্যও স্বার্থগন্ধযুক্ত গৃহটিতে পদার্পণ করেননি। বৃকস্থলবাসীরা প্রথমে নিদারুণ আঘাত পেয়েছিল মাধবের এই নিষ্ঠুর আচরণে। দুর্যোধনের আদেশে তারাও এই আবাস নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিল। ধনিক ও বণিকরা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ ও রত্নসম্ভার দিয়েছে। বৃকস্থলের সম্মান রক্ষার্থে সবাই সে সময় অকৃপণ হয়ে উঠেছিল।

এ হেন একটি তিলোত্তমা প্রাসাদে কৃষ্ণ কেন ভুলেও দৃষ্টিপাত করলেন না—এই আক্ষেপ ও জিজ্ঞাসা বৃকস্থলবাসীরা অনেকদিন হৃদয়ে বহন করেছে। তারপর যখন লোকপরম্পরায় শুনেছে, তাদের মহারাজ ও জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র দূতরূপী বাসুদেবকে কৌশলে বিবিধ দ্রব্যের মাধ্যমে উৎকোচ দিতে চেষ্টা করেছিলেন, তখন তাদের আক্ষেপ ও বেদনা অনেকটা দূর হয়ে গিয়েছিল। গৃহটির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত না-করলেও ভগবান জনার্দন বৃকস্থলে যাপন করেছেন একটি রাত্রি। গ্রামের আর্যকুলীন ব্রাহ্মণ অধিবাসীদের সানুনয় অনুরোধে তাঁদের বাসভবনে গমন করে

BanglaBook.org

ভোজনে করেছেন। রাত্রি অতিবাহিত করেছেন সুখনিদ্রায়। গোধূলি-লগ্নে তিনি এসেছিলেন। বিদায় নিয়েছিলেন পরদিন প্রাতঃকালে, অরুণোদয়ের শুভমুহূর্তে। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদের আতিথ্য গ্রহণ করলেও, বৃকস্থলের অন্যান্য অধিবাসীরাও তাঁর সাহচর্য লাভ করেছিল। সেই কয়েকটি দণ্ড বৃকস্থলবাসীদের কাছে অক্ষয় স্মৃতি হয়ে আছে।

বৃকস্থলের দেহে দুষ্ট ক্ষতের মতো এখনও এই কলুষ গৃহটি থেকে গিয়েছে। শূলধর ভেবেছিল, গ্রামের কৌরব-শাসন-বিরোধী যুবকদের বলবে, তমসার অন্ধকারে গৃহটিকে তোমরা ধূলিসাৎ করে দাও। আমি সব জেনেও না-জানার ভান করব। তোমাদের শাস্তি দেওয়া দূরে থাক, বিষয়টি নিয়ে কোনও প্রসঙ্গই কাউকে উত্থাপন করতে দেব না। নিজের সঙ্গে বহুবার স্নায়ুযুদ্ধ করতে হয়েছে শূলধরকে। শেষ পর্যন্ত সে পিছিয়ে এসেছে। কোনও দিকেই এখন সুসময়ের চিহ্নমাত্র নেই। কোথা থেকে কি যে হয়ে যাবে বলা যায় না। ইতিমধ্যে মহাসংগ্রামের দিনক্ষণ স্থির হয়ে গিয়েছে। অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তম দিবসে, অমাবস্যায় শত্রুদেবতার তিথিতে যুদ্ধ শুরু হবে। আর মাত্র তিনদিন বাকি। কুরুক্ষেত্রে সমবেত হয়েছেন যথাক্রমে একাদশ অক্ষৌহিণী ও সপ্ত অক্ষৌহিণী সৈন্যসহ কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরেন্দ্রবৃন্দ। সেনাসন্নিবেশ ও যুদ্ধসজ্জা প্রায় সমাপ্ত। শূলধর শুনেছে, যুদ্ধের অনতিবিলম্বে পাণ্ডবদের মনোভাব এবং সমরশক্তির পরিমাপ করার জন্য দুর্যোধন অক্ষকিতব শকুনির পুত্র উলূককে পাণ্ডব শিবিরে পাঠিয়েছেন। উলূক প্রত্যাবর্তন করলেই যুদ্ধের অশুভ সূচনা হবে।

বৃকস্থলের যুদ্ধমনস্ক ও সংগ্রামঅভিজ্ঞ বিভিন্ন বয়সী ক্ষত্রিয়রা কেউ কৌরবপক্ষে, কেউ পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করে কুরুক্ষেত্রে চলে গিয়েছে। এমনিতেই বৃকস্থল এখন অল্পাধিক জনশূন্য, তার উপর যুদ্ধ শুরু না-হওয়ায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এবং অন্য বর্ণের মানুষজন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। যুদ্ধ কখনই অবিমিশ্র সুসংবাদ বয়ে আনে না। কখনও জয়ের, কখনও পরাজয়ের, কখনও মৃত্যুর, কখনও জীবনের বার্তা সমরাঙ্গণ থেকে জনপদে ধেয়ে আসে। যুদ্ধ শুরু হবে হবে—এই অবস্থাটা সকলের পক্ষেই অসহনীয়। শুরু হয়ে গেলে অদৃষ্ট ও ভবিতব্যের হাতে নিজের ভাগ্যকে তুলে দিয়ে গ্রামবাসীরা অন্তত কিছুটা মুক্তি পাবে।

পরিত্যক্ত গৃহটির সম্মুখে দাঁড়িয়ে শূলধর ভাবল, ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্যই। তখন আবেগবশত এই কপটাবাসটিকে ধূলিসাৎ করে দিলে ক্ষতিই হত। শূলধরের মনে হলো, যুদ্ধ-প্রত্যাগত, শস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শুশ্রূষার কাজে এই প্রাসাদতুল্য গৃহটিকে ব্যবহার করা যেতে পারে।

মনোরথ বর্তমানে বৃকস্থলে আছে। তার শরীর ইদানীং ভাল যাচ্ছে না। দুঃশাসন তাঁর এই প্রতিকামীকে কয়েকদিনের জন্য অবসর-বিরতি গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। মনোরথের ইচ্ছা, বৃকস্থলের আয়ুর্বেদাচার্য হিরাকে দিয়ে নিজের শারীরিক বৈকল্যের চিকিৎসা করাবে। আজকাল প্রায়ই তার শরীরে জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পায়। একটু সুস্থ হলেই মনোরথ একবার গ্রামে গিয়ে স্ত্রী ও দুই অনূঢ়া কন্যার সঙ্গে দেখা করে আসবে। তারপর চলে যাবে রণাঙ্গন কুরুক্ষেত্রে। তার

BanglaBook.org

মন এবং শরীর কোনওটাই এখন যুদ্ধের অনুকূল নয়। তবু তাকে যেতে হবে। রোগগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তার নিষ্কৃতি নেই।

শূলধরের পত্নী নিজের ভাইকে নিয়ে খুবই চিন্তিত। স্বামীকে সে প্রায়ই বলছে, তুমি রাজপুত্র দুঃশাসনের সঙ্গে দেখা করে মনোরথের অপারগতার কথাটা একবার বলো না! তিনি নিশ্চয়ই তোমার মতো গ্রামপ্রধানের বাক্যের গুরুত্ব দেবেন। মনোরথ অসুস্থ—এটা তো মিথ্যা নয়!

মনোরথ অবশ্য তার অগ্রজার এই সমস্ত অনুনয়-নিবেদনে অহৃষ্ট। বেতনভুক বহু রাজকর্মচারিকে রণস্থলে উপস্থিত থাকতে হয়। আর কিছু না হোক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে। বিপুল সৈন্য ও জনসমাগমে শত্রুপক্ষ ভীত হয়ে ওঠে। এই একই উদ্দেশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে বহুসংখ্যক অকর্মণ্য ও দুর্বল সৈনিক নিয়ে যাওয়া হয়। মনোরথ অবশ্য অন্য যুক্তি দিয়ে শূলধরকে বলেছে, ভগ্নীপতি, আপনি অগ্রজার কথা শুনে আমার প্রভুকে কিছু বলতে যাবেন না যেন! তিনি ভাববেন আমার প্রতিকামীটি একেবারে যুদ্ধভীত। প্রথম দ্যূতসভায় আমার যা দুর্দশা হয়েছিল, সে তো আপনি নিজের চোখেই দেখেছেন। যা হয় হবে, আমি যুদ্ধে যাব। তা ছাড়া, যারা সূতজাতি ভুক্ত তারা ক্ষত্রিয়ের মতনই সাহসী। সূতদের অন্যতম বৃত্তি সারথ্য। আর কে না জানে, সমরে সারথি ও রথ অন্যতম প্রধান স্তম্ভ। তারপর যোদ্ধা ও শস্ত্র। মনোরথ সুযোগ পেলেই নিজের জাতের মহিমাকীর্তন করে।

ক্ষত্রিয় গ্রামবাসীরা সূতজাতদের সঙ্গে পরিণয়-সম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। যেমন হয়েছে, শূলধর নিজে। ক্ষত্রিয়েরা অবশ্য বিবাহের ব্যাপারে বৈশ্যদের মতো সমবর্ণ বিচার করে চলে না।

মনোরথের ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে শূলধর চিন্তিত ঠিকই, তবে তার পত্নীর উদ্বেগ অনেকানেক। প্রয়োজন হলে শ্যালকের জন্য শূলধর কুরুসভায় হয়ত যেত। কিন্তু দুঃশাসনের সঙ্গে সে দেখা করত না কিছুতেই। শূলধর বহুভাবে বিচার করে দেখেছে, এই সমাসন্ন যুদ্ধের জন্য দুর্যোধনের সঙ্গে সমানভাবে দায়ী দুঃশাসন। দ্যূতসভায় সম্মানিতা পাঞ্চালীর কেশাকর্ষণ করে, কুবাক্য প্রয়োগ করে, বস্ত্রহরণের চেষ্টা করে তিনি যে অক্ষমার্হ অপরাধ করেছেন, তারই পরিণতি এই লোকক্ষয়ী, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। যদি সত্যই যেতে হতো, তা হলে শূলধর একজনের সঙ্গেই দেখা করত, তিনি বিকর্ণ। গণমুখ্য তাঁকেই একমাত্র বীর শব্দের উপযুক্ত বলে মনে করে। কৌরব ভাইদের মধ্যে একমাত্র তিনিই হৃদয়বান, সহানুভূতিসম্পন্ন, সমমর্মী ও স্বাধীনচেতা। মানুষের অন্তর্লোকের স্বরূপ একমাত্র তিনিই জানেন।

কুরুক্ষেত্রে সেই মহাবাহু বীরবিক্রম কি করছেন? বিকর্ণের কথা ভেবে শূলধরের মন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। তাঁকে কি রণকৌশল রচনান্তে যথোযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে! শকুনি, কর্ণ, দুঃশাসন, দুর্মুখ প্রমুখ দুর্যোধনের অনুগামীরা বিকর্ণকে ভাল চোখে দেখে না। হয়ত বিশ্বাসঘাতক, স্বধর্ম হন্তারক কিংবা কৃতঘ্নরূপে তাঁরা বিকর্ণকে সংগোপনে চিহ্নিত করে রেখেছে। সুযোগ পেলেই হয়ত প্রবল ঘৃণায় তাঁকে নিগৃহীত করবে অথবা তাঁর প্রাণসংহার করে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরটিকে স্তব্ধ করে দেবে। নিয়তির এমনই অলঙ্ঘনীয় বিধান, এই অনিবার্য যুদ্ধোদ্যোগে কোনও

BanglaBook.org

প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভূমিকা না-থাকা সত্ত্বেও ধনুর্ধর বিকর্ণকে কুরুক্ষেত্রে যেতে হয়েছে। যে-কৌরবপক্ষের সমস্ত কৃতকর্ম অগৌরবের, সেই পক্ষেই তাঁকে যোগ দিতে হয়েছে প্রচলিত ঐতিহ্য ও স্বধর্মরক্ষার কারণে। এর চেয়ে বিভ্রান্তিকর বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।

যিনি অপরাধী নন, তিনি কেন এই যুক্তিহীন ব্যবস্থাকে মেনে নিলেন ? মেরুবৎ নিজের বোধ-বুদ্ধিতে অটল থেকে তিনি অন্য সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। শূলধর বলছে না যে, বিকর্ণের পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেওয়া উচিত ছিল। তার বক্তব্য, এই মহারথী যুদ্ধে না-গিয়ে, প্রতিটি গ্রামে-জনপদে, রাজ্যে-লোকালয়ে, দেশে-দেশে যুদ্ধবিরোধী প্রচার-কার্য শুরু করতে পারতেন। বৃকস্থলবাসীরা এই কাজে তাঁর সহায় হতো পরম আনন্দে। হয়ত তিনি সম্পূর্ণ সফল হতেন না, কিন্তু সাধারণ মানুষকে অন্তত এটুকু বোঝাতে পারতেন, একপক্ষের যুদ্ধজয়ের পাশবিক আনন্দের জন্ম হয় অপরপক্ষের রক্তাক্ত হৃদয়গর্ভে। শূলধরের কাছে সেই আনন্দ মূল্যহীন। তার মতো অন্যান্য সাধারণ মানুষের কাছেও অনুরূপ। ঠিক শান্তির বাণীবাহকরূপে নয়, একজন প্রকৃত মনুষ্যপ্রেমিক রূপে এই জীবন-মৃত্যুর ক্রান্তি-লগ্নে বিকর্ণ নিজেকে প্রকাশিত করতে পারতেন। দুর্যোধন এবং অন্যান্যরা হয়ত তাঁকে ধিক্কার দিতেন, ব্যঙ্গে বিদ্ধ করতেন, কিন্তু তাতে কি এসে যেতো ! সংগ্রাম, বিজয়, পরাজয়, প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা কি মানুষের চেয়েও মহীয়ান, গরীয়ান !

—ওহে শূলধর, তুমি যে আমাকে দেখতেই পাচ্ছ না !

সামান্য চমকে উঠে গণমুখ্য অনুৎসর্গিত গৃহটির প্রাচীরদ্বারে দৃষ্টিনিক্ষেপ করল। বৃদ্ধ দ্বারবান মুঞ্জকেশ একটি নাতিদীর্ঘ বংশদণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মুখে করুণ হাসি।

—তুমি কোথায় ছিলে ? এতক্ষণ দেখতে পাইনি তো !

—আর ভাই, আমরা অতিক্ষুদ্র মানুষ। আমাদের কি আর দেখা যায়। আমরা সব পৃথিবীর শরীরে ধুলোর মতো মিশে আছি।

শূলধর হাসল। বৃদ্ধ মুঞ্জকেশ এই গৌরবহীন গৃহটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। বহুমূল্য রত্নরাজি প্রাসাদে সংলগ্ন থাকাতে শূলধরকে একজন দ্বারবান নিয়োগ করতেই হয়েছে। মুঞ্জকেশের কনিষ্ঠপুত্র সেনজিৎ কয়েকদিন আগে কুরুক্ষেত্র সমরে গমন করেছে। সেনজিৎ একজন মধ্যমমানের অস্ত্রবিশারদ। মহাযুদ্ধের অন্যতম অঙ্গরূপে অস্ত্রবিশারদরাও পরিগণিত হন। কোন্ আয়ুধ কোন্ মুহূর্তে প্রয়োগ যুক্তিযুক্ত, কোন্ শস্ত্র কিভাবে প্রয়োগ করলে ব্যাপক শত্রুসংহার হবে ইত্যাদি বিষয়ে এঁদের অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে বিশেষভাবে কাজে লাগে। অপরোক্ষ সংগ্রামে অস্ত্রবিশারদদের অংশগ্রহণ করতে হয় না, কিন্তু যুদ্ধের সমস্ত দুর্ভোগ বরণ করে নিতে হয়। অঙ্গহানি, খঞ্জত্ব, মানসিক বৈলক্ষণ্য, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত। সেনজিৎ যুদ্ধে চলে যাবার পর থেকেই মুঞ্জকেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছে তার মাথার ঠিক নেই। সে ধরেই নিয়েছে তার প্রিয়তম কনিষ্ঠপুত্রটি আর বৃকস্থলে ফিরে আসবে না। মুঞ্জকেশ এগিয়ে এলো। তার মুখে এতটুকু দীপ্তি নেই। বয়স অনুপাতে অধিক জরা তাকে আক্রমণ করেছে। শূলধরের কষ্ট হলো। কুরুক্ষেত্র

BanglaBook.org

থেকে ভেসে আসা রণশঙ্খনিনাদ কিভাবে প্রতিটি মানুষকে রাতারাতি পরিবর্তিত করে ফেলেছে ! শূলধর প্রীতিপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, এমন করে বলছ কেন ? তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ, তোমাকে কখনও উপেক্ষা করতে পারি ! .

—তুমি আমায় অগ্রাহ্য করছ, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করছ, এমন কথা বলিনি ভাই। আর তুমি যদি তা করেও থাকো, কদাপি তোমাকে দোষ দিতে পারব না। দেশের রাজাই যেখানে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কোনও মূল্য দেন না, সেখানে রাজকর্মচারিদের দোষ দেখে কি লাভ !

—এ সবই কপালের লিখন। শূলধর কপালে করাঘাত করে বললো, পাণ্ডবদের যেখানে তাঁদের অভিপ্রেত পাঁচটি, মাত্র পাঁচটি গ্রাম দিয়ে দিলে সব গোলযোগ দূর হয়ে যেত, সেখানে এ কী ভয়ঙ্কর দুঃসময় শুরু হলো বলতো ! তোমার মতো আমারও মনে শান্তি নেই। বিশ্বাস করো !

—হ্যাঁ হে শূলধর, আমার সেনজিতের ভালমন্দ কিছু হবে না তো ! এই প্রবীণ বয়সে আর নূতন কোনও শোক সহ্য করতে পারব না। সেনজিৎ আমার নয়নের মণি। কিন্তু সেই হতভাগ্য বুদ্ধিহীনটা কেন যে অস্ত্রবিশারদ হতে গেল ! আমার মতো দৌবারিকের কাজ করলে অন্তত প্রাণ হারাতে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হতো না। মেধাবী পুত্রটিকে অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলে শেষকালে এই ফল পেলাম। হায় ! হায় ! আমার যে মরণ কবে হবে !

মুঞ্জকেশকে সান্ত্বনা দিয়ে শূলধর বললো, এত চিন্তা করো না। ঈশ্বর ও ধর্মের যথা ইচ্ছা, তাই-ই হচ্ছে। কৌরব-পাণ্ডবরা হয়ত নিমিত্তমাত্র।

—ওহে, তোমার পুত্রের কি সংবাদ ! তার ভাগ্যে কী ঘটল !

শূলধরের হৃৎপিণ্ডে কে যেন এই মুহূর্তে অঙ্কুশ দিয়ে আঘাত করল। রাজ-অঙ্গরক্ষক ইন্দ্রায়ুধ এখন কুরুক্ষেত্রে। বিকর্ণের মতো যুদ্ধ যাঁর কাছে অনভিপ্রেত, সেই পরমধার্মিক, দেবতুল্য যুযুৎসুর সঙ্গে তাকেও সমরে যেতে হয়েছে। শূলধর প্রভৃত কার্যাকার্যে ব্যাপৃত থেকে ইন্দ্রায়ুধকে ভুলে থাকতে চায়। ক্ষত্রিয়োচিত দার্ঢ্যে সে পুত্রের যুদ্ধযাত্রার ঘটনাটিকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু মুঞ্জকেশের মতোই তার পিতৃহৃদয় অশান্ত, উদ্বিগ্ন। কিছুটা বা দুর্বলতায় কম্পিত। ক্ষত্রিয় রণভূমিতে বীরশয্যা গ্রহণ করবে—এটাই তার ধর্ম ও নীতি। যুদ্ধে মৃত্যু হলে ক্ষত্রিয়ের জীবন সার্থক হয়। শূলধর মর্মে মর্মে এ সব জানে। কিন্তু একজন পিতা তার পুত্রের মৃত্যু-সংবাদকে কি ভাবে গ্রহণ করবে ! শাস্ত্র এ সম্পর্কে আশ্চর্য নীরব। অনুশাসনকারেরা এতদূর ভাবতেই পারেননি। দর্শনের বাণী হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি পৌঁছাতে পেরেছে কি ! শূলধরের জানা নেই। মুঞ্জকেশকে যেমন তিনি সান্ত্বনার প্রবোধ-প্রলেপ দিয়ে শান্ত করতে পারছেন না, তার মিত্রেও তেমনই এ কথা সত্য। শূলধর আর্দ্রস্বরে বললো, তাত, অনেক দিন হলো তার কোনও সংবাদ পাইনি। মনীষী যুযুৎসুর ছত্রচ্ছায়ায় ইন্দ্রায়ুধ নিশ্চয়ই ভাল আছে।

—তাই যেন থাকে। বৃকস্থল থেকে যারা কুরুক্ষেত্রে গিয়েছে, তারা যেন সবাই প্রত্যাবর্তন করে। তা না হলে আমরা কি নিয়ে বেঁচে থাকব ! বলো ! মুঞ্জকেশের চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল।

BanglaBook.org

মাথা নিচু করে শূলধর কোনওক্রমে বললো, ঠিকই বলেছ।

—দেখ ভাই, সেই বাল্যকাল থেকে শুনে আসছি—'পুনর্নরো ম্রিয়তে জায়তে চ'—জন্মালেই মরতে হবে, মানুষ পর্যায়ক্রমে জন্ম-মৃত্যুর পধ ধরে চলেছে, তবু মন মানতে চায় না। ভাই, তুমি যদি কোনওভাবে তোমার পুত্রের সংবাদ পাও, তাহলে তাকে একটু বলো, সে যেন সেনজিতের কুশলবার্তা এই বৃদ্ধকে জানায়।

একটুক্ষণ অধোমুখে মুঞ্জকেশের সামনে দাঁড়িয়ে থেকে শূলধর ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখী হলেন। আজ মাকন্দী গ্রামের প্রধান নলতন্তুর আসার কথা আছে। এক অদ্ভুত সমস্যায় পড়ে গেছে নলতন্তু। তার গ্রামের ঘৃত প্রস্তুতকারক গোপালকরা এবং কাষ্ঠ ব্যবসায়ীরা যুদ্ধোপলক্ষে রণক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রভূত কাষ্ঠ ও ঘৃত বিনামূল্যে দিতে অস্বীকার করেছে। তাদের বক্তব্য, নাত্যুষ্ণ, নিষ্পঙ্ক, নির্মল জল ও বনরাজি পরিপূর্ণ এই সৌম্য অগ্রহায়ণ মাসে গৃহস্থরা তাদের সংবৎসরের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে রাখে। যুদ্ধের প্রয়োজনে যদি বিপুল পরিমাণ কাষ্ঠ ও ঘৃত দিয়ে দিতে হয় তা হলে আগামী দিনগুলিতে দুর্দশার অন্ত থাকবে না। মাকন্দী গ্রামের অধিবাসীদের হতদরিদ্র হয়ে যেতে হবে। তার ওপর এই সকল দ্রব্য বিনামূল্যে রাজহস্তে তুলে দেওয়ার ফল আরও মারাত্মক। কেননা, অন্য কোনও গ্রাম, নগর বা দেশ থেকে কাষ্ঠ ও ঘৃত ক্রয় করার মতো অর্থও লোকের হাতে থাকবে না। সকল প্রজাই মর্মে মর্মে জানে দরিদ্র ব্যক্তিই জগতে সবচেয়ে দুর্বল, ধনের বলই প্রকৃত বল। এদিকে যুদ্ধে ব্যস্ত নৃপতি, সাধারণ প্রজার জীবনযাত্রা নির্বাহ হচ্ছে কিনা, সে বিষয়ে কোনও লক্ষ্য রাখতে অপারগ হয়ে উঠবেন। এ সম্পর্কে কোনও সন্দেহই নেই। তখন কি হবে! গণমুখ্য কার কাছে গিয়ে প্রজাদের দুর্দশা নিবেদন করবে!

নলতন্তু গভীর বিপাকে পড়েছে। গোপালক ও কাষ্ঠব্যবসায়ীদের আচরণ রাজদ্রোহের অনুরূপ। কাষ্ঠ ও ঘৃত সংগ্রহ করে নলতন্তু শকটজাত করেছিল। কিন্তু যানগুলি কুরুক্ষেত্রের উদ্দেশে গমন করার প্রাক্‌মুহূর্তে গোপালক ও ব্যবসায়ীরা বাধার সৃষ্টি করেছে। দ্রব্য সংগ্রাহকরা আজ-কালের মধ্যেই আবার মাকন্দীতে ছুটে আসবে। তারা কোনও কথা শুনবে না। একে আপৎকাল, তার উপর এই সংকটে নলতন্তু দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। বৃকস্থলের গণমুখ্যের সঙ্গে সে পরামর্শ করতে চায়। শূলধর গত মাসে নিজেও কুসীদ সংক্রান্ত সমস্যায় পড়েছিল। অনেক কষ্টে, মহানুভব বিকর্ণের সহায়তায় এ যাত্রা সে উদ্ধার পেয়েছে। বৃকস্থলবাসীরা এখন ষষ্ঠাংশের পরিবর্তে উৎপন্নবস্তুর পঞ্চমাংশ রাজকোষে কররূপে প্রদান করে। এ ক্ষেত্রে তারা একাংশ নিষ্কৃতি লাভ করেছে। তবে এই আপৎকালে মহারাজ যদি অন্য কোনও কর প্রদানে প্রজাদের বাধ্য করেন, তবে তা সহ্য করতে হবে। আপদে-বিপদে অন্যায় উপায়ে কোষবৃদ্ধি করলেও রাজার পাপ হয় না। বৃকস্থল কুরুক্ষেত্রে পাঠিয়েছে পর্বতপ্রমাণ সর্জনরসমিশ্রিত পাংশু, ঘাস, তুষ ও অঙ্গার এবং সহস্র কলস মধু।

গৃহের সম্মুখস্থ মার্গের কাছে এসে শূলধর দেখলেন, তার আবাসের দক্ষিণ কোণে জীমূহবাহন, উর্ণনাভ, রুরু, শ্রুতায়ু, পৌরব, বলভদ্র, দীপকর্ণি, বৃষক, অকৃতব্রণ,

BanglaBook.org

শৌরি প্রমুখ গ্রামবাসী এবং পুরোহিত শুদ্ধব্রত দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্য উত্তেজিত হয়ে কথা বলছে। সমবেতজনের অঙ্গসঞ্চালনের অতিরেক দেখেই শূলধর বুঝতে পারল কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এরা সর্বসম্মত মীমাংসায় পৌঁছাতে পারছে না।

শূলধরকে আসতে দেখেই যুবক দীপকর্ণি বললো, ওই তো আমাদের শ্রদ্ধেয় গ্রামাধিপতি এসেছেন। ওঁকেই জিজ্ঞাসা কর না! বয়স্করা এমনভাবে কথা বলছেন, যেন তাঁরাই সর্বজ্ঞ। আমরা কিছুই জানি না!

—তর্ক কী নিয়ে! শূলধর সামান্য হেসে বললো, আজ বাদে কাল মহারণ শুরু হবে, আর তোমরা এখানে নিজেদের মধ্যে কলহ শুরু করেছ!

—কলহ নয় হে, কলহ নয়। বামনাকৃতি শ্রুতায়ু বললো, দীপকর্ণি বলছে এক অক্ষৌহিণী সৈন্য অর্থাৎ অশ্ব, হস্তী, পদাতি ও রথ মিলিয়ে মোট দুই লক্ষ অষ্টাদশ সহস্র সপ্তশত সৈন্যের বিশাল সম্ভার। তা, পৌরব বলছে, সব মিলিয়ে তিনলক্ষ। ওই সব অষ্ট-সপ্তের কোনও ব্যাপার নেই। তা তুমি বলো তো হে, কোনটা ঠিক!

সবার মুখের দিকে তাকাল শূলধর। সকলের মুখেই দুশ্চিন্তার ঘন মেঘ ছায়া ফেলে গিয়েছে। এরা সকলেই হয়ত সমাসন্ন যুদ্ধকে ভুলে থাকতে চাইছে বালকদের মতো তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে। শূলধর মুখে গাম্ভীর্যের প্রলেপ দিয়ে বললেন, দীপকর্ণি সঠিক বলেছে। তবে সংখ্যার বিচার আজ অবান্তর। কৌরবপক্ষের একাদশ এবং পাণ্ডবপক্ষের সপ্তক অক্ষৌহিণীর মিলিত যোগফল তোমরা একবারও নিরূপণ করেছ! এতগুলো প্রাণ যুদ্ধে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। আমরা কি ভাবতে পারছি!

মুহূর্তে প্রত্যেকের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। শূলধর ঠিক এতটা চায়নি। সে চেয়েছিল, প্রত্যেকটি গ্রামবাসী এখন গ্রাম্যকলহ ত্যাগ করে ভাবী সংকট সম্বন্ধে তন্নিষ্ট হয়ে উঠুক। তারা চিন্তাকুল মুখে পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকালো। কেবল রঙ্গপ্রিয় বলভদ্র বললো, গণনা করে যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে তো মনে হচ্ছে, আমরাও ওই চতুরঙ্গ বাহিনীর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে আছি।

বলভদ্রের কথায় দু-একজন মৃদু হাস্য করল মাত্র। পুরোহিত শুদ্ধব্রত ব্যথিতস্বরে বললেন, শূলধর, আমার মন বলছে, এক অশুভকারী কালপুরুষ মুখ্যব্যাদান করে অদৃশ্যলোকে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর আগ্রাস থেকে কারোর মুক্তি নেই। জানো, ইন্দ্রায়ুধ, সেনজিৎ, অনল, চিরান্তক, বিশালাক্ষ, উপনন্দ প্রমুখ যুবকরা যখন আমার আশীর্বাদ প্রার্থনা করতে এলো, ফল, পুষ্প, বস্ত্র, গো এবং নিষ্ক দিয়ে আমাকে যথোচিত সম্মান জানালো, সেই সময় আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সহসা স্পন্দিত হয়ে উঠেছিল। আমি দেখেছিলাম, একখানি পক্ষ, একটি চক্ষু ও একখানি চরণবিশিষ্ট এক বর্তিকা পক্ষী রক্তবমন করতে করতে সূর্যের অভিমুখে উড়ে যাচ্ছে।

—তুমি এতদিন বলনি তো! ঊর্ণনাভ রাগতস্বরে বললো, এসব জানতে পারলে আমি আমার দুই ভাই ও চার পুত্রকে কখনই যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে দিতাম না।

—ঊর্ণনাভ, তুমি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছ। যা কিছু শুভাশুভের সূচক, যা কিছু কল্যাণ-অকল্যাণের দ্যোতক, সেই সব লক্ষণাবলী আমাদের কিছুটা সাবধান করে

BanglaBook.org

মাত্র। কিন্তু চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না। শূলধর শান্তস্বরে বললো।

—আমার জীবদ্দশায় নিয়তির এমন খেলা দেখতে হবে কখনও ভাবিনি। অতিবৃদ্ধ অকৃতব্রণ বিমর্ষকণ্ঠে বললো।

—তোমার তো শ্মশানযাত্রার আর অধিক দেরি নেই। কিন্তু আমাদের কি হবে বলো তো! সামনে বিস্তীর্ণ জীবন অপেক্ষা করে আছে। অঙ্গুলি উত্তোলিত করে দীপকর্ণি বললো।

শুদ্ধব্রত সঙ্গে সঙ্গে দীপকর্ণিকে বললেন, ধিক তোমাকে। তুমি এমন অকরুণ বাক্যে কেন অকৃতব্রণকে বিদ্ধ করলে? তুমি কি জানো না, আমাদের সমাজ বলে 'সায়ং প্রাতশ্চ বৃদ্ধানাং শৃণুয়াৎ পুষ্কলা গিরঃ।/ শ্রুতমাপ্নোতি হি নরং সততং বৃদ্ধসেবয়া॥' সকাল-বিকাল—দুইবেলা বৃদ্ধদের সাহচর্যে থাকলে প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। তুমি অকৃতব্রণের কাছে ক্ষমা চাও।

সামান্য ইতস্তত করে দীপকর্ণি বৃদ্ধের কাছে মার্জনা চাইল। অকৃতব্রণ আশিস্‌মুদ্রায় হস্ত উত্তোলিত করে বললো, পুত্র, তুমি দীর্ঘায়ু হও তোমার কথায় আমি কিছু মনে করিনি।

—এ কালের যুবকদের আচার-আচরণ সময় বিশেষে একেবারে অপোগণ্ডদের মতো। শ্রুতায়ু বললো, ওহে দীপকর্ণি, তুমি কি জানো না, গুরুজনদের প্রীতি উৎপাদনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।

স্বল্পভাষী, প্রৌঢ় বৃষক হঠাৎ লম্ফ দিয়ে বললো, আমি এতক্ষণ ধরে শুধু ভাবছি কী যেন বলব, কী যেন বলব! আসল শব্দটাই মাথায় আসছিল না। হ্যাঁ, ধর্মযুদ্ধ। আচ্ছা শূলধর, অনেকে অনেক রকম বলছে। সব শুনে আমি ভীষণ বিভ্রান্ত। তুমি কি বলতে পারবে, কুরুক্ষেত্রে যা হবে, তা কি ধর্মযুদ্ধ! তুমি একে ধর্মযুদ্ধ বলবে!

—কেন নয়! শূলধর কিছু বলার আগেই জীমূতবাহন মুখভঙ্গি করে বললো, অধর্মটা তুমি কোথায় দেখলে?

অল্প হেসে বৃষক বললো, অধর্মের কথা আমি বলছি না। আমার এইটা মনে হচ্ছে যে, নিধন, হত্যা, বেদনা যেখানে অঙ্গাঙ্গী, সেই যুদ্ধ নামক মারণ উৎসব কি করে ধর্ম শব্দের দ্বারা বিশেষিত হয়! এই বৈপরীত্য আমাকে দ্বন্দ্বে ফেলে দিয়েছে।

—তুমি তো এতগুলো বাক্য ব্যয় করার লোক নও হে! রুরু বৃষককে বললো।

শুদ্ধব্রতের দিকে শূলধর তাকালো। সে চাইছে, এই শ্রদ্ধাবান ব্রাহ্মণ বৃষকের মানসদ্বন্দ্বের নিরসন করুন। শুদ্ধব্রত গণমুখ্যের অভিপ্রায় বুঝতে পেরে প্রথমে স্মিত হাসলেন। তারপর বৃষককে বললেন, এক পক্ষের অন্যায় ছাড়া যুদ্ধ সংঘটিত হয় না। উভয়পক্ষই যদি ন্যায়ের পথে থাকে তা হলে যুদ্ধের পরিবর্তে শান্তি প্রধান স্থান গ্রহণ করবে। কিন্তু কার্যত তা হয় না। পুঞ্জীভূত অন্যায় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে ঘনিয়ে তোলে। এখন ধরো, যদি কেবলমাত্র অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাতে কোনও

BanglaBook.org

পক্ষ সমরে উপস্থিত হতে বাধ্য হন, তবে সেই যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধ বলা যেতে পারে।

—আমরা তো সকলেই জানি, পাণ্ডবেরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাধ্য হয়ে অস্ত্রধারণ করেছেন। প্রধান পুরোহিত থামতেই শূলধর বললো, লোকমুখে শুনেছি, মহারাজ যুধিষ্ঠির নাকি কৌরবদের দূত সঞ্জয়কে পুনঃপুনঃ বলেছিলেন, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষা একে উপেক্ষা করাই শ্রেয়স্কর। অতএব যদি সহজে অর্থ ও লক্ষ্য সিদ্ধ হয়, তা হলে কোন্ ব্যক্তি সমরে প্রবৃত্ত হতে চাইবে? আমি যুদ্ধ চাই না, শান্তি চাই। এর পরের ঘটনা আমাদের কারোরই অজানা নয়।

স্বভাব-নিন্দুক শৌরি এতক্ষণ চুপ করেছিল। শূলধরের বিশ্লেষণ শুনে সে বললো, সব দোষ আমাদের প্রতিপালক রাজবংশের আর পাণ্ডবরা নিষ্কলুষ—এ কথা নিয়ত শুনতে শুনতে কর্ণশূল হয়ে গেল বোধ হয়। গণমুখ্য তুমি বুকে হাত দিয়ে বলতো, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কোনও দায় কি পাণ্ডবদের নেই! এ কি হতে পারে! আমি তো জানি, দুটি কাঠি ছাড়া দুন্দুভি কখনই বাজানো যায় না।

ক্রুদ্ধ হয়ে পৌরব বললো, এই লোকটা বড্ড কুদর্শী! একে গ্রাম থেকে বের করে দাও।

অঙ্গভঙ্গি করে শ্রুতায়ু বিকৃত স্বরে বললো, শৌরি, এখনও তোর কূটস্বভাব গেল না! বলি, পঞ্চপাণ্ডব কি তোর স্ত্রী-কন্যাকে হরণ করে সম্ভোগ করেছিল! ওঁদের এত নীচদৃষ্টিতে দেখছিস কেন?

—চুপ কর বামন। এক চাপড়ে তোকে আরও খর্বকায় করে দেব। অঙ্গবস্ত্র উরু পর্যন্ত গুটিয়ে এনে শৌরি চিৎকার করে বললো।

—আমি বামন। আর তুই কি! জন্মকুব্জ কোথাকার! শ্রুতায়ু তার অপটু শরীর নিয়ে শৌরিকে আঘাত করতে উদ্যত হলো।

অসহায় কণ্ঠে শূলধর বলে উঠলো, তোমরা কি সবাই উন্মাদ হয়ে গেলে! এখানেই কুরুক্ষেত্র বাধাবে নাকি!

জীমূতবাহন, উর্ণনাভ, দীপকর্ণি, রুরু প্রমুখরা যুযুধান দুজনকে নিরস্ত করতেই বলভদ্র বললো, গণমুখ্য, আসলে কি জানো, সবার মস্তিষ্কে বায়ু চড়ে গেছে। বদ্ধ উন্মাদের মতো আমরা যে পরস্পর পরস্পরকে এখনও দংশন করছি না, এই যথেষ্ট।

বলভদ্রের কথায় কেউই হাস্য সংবরণ করতে পারল না। শুদ্ধব্রত ধীর স্বরে বললেন, দেখ, কুরুক্ষেত্র আমাদের কেমন অস্থিরচিত্ত করে দিয়েছে। বলভদ্র লঘুভাবে যা বললো, তার নির্গলিতার্থ অস্বীকার করা যায় না। তোমরা ভেবে দেখ।

প্রধান পুরোহিতের বাক্যাবসানের পর সকলেই নীরব হয়ে গেল। চিন্তাকুল হয়ে উঠলো প্রত্যেকের মুখ।

শূলধরের গৃহ-সম্মুখস্থ এই স্থান থেকে সর্বপূজ্যা গ্রাম-রক্ষয়িত্রী ও গ্রাম-পালয়িত্রী দেবী দুর্গার মন্দিরশীর্ষ দেখা যায়। বৃকস্থলের মানুষ তাঁর আশ্রিত। সর্বকর্মে তিনি তাদের অভয়দাত্রী। এখানকার দেবী মূর্তি মহিষাসুরমর্দিনী রূপে বিরাজিতা। তিনি কৃষ্ণবর্ণা এবং অষ্টভুজা। তাঁর অষ্টভুজে ধৃত বর, অভয়, পাত্র, পদ্ম, ঘণ্টা,

BanglaBook.org

পাশ, ধনু ও মহাচক্র। দিব্য কুণ্ডল, মস্তকে উৎকৃষ্ট কেশবন্ধ এবং তার উপর দিব্যমুকুট শোভিত। দেবীর বেণী কটিসূত্র পর্যন্ত লম্বিত। বিগ্রহের অসুরবিনাশিনী রূপ হওয়া সত্ত্বেও আনন প্রসন্না, হাস্যময়ী, কান্তিমতী। মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে লিঙ্গ প্রতীকে পিনাকপাণি মহাদেব বিরাজ করছেন। পূর্বপুরুষ পরম্পরায় উমা-মহেশ্বর বৃকস্থলবাসীর আরাধ্য-আরাধ্যা। শুদ্ধব্রতের এক সহাধ্যায়ী যাজক ব্রাহ্মণ শ্রীধর দেব-দেবীর পূজাপাঠ করেন। মন্দিরের শুচিশুদ্ধ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত। শূলধর হঠাৎ দেখলো, দেবগৃহের শীর্ষদেশে উড্ডীয়মান রক্তাম্বর ধ্বজাটির পরিবর্তে আজ বালার্কবর্ণের একটি ধ্বজা ঊর্ধ্বগামী হয়ে আছে। একটু চিন্তা করে সস্মিতবদনে শূলধর প্রধান পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলো, আচার্য, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন আজ দেবালয়ের পতাকার বর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে?

শুদ্ধব্রত ব্যতীত অন্য সকলে শূলধরের কথা শোনামাত্র ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলো। দীপকর্ণি বললো, তাই তো! এতক্ষণ ব্যাপারটা নেত্রগোচরই হয়নি!

পৌরব বলল, এই পরিবর্তন কোনও অনর্থের ইঙ্গিত করছে না তো! তার কণ্ঠে সংশয় ও উদ্বেগ।

শুদ্ধব্রত ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়ে বললেন, না। কোনও অশুভের আশঙ্কা করো না। আজ ঊষালগ্নে দেবীকে প্রণাম জানাতে গিয়ে মনে হল, আমাদের জননী তাঁর রক্তাম্বর ধ্বজাখানি নিয়ে কুরুক্ষেত্রে চলে গেছেন অসুর বিনাশ করতে।

—সে কী, মা মন্দিরে নেই! শ্রুতায়ু ভীতস্বরে বললো।

—এমন নিদারুণ সংকটে মা আমাদের ত্যাগ করলেন! অকৃতব্রণের জরাগ্রস্ত শরীর কেঁপে উঠলো।

—মা তাঁর আলয়েই আছেন। শুদ্ধব্রত দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তিনি বিশ্বাত্মিকা, সর্বলোকের অধিষ্ঠাত্রী। তিনি আমাদের ছেড়ে কোথায় যাবেন? তিনি সদাসর্বদা আছেন আমাদের হৃদয়-মন্দিরে।

—সে তো নয় বুঝলাম। বলভদ্র বললো, মায়ের দেহভারে বুকের মধ্যে তাই ব্যথা করে ওঠে। কিন্তু ওই ধ্বজা...

—বলছি। শুদ্ধব্রত করজোড়ে চক্ষু মুদে কয়েক মুহূর্ত দেবীর গায়ত্রী স্তব করে নিয়ে বললেন, ওই বালার্কবর্ণের পতাকা মায়ের স্নেহের প্রতীক। নব অরুণোদয় যেমন স্নিগ্ধ, কবোষ্ণ, আমাদের প্রতি জননীর বাৎসল্য, প্রণয় তেমনই। অসুরমর্দিনী মা সমরে গেছেন, স্নেহময়ী মা মন্দিরে বিরাজ করছেন। দেবী দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী আমাদের সদা রক্ষা করুন।

শূলধর বিনীত কণ্ঠে এবার সকলকে বললো, আমি এখন মা'র আহারাদি করে কার্যালয়ে যাব। মাকন্দী গ্রামের প্রধান নলতন্তু আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে হবে। তোমরা কি আমাকে আর কিছু বলবে!

বৃষক চারিদিকে তাকিয়ে, যেন গোপন কোনও বিষয়ে অনুসন্ধান করছে

BanglaBook.org

এমনভাবে বললো, সত্য না মিথ্যা, তা তুমিই বলতে পারবে। আমরা শুনতে পাচ্ছি, রাজকুমার বিকর্ণ নাকি পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিয়েছেন!

শূলধর প্রথমে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। তারপর একটু ধাতস্থ হয়ে বললো, কারা এ সব রটনা করছে! বৃষক, তুমি কোথা থেকে শুনেছ!

—কয়েকদিন আগে যুদ্ধোপকরণবাহী দশটি শকট কুরুক্ষেত্রে গমনের পথে গ্রামের প্রান্তসীমায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। যানচালকরা সময় অতিবাহিত করছিল বিশ্রাম নিয়ে। নিকটবর্তী জলসত্রের কর্মচারিটি শুনেছে, শকটচালকরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, ত্রেতা যুগে রাবণের ভাই বিভীষণ যেমন দেশ ও জ্ঞাতিদের পরিত্যাগ করে রামচন্দ্রের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন, তেমনই নাকি বিকর্ণ...

—সেই কর্মচারিটির নাম কি? শূলধর তীব্রস্বরে বলল।

—তা বলতে পারব না বাপু। বৃষক অধর অনুস্তান করে বললো।

—সে আর কী শুনেছে?

—ওই তো বললাম। তারা নাকি বিকর্ণ আর বিভীষণের চরিত্র নিয়ে আলোচনা করছিল। রাবণের ভ্রাতাকে নাকি গৃহশত্রু নামে অভিহিত করা হয়েছে লোককবির রামকথায়, মহাকবি বাল্মীকির রামায়ণে। আমি কখনও রামায়ণ গান শুনিনি। বলতে পারব না।

—বৃষক, আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিকর্ণ পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেননি। তাঁর দেবোপম চরিত্রই তাঁকে এই নিন্দনীয় সিদ্ধান্ত নিতে দেবে না। জেনে রাখো, তিনি যেমন সংকল্পে স্থির, তেমনই স্বধর্মে সুস্থিত। তাঁকে বিভীষণের সঙ্গে তুলনা করে শকটচালকরা যে অবাধ কল্পনার আশ্রয় নিয়েছিল, আমি তার নিন্দা করছি।

শুদ্ধব্রত বললেন, সাধু, সাধু। তবে শূলধর, কেউ যদি মহাত্মা বিকর্ণকে বিভীষণের তুল্য বলে মনে করে, তা হলে ক্রুদ্ধ হয়ো না। স্বয়ং ব্রহ্মা ধর্মপ্রাণ বিভীষণকে অমরত্ব বর প্রদান করেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর সহস্র বৎসরের তপস্যায় পরিতুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, বৎস বিভীষণ, তুমি যখন রাক্ষস-যোনিপ্রাপ্ত হয়েও অধর্ম পরিত্যাগ করেছ, তখন আমি তোমকে অমরত্ব দান করলাম। বিভীষণকে যারা গৃহশত্রু বলে, তারা সংকীর্ণ দৃষ্টিবশত বলে।

বলভদ্র এতক্ষণ সব গম্ভীর মুখে শুনছিল। শুদ্ধব্রত চুপ করতেই সে হাসতে হাসতে বললো, এবার রামায়ণের বৃত্তান্তগুলো ভাল করে জানতে হবে। কোথাকার কোন শকটচালকরা, তারাও বেদ-বেদাঙ্গ, পুরাণ-রামায়ণ থেকে তুলনা-প্রতিতুলনা চয়ন করে এনে বিশ্রম্ভালাপ করছে।

বিশ্রম্ভালাপ শব্দটির অপব্যবহার দেখে আবার সবাই হেসে উঠলো। গাম্ভীর্যের আবরণ সরিয়ে রেখে শূলধর বললো, মনে হচ্ছে, বৃষক এখনও বিশ্বাস করতে পারেনি, বিকর্ণ কৌরবপক্ষেই আছেন। তিনি পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে শস্ত্র ধরার জন্য প্রস্তুত।

—হ্যাঁ হে, আমার সংশয় এখনও পুরো দূর হয়নি। একবার মনে হচ্ছে, শকটচালকরা সম্ভাবনাপূর্ণ উক্তি করেছে। আর একবার ভাবছি, তোমার যুক্তি অকাট্য। কৌরবপক্ষ ত্যাগ করার মতো মহাপাতক বিকর্ণ করতেই পারেন না।

BanglaBook.org

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শূলধর বললো, আমি বলছি বটে, তিনি স্বধর্মে স্থিরপ্রতিজ্ঞ। কিন্তু বারংবার মনে হচ্ছে, দুর্যোধন ও দুঃশাসন যে-পাপ করেছেন, তিনি কেন তার শাস্তি ভোগ করবেন ! অনুদ্যূতক্রীড়ার প্রহসন যেদিন সমাপ্ত হল, সেদিন ভীমসেন, অর্জুন, নকুল ও সহদেব যে সব প্রতিজ্ঞা করেছেন, তা যদি তাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে রক্ষা করেন, তা হলে কোনও ধার্তরাষ্ট্রই নিষ্কৃতি লাভ করবেন না। বিশেষত, ভীম তাঁদের সকলকেই নিহত করবেন।

—বিকর্ণকেও ! দীপকর্ণি বিস্ময়াপন্ন গলায় বললো।

—হ্যাঁ, দীপকর্ণি। গভীর হতাশা শূলধরের কণ্ঠে।

—কিন্তু বিকর্ণ তো মর্মদর্শী ! তিনি ক্ষণকালের জন্যও পাণ্ডবদের অহিত কামনা করেননি। বৃষক বললো।

—তা সকলেই জানে। ভীমসেন আরও অধিক জানেন। কিন্তু বিধির বিধান কে খণ্ডাবে বলো ! রণস্থলে যুদ্ধরত বিকর্ণকে দেখে বৃকোদর কি তাঁকে আদরযত্ন করে প্রেম নিবেদন করবেন ! শূলধরের মুখ বেদনার্ত হয়ে গেল।

—এই পরিণতি হবে জেনেও, তাঁর কুরুক্ষেত্রে যাওয়া উচিত হয়নি। শ্রুতায়ু বললো, তিনি যুদ্ধ বর্জন করতে পারতেন।

—আমিও প্রায়ই সেই কথা ভাবি। শূলধর বললো, সবচেয়ে দুঃখের কি জানো, যুদ্ধে নিহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহাকাল তাঁকে ভুলে যাবে। ক্রূরকর্মা দুর্যোধন ও দুঃশাসন বাদে আর কোনও গান্ধারীতনয়কে মানুষ মনে রাখবে না। তাঁরা গড্ডলিকা স্রোতে বাহিত হয়ে বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষিপ্ত হবেন।

দীপকর্ণি তীব্র প্রতিবাদ করে বললো, না, না। তা কেন ! সেই মহাপ্রাণ মহামানবকে যুগ-যুগান্তরের মানুষ স্মরণে রাখবে। তাঁর সুকীর্তি মোটেই অকিঞ্চিৎকর নয়। লোকপরম্পরায় সকলে যখন শুনবে, বিকর্ণ বিবেক ও মনুষ্যত্বকে উচ্চে স্থান দিয়েছিলেন, লোভ, ক্রোধ, হিংসা, অন্যায়কে ঘৃণা করেছেন, তখন এক মুহূর্তের জন্য হলেও তারা তাঁর কথা কি ভাববে না ! গণমুখ্য, আপনি হতাশ হচ্ছেন কেন ! তাঁর কীর্তি তাঁকে অবিস্মরণীয় করে রাখবে।

ঊর্ণনাভ বললো, দীপকর্ণি, ভবিষ্যতে কী হবে সেই আশা ত্যাগ করো। এই সুকঠিন, নিষ্ঠুর বর্তমানের হাতে আমরা ক্রীড়নক মাত্র। হায়, বিকর্ণের মতো সর্বশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিও আত্মত্রাণে ব্যর্থ হলেন।

চতুর্দিকে দ্বিপ্রহরের আলো, তবু সকলের মুখ সেই মুহূর্তে গভীর বিষাদে যেন তিমিরাচ্ছন্ন হয়ে গেলো।

BanglaBook.org

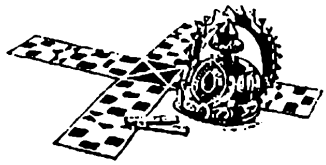

নবম অধ্যায়

আজ যুদ্ধের ষষ্ঠ দিন। যেন চক্ষের নিমেষে প্রথম থেকে পঞ্চম দিবস অতিক্রান্ত হয়ে গেল।

এখন প্রভাত কাল। বিকর্ণ প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। প্রাত্যহিক সমরের প্রারম্ভ লগ্নের এখনও দেরি আছে। বিকর্ণ যে-মার্গ দিয়ে চলেছেন, তার ধারে ধারে অকর্মণ্য ও দুর্বল সৈন্যদের শিবির। কেবলমাত্র জনশ্রুতি প্রদর্শনের জন্য এই সব সৈনিককে রণক্ষেত্রে নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্বল সেনানীরা এখন গভীর নিদ্রামগ্ন। অসুস্থ শরীর নিয়ে এমনিতেই এরা বিব্রত, তার উপর এই রণোপদ্রবে এদের অবস্থা আরও শোচনীয়। অকর্মণ্য, দুর্বল, প্রভৃত ক্লান্ত-শ্রান্ত সৈন্যদের পটাবাসগুলির পশ্চাতে হিরণ্বতী নদী। বিকর্ণ নদীতটে কিছুক্ষণ হাঁটবেন। তারপর সূর্যোদয় দেখবেন। নদীতে স্নান সমাপন করে স্তব করবেন মরীচিমালীর। নবোদিত পূষনকে দেখলেই বিকর্ণের আত্মজর মুখ মনে পড়ে। তাঁর পুত্রের নাম এই হিরণ্যরেতাঃ গ্রহশ্রেষ্ঠর নামে। বিবস্বান্ তার পিতার সঙ্গে সমরাঙ্গনে এসেছে। তার বসবাসের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে লক্ষ্মণের শিবিরে। পুত্রের সঙ্গে বিকর্ণর সাক্ষাৎ হবে সেই দিনান্তে, যুদ্ধাবসানের লগ্নে।

হিরণ্বতী নদীর তীরে এসে বিকর্ণ দাঁড়ালেন। স্বচ্ছতোয়া স্রোতস্বিনী নির্বাধায় বয়ে চলেছে অনন্তকাল ধরে। বায়ু খেলা করছে নদীর জলের সঙ্গে, জল খেলা করছে জলজ প্রাণীদের সঙ্গে। প্রতিদিন কুরুক্ষেত্র সমরে যে অবারিত রক্তস্রোত বয়ে যায়, তা কি এই হিরণ্বতীর জলে এসে মেশে! একথা চিন্তা করতে করতে বিকর্ণ নিচু হয়ে করপুটে নদীর জল তুলে নিয়ে দেখলেন। জলস্রোতের ধর্ম সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। রক্তপাতের রক্তিম চিহ্নকেও সে নিশ্চয়ই ভাসিয়ে নিয়ে চলে গেছে। বিকর্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। কবে শেষ হবে এই মৃত্যুযজ্ঞের বিপুল অনুষ্ঠান!

নদীতটের নিকটবর্তী একটি অনুচ্চ প্রস্তরখণ্ডের উপর দাঁড়ালে দেখা যায়, শুধু সেনানিবেশ। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু শিবির আর শিবির, পটগৃহের পর পটগৃহ। একদিকে কৌরব, অন্যদিকে পাণ্ডব। হিরণ্বতী যেখানটায় বক্রগতি প্রাপ্ত হয়েছে, সেখানে পাণ্ডব শিবির। নদী এখানে পাণ্ডবদের ক্ষেত্রে পরিখার তুল্য ভূমিকা নিয়েছে। যত শিবির এখান থেকে পরিদৃশ্যমান, তার কোনওটিতে রাজন্যবর্গ, কোনটিতে যোদ্ধাবৃন্দ, কোনওটিতে অস্ত্রবিশারদ, চিকিৎসক, সারথি, কোনটিতে বা রূপোপজীবিনীরা আছেন। বিকর্ণ শুনেছেন, মাহিষ্মতীপুরীর অন্যতমা পটীয়সী বারাঙ্গনা পদ্মগন্ধা কুরুক্ষেত্রে এসেছে কৌরব যোদ্ধবর্গের মনোরঞ্জনের জন্য।

BanglaBook.org

পদ্মগন্ধার সঙ্গে বিকর্ণের পরিচয় আছে। অনুজ চিত্রসেন তার সঙ্গে একদা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। মানসিক এবং দৈহিক তৃপ্তিদানে পদ্মগন্ধা অদ্বিতীয়া। সে উর্বশীর মতো রূপবতী নয়, কিন্তু গণিকাবৃত্তিজনিত নানা গুণাবলীর আধার পদ্মগন্ধা। বিকর্ণ যদি কখনও সময় পান, তবে পদ্মগন্ধার পটগৃহে একটি রাত্রি অতিবাহিত করবেন।

শতসহস্র শিবিরসারির পাশে পাশে অশ্ব ও হস্তিসমূহের বদ্ধকক্ষা। অগণন তুরঙ্গ ও মাতঙ্গ বদ্ধকক্ষাগুলির মধ্যে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হচ্ছে। কোথাও কোথাও স্তূপাকৃতি কাষ্ঠ, অঙ্গার, অন্ন ও পান সামগ্রী। এই সব শিবির ও যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য রাখার স্থানগুলির মধ্যবর্তী পথসমূহ কোথাও বন্ধুর, কোথাও মসৃণ। সেই সব পথে বহু শত রথ এবং শস্ত্রপূর্ণ গোযান অপেক্ষমাণ।

কুরুক্ষেত্রের প্রকৃতি এখন কী অদ্ভুত শান্ত, শমিত! যেন এক দীর্ঘতম নৈঃশব্দ্যের ক্রোড়ে এই রণক্ষেত্র নীরবে শায়িত আছে। এই সময়ে বিকর্ণের সব কিছুই অবিশ্বাস্য মনে হয়। স্বপ্ন বলে বোধ হয়। অথচ একটু পরেই যখন যুদ্ধের সূচনা হবে, তখন শঙ্খ নিনাদে ও রণবাদ্যে, অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনাৎ শব্দে, রথচক্রের ঘর্ঘর ধ্বনিতে, চতুরঙ্গ বাহিনীর পদভার কম্পনে, অশ্বের হ্রেষা ও করিকুলের বৃংহণে, সেনানীদের 'মার, মার, কাট, কাট' চিৎকারে, বীরদের রণহুঙ্কারে কুরুক্ষেত্রের আকাশ-বাতাস পূর্ণ হয়ে উঠবে। সেই সঙ্গে সর্বক্ষণ শোনা যাবে অস্ত্রাঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তির আর্তনাদ, মৃত্যুপথযাত্রী যোদ্ধার আর্তরব। সায়ংকাল পর্যন্ত এক বীভৎস শব্দশৃঙ্খলে বন্দি হয়ে থাকবে সমগ্র কুরুক্ষেত্র। আর এই ধ্বনি-সমুদ্রের অতলে, যুদ্ধের নামে চলতে থাকবে সেই নিধন-ক্রিয়া, যেখানে পিতা পুত্রকে, পুত্র পিতাকে, ভাগিনেয় মাতুলকে, মাতুল ভাগিনেয়কে, অগ্রজ অনুজকে, অনুজ অগ্রজকে, সখা সখাকে, বান্ধব বান্ধবকে, আত্মীয় আত্মীয়কে হত্যা করবে।

কৌরব পক্ষে সর্বসেনাধিপতি নিযুক্ত হয়েছেন পিতামহ ভীষ্মদেব। এক্ষেত্রে তাঁর নির্বাচন ছিল অনিবার্য। তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ যুদ্ধপ্রবর। কিন্তু বিকর্ণ আশ্চর্য হয়ে গেছেন এই দেখে যে, পাণ্ডবপক্ষে সৈনাপত্যগ্রহণ করেছেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের তনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন। তিনি মহাবীর। কিন্তু বীরপূজ্য ভীষ্মের তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বিকর্ণ শুনেছেন, কৃষ্ণ নাকি ধৃষ্টদ্যুম্নের সেনাপতিত্ব অনুমোদন করেছেন। কৃষ্ণের অনুমোদনের অর্থই হল, এর পশ্চাতে কোনও গূঢ় কারণ আছে। সেটা কী বিকর্ণ এখনও গুপ্তচরদের কাছ থেকে জানতে পারেননি।

প্রথম দিবসীয় যুদ্ধের সূচনার আগেই কৌরবপক্ষ এক চরম আঘাত পেয়েছে। দুঃশাসনাদি ধার্তরাষ্ট্রদের অগ্রজ বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসু হঠাৎ সসৈন্য পাণ্ডবপক্ষে যোগদান করেছেন। সহোদরদের এবং স্বধর্ম ত্যাগ করে যুযুৎসুর এই সিদ্ধান্ত সকলকে হতাশ করেছে। দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি প্রমুখেরা তীব্র ক্ষোভে ও সক্রোধে বলেছেন, বৈশ্যার গর্ভজাত যে, তার পক্ষে এমন দুষ্কর্ম স্বাভাবিক। আমরা ওই অকৃতজ্ঞ, ধর্মধ্বজীকে বেঁচে থাকতে দেব না। পাণ্ডবরা ওকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। ধার্তরাষ্ট্রদের যা বিধিলিপি, তা যুযুৎসুর ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হবে কেন? পাণ্ডবপক্ষে যুযুৎসুর যোগদানের পর অনেকেই ভেবেছিল বিকর্ণও তাঁর পদাঙ্ক

BanglaBook.org

অনুসরণ করবেন। কিন্তু বিকর্ণ নিজে জানেন, তিনি কি করবেন। আজ, এই ষষ্ঠ দিনেও তিনি কৌরবপক্ষেই আছেন। পরবর্তী দিনগুলিতেও থাকবেন। তিনি আজন্ম কৌরব বিকর্ণ, তিনি আমৃত্যু কৌরব বিকর্ণ।

প্রথম দিনের যুদ্ধে অগ্রজ ও অনুজদের সঙ্গে বিকর্ণ মূলত সেনাপতি ভীষ্মকে, কখনও আচার্য দ্রোণকে, কখনও বা মাতুল শকুনিকে চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়ে রক্ষা করেছেন। প্রথম দিন উভয়পক্ষের মিলিত সংগ্রাম ও সঙ্কুল যুদ্ধ যখন শুরু হল, তার কিছুক্ষণ পরেই সমগ্র কুরুক্ষেত্রকে ভয়ানক নরক ছাড়া আর কিছুই মনে হচ্ছিল না। আহত সৈন্যদের আর্তনাদ, নিহত সৈন্যদের রক্তাপ্লুত ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ, বৃকোদরের সিংহনাদ, শরাঘাতে জর্জরিত অশ্ব ও হস্তীদের চিৎকার, ভূপাতিত পিপাসাকাতর সৈন্যদের জল যাচ্ঞা করে ক্রন্দন—সব মিলিয়ে এক অবর্ণনীয় পরিবেশ। ধাবমান রথ ও ছুটন্ত পদাতি সৈন্যরা ধূলি উড়িয়ে দিনমণিকে আবৃত করে দিয়েছিল। প্রথম দিনের যুদ্ধেই কুরুক্ষেত্রের একাংশে মৃত সৈনিকদের দেহ পুঞ্জীভূত হয়ে স্তূপাকৃতি ধারণ করেছে। বিকর্ণ সেদিকে একবার তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিয়েছেন।

এদিকে যুদ্ধের যে সকল নিয়মাবলী নির্ধারিত হয়েছে তা যথাযথ পালিত হচ্ছে কিনা সন্দেহ। অন্তত বিকর্ণ তাই মনে করেন। ঠিক হয়েছিল : সমযোগ্য, সমতুল্য ব্যক্তিরাই পরস্পর প্রতারণাশূন্য ন্যায়যুদ্ধ করবেন প্রত্যহ যুদ্ধ যখন শেষ হবে, তখন পরস্পরের মধ্যে পুনরায় সাধারণ প্রীতিভাব সংস্থাপিত হবে ; যোগ্যতা, শক্তি, অভিলাষ অনুসারে বাগ্‌যোদ্ধা বাগ্‌যোদ্ধার সঙ্গে, রথী রথীর সঙ্গে, গজারোহী গজারোহীর সঙ্গে, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সঙ্গে, পদাতি পদাতির সঙ্গে যুদ্ধ করবে। এর কোনও ব্যতিক্রম হবে না ; প্রহার ও আঘাতের সময় প্রতিপক্ষকে সতর্ক করে এসব করতে হবে ; যুদ্ধবিহ্বল, সমরনিষ্ক্রান্ত, যুদ্ধবিমুখ, অন্যের সঙ্গে যুদ্ধে রত, প্রপন্ন, ক্ষীণশস্ত্র এবং বর্মহীন ব্যক্তিদের কখনও আঘাত করা চলবে না ; এবং সারথি, বাহন, অস্ত্রাদিবাহক, ভেরী ও শঙ্খবাদকদের প্রহার, হত্যা, নিধন প্রভৃতি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। বিকর্ণ সংশয়াপন্ন চিত্তে ভেবেছেন, সম্ভবত এই সকল নিয়মাবলী প্রায়শই উল্লঙ্ঘন করা হচ্ছে। তা না হলে, প্রথম দিনেই এত সৈন্য, এত মানুষ কখনই মৃত্যুবরণ করত না। যুদ্ধে আচরিত নিয়ম—এই কথাগুলিই হাস্যকর।

বিরাটতনয় উত্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম বলি। প্রথম দিনের যুদ্ধে তিনি মদ্ররাজ শল্যের হাতে নিহত হলেন। এই সময় বিকর্ণ প্রাগ্রসর মহারথী ভীষ্মকে রণস্থলের অন্যত্র রক্ষাকার্যে ব্যস্ত ছিলেন। যখন উত্তরের পতনের সংবাদ তিনি শুনলেন, তখন তাঁর সেই বিরাটরাজের গোধন অপহরণ অভিযানের স্মৃতি মনে পড়ছিল। পলায়মান উত্তরকে ছদ্মবেশী অর্জুন উৎসাহিত করছেন, কখনও বা তাঁর কেশগুচ্ছ আকর্ষণ করে টানতে টানতে নিয়ে আসছেন। উত্তর মহাবীর। কিন্তু শল্যের অভিজ্ঞতার কাছে তিনি শিশু। যিনি একদা অর্জুনের সারথ্য ও স্নেহ লাভ করেছিলেন, তাঁকেই প্রথম উৎসর্গরূপে গ্রহণ করলেন যুদ্ধদেবতা।

উত্তরের পতনের কিছুক্ষণ পরেই তাঁর অগ্রজ শ্বেত ক্রুদ্ধ হয়ে কৌরব সৈন্যদের

BanglaBook.org

আক্রমণ করেছিলেন। তাঁর দুর্নিবার গতি, সূর্যসদৃশ প্রতাপ ও বীরবিক্রমের সামনে কৌরব সৈন্য মুহূর্তের মধ্যে হতোদ্যম, ভীত ও সহজবধ্য হয়ে গিয়েছিল। ভীষ্ম এই রকম অবস্থা দেখে শ্বেত ও পাণ্ডব সৈন্যদের সংহার করার জন্য রণের অন্যাংশ থেকে বেগে ধাবিত হয়ে এসেছিলেন। বিকর্ণকেও আসতে হয়েছে। ভীষ্মকে রক্ষা করার জন্য রথিশ্রেষ্ঠ শ্বেতের উপরে তিনি যথেচ্ছ শরবর্ষণ করেছেন। শান্তনুনন্দনের সঙ্গে শ্বেত যে রকম তুল্যমূল্য সংগ্রাম করছিলেন, তা কুরুক্ষেত্র বহুদিন মনে রাখবে। অতি সহজে বিরাটতনয়কে পরাভূত করা যায়নি। বরং পিতামহ অন্তত দু'বার শ্বেতের শরাসনে বশীভূত হয়েছেন। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর বিকর্ণের চক্ষের সম্মুখে এক ভীষণাকৃতি সায়ক নিক্ষেপ করে পিতামহ ভীষ্ম শ্বেতকে বধ করেছেন। দিনেশ তখন অস্তাচলগামী। এই গোধূলি লগ্নের জন্যই কি তাঁদের সেনাপতি অপেক্ষা করছিলেন ? যে-লগ্নে শ্বেতের পতন ছিল অবশ্যম্ভাবী ! বিকর্ণ এখনও এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাননি।

জ্যেষ্ঠাগ্রজতনয়, বিকর্ণের একান্ত স্নেহভাজন লক্ষ্মণের সঙ্গে অর্জুন-তনয় অভিমন্যুর যুদ্ধ দ্বিতীয় দিনের সর্বাপেক্ষা রোমহর্ষক ঘটনা। বিকর্ণ সহসা দেখেছিলেন রণস্থলে এসে উপস্থিত হয়েছে অভিমন্যু। তখন সবেমাত্র পূর্বাহ্ণ বিগত হয়েছে। সংগ্রাম-উন্মুখ সুভদ্রানন্দনকে দেখে মনে হচ্ছিল, এ যেন দ্বিতীয় অর্জুন। তার ক্রোধ, তার পরাক্রম, তার যোদ্ধৃভঙ্গিমা সব কিছুই যেন ধনঞ্জয়ের সমতুল্য। অভিমন্যুকে যুদ্ধরত দেখে লক্ষ্মণ আর স্থির থাকতে পারেনি। সেও সংগ্রামস্থলে ধেয়ে এসেছে। প্রায় সমবয়সী এই দুই যুবা যোদ্ধা সকলকে চমৎকৃত করেছে রণনিপুণতায়। বলতে কি, অভিমন্যুর তুলনায় লক্ষ্মণকে অধিক কুশলী বলে বিকর্ণের মনে হয়েছে। একসময় এই ধনুর্ধর পুত্রদের পরিত্রাণ করার উদ্দেশ্যে তাদের দুই পিতা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর কিছুক্ষণ পরে সন্ধ্যা সমাগত না-হলে হয়ত অর্জুন ও দুর্যোধন নিবৃত্ত হতেন না।

যুদ্ধের তৃতীয় দিনে, ভীষ্মের নির্দেশে অন্যান্য যোদ্ধাসহ বিকর্ণ অর্জুনকে আক্রমণ করেছেন। ভীষ্মের শরাঘাতে পাণ্ডবপক্ষীয় সৈন্যরা এবং স্বয়ং ধনঞ্জয় বিপর্যস্ত হয়ে যুদ্ধবিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন হঠাৎ। এই দিনের বিশেষ আশ্চর্যজনক অধ্যায়, পার্থসারথি কৃষ্ণ অর্জুনের মৃদুতা ও ভীষ্মের পরাক্রম আধিক্য দেখে নিজেই কুরুবংশ ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর রুদ্রমূর্তি সমরাঙ্গনে বিশেষ ভীতির সঞ্চার করেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভীষ্মের প্রার্থনায় এবং অর্জুনের সানুনয় চরণবন্দনায় প্রীত হয়ে জনার্দন ক্রোধ সংবরণ করে পুনরায় সারথ্য কর্মে বৃত হয়েছিলেন। সেদিন কৃষ্ণের যুদ্ধোদ্যম যদি প্রশমিত না হতো, তাহলে হয়ত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমাপ্তি সূচিত হতো ওই দিনেই।

বিকর্ণ স্নান সমাপন করলেন হিরণ্বতীর পবিত্র সলিলে। তারপর কৃতপুটে জল নিয়ে সূর্যস্তব করে অঞ্জলি নিবেদন করলেন। দ্বিতীয়বার পুনরায় জল নিয়ে ব্যথিত চিত্তে জলাঞ্জলি প্রদান করলেন যুদ্ধে নিহত আপন ভাইদের উদ্দেশে। তিনি এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না, চতুর্থ দিবসীয় যুদ্ধে অর্থাৎ গতকল্যের পূর্ব দিনে তাঁর আটজন প্রিয় অনুজ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। ওই দিনটি ছিল সর্বতোভাবে

BanglaBook.org

ভীমসেনের। সেদিন যুধ্যমান বৃকোদরকে দেখে মনে হচ্ছিল, যেন জীবসংহারকর্তা ভগবান্ পিনাকপাণি যুদ্ধক্ষেত্রে নৃত্য করছেন। একটি বিশাল গদাধারণ করে অবলীলাক্রমে কৌরবসৈন্য নিধনে বৃকোদর মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। চতুর্দিক থেকে রব উঠছিল 'ভীমসেনকে সংহার কর'। কিন্তু মেরুর মতো অচল সেই মহাবীরকে কেউ নিরাকৃত করতে পারেনি।

এই রকম একটি সংকট-মুহূর্তে বিকর্ণের অনুজ নন্দ ভীমকে আক্রমণ করে। বিকর্ণ তখন দুঃশাসন, বিবিংশতি, দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, চিত্রসেন প্রমুখ অগ্রজ-অনুজদের সঙ্গে শল্যের পৃষ্ঠ রক্ষার্থে ব্যাপৃত ছিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন ও শল্য পরস্পর সেই সময় ঘোর সংগ্রামে রত। বিকর্ণ পরে প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে শুনেছেন, ভীম আক্রমণোদ্যত নন্দকে দেখে তাঁর সারথি বিশোককে নাকি বলেছিলেন, এই সব ধার্তরাষ্ট্ররা আমাকে বধ করতে সমুদ্যত হয়েছে। এবার পূর্ব প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার সামনে এদের নিধন করব। এই কথা বলেই তিনি নন্দের বক্ষঃস্থল লক্ষ করে তিন বাণ নিক্ষেপ করেন। সৌভাগ্যবশত দুর্যোধন তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে ভীমের শরাসন ব্যর্থ করে দেন। এযাত্রা নন্দের প্রাণরক্ষা হয়েছে। কিন্তু এর পরেই সুষেণ, সেনানী, জলসন্ধ, সুলোচন, উগ্র, ভীমরথ, ভীম, বীরবাহু, অলোলুপ, দুর্মুখ, দুষ্প্রধর্ষ, বিবিৎসু, বিকট ও সম—বিকর্ণের এই চতুর্দশ ভাই একযোগে বৃকোদরকে আক্রমণ করে। মহাবলী তৃতীয় পাণ্ডব যেন অবলীলায় সর্বপ্রথম ক্ষুরপ্র অস্ত্রে সেনানীর শিরশ্ছেদন করেন। তারপর একে একে বিভিন্ন অস্ত্রে জলসন্ধ, সুষেণ, উগ্র, বীরবাহু, ভীম, ভীমরথ ও সুলোচনকে সংহার করেছেন।

ভীমসেনের সেই ভীষণ শপথ-রক্ষার সূচনা হলো ধৃতরাষ্ট্রতনয় সেনানীর জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে। এবার এক এক করে একশত পুত্রের অনুক্রমিক নিধন পর্ব সমাধা করবেন বৃকোদর। রণস্থলে শায়িত সেনানী ও অন্য অনুজদের শবের সামনে দাঁড়িয়ে বিকর্ণ নীরবে অশ্রুমোচন করেছেন। দুর্যোধন রোদন করেননি। তিনি অধোমুখে ক্রোধভরে ওষ্ঠ দংশন করে দাঁড়িয়েছিলেন একটু দূরে। সমবেত অন্যান্য অনুজদের মধ্যে কে যেন চিৎকার করে বলেছিল, ক্ষাত্রধর্মে ধিক্। সাশ্রুনয়ন হওয়াতে বিকর্ণ তার মুখ দেখতে পাননি। হস্তিনানগরে পিতা, জননী ও ভ্রাতৃবধূদের কাছে এই দুঃসংবাদ প্রেরণের জন্য যখন একজন ভগ্নদূত প্রস্তুত হচ্ছিল সেই সময় বিকর্ণের কানে কানে সারথি দৃঢ়ধন্বা বলেছে, প্রভু, মহারাজের কাছে ভগ্নদূত প্রেরণ করা নিরর্থক। আমি মহামতি সঞ্জয়ের সারথি বৃহদ্বলের কাছে শুনেছি, ভগবান্ ব্যাসদেব মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে দিব্যচক্ষু প্রদান করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু আপনার পিতা রণস্থলের বীভৎসতা দর্শন করতে চাননি। তখন তপোধন ব্যাস মহারাজকে বলেছেন, এই সঞ্জয় সর্বদা তোমার কাছে যুদ্ধবৃত্তান্ত অবিকল বর্ণনা করবেন। ইনি কি দিন, কি রাত্রি সকল সময়েই, কি প্রকাশ, কি অপ্রকাশ সকল বিষয়ই জানতে পারবেন। এমন কি, অন্যেরা যা মনে মনে কল্পনা করবে, ভাববে, তাও ইনি অবগত হবেন। সঞ্জয় জীবিত থাকবেন এই যুদ্ধ থেকে বিমুক্ত হয়ে। অতএব, মহারাজের কাছে আর কোনও কিছুই অজ্ঞাত

BanglaBook.org

নয়।

মনোযোগ দিয়ে দৃঢ়ধন্বার কথা শুনেও বিকর্ণ ভগ্নদূতকে নিবৃত্ত করেননি। তিনি সেই মুহূর্তে, পিতার অন্তঃকরণের রূপটি ভাবতে চেষ্টা করছিলেন। সঞ্জয়ের মুখে আত্মজদের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করে পিতা কি শোকাকুল হয়ে উঠেছিলেন! নাকি প্রস্তর মূর্তির মতো সুখে-দুঃখে বিগতস্পৃহ হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে তিনি তাকিয়েছিলেন অদূরাগত ভবিষ্যতের দিকে! তিনি কি অশ্রুমোচন করেননি? তিনি কি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে বসেছিলেন! পুত্রবধূদের ক্রন্দন তাঁর কর্ণে প্রবেশ করেছে কি! বিকর্ণ জানেন, তাঁর পিতা সাধারণ লোকের মতো আপন স্বার্থসাধনে বিমোহিত। যে-ব্যাপকতর জ্ঞাতিবধ পর্বের সূচনা হয়েছে, তা নিবারণ করতে তিনি সমর্থ ছিলেন। কিন্তু এক বিনাশকারী আত্মবুদ্ধি সর্বদা তাকে চালিত করেছে। সদসতের সর্বশেষ বিচারে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন।

তেজস্বিনী জননী গান্ধারী পর্যন্ত পিতার আত্মভাব পরিবর্তন করতে পারেননি। মা হয়েও তিনি আপন গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র দুর্যোধনকে বহুবার পরিত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। শুধু জন্মকালীন অশুভ লক্ষণ ও উৎপাত দর্শন করেই নয়, দুর্যোধনের কুকার্য পরম্পরা তাঁকে ব্যথিত করেছে। কালস্বরূপ এই পুত্রকে বিসর্জন দিতে তিনি এতটুকু কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁর মাতৃহৃদয় বহু আঘাতে যেন শিলীভূত হয়ে গেছে। বিকর্ণ তা মর্মে মর্মে অনুভব করেন। কিন্তু একসঙ্গে আটটি পুত্রের মৃত্যু কিভাবে গ্রহণ করেছেন চিরন্তনী জননী! এই পুত্রদের সম্পর্কে তাঁর তো কোনও অভিযোগ অথবা অরুচি ছিল না। মা কি কখনও পুত্রের নিধন-সংবাদে অশ্রুসংবরণ করে থাকতে পারেন! জননীর এক মুহূর্তের জন্যও কি মনে পড়বে না সেনানীর বালকোচিত চঞ্চল মুখ, কিংবা বীরবাহুর বীর্যবান্ অবয়ব, অথবা সুলোচনের মায়াবী আয়তচক্ষু! এখনও দ্বিনবতি সংখ্যক পুত্র জীবিত আছে—এই কথা ভেবে কি বিলাপ করা থেকে তিনি বিরত হবেন? বিকর্ণ মানসচক্ষে পিতা ও মাতার প্রতিমা দর্শনের চেষ্টা করেছিলেন বারংবার। কিন্তু সম্মুখে, ভূমিশয্যায় শায়িত ভাইদের মৃতদেহ তাঁর মনপ্রাণ অশান্ত করে তুলছিল। ভগ্নদূতের গমনপথের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়েছে। অনুজদের মধ্যে অনেকেই অশ্রু বিসর্জন করছিল। কেবল দুর্মুখ অদূরে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করে সঘৃণায় বলেছিল, পরপুরুষ সংসর্গে উৎপন্ন দ্বিতীয় কৌন্তেয়র মস্তকে পদাঘাত করি। যার পিতার ঠিক নেই, সেই জারজ ভীমকে মল-মূত্রতুল্য মনে করি।

বাস্তবের সত্য এই যে, ঊর্ধ্বমুখে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করলে তা আবার নিজের মুখেই পতিত হয়। দুর্মুখের নিষ্ঠীবত্যাগ সেই চিরাচরিত সত্যেরই প্রতীক-উদাহরণ। চতুর্থ দিনের যুদ্ধ শেষে বিকর্ণের তাই মনে হয়েছিল। এই দিন কৌরবপক্ষের অসংখ্য সৈন্য হতাহত হয়েছে। পাণ্ডবদের অনবরত ও জিতপ্রায় আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে সমরপরাঙ্মুখ হয়েছে ততোধিক সৈনিক। চরম বিশৃঙ্খলায় উদ্‌ভ্রান্ত ও পীড়িত হয়েছে সমগ্র কৌরবপক্ষ। চতুর্থ দিবসের গভীর রাত্রে চিন্তান্বিত ও ভ্রাতৃবধ শোকে অভিভূত দুর্যোধন সেনাপতি ভীষ্মের দুর্গসদৃশ শিবিরে

BanglaBook.org

এসে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুঃশাসন, বিবিংশতি, ভগদত্ত, কৃতবর্মা, অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা এবং বিকর্ণ স্বয়ং। অগ্রজ শোকগ্রস্ত কণ্ঠে পিতামহকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি অনুগ্রহ করে বলুন, ত্রিলোক সংহারে সমর্থ এই কৌরবরা কেন পাণ্ডবদের বলবীর্য সহ্য করতে সমর্থ হচ্ছে না? পাণ্ডবরা কাকে বা কোন্ অদৃশ্য শক্তিকে আশ্রয় করে আমাদের পরাজিত করছেন? পিতামহ, আমি ক্রমশ সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি। আগামী অথবা তৎপরবর্তী দিনগুলিতে কি আজকের ঘটনাসমূহের পুনরাবৃত্তি হবে?

অমিততেজা, মহাবাহু শান্তনুনন্দন অগ্রজের এই সকল জিজ্ঞাসায় বিষাদময় স্মিতহাস্য করে বিষণ্ণ কণ্ঠে বলেছেন, দুর্যোধন, তোমাকে আগেও বহুবার বলেছি, আবারও বলছি, তুমি অগ্নিগোলক নিয়ে এক বিধ্বংসী ক্রীড়ায় মত্ত হয়ে উঠেছ। পাণ্ডবেরা চিরকাল অবধ্য। তাঁরা একাধারে জন্মজিৎ ও মৃত্যুজিৎ। কেন জানো!

সমুৎসুক ধৃতরাষ্ট্রতনয়দের মুখের দিকে মায়াদৃষ্টি বর্ষণ করে ভীষ্ম বলেছেন, বৎস, তোমরা জেনে রাখো, ভগবান্ বাসুদেব পাণ্ডবদের সতত রক্ষা করছেন। সুতরাং তাঁদের পরাজিত করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। এবং তা কোনও দিন সম্ভবও হবে না।

ভূরিশ্রবা তৎক্ষণাৎ বলেছেন, দ্বারাবতী-অধিপতি কৃষ্ণ কুহকজাল বিস্তার করে মানুষকে মোহমুগ্ধ করে রাখেন। তিনি ঐন্দ্রজালিক। তাঁর শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে সকলেই অতিশয়োক্তি করে।

—তুমি এর অধিক আর একটি শব্দও উচ্চারণ ক'রো না। ভীষ্ম হাত তুলে ভূরিশ্রবাকে নিষেধ করে বলেছেন, আমি বলছি, শোন। তোমরা সর্বদা স্মরণে রাখবে, নবরূপী কৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ণ। পরমপুরুষ পরমেশ্বর বিষ্ণু। তিনি দেবতাদের সনির্বন্ধ অনুরোধে ধর্মসংস্থাপন, দানবদলন ও পৃথিবীরক্ষার নিমিত্ত মানুষকলেবর পরিগ্রহ করে যদুবংশে অবতীর্ণ হয়েছেন। 'এবমেষ মহাবাহুঃ কেশবঃ সত্যবিক্রমঃ/ অচিন্ত্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো নৈষ কেবলমানুষঃ ॥'

একটু থেমে ভক্তিবিনম্র স্বরে শান্তনুনন্দন দেবব্রত আবার বলেছেন, তিনি বিশ্বেশ, তিনি নিত্য, অব্যয়, সর্বলোকময়, বিধাতা, লোকপাল। তিনি যোদ্ধা, জয়, জেতা, প্রকৃতি ও ঈশ্বর। তিনি সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবর্জিত। অতএব যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানেই ধর্ম, সেখানেই জয়। দুর্যোধন তোমাকে আবার সাবধান করে দিচ্ছি, নরনারায়ণকে অবজ্ঞা করলে, বিদ্বেষী হলে তুমি বিনষ্ট হবেই। কেউ তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। আমার কথা শোন, পাণ্ডবদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করে রাজ্যভোগ করো। এই-ই একমাত্র পথ। অন্য সব পন্থাই নিরর্থক।

বিচলিত হয়ে দুর্যোধন বলেছেন, বিদ্বত্তম, কৃষ্ণের এই অতিমানবীয় ঐশীশক্তি সম্পর্কে আমি অবগত আছি। কিন্তু জীবনের সর্বত্র তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতাকে মান্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। কৃষ্ণের ভয়ে ভীত হয়ে আমি দৈববাদী কিংবা হঠবাদীদের মতো নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকতে পারব না। আমি প্রকৃত পুরুষের মতো যুদ্ধকর্মে লিপ্ত হয়েছি। এখন ফল বা সিদ্ধি যাই হোক না কেন, আমি পরাঙ্মুখ হব না। মনে করুন, আমি কৃষকের মতো রুক্ষ নীরস ভূমিকর্ষণ করে শস্যবপনের

BanglaBook.org

কাজে ব্যাপৃত হয়েছি। এবার বৃষ্টি হবে কি হবে না, সে নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমি তো সর্বত্র দেখতে পাই, পরাক্রমই কার্য-সাধনের মুখ্য উপায়। পাণ্ডবেরা পুরুষকার ও পরাক্রম অবলম্বন করে রাজ্যপ্রাপ্তির আশা করছে। ওরা যদি সফল ও সার্থক হয়, তাহলে আমাদের চেষ্টা ও উদ্যম কেন নিষ্ফল, নিরর্থক হবে ?

শান্তনুনন্দন নিমীলিত চক্ষে তাকিয়ে অগ্রজকে বলেছেন, দুর্যোধন জগতে যা কিছু প্রতিনিয়ত ঘটছে তা যুক্তি দিয়ে সবসময় ব্যাখ্যা করা যায় না।

—তাহলে কি মানুষ যুক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদি পরিত্যাগ করবে! দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তাঁর পদ্ম-পলাশ লোচন নাচিয়ে জিজ্ঞাসা করেছেন।

পিতামহ এই প্রশ্নের কোনও উত্তর দেননি। তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করেছিলেন। বিকর্ণ ভেবেছিলেন, তিনি অশ্বত্থামাকে এই বিপরীত প্রশ্ন করবেন, দ্যূতসভায় অসংবৃতা, অপমানিতা দ্রৌপদীর যুক্তিগ্রাহ্য জিজ্ঞাসার উত্তরদানে তোমরা নীরব ছিলে কেন ? মানুষ সময়বিশেষে যুক্তিকে বরণ করে, আবার সময়বিশেষে ত্যাগ করে, তাই না।

দুর্যোধন সেই সময় বিনীত অথচ দৃঢ়স্বরে ভীষ্মকে বলেছেন, পিতামহ, আমি জানি, 'কৃষ্ণাশ্রয়াঃ কৃষ্ণবলাঃ কৃষ্ণনাথাশ্চ পাণ্ডবাঃ'। কৃষ্ণই পাণ্ডবদের আশ্রয়, বল এবং অভিভাবক। হৃষীকেশই পাণ্ডববৃক্ষের মূল। তবে এই মূলকে নাশ করতে পারলেই শাখা-পত্রাদি আপনা থেকেই বিনষ্ট হবে। আর আমরা যদি বিনাশপ্রাপ্ত হই, তবে জানবেন সে আমাদের কর্মফল। পূর্বজন্মের কর্মফলে যা হবার তা হবে। এখন বলুন, আপনি ক'দিনের মধ্যে এই সমুদয় পাণ্ডবযোদ্ধাদের বিনাশ করতে পারবেন ? এরই উপরে নির্ভর করছে আমার জয়-পরাজয়। আপনি সেনাপতি, সর্বাধিনায়ক। আমরা সর্বদা আপনার পৃষ্ঠরক্ষা করছি। এই যুদ্ধের ফলাফল-নির্ধারণকর্তা একমাত্র কৃষ্ণ নন, আপনিও।

দেবব্রত একটু চিন্তা করে বলেছিলেন, দুর্যোধন, আমি জীবিতনিরপেক্ষ হয়ে প্রতিদিন সকালে পাণ্ডবদের সহস্র রথী ও দশসহস্র যোদ্ধা বিনাশ করব। নিত্য উৎসাহসম্পন্ন হয়ে এইরকম এক এক ভাগ কল্পনা করে, শতসহস্রঘাতী শরপ্রয়োগে এক মাসের মধ্যে আমি সমস্ত পাণ্ডবসৈন্য সংহারে সমর্থ হব।

ভীষ্মের কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন নৈরাশ্যের সুর বেজে উঠেছিল। বিকর্ণের কানে তা ধরা পড়েছে। অন্যরা উৎফুল্ল ও প্রীত হয়ে প্রস্থান করেছিলেন। পিতামহ প্রত্যহ তাঁর কথা রাখছেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, কৌরবপক্ষের লোকক্ষয় রুদ্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না। গতকাল বিকর্ণ একবার সহদেবের সঙ্গে, অন্য সময়ে অর্জুনের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন। এই সংগ্রামে কোনও কিছুরই নিষ্পত্তি হয়নি। কেবল নিহত মানুষের শবে সমাকীর্ণ হয়ে উঠেছে কুরুক্ষেত্র। একটু পরে আবার সেখানেই যেতে হবে। বিকর্ণ প্রবল বেদনায় শুধু বললেন, হায় !

মাঙ্গলিক ও শুভকর্মে যে শঙ্খের ধ্বনি-চরিত্র শান্ত, সুস্মিত ও কল্যাণকর, রণক্ষেত্রে বীরপুরুষদের সাহচর্যে সেই শঙ্খের ধ্বনি প্রলয়ঙ্কর। শুভ্র শঙ্খ তখন রুদ্র

BanglaBook.org

শঙ্খ। প্রাতঃকালের মতো এখন রণভূমি মুহুর্মুহু শঙ্খনাদে প্রকম্পিত। কৃষ্ণের পাঞ্চজন্য, ভীষ্মের আদিত্যসঙ্কাশ, ধনঞ্জয়ের দেবদত্ত, দুর্যোধনের সৌমনস্য, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, বৃকোদরের পৌণ্ড্র, দুঃশাসনের বজ্রনির্ঘোষ, নকুলের সুঘোষ, শকুনির আহতি, সহদেবের মণিপুষ্পক, ধৃষ্টদ্যুম্নের কম্বুশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি বিশিষ্ট শঙ্খের নিনাদে এবং অন্যান্য শূরপুরুষদের শঙ্খবাদ্যে অপরাহ্নের রণস্থল মুখর হয়ে আছে। যুদ্ধের উল্লাস ও উত্তেজনায় সকলেই মত্ত এবং আত্মবিস্মৃত। পূর্বাহ্নে পাণ্ডবেরা মকরব্যূহ রচনা করেছিলেন, এখন তার চিহ্নমাত্র নেই। মহাসংগ্রামী ভীষ্ম পাণ্ডবদের ব্যূহ বিনষ্ট করে তাঁদের বহু বীরের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়েছেন। ভীমসেনের কাছে এই ঘটনা ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি কিছুক্ষণ আগে ধৃতরাষ্ট্রনন্দন দুঃশাসন, জয়, দুর্বিষহ, বিকর্ণ, দুঃসহ, জয়ৎসেন, দুর্মদ, চিত্রসেন, সুদর্শন, চারুচিত্র, সুবর্মা, দুষ্কর্ণ প্রমুখের দিকে ধেয়ে এসেছিলেন। তাঁর সংহার-মূর্তি দেখে অন্যদের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিলেন বিকর্ণও। নিজের এই পলায়নী প্রবৃত্তিকে ধিক্কার দিয়ে তিনি আবার প্রত্যাগমন করেছেন রণভূমিতে। এই মুহূর্তে তিনি মহাবীর অভিমন্যুর সঙ্গে সংগ্রামরত।

বিকর্ণের বারংবার সংকোচ হচ্ছে। অভিমন্যু তাঁর সমবয়সী নয়। লক্ষ্মণের সঙ্গে অর্জুননন্দনের যুদ্ধ উপযুক্ত ও অনেক শোভন হতো তূণীর থেকে নির্দিষ্ট শর সংগ্রহ করে যতবার তিনি অভিমন্যুর দিকে নিক্ষেপ করছেন, ততবার বিকর্ণের সম্মুখে লক্ষ্মণের মুখ ভেসে উঠছে। এমনকি বিবস্বানের জন্য তাঁর চিত্ত উদ্বেল হয়ে উঠছে থেকে থেকেই। একে অসমযুদ্ধ, তার উপর সমগ্র যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয়-পরমাত্মীয়দের বিপুল সমাহার। প্রথম দিনের যুদ্ধের প্রারম্ভে ধনঞ্জয় দ্বারকাধীশ কৃষ্ণকে বলেছিলেন, মধুসূদন, চতুর্দিকে এই সমস্ত আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের দেখে আমার শরীর অবসন্ন, কম্পিত, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছে। আমার আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত। আমি কাদের বধ করতে এসেছি! এই সব আত্মীয়দের বিনাশ করে আমরা কিভাবে সুখী হবো। কৃষ্ণ, আমি আর জয়, রাজ্য এবং সুখের আকাঙ্ক্ষা করি না।

জনার্দন অবশ্য নির্বিঘ্ন অর্জুনকে স্বকর্ম ও স্বধর্মে উদ্বুদ্ধ করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন দীর্ঘ সময় ধরে। কৌরবপক্ষের যোদ্ধারা দূর থেকে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কৃষ্ণের উপদেশে উদ্বুদ্ধ হয়ে ধনঞ্জয় এরপর রণাঙ্গনে ভীষণ মূর্তি ধারণ করেছেন। সম্ভবত পুত্র অভিমন্যুকেও তিনি উৎসাহিত করেছেন কর্তব্যকর্মের এই বিশাল অনুষ্ঠানে।

অভিমন্যু তাই হয়ত আজ সংকোচহীন। তার শরক্ষেপণের ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে, সে মহাব্রত সাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, দ্বিধাদ্বন্দ্বহীন। অভিমন্যু সহসা বিকর্ণের রথের সমস্ত অশ্ব বিনষ্ট করে তাঁর উপর পঁচিশটি ক্ষুদ্রক নামক বাণ নিক্ষেপ করলেন। মুহূর্তে সচকিত হয়ে অনুজ চিত্রসেনের রথে আরোহণ করলেন বিকর্ণ নিজের হতাশ্বরথ পরিত্যাগ করে। দুই ভাইকে এক রথে সমাসীন দেখে অর্জুনতনয় বৃষ্টির মতো বাণ নিক্ষেপ শুরু করলেন। বিকর্ণ তখন আর অন্য উপায় না দেখে অয়োময় নামক পাঁচ বাণ দিয়ে অভিমন্যুকে আহত করতে দ্বিধা করলেন না। আহত হয়েও

BanglaBook.org

অর্জুনকুমার কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে ভল্ল যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। চিত্রসেনের রথ লক্ষ্য করে এক ভীষণ ভল্ল নিক্ষেপ করলেন সুভদ্রানন্দন। চিত্রসেনের ধ্বজ, সারথি ও রথ বিনষ্ট হলো। পরমুহূর্তেই অভিমন্যু বিকর্ণের দিকে কঙ্কপত্রযুক্ত অজস্র সায়ক নিক্ষেপ করতে শুরু করলেন। বিকর্ণের দেহ ভেদ করে সেইসব বাণ শূন্যে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। রুধিরাক্ত হয়ে মহারথ বিকর্ণ ভূতলে পড়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জ্ঞান লুপ্ত হতে শুরু করলো। সম্পূর্ণ অচেতন হওয়ার আগে বিকর্ণ অস্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখলেন অনুজ দুর্জয় তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখছে।

সর্বাঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণা। দেহ ক্ষত-বিক্ষত। চক্ষু উন্মীলনের সামান্য ক্ষমতাটুকুও যেন বিকর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন। অতি কষ্টে অক্ষিপল্লব উন্মুক্ত করে বিকর্ণ দেখলেন, মৃদু নীলাভ আলোয় পূর্ণ একটি পটগৃহ। সুখদ, সুরম্য শয্যায় তিনি শায়িত। তাঁর শিয়রে বসে আছে এক নারী। স্বল্প আলোয় তার মুখ অস্পষ্ট। বিকর্ণ ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমি কোথায় ?

—রাজন্, আপনি উপযুক্ত স্থানে আছেন। উপবিষ্টা নারী সুমধুর স্বরে বললো।

বিকর্ণ পরিষ্কার বুঝতে পারলেন না। তিনি অস্ফুট স্বরে বললেন, দেবাঙ্গনা, তুমি ... দেবাঙ্গনা ...

সুকোমল একটি হাত বিকর্ণের প্রশস্ত বক্ষস্থল স্পর্শ করলো। শিহরিত হয়ে বিকর্ণ অনুভব করলেন, এই রমণী দেবাঙ্গনা নয়। তবে কে ?

—প্রভু, মার্জনা করবেন, আমি পদ্মগন্ধা। আপনার সেবায় নিযুক্তা গণিকা পদ্মগন্ধা। রাজপুত্র, আপনি আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

বিকর্ণ আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পদ্মগন্ধার শিবিরে তিনি এলেন কিভাবে ? এখনও তাঁর মস্তিষ্ক ও স্নায়ু অবশ হয়ে আছে। তবু প্রাণপণে পূর্বাপর ভাবতে ভাবতে বিকর্ণর মনে পড়লো, নির্ভীক অভিমন্যুর দীর্ঘ বাহুযুগল অবিশ্রান্ত শর নিক্ষেপ করে চলেছে। তাঁর বিধ্বস্ত রথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দৃঢ়ধন্বা। তিনি চিত্রসেনের রথের উপর থেকে ভূমিতে পড়ে যাচ্ছেন। তাঁর দেহ রক্তাক্ত। চেতন-অচেতনের সীমারেখায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। চতুর্দিকে মৃত্যুর বীভৎস আয়োজন। বিকর্ণ উঠে বসতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু পারলেন না। পদ্মগন্ধা ব্যস্ত হয়ে বললো, আর্য, আপনি অসুস্থ। আহত। উঠবেন না, উঠবেন না। আপনার কোথায় কষ্ট হচ্ছে আমাকে বলুন !

—পদ্মগন্ধা ! বিকর্ণ অশ্রুতস্বরে বললেন, আমি এখানে কেন ? চিকিৎসকরা কি আমার জীবিতাশা ত্যাগ করেছেন !

—না প্রভু। এমন অলক্ষণযুক্ত বাক্য আর উচ্চারণ করবেন না। আপনার অবস্থা কখনই আশঙ্কাজনক নয়। অকস্মাৎ পতন ও অস্ত্রাঘাতে আপনি সাময়িক ক্লেশ ভোগ করছেন মাত্র। আমি আপনার দীনা সেবিকা।

শরীরের সর্বত্র বেদনা অনুভব করতে করতে বিকর্ণ আয়তলোচনে পদ্মগন্ধাকে দেখলেন। চতুঃষষ্টি কলায় নিপুণা এই বেশ্যা রমণী শীলবতী, গুণবতী ও

BanglaBook.org

সর্বগুণান্বিতা। মাহিষ্মতীপুরীর এই গণিকাকে বহু রাজা সম্মান করেন, অভিজাত ব্যক্তিরা এর স্তুতিবাদ করেন সদাসর্বদা। পদ্মগন্ধা সকলের প্রার্থনীয়া, অভিগম্যা ও লক্ষ্যভূতা। এমনিতেই মাহিষ্মতীপুরীর রমণীরা স্বৈরিণী রূপে আখ্যাতা। ওই রাজ্যের নারীরা প্রায়শই স্বামীর সম্মতিক্রমে অথবা তাকে অগ্রাহ্য করে অন্যের অভিগমন করেন। এমনই কোনও মহিলার গর্ভে জন্ম হয়েছে পদ্মগন্ধার। সে স্বৈরিণীবৃত্তি না নিয়ে স্বয়ংভবা গণিকা বৃত্তি অবলম্বন করেছে। পদ্মগন্ধাকে সকলেই কামনা করে। তার বহুবিধ অর্জিত গুণসমূহ তাকে গণিকাদের মধ্যে অন্যতমা করে তুলেছে।

অনুজ চিত্রসেনের সঙ্গে পদ্মগন্ধার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। বিকর্ণের কাছেও সে সুপরিচিতা। পদ্মগন্ধা প্রায়শই মাহিষ্মতীপুরী থেকে হস্তিনানগরে এসে কিছুদিন বাস করেন। কৌরব রাজধানীতে তার আদর ও মর্যাদা প্রশ্নাতীত। চিত্রসেন আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর বিকর্ণ পদ্মগন্ধার সাহচর্যে রাত্রিযাপন করেছেন। রাজধর্মে গণিকাসঙ্গ নিন্দনীয় নয়। তবে তা পরিমিতি বোধের ওপর নির্ভরশীল। এ বিষয়ে অসংযম অতীব গর্হিত এবং কলঙ্ককর। বিকর্ণ সে সম্বন্ধে অত্যন্ত সাবধানী। তিনি এখনও বুঝতে পারছেন না, কেন তাঁর শয্যা পাতা হয়েছে পদ্মগন্ধার পটগৃহে! তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আমি এখানে কেন? আমার এই অশক্ত দেহ কি মনোরঞ্জন কামনা করেছিল!

পদ্মগন্ধা সলজ্জ ভঙ্গিতে হাসল। বিকর্ণের করতল স্পর্শ করে সুমধুর স্বরে বললো, না, আর্য না।

তারপর সেই সুস্তনী, সুকেশী মরালগমনা কামিনী উঠে গিয়ে নীলাভ আলো অপসারিত করে, দিবালোকের মতো একটি দীপবর্তিকা জ্বালল। বিকর্ণ দেখলেন, পটগৃহটি নানা ফুল ও লতাগুল্ম দিয়ে সাজানো হয়েছে। বস্ত্রাবাসের একদিকে একটি দারুনির্মিত অনুচ্চ ত্রিপদীর উপর রক্ষিত কৈরাতক, মধুক, বরাসব, মাধ্বীক প্রভৃতি বিভিন্ন মদ্যের স্ফটিক-স্বচ্ছ পাত্র। অন্যদিকে আছে বহুবিধ প্রসাধন সামগ্রী, অঙ্গবস্ত্র, ছত্র, ভৃঙ্গার, ব্যজন প্রভৃতি। অতিথিদের উপবেশনের জন্য শয্যা-সংলগ্ন চতুষ্কৌণিক স্থানটিতে শিল্পকলা সমৃদ্ধ বিভিন্ন আকৃতির আসন সাজিয়ে রাখা আছে। পদ্মগন্ধার বেশভূষা, আভরণ, অঙ্গপ্রসাধন—সব কিছুই স্নিগ্ধ, অনুপম। তার চোখে বিলোলকটাক্ষ কিংবা ছলাকলার চিহ্নমাত্র নেই। দীপশিখাটিকে স্বস্থানে রেখে পদ্মগন্ধা পুনরায় বিকর্ণের শিয়রে এসে বসলো। তেমনই সলজ্জ ভঙ্গিমায় বললো, রাজন্, যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়ে জ্ঞান হারাবার আগে আপনি আমাকে প্রত্যাশা করেছিলেন।

—তোমাকে! বিকর্ণ দারুণ বিস্ময়ে বললেন, তোমাকে! কিন্তু কেন!

—তা কেমন করে বলবো! পদ্মগন্ধা সস্মিত আননে বিকর্ণের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে অধোমুখী হয়ে বললো, আর্য, আপনি কি এখানে ক্লেশ অনুভব করছেন! আপনি কি আত্মসম্মানের কারণে বিচলিত হচ্ছেন!

এমনতর প্রশ্নের জন্য বিকর্ণ প্রস্তুত ছিলেন না। নিতান্ত অপ্রস্তুত বোধ করে তিনি বললেন, না, গণেরুকা, আমি তা বলতে চাইনি। তোমার সঙ্গে সহবাসে

BanglaBook.org

যেখানে অনেকেই উন্মুখ, সেখানে তোমার এই সেবা ও শুশ্রূষা আমার কাছে এখনও স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। অভাবিত এই ঘটনায় আমি অভিভূত।

—আর্য, এমন করে বলবেন না। মহারাজ দুর্যোধন আমাকে বিশেষ অনুরোধ করেছেন, আমি যেন সমস্ত কামকলার প্রয়োগ করে আপনাকে অবসাদমুক্ত করি। আপনার দৈহিক যন্ত্রণার লাঘবে অকৃপণ হয়ে উঠি। আপনি যদি কৃপা করে এই পটগৃহে একটি রাত্রি যাপন করেন, তাহলে আগামীকালের যুদ্ধক্ষেত্র আপনার কাছে অরুচিকর বলে মনে হবে না।

—পদ্মগন্ধা তুমি কি জানো, আজকের যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কী হলো ?

—রাজন্, যদিও আমি এই মহাযুদ্ধেরই এক অন্যতম অঙ্গ, তবু সমর বিষয়ে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমার দেবতা কামদেব অনঙ্গ, রণদেব ভৈরব নন। আহা আর্য, আপনি আবার কেন উঠতে চেষ্টা করছেন ? পদ্মগন্ধা মমতাসিক্ত স্বরে বললো।

গণিকা সংজ্ঞাপ্রাপ্তা বেশ্যারা সাধারণত এমন সবিনীত আচরণ করে না। তারা তাদের শিল্পিত বৃত্তি সম্পর্কে, কামশাস্ত্র বিষয়ে আপন উৎকর্ষ সম্পর্কে অতীব গর্বিতা। পদ্মগন্ধা এর এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম।

—তুমি হয়ত জানো, আমার আটজন ভাই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। যুদ্ধে কৌরব সেনানীদের চূড়ান্ত পরাজয় অব্যাহত। এক দোলায়মান অবস্থার মধ্য দিয়ে আমরা কোথায় চলেছি কে জানে ! মঞ্জিকা, এখন শুয়ে থাকা অপরাধ।

—আপনি কি এই ঘোর নিশীথে রণক্ষেত্রে যেতে চান ! পদ্মগন্ধা স্মিত হেসে বললো, রাজন্, এখন ক্ষুদ্রতম সৈনিকও আপন সুখ সন্ধানে রত। তা সে শয্যায় হোক কিংবা কামকেলির উদ্দামতায় !

বিকর্ণ মৃত মানুষের মতো শূন্য চক্ষে পদ্মগন্ধার দিকে চেয়ে রইলেন।

গণেরুকা দেখলো, এই মানুষটি মৃত্যুভয়ে ভীত অথবা জীবন উপভোগের বোধ হারিয়ে ফেলেছে। এমন পুরুষের প্রতি সে আরও অধিক মনোযোগ দেয়। আনন্দদানই তার কাজ। জীবনের স্পৃহা চতুর্গুণ বর্ধিত করতে পারলে পদ্মগন্ধা নিজের বৃত্তিকে সার্থক মনে করে।

পদ্মগন্ধা পুনর্বার শিবির-কক্ষের আলো নীলাভ করে দিল। তারপর স্তনাবরণী কঞ্চুক শিথিল করে ধীর পায়ে এগিয়ে এলো বিকর্ণের দিকে। তার পায়ের মৃদু নূপুর নিক্কণে ভরে উঠল আলো- অন্ধকারের কামার্ত জগৎ। গভীর আশ্লেষে বিকর্ণকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করে পদ্মগন্ধা বললো, আর্য, মিথুনের দেবতা আপনার দেহকে উদ্দীপিত করে শারীর সুখ, মানস সুখ প্রদান করুন।

BanglaBook.org

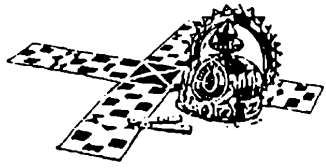

দশম অধ্যায়

বৃদ্ধ কুসীদজীবী হিরণ্যাক্ষ আজ দুদিন হল কম্পিত-কলেবর হয়ে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করছে। তার বিধবা কন্যা দেবহংসীর কাছ থেকে এই সংবাদ শুনে হিরণ্যাক্ষর প্রতিবেশী পর্জন্য, ঋচীক, মণিস্কন্ধ, কুবিন্দ এবং হংসচূড়, জহ্নু, লোহিত্য ও ভল্লাতক এসেছে তার কুশল সংবাদাদি নিতে। কয়েক দিন আগে কন্যা নিষেধ করা সত্ত্বেও বৃদ্ধ কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল উদকপতি নামে এক অকর্মণ্য সৈনিকের কাছ থেকে ঋণ আদায় করা। হিরণ্যাক্ষের কাছ থেকে উদকপতি নাকি একশত নিষ্ক ধার নিয়েছিল। অকর্মণ্য সৈনিক রূপে সেই ঋণগ্রহীতা লোকটি যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গিয়েছে শুনেই বৃদ্ধের অবস্থা উন্মাদের মতো হয়ে যায়। দেবহংসীকে সে বলে, ও ব্যাটা আর ফিরবে না। মিথ্যে কথা বলে আমার কাছ থেকে মুদ্রা ধার নিয়েছে। সমরে উদকপতি মরবেই। হায়, হায় তখন আমি কার কাছে হাত পাতব! ওর পুত্রগুলো ভীষণ নৃশংস। কুসীদের কথা বলতে গেলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলবে!

নানা বাধা, অসুবিধা উপেক্ষা করে হিরণ্যাক্ষ কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিল এবং প্রত্যাগমন করেছে রোগগ্রস্ত হয়ে। তার এই অবিরত দেহকম্পনের কারণ দুটি। প্রথমত, উদকপতির কাছ থেকে মূল অর্থ বা ঋণ কোনওটাই সে আদায় করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, সে স্বচক্ষে শত শত শরে বিদ্ধ ক্ষতবিক্ষত কলেবর ভীষ্মকে রথ থেকে পড়ে যেতে দেখেছে। সম্ভবত প্রথমটির চেয়ে দ্বিতীয়টিই বৃদ্ধের অসুস্থতার কারক।

ইতিমধ্যে ভগ্নদূতেরা হস্তিনাপুরে এসে জানিয়ে গিয়েছে, রথীশ্রেষ্ঠ শান্তনুনন্দন, দেবব্রত ভীষ্ম স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের জন্য শরশয্যা গ্রহণ করেছেন। সূর্য দক্ষিণায়ন থেকে উত্তরায়ণে যখন আগমন করবেন, সেই বিশেষ সময়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন— এমন শোনা যাচ্ছে। ক্রমাগত এই সমস্ত দুঃখজনক সংবাদে রাজধানীর মানুষ অতি দ্রুত আপন্ন হয়ে উঠছে। একটি অদৃশ্য আতঙ্ক তাদের গ্রাস করে রেখেছে নিশিদিন। সকলেরই মানসিক সুখ তিরোহিত। এদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ক্রয়মূল্য প্রচণ্ডভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক দ্রব্য, বিশেষত সাধারণ মানুষকে গভীর চিন্তায় ফেলে দিয়েছে কিছু খাদ্য দ্রব্যের অপ্রতুলতা। শেষপর্যন্ত এই যুদ্ধের পরিণতি কী হবে— এ সম্পর্কে সবাই ভাবিত। তবে যুদ্ধের গতি প্রকৃতিই বলে দিচ্ছে, কৌরবদের পরাজয় অনিবার্য, পাণ্ডবদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

রাজধানীর পরিস্থিতি এমনই অবনতির দিকে যে, মানুষ যে বিপদে-আপদে

BanglaBook.org

মনুষের পাশে এসে দাঁড়াবে, সে সম্ভাবনা এবং প্রত্যাশাও ক্রমশ অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তবু দেবহংসীর আহ্বানে অনুগ্রহপরবশ হয়ে এসেছে হিরণ্যাক্ষর প্রতিবেশী ও পরিচিত ব্যক্তিরা।

দেবহংসী সকলকে যথোচিত আপ্যায়ন করে দ্বিতলের শয্যাকক্ষে নিয়ে এলো। তাদের সকলকে দেখে শায়িত হিরণ্যাক্ষ কম্পিত স্বরে বললো, তোমরা আবার কেন ! যাও, যাও, আমি কাউকে অণু-পরিমাণ অর্থও ধার দেব না। তোমরা অন্য কোনও কুসীদ ব্যবসায়ীর কাছে যাও।

পিতার এই কথা শুনে দেবহংসীর মুখ লজ্জায় রক্তিম হয়ে উঠলো। সে কুণ্ঠিত স্বরে সবাইকে বললো, আপনারা অপরাধ নেবেন না। ওর মাথারও ঠিক নেই।

মণিস্কন্ধ হেসে বললো, মা, আমরা বুঝতে পেরেছি। তুমি বিচলিত হোয় না। প্রবল আঘাতে মানুষের এমন দুরবস্থা হয়।

—তাত, এই মান্যবরেরা তোমার রোগমুক্তি ও কুশল কামনা করতে এসেছেন। এঁদের অন্য কোনও উদ্দেশ্য নেই। তুমি এঁদের প্রতি দুর্বাক্য প্রয়োগ করো না। দেবহংসী সানুনয়ে পিতাকে বললো।

হিরণ্যাক্ষর এই কন্যাটি বহুদিন আগে বিধবা হয়েছে। তার স্বামী এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে মারা যায়। বৈধব্যের চেয়েও দেবহংসীর অধিকতর বেদনা, সে অনপত্যা। সন্তানাদি হওয়ার আগেই তার স্বামী পরলোকগমন করে। দেবহংসী ভেবেছিল, সহগামিনী হয়ে স্বামীর চিতাগ্নিতেই আত্মাহুতি দেবে। কিন্তু কার্যকালে তা আর হয়ে ওঠেনি। পিতা তাকে বাধা দিয়েছে। হিরণ্যাক্ষ ভেবেছিল, বিধবা মহিলাদের পত্যন্তর-গ্রহণের বিধান অনুসারে কন্যার পুনরায় বিবাহ দেবে। কিন্তু দেবহংসী দ্বিতীয়বার বিবাহে সম্মত হয়নি। কেন না, তাহলে তার পুত্র-কন্যারা 'পৌনর্ভব' রূপে চিহ্নিত হয়ে যেত। পৌনর্ভবদের সমাজ কুচক্ষে দেখে, কুবাক্য বলে বিব্রত করে। দেবহংসী ব্রহ্মচারিণীর জীবন গ্রহণ করেছে। যদিও সে জানে 'উৎসৃষ্টমা মিষং ভূমৌ প্রার্থয়ন্তি যথা খগাঃ। / প্রার্থয়ন্তি জনাঃ সর্বে পতিহীনাং তথা স্ত্রিয়ম্ ॥' অর্থাৎ ভূমিতলে পতিত মাংসখণ্ডে শকুনদের যেরকম লোলুপ দৃষ্টি, পতিহীনা বিধবারা সেই রূপ অনেকেরই অভিলষিত।

দুঃখিনী কন্যার কথা শুনে হিরণ্যাক্ষ কিঞ্চিৎ শান্ত হলো। উপস্থিত সকলকে নিরীক্ষণ করে সে বললো, তোমাদের দেখে আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু আমার এ কী হলো বলো তো !

—চিকিৎসকরা তোমায় সুস্থ করে তুলবেন। ঋচীক বললো, চতুর্দিকে যা অবস্থা তাতে অচিরেই সব কম্পন স্তব্ধ হয়ে যাবে। তুমি চিন্তা মুক্ত হও হে।

তন্তুবায় কুবিন্দ বললো, তুমি কবে কুরুক্ষেত্রে গেলে ! তোমার প্রতিবেশী হয়েও আমরা কিছু জানতে পারলাম না তো ! এলেই বা কবে !

—গমনাগমনের ব্যাপারে পিতা গোপনীয়তা অবলম্বন করেছিলেন। দেবহংসী ক্ষীণস্বরে বললো।

—কেন ? পর্জন্য জিজ্ঞাসা করল, রণস্থল এবং রঙ্গশালায় কেউ গোপনে যায় বলে তো কখনও শুনিনি ! তোমরা শুনেছ নাকি !

BanglaBook.org

পর্জন্যের কথায় সকলেই মৃদু হাসল। কিন্তু সে হাসি প্রাণহীন, যেন নিয়ম রক্ষার্থে হাস্যক্রিয়া।

—এই কন্যাই আমাকে যেতে দিচ্ছিল না। আর তোমরা শুনলে তো আরও অনর্থ বাধাতে! হিরণ্যাক্ষ বললো।

—কিন্তু গিয়ে কী লাভ হলো! মণিস্কন্ধ বললো, যুদ্ধ আমাদের কী প্রত্যার্পণ করে বলতে পারো, অথচ যুদ্ধের নিমিত্ত আমাদের কাছে অদেয় আর কিছুই নেই।

—লাভ! বৃদ্ধ উদাসীন চক্ষে অপলকে শূন্যে তাকিয়ে রইল।

কেউ আর কোনও শব্দ উচ্চারণ করল না। কিছুক্ষণ পরে, জঙ্ঘ অতি নিচু স্বরে পাশে উপবিষ্ট লোহিত্যকে বললো, বৃদ্ধের শারীরিক কম্পনজনিত অসুস্থতার কারণ তো আমরা জানি। এ বিষয়ে আলোচনা করলে হিরণ্যাক্ষ উত্ত্যক্ত হতে পারে। তার চেয়ে বরং ওর কাছ থেকে ভীষ্মের শরশয্যা গ্রহণের আনুপূর্বিক বিবরণ শোনা যাক। হিরণ্যাক্ষ তো প্রত্যক্ষদর্শী!

লোহিত্য তেমনই চাপা স্বরে বললো, তুমি মন্দ বলনি হে! তারপর স্বল্পক্ষণ চুপ করে থেকে স্বাভাবিক কণ্ঠে হংসচূড়কে বললো, ওহে সার্থবাহ, আমরা তো সকলেই হিরণ্যাক্ষর আরোগ্য কামনা করছি। তা ওর সমীপে যখন এসেছি, তখন ভীষ্মের পতনের কাহিনীটা শুনে নিলে হয় না! ভগ্নদূত আর কতটুকু বলেছে! সে তো আর স্বচক্ষে কিছু দেখেনি! কিন্তু আমাদের হিরণ্যাক্ষ দেখেছে। ওর কাছ থেকে শুনতে পাওয়ার অভিজ্ঞতাই স্বতন্ত্র! তুমি কি বলো!

হংসচূড় একটু ইতস্তত করলো। হাত আড়াল করে ভল্লাতক তাকে বললো, কুসীদজীবীর স্বাস্থ্যের বিষয়টি মনে রেখো। যুদ্ধের বর্ণনা দিতে দিতে ওর আবার হৃদ্‌যন্ত্র বন্ধ না-হয়ে যায়!

দেবহংসী হয়ত ভল্লাতকের সাবধানবাণীর কিছুটা অনুমান করে থাকবে। সে ম্লান হেসে বললো, আপনাদের সঙ্গে কথা বলে পিতার মন ও অন্তর যদি কিছুটা লঘুভার হয়ে ওঠে, তাহলে তো ভালই হবে।

ধীরে ধীরে হিরণ্যাক্ষ উঠে বসলো। ঠিক সোজা হয়ে নয়, অর্ধশায়িত ভঙ্গিতে। দেবহংসী তার পৃষ্ঠ দেশে উপাধানটিকে সযত্নে লম্বভাবে স্পর্শ করিয়ে রেখে দিল। মণিস্কন্ধ দেখল, কুসীদজীবী একটি ছিন্ন কন্থার উপরে শুয়ে আছে। তার গায়ের বহুমূল্য কাম্বোজীয় করিকম্বলটির নানা স্থানে ছিদ্র। হিরণ্যাক্ষ দরিদ্র নয়। তবু তার এই অবস্থা কেন? হস্তিনাপুর নগরের প্রতিটি সাধারণ মানুষের অবস্থাই কি এমন! হিরণ্যাক্ষের শয্যায় যা প্রতিফলিত, অপরাপরের সংসারের অন্যত্র হয়ত এমনই ছিদ্র হয়ে গেছে। এখনই তা হয়ত দেখা যাচ্ছে না, তবে হঠাৎ চোখে পড়ে যাবে। মণিস্কন্ধ ভাবল, তার সংসারের অবস্থাও হয়ত ওই করিকম্বলের মতো হয়ে উঠেছে তলে তলে। সে দেখতে পাচ্ছে না। মণিস্কন্ধ বিচারবিভাগের একজন সামান্য করণিক। সে যা বেতন পায় তা পর্যাপ্ত নয়। পুত্র-কলত্র প্রতিপালনের জন্য তাকে ভূমি সংক্রান্ত লেখ্যপত্রাদি রচনার উপবৃত্তি গ্রহণ করতে হয়েছে। মণিস্কন্ধ চক্ষু মুদে নিজের গৃহের কথা চিন্তা করলো।

—আমি তো সাকল্যে চারদিন কুরুক্ষেত্রে ছিলাম। কিন্তু এই স্বল্প সময়ে যা সব

BanglaBook.org

দেখেছি, তা ভাবলে এখনও অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিহরিত হয়ে উঠছেন। হিরণ্যাক্ষ কম্পনের ভঙ্গি করে বললো।

লোহিত্য মনে মনে হাসলো, তা তো দেখতেই পাচ্ছি!

—তুমি ধীরে-সুস্থে বলো। কোনওরূপ উত্তেজনা অনুভব করলে থেমে যেও। বাস্তবিকই, যুদ্ধের বর্ণনার মতো রোমহর্ষক আর কিছু নেই। হস্তিনাপুরের স্বল্প খ্যাতিসম্পন্ন গো-চিকিৎসক পর্জন্য আয়ুর্বেদাচার্যদের মতো বললো। পর্জন্য দাবি করে সে পঞ্চম বা কনিষ্ঠ পাণ্ডব সহদেবের কাছে গো-ধর্ম শিক্ষা করেছে। এ কথা সকলেই জানে, সহদেব গো-চিকিৎসাশাস্ত্রে সুনিপুণ। এ বিষয়ে তাঁর খ্যাতি বহু দূর বিস্তৃত। অপর মাদ্রীতনয় নকুল অশ্ব-চিকিৎসায় অভিজ্ঞ। মৎস্যদেশে অন্য ভাইদের সঙ্গে নকুল-সহদেব অশ্ব ও গো-বিশারদ রূপে আত্মগোপন করেছিলেন। পর্জন্যের কথা অনেকেই বিশ্বাস করে না। তবু নিজেকে সহদেবের শিষ্য রূপে প্রচার করে সে শ্লাঘা অনুভব করে।

—ওঃ, তুমি আবার কথা বলছ কেন? হিরণ্যাক্ষকে বলতে দাও। দেখছ, আমার মতন বাক্যবাগীশ লোক চুপ করে আছে। অধ্যাপক ঋচীক বললো। বিদ্যার্থীদের কাছ থেকে অর্থ গ্রহণ করে বিদ্যাদান করে বলে সে ভূতকাধ্যাপক রূপে চিহ্নিত। সমাজে ঋচীকের স্থান বিশেষ উচ্চে নয়। তবে শিক্ষার্থীরা তাকে সম্মান করে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে হিরণ্যাক্ষ বললো, আমি যেদিন কুরুক্ষেত্রে গিয়ে উপস্থিত হলাম, সেদিন ছিল যুদ্ধের সপ্তম দিবস।

—কি করে বুঝলে, তুমি সপ্তম দিনে এসেছ! মণিস্কন্ধ ভ্রূ কুঞ্চিত করে জিজ্ঞাসা করল।

—উদকপতি আমাকে বলেছে। তা ছাড়া সংগ্রাম শুরু হওয়ার লগ্নে সাতবার শঙ্খনিনাদও হলো। তাই তে বুঝলাম হে। উদকপতি তো কোত্থেকে একটা ভগ্ন অসি সংগ্রহ করে নিরর্থক তর্জন-গর্জন করতে করতে আমাকে নিয়ে গেলো যুদ্ধক্ষেত্রে। আমরা দাঁড়িয়েছিলাম অনেকটা নিরাপদ দূরত্বে। সেই ঋণী ব্যাটা আমাকে বললো, তাত, অস্ত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো এবং বেঘোরে মরে যাওয়া কোনওটাই কাজের কথা নয়। যে সুকৌশলে রণস্থল থেকে প্রাণ নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সে-ই আসল বীর। সংসারের চেয়ে বড় কুরুক্ষেত্র আর আছে নাকি!

—উদকপতি এমন কথা বললো। হংসচূড় অবাক-স্বরে জানতে চাইলো, যুদ্ধে যাওয়ার সৌভাগ্যটাকে সে ধর্তব্যের মধ্যেই আনলো না!

—আরে বাপু, সে ব্যাটা তো অকর্মণ্য সৈনিকদের দলভুক্ত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি করা ছাড়া তার কোনও ভূমিকাও নেই, দায়ও নেই। তা সেই প্রবঞ্চক, প্রতারকের কথায় ক্ষান্ত দাও। আমি অভিশাপ দিয়েছি, সে ব্যাটা কুরুক্ষেত্রেই মরবে। ওঃ, একশত নিষ্ক! এক শত নিষ্ক! মূল ও কুসীদ মিলিয়ে এত দিনে প্রায় পাঁচ শতের নিকটে চলে গেছে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম!

—সপ্তম দিবসীয় যুদ্ধ। ভল্লাতক বললো।

BanglaBook.org

—ও হ্যাঁ। তা, সেই নিরাপদ স্থানে দাঁড়িয়ে দেখলাম, চতুর্দিকে ধুন্দুমার। বিশাল প্রাঙ্গণের ওপাশে কৌরবদের দুরধিগম্য, মণ্ডলাকার মণ্ডলব্যূহ। এপাশে পাণ্ডবদের দুর্ভেদ্য, ব্রজাকার বজ্রব্যূহ। থেকে থেকেই কর্ণবিদারী তুমুলধ্বনি, রথের ঘর্ঘর রব এবং বাদ্যোদ্যম। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর আর কিছুই যেন দেখা যাচ্ছিল না। সৈন্যদের ধাবন, প্রতিধাবন, পলায়ন, লক্ষ লক্ষ শরনিকরের গমনাগমন, মুহুর্মুহু শস্ত্রবৃষ্টি, মহারথীদের সিংহনাদ, মৃত্যুপথযাত্রীদের আর্তনাদ— সব মিলিয়ে সে এক অবর্ণনীয় ধুন্দুমার অবস্থা। আমি যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

একটু শ্বাস নিয়ে, উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করতে করতে হিরণ্যাক্ষ কর গণনা করে বললো, সপ্তম, অষ্টম, নবম— এই তিনটি দিনই এমনতর অবিশ্বাস্য সমর-সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করতে করতে অতিবাহিত হয়ে গেল। হায়, হায়, আমি এই পাপচক্ষে আমাদের প্রিয় মহারাজের সুনাভ, আদিত্যকেতু, অপরাজিত, বিশালাক্ষ প্রমুখ সাত পুত্রকে নিহত হতে দেখেছি। মহাবীর ভীমসেন একসঙ্গে সাতজনকে যমালয়ে প্রেরণ করলেন।

—তাঁরা কি ক্লীবের মতো মৃত্যুবরণ করলেন ? বিষণ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন ঋচীক।

—না হে। ধার্তরাষ্ট্ররা ঘোরতর যুদ্ধ করেছেন। রণমদে মত্ত হয়ে তাঁরা আপন প্রাণের মায়া ত্যাগ করেছিলেন পরিপূর্ণভাবে। দুঃখ কি জানো, বৃকোদরের পরাক্রমের কাছে দুর্যোধনের ভাইরা নিতান্ত শিশু। যুদ্ধরত ভীমসেনকে ওঁদের সঙ্গে দেখে মনে হচ্ছিল, মৃগমধ্যচারী ব্যাঘ্র। পর্বতাকৃতি সমরনিহত রথী-অশ্ব এবং গজের পাশে হস্তিনাপুরের ভাগ্যবিধাতারা নিতান্ত অভাজনের মতো ভূতলে শুয়ে আছেন। এ দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। ইতিমধ্যে রক্ত, বসা, মাংসভোজী পশু-পক্ষীরা কুরুক্ষেত্রের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছে।

—সর্বলোকপ্রণম্য, পিতামহ ভীষ্মের পরিণতি কি এমনই হয়েছে ? এ যে বীভৎস দৃশ্য ! আমি কল্পনাও করতে পারছি না ! মণিস্কন্ধ শিহরিত হয়ে বললো।

—না। হিরণ্যাক্ষ বেদনার্ত স্বরে বললো, তোমরা তো শুনেছ। তিনি শরশয্যা গ্রহণ করেছেন। অর্জুনের নিক্ষেপিত স্বরে ভীষ্মের সমগ্র দেহ আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। দু'আঙুলের মতো স্থানও অবশিষ্ট ছিল না। দশম দিবসে সূর্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্বে তিনি রথ থেকে নিপতিত হলেন। তবে শরজালে আবৃত তাঁর দেহ ভূমি স্পর্শ করল না। তিনি শরশয্যায় শুয়ে আছেন। ক্ষত্রিয়োত্তম দেবব্রত অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে শরশয্যায় শায়িত। তাঁর চতুর্দিকে সশস্ত্র প্রহরা। সময় প্রতীক্ষারত কুরুপিতামহের কাছে অবিরাম মহারথীরা, রাজন্যবর্গ, দাস-দাসী, গণিকা, গায়ক, বাদক, শিল্পী, চিকিৎসক প্রমুখরা যাচ্ছে-আসছে। তাঁর সঙ্গে কার তুলনা বলো !

—ভগ্নদূতরা বলে গিয়েছে, তিনি নাকি স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করেছেন। এ কি সত্য ! জহ্নু জিজ্ঞাসা করল।

একটু ইতস্তত করে দেবহংসী মধুর কণ্ঠে পিতাকে বললো, তাত, আমিও এমনতর বার্তা নারী মহলে শুনেছি। এর সত্যাসত্য তুমি হয়ত জানো।

BanglaBook.org

ম্লান হেসে হিরণ্যাক্ষ কন্যাকে বললো, মা, যুদ্ধের চেয়েও সে এক আশ্চর্য, অত্যাশ্চর্য কাহিনী। স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেও কুরুক্ষেত্রের দেবাসুর সদৃশ রণ এক একসময় অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। আর সেই ব্রহ্মবেত্তা, বেদবেত্তা শ্রেষ্ঠ মানবের আত্মত্যাগের ঘটনাকে কী বলে আখ্যাত করব! নবম দিনের যুদ্ধের শেষে নিশাকালে যখন যুদ্ধ বিষয়ক সকল কর্ম থেকে অবসর নিয়ে সমস্ত যোদ্ধা ভোজন, পান, নৃত্য, গীত, রহস্যালাপ, গণিকাবিহার প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত, সেই সময় আমি উদকপতিদের শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে নিকটবর্তী হিরণ্বতী নদীর তীরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সমরশ্রান্ত, সংগ্রামশান্ত কুরুক্ষেত্রের শোভা দেখবার জন্য। কতক্ষণ ধরে সেই আলোকোজ্জ্বল স্বর্গীয় দৃশ্য দেখছিলাম জানি না। সহসা দেখি, রাজকুমার চিত্রসেন এবং তাঁর অগ্রজ মহামতি বিকর্ণ আমার দিকে আগমন করছেন। আমি আত্মগোপনের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলাম। কিন্তু তাঁরা আমার অস্তিত্বকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চিন্তামগ্ন পদক্ষেপে চলে গেলেন অদূরবর্তী একটি প্রস্তর খণ্ডের নিকটে। তারপর দুজনে তার উপর উপবেশন করলেন।

—বিকর্ণ! চিত্রসেন! হংসচূড় অস্ফুট স্বরে বললো। তার এই বিস্ময়াপন্ন ভাব কেন, তা সকলেই বুঝতে পারল। হস্তিনাপুরের নাগরিকরা এঁদের দুজনকে সম্যক জানে, চেনে। চিত্রসেনের চেয়েও রাজকুমার বিকর্ণ সাধারণ মানুষের কাছে সমধিক পরিচিত।

—হ্যাঁ, তাঁরা। আমি স্পষ্ট দেখেছি। সামান্যক্ষণ পরে আমার কানে এলো, চিত্রসেন ব্যথিত কণ্ঠে বিকর্ণকে বললেন, তাত, আগামীকালের যুদ্ধের ফলাফল আজই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে। বিকর্ণ অত্যন্ত সহজ সুরে বলেছেন, জানি। গুপ্তচর ক্ষত্রদেব কিছুক্ষণ আগে আমাকে বলে গেল, বাসুদেবের পরামর্শে মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহের কাছে গিয়ে জেনে এসেছেন, কিভাবে তাঁকে পরাজিত ও বধ করতে হবে।

—ভীষ্ম নিজের মুখে শত্রুপক্ষীয় যুধিষ্ঠিরকে বলে দিলেন তাঁকে পরাজিত করার কৌশল! লোহিত্য বললো।

—এমন কাজ একমাত্র ভীষ্মের পক্ষেই সম্ভব। বিকর্ণ তাঁর ভাইকে বললেন, দেবব্রত ধর্মাত্মাকে বলেছেন, যুধিষ্ঠির, তোমার সৈন্যদের মধ্যে শিখণ্ডী নামে যে মহারথী দ্রুপদতনয় আছেন, তিনি একদা নারীরূপ থেকে পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করেছেন। অর্জুন শিখণ্ডীকে সামনে রেখে আমাকে শরনিকরে প্রহার করুক। তোমরা অবগত আছ যে, যাদের সঙ্গে আমি কখনও যুদ্ধ করি না, তাদের মধ্যে নারীজাতি, নারীনামা এবং নারীপূর্ব পুরুষরাও সংযুক্ত। শিখণ্ডী আগে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে পুরুষতা প্রাপ্ত হয়েছেন। বিধাতা যাঁকে প্রথমে নারীদেহে সৃষ্টি করেছেন, তাঁকে স্ত্রীজাতি বলেই অঙ্গীকার করতে হবে। অতএব আমি প্রাণান্তেও তাঁকে বধ করব না। বিকর্ণ এখানে থামতেই তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিত্রসেন বলেছেন, এরপর আর ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষা, পার্শ্বরক্ষা করে কি লাভ! তাত, এই প্রহসন-নাট্যের কুশীলব হতে আর আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই।

—চিত্রসেন যথার্থ বলেছেন। কুবিন্দ উত্তেজিত হয়ে বললো।

BanglaBook.org

হিরণ্যাক্ষ মৃদু হেসে বললো, প্রথমে আমিও তাই ভেবেছিলাম। পরে যখন শুনলাম, বিকর্ণ শান্ত কণ্ঠে বলছেন, ভাই, আমরা কি ভীষ্মের এই মৃত্যু-সঙ্কল্পের কথা আগেই শুনিনি ? জ্যেষ্ঠাগ্রজ যেদিন পিতামহকে কঠোর বাক্যে অপমান করে অস্ত্র ত্যাগের অনুরোধ করেছিলেন, তিনি সেদিনই তো অগ্রজকে শিখণ্ডী সম্পর্কে বলেছিলেন নিমীলিতনেত্রে, অপমান বেদনায় কাতর হয়ে অথচ প্রশান্ত চিত্তে ! আমাদের কাছে এই সংবাদ কি নূতন। তবু আমরা সংগ্রাম থেকে বিরত হইনি। ভাই, আজ তুমি কেন ক্রুদ্ধ হচ্ছ ! পিতামহ যুদ্ধের উদ্‌যোগ পর্ব থেকেই মনে মনে চাইছিলেন, যেন তাঁর প্রাণনাশের মধ্যে দিয়ে এই মহারণের অবসান ঘটে ও পাণ্ডব-কৌরবের বৈরিভাব দূর হয়।

হঠাৎ ভল্লাতক ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, রাজকুমার বিকর্ণ চিরটা কাল এমন দার্শনিকদের মতন কথা বলেন কেন বলতে পারো ! তিনি দ্যূতসভায় প্রতিবাদী পুরুষরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে অনেক লোকযশ লাভ করলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই ঘোরতর কালক্ষয়ী, রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম কি বন্ধ করতে পারলেন ! যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েও কেন ওই যশঃপ্রার্থী মহামানব এমন আত্মতত্ত্বের অধ্যাপনা শুরু করেছেন ? এক পক্ষকাল হতে চলল, এখনও তো শুনলাম না, বিকর্ণ কোনও স্মরণীয় সংগ্রাম করেছেন ! ওহে হিরণ্যাক্ষ, সেই বীরপুঙ্গব নিশ্চিত তত্ত্বজ্ঞদের মতো কুরুক্ষেত্রকে 'ভৌম-নরক' বলে অভিহিত করে শিবিরে শুয়ে-বসে কালযাপন করছেন !

ভল্লাতকের এই অকারণ তিক্তবাক্য প্রয়োগে সকলেই হতবাক হয়ে গেল। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে মণিস্কন্ধ রুক্ষ স্বরে ভল্লাতককে বললো, এই যে মালাকার, এতদিন ধরে তুমি ফুলের ব্যবসা করছ, অথচ পুষ্পের নম্রতা, সৌরভ, সৌন্দর্য— এর কিছুই তোমার চরিত্রে রেখাপাত করে যায়নি। তুমি শ্রদ্ধাবান্ বিকর্ণ সম্বন্ধে এমন দুর্বাক্য উচ্চারণ করছ কেন !

—না, আমি এমন সংগ্রাম-বিমুখ মানুষ দু'চক্ষে দেখতে পারি না ! ভল্লাতক প্রবল বেগে মস্তক আন্দোলিত করে বললো।

—কে বলেছে তিনি সংগ্রাম-বিমুখ ! হিরণ্যাক্ষর কণ্ঠে প্রতিবাদের তীব্র সুর, তিনি তো অনুজকে যুদ্ধে উৎসাহিত করেছিলেন সেই রাত্রে। এর আগে আমি নিজের চোখে দেখেছি, সপ্তম দিনে বিকর্ণ ধনঞ্জয়তনয় অভিমন্যুর সঙ্গে দারুণ যুদ্ধ করেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন দুই অনুজ চিত্রসেন এবং দুর্মর্ষণ। যদিও এঁরা প্রত্যেকেই অভিমন্যুর কাছে হেরে গিয়েছেন। অর্জুনতনয় ইচ্ছা করলেই এঁদের নিধন করতে পারতেন। কিন্তু বিকর্ণদের প্রাণ নাশ করেননি ভীমের প্রতিজ্ঞার কথা মনে রেখে। যুদ্ধের অষ্টম দিনে অগ্রজ বিবিংশতি ও ভাই চিত্রসেনকে সঙ্গে নিয়ে বিকর্ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে রক্ষা করেছেন। আবার কুরু-পিতামহের নির্দেশে ভীমসেনের পুত্র ঘটোৎকচের সঙ্গে সংগ্রামে রত হয়েছেন আমাদের প্রিয়তম রাজকুমার।

—কে জয়ী হলেন ? ঘটোৎকচ, না বিকর্ণ ! ঋচীক ঔৎসুক্য প্রকাশ করলো।

—রাক্ষসী হিড়িম্বার পুত্র ঘটোৎকচের নাম শুনেছিলাম। সেদিন প্রথম দেখলাম সেই দীপ্তলোচন, অনলশিখাসদৃশ মহাবীরকে। আহা কী যুদ্ধ ! না

BanglaBook.org

ঋচীক, বিকর্ণ-ঘটোৎকচের অভিমুখী যুদ্ধের কোনও মীমাংসা হয়নি। আবার ভীষ্ম যেদিন শরশয্যা গ্রহণ করলেন, সেদিন দশবাণে ভীমসেনকে আহত করেছেন বিকর্ণ। অন্যদিকে অর্জুনের বাণে তিনি স্বয়ং আহত হয়েছেন। ওই দিনই, দুঃশাসন-ধনঞ্জয়ের তুমুল যুদ্ধে বিকর্ণ যোগদান করেও শরবিদ্ধ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। এটা পূর্বাহ্নের ঘটনা। আবার অপরাহ্নে শল্য, কৃপ, দুঃশাসন ও চিত্রসেনের সঙ্গে একটি ভাস্বর রথে আরোহণ করে তিনি পাণ্ডব সেনানীদের প্রকম্পিত করেছেন। এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন দৃশ্য আমি দেখেছি। এর বাইরেও যোদ্ধা বিকর্ণের কত শত ভূমিকা আছে, কে গণনা করবে!

ভল্লাতক এতদূর শুনে বিব্রত হয়ে মাথা নিচু করলো।

পর্জন্য এতক্ষণ সব কিছু স্তব্ধ হয়ে শুনছিল। হিরণ্যাক্ষ থামতেই সে মৃদু হেসে দেবহংসীকে বললো, দেখ, দেখ, তোমার পিতার দেহ কেমন স্থির হয়ে আছে! কেমন কম্পন-রহিত!

লোহিত্য সঙ্গে সঙ্গে হেসে বললো, আমাদের সঙ্গে কথা বলে হিরণ্যাক্ষ আবেগমুক্ত হলো। বুঝলে হে, স্বচক্ষে দৃষ্ট যুদ্ধের বিভীষিকা বাক্যের মাধ্যমে মোচন হওয়াতে তোমার আরোগ্য আরও দ্রুততর হবে।

—তা তো হবেই। মণিস্কন্ধ বিমর্ষ মুখে বললো, যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি যে দিকে যাচ্ছে, তাতে আমাদের অবস্থা কি হবে ভেবে দেখেছো!

লঘু উচ্ছ্বাসের যেটুকু সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিল, তা অচিরেই দূরীভূত হলো মণিস্কন্ধের কথায়। এই চিন্তা থেকে সত্যই কারোর এখন মুক্তি নেই। কুসীদজীবীর প্রতিবেশী ও পরিচিতরা পরস্পরের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ সরিয়ে নিল। সহসা নৈঃশব্দ্য নেমে এলো দ্বিতলের এই কক্ষে।

বৃদ্ধ হিরণ্যাক্ষ অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, আমি আর অধিক দিন জীবিত থাকবো না। জীবনে অনেক শোক-তাপ পেয়েছি। সর্বশেষে এই যুদ্ধ আমাকে অর্ধমৃত করে দিল। ভাই, তোমাদের সকলের কাছে অনুরোধ, আমার এই দুঃখিনী বিধবা কন্যাটিকে তোমরা দেখো। তোমরা দেখো...।

যুদ্ধ প্রত্যাগত কিংশুককে দেবাঙ্গনা প্রথমে চিনতে পারলেন না। তার মুখে রণস্থলের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন। দুটি চোখে আতঙ্কের ছায়া। পরিধেয় বস্ত্র মলিন। তার উত্তরীয়ের এখানে-ওখানে গাঢ় বর্ণের শুষ্ক রক্তের রেখাচিত্র। কিংশুকের হস্তপদ ধূলি-ধূসরিত। তার কণ্ঠস্বর তেজোহীন, নিতান্ত দুর্বল। দেবাঙ্গনা অপলকে তার দিকে তাকিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন।

কিংশুক পুনরায় বললো, মা, আমি কিংশুক। আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি আপনার প্রভুর রথের সারথি দৃঢ়ধন্বার শিষ্য। গুরুর কাছে আমি সারথ্য-কর্ম শিক্ষা করেছি। আপনি হয়ত জানেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

দৃঢ়ধন্বার নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে দেবাঙ্গনার চোখের সামনে থেকে যেন কুজ্ঝটিকার ঘন আবরণ এক লহমায় সরে গেল। প্রবল উৎকণ্ঠা ও আবেগকে অনেক কষ্টে দমন করে দেবাঙ্গনা বললেন, তুমি, তুমি কিংশুক! কিন্তু, এ তোমার

BanglaBook.org

কী আকৃতি হয়েছে ! তোমার সেই সহজাত দেহকান্তি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ ! আমার এখনও মনে হচ্ছে, তুমি কিংশুক নও। আমার মহাপ্রাজ্ঞ স্বামী, প্রিয়পুত্র বিবস্বান্, অনুগত দৃঢ়ধন্বার সংবাদ কুশল তো !

এই জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর না-দিয়ে কিংশুক নতনেত্রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বসে রইলো। তার ওষ্ঠাধর অল্প অল্প কাঁপছে। কিংশুক অস্ফুটস্বরে কেবল বললো, মা !

—কী হলো, তুমি স্তব্ধবাক্ হয়ে গেলে কেন ? অকস্মাৎ কেনই বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগমন করেছ ! শঙ্কিত কণ্ঠে দেবাঙ্গনা বললেন।

—মা, আপনি এই সূতপুত্রের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর্য বিকর্ণের নির্দেশে আমি আপনাকে একটি করুণ সংবাদ নিবেদন করতে এসেছি।

—করুণ সংবাদ ! দেবাঙ্গনা উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, কৌরবপক্ষের সকলের মঙ্গল তো ! জয় অথবা পরাজয় যাই হোক না কেন, তাকে সহজভাবে গ্রহণ করার মানসিকতা অবলুপ্ত হয়ে যায়নি তো ! ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়ের ধর্ম রক্ষা করছেন তো !

—হ্যাঁ মা, রণক্ষেত্রের দিন ও রাত্রি চলেছে তার নিজের পথে। রক্তক্ষয় অব্যাহত। হিরণ্বতী নদীর জল শোণিতবর্ণ ধারণ করেছে। যে-সংবাদ প্রদানের জন্য আর্য আমাকে প্রেরণ করেছেন, তা আপনার ব্যক্তিগত...।

এই পর্যন্ত বলে কিংশুক চোখ নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কিংশুক, তা কি আমার কোনও ব্যক্তিগত ক্ষতি ! দেবাঙ্গনা আর্তস্বরে বললেন।

মৃদু লয়ে মস্তক সঞ্চালিত করে সূতপুত্র বললো, জননী, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হচ্ছে, তবু বলি, গতকাল যুদ্ধের শেষে হঠাৎ সকলে লক্ষ্য করলেন, আপনার পুত্র বিবস্বান্ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেননি। এরপর বহু অন্বেষণ করা হয়েছে। কিন্তু কোথাও তাঁর সন্ধান পাওয়া যায়নি। আর্য বিকর্ণ ও অন্যান্য প্রবর মহারথরা সিদ্ধান্ত করেছেন, তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন। অনেকে মনে করেছিলেন, বিবস্বান্ যুদ্ধের অভিঘাত সহ্য করতে না-পেরে হস্তিনাপুরে গমন করেছেন। আমি এখানে এসেই সম্ভাব্য সকল স্থানে তাঁর অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু তিনি এখানেও আসেননি।

দেবাঙ্গনা প্রথমে প্রস্তর প্রতিমার মতো অনড় হয়ে গেলেন। এই রহস্যজনক সংবাদে হারিয়ে ফেললেন বাক্যস্ফুরণের শক্তি। তাঁর হৃৎপিণ্ড থেকে যেন রক্ত উচ্ছলিত হয়ে উঠলো। নির্নিমেষে তিনি কিংশুকের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ তীব্র কণ্ঠে বললেন, সূত্রপুত্র, আমি জানি, আমার পুত্র নিহত হয়েছে। তুমি কেন এ কথা গোপন করছ !

—না মা। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, বিবস্বান্ যুদ্ধে হত হননি। কেন না, গতকাল তিনি ও লক্ষ্মণ শিবিরেই ছিলেন। জননী, গুরুর নির্দেশে আমিই তাঁর রথের চালক। গতকাল আমিও সারথ্যকর্ম থেকে সামান্য অবকাশ পেয়েছিলাম।

—তাহলে কি কাল যুদ্ধহীন দিবস ছিল ! কিংশুক, তোমার অনৃতভাষণ আমি

BanglaBook.org

সহ্য করতে পারছি না।

—মা, গতকাল ছিল যুদ্ধের দ্বাদশ দিন। কাল প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্তরাজ সুশর্মার সংশপ্তক সৈন্য—যারা প্রতিজ্ঞা করেছিল, পৃথিবী অর্জুনহীন অথবা ত্রিগর্তহীন হবে—তাদের সঙ্গে মহাবলী অর্জুন একাকী যুদ্ধ করেছেন। কখনও মায়াযুদ্ধ, কখনও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে রণভূমি সমাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে অন্য রথীরা সেই ভীষণ যুদ্ধ দেখেছেন। আপনাকে মিথ্যা বলে আমার কি লাভ!

—সূতপুত্র, এই মাতৃহৃদয়ে গোপন রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তা যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম! দেবাঙ্গনা আর অশ্রু সংবরণ করতে পারলেন না, আমার পুত্র কি জীবিত আছে— তুমি শুধু এইটুকু আমাকে বলো!

—মা, রাজপৌত্রের নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার বার্তা শুনে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের প্রধান যোদ্ধারা সকলেই বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। আমার শিক্ষাগুরুর অনুরোধে রণস্থলের এক সামুদ্রিক জ্যোতিষী গণনা করে বলেছেন, আপনার পুত্র জীবিত আছেন, এ বিষয়ে আশা পরিত্যাগের কোনও কারণ নেই।

—তাহলে সে কোথায় অপসৃত হল। এ কি ইন্দ্রজাল! না, কিংশুক, তোমার কথায় আমার অন্তরের নিদারুণ শঙ্কা কিছুতেই প্রশমিত হচ্ছে না। দেবাঙ্গনা চকিতে কক্ষের বাইরে এসে উচ্চকণ্ঠে বললেন, শাল্মলী, তুই প্রতিকামীকে আমার রথ প্রস্তুত করতে বল্। আমি রাজমাতা গান্ধারীর সন্দর্শনে যাব।

দেবাঙ্গনা কক্ষে পুনঃপ্রবেশ করতেই কিংশুক বললো, মা, আপনি অযথা অস্থির হচ্ছেন কেন! রাজমাতার কাছে না-গিয়ে আপনি স্থির হয়ে বসুন। আমি আপনার পুত্রবৎ। আমার কথা অনুগ্রহ করে শুনুন।

কনিষ্ঠ সারথিটির বাক্যে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত না-করে দেবাঙ্গনা কক্ষ থেকে নির্গত হলেন।

প্রণতা পুত্রবধূর মস্তকাঘ্রাণ করে গান্ধারী সুমিষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, কল্যাণী, তোমার ধর্ম ও শাস্ত্র অক্ষুণ্ণ আছে তো! পূজার্হ গুরুজনদের প্রতি যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করছ তো!

দেবাঙ্গনা নীরবে অশ্রুমোচন করে বললেন, আপনার আশীর্বাদে আমি সাধ্বীর ধর্ম ও তপস্যা থেকে কখনও বিচ্যুত হইনি।

—এ কী! তুমি কাঁদছ কেন? তোমার নয়নাশ্রুর একটি বিন্দু আমার হাতে এসে পড়ল! কল্যাণী, তোমার সন্তাপের কারণ কি বলো! তুমি কি আমার মতো পুত্রশোক পেয়েছ?

কণ্ঠস্বর বেপথু শোনালেও গান্ধারী অচঞ্চল ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দেবাঙ্গনা যথেষ্ট বিব্রত বোধ করলেন সেই মুহূর্তে। কেন না, যাঁর কাছে তিনি নিরুদ্দিষ্ট বিবস্বানের সংবাদ জানাতে ছুটে এসেছেন, সেই তপস্বিনী নারী ইতিমধ্যে প্রায় অর্ধশত পুত্রকে হারিয়েছেন চিরতরে। বাইরে যতই বজ্রের মতো কঠোর হোন, গান্ধারীর চিরন্তন মাতৃহৃদয় পুত্রদের নিধন-বার্তায় হাহাকার করে উঠছে। প্রতিদিনই তিনি শুনতে পাচ্ছেন, তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছেন

BanglaBook.org

বৃকোদর। এই শোকের কাছে আপন পুত্রের জন্য দেবাঙ্গনার শঙ্কা নিতান্ত নগণ্য। বিবস্বান এখনও জীবিত না মৃত, তা অদ্যাবধি স্থিরীকৃত হয়নি। অশ্রু ও অস্বস্তি, দুটোই একসঙ্গে দেবাঙ্গনাকে অবশ করে দিল। তিনি কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন না।

—কল্যাণী, তুমি স্তব্ধ হয়ে গেলে কেন? গান্ধারী পুনরায় বললেন, এমন অকস্মাৎ তোমার আগমনের হেতু কি, আমাকে নির্দ্বিধায় বলো। আমার বিজ্ঞজন সুপুত্র বিকর্ণ কুরুক্ষেত্র সমরে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম পালন করছে তো! পৌত্র বিবস্বান্ তার বিখ্যাত পূর্বসূরীদের পন্থা অনুসরণ করছে কি! তুমি কোনও দুঃস্বপ্ন দেখনি তো! কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ দশার্ণাধিপতি চিত্রাঙ্গদ, তাঁর ভাই ও তোমার পিতা চিত্রকেতু এবং অন্যান্য রাজপুত্রদের সম্পর্কে কোনও অমঙ্গলবার্তা শ্রবণ করেছ কি?

—মা, দেবাঙ্গনা সকরুণ স্বরে বললেন, আপনার পৌত্র বিবস্বান্ গতকাল থেকে নিরুদ্দেশ। বহু অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করেও তাকে কোথাও পাওয়া যায়নি।

—তোমার এ কথার অর্থ কি? গান্ধারী প্রবল বিস্ময়ে বললেন।

—আমিও বুঝতে পারছি না মা। কিংশুক নামে এক কনিষ্ঠ সারথি আর্যপুত্রের আদেশে আমাকে এই দুঃসংবাদ জানিয়ে গেল।

—এ কি করে সম্ভব! একটি তরুণ বয়স্ক যুবাপুরুষ সমরাঙ্গন থেকে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল! আশ্চর্য! বিকর্ণ কি কোনও চরম ঘটনাকে গোপন করতে চাইছে! তাই বা কেমন করে হবে! আমার এই পুত্র সত্যবাদী, স্পষ্টবাদী। একমাত্র বিকর্ণই আমার মতো মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।' আত্মজের গৌরবময় মৃত্যুসংবাদ জানাতে সে কুণ্ঠিত কিংবা ব্যথিত হবে না। তাহলে!

—মা, আমার এই একটি মাত্র সন্তান। বিবস্বান্ আমার স্বপ্ন, আমার অবলম্বন। সে যদি চলে যায়, আমি কাকে নিয়ে থাকব! মা, আপনি দূরদর্শিনী। দীর্ঘদর্শিনী। পট্টবস্ত্রাবৃত আপনার ওই দুই চক্ষু অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সব কিছু দেখতে পায়। আপনি বলুন, বিবস্বান্ জীবিত আছে, না মৃত!

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে গান্ধারী বললেন, কল্যাণী, একটি বৃহৎ শ্মশান কিংবা বধ্যভূমির উপর দাঁড়িয়ে জীবন অথবা মরণের অনুসন্ধান করা হাস্যকর। তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না, কুরুবংশের সমস্ত গরিমা, ঐশ্বর্য, বহির্লোক ও অন্তর্লোকের স্বর্গনিন্দিত সম্পদ প্রতিদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছে! আমিও জানি না এর শেষ কোথায়। কালগ্রাসে পতিত কৌরবদের চরম পরিসমাপ্তির কথা আমি অচেতনেও কল্পনা করি না। কী হবে ভেবে!

গান্ধারীর কণ্ঠস্বর ক্ষোভে-দুঃখে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছে। ক্ষণকাল মৌন থেকে তিনি পুনরায় বললেন, অমি জানি, তোমার স্বামী ও পুত্র নির্দোষ। তবু এক জঘন্য পাপপঙ্কিলতার স্পর্শ থেকে তারাও মুক্ত হতে পারেনি। মা, তুমি তো জানো, আমার শতচেষ্টা বিফল হয়েছে। কেউ আমার বাক্যে কর্ণপাত করেনি— না প্রজ্ঞাচক্ষু মহারাজ, না আমার রাজ্যকামুক ধর্মার্থলোপী জ্যেষ্ঠপুত্র! মা হয়েও আমি সমস্ত আবেগ ও মাতৃবৃত্তি সমূহকে দমন করে, মহারাজকে বারংবার বলেছি কুরুকুল ধ্বংসকারী দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে—'তস্মাদয়ং মদ্‌বচনাৎ

BanglaBook.org

ত্যাজ্যতাং কুলপাংসনঃ ॥' সেই অতিলোভী পুত্রকেও ভর্ৎসনা করেছি। তাকে এ কথাও বলতে দ্বিধা করিনি— দুর্যোধন, শত্রুদের প্রীতি বর্ধন করে, আমাকে শোকানলে দগ্ধ করে যখন ভীমসেনের হাতে নিহত হবে, তখন পিতৃ উপদেশ স্মরণ করবে। 'বর্ধয়ন দুর্হৃদাং প্রীতিং মাঞ্চ শোকানলে দহন্। / নিহতো ভীমসেনেন স্মর্তাসি বচনং পিতুঃ ॥ কল্যাণী, কেউ সেদিন আমার কথা শোনেনি। কিন্তু আজ এই তার পরিণতি। কুরুলক্ষ্মীরা শোকাকুল হয়ে দিবারাত্র ক্রন্দন করছে। প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো আমি এই মর্মন্তুদ সন্তাপ-সমাকীর্ণ শোকচ্ছবি দেখে চলেছি।

দেবাঙ্গনা দেখলেন, গান্ধারীর চক্ষু-আচ্ছাদক পট্টবস্ত্র দ্রুত সিক্ত হয়ে যাচ্ছে। তিনি কী করবেন, কী বলবেন, স্থির করতে পারলেন না।

গান্ধারী ওষ্ঠাধর দংশন করে অতি কষ্টে বললেন, বৎসা, তুমি আমার প্রিয় পুত্রবধূ। আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। এই মুহূর্তে তুমি শোক সংবরণ কর। বিবস্বান্‌কে চালিত করবে তার ভাগ্য, তার কর্মফল। তার অদৃষ্টে যা লেখা আছে, তাই হবে। তুমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করো, জীবিত বিবস্বান্ যেন সুস্থ-স্বস্থ থাকে। আর মৃত্যুর দেবতা যদি তাকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন, তবে তা যেন গৌরবময় ও শান্তিপূর্ণ হয়।

বিকর্ণ-পত্নী যদিও বললেন, মা আমায় আশীর্বাদ করুন, কিন্তু তাঁর অন্তরের নিরুচ্চারিত হাহাকার এতটুকু প্রশমিত হলো না।

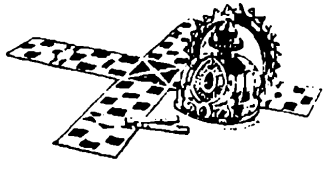

একাদশ অধ্যায়

আগামী কাল প্রভাতে যুদ্ধের চতুর্দশ দিনের সূচনা হবে। এখন গভীর যামিনী। আজ পাণ্ডব ও কৌরব—উভয়পক্ষের শিবিরেই যুদ্ধান্ত আমোদ-প্রমোদের আয়োজন সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছে। ত্রয়োদশ দিবসীয় সংগ্রাম এমন ঘটনাসঙ্কুল, এমন শোচনীয়, এমন মর্মদ্রাবী হয়ে উঠবে কেউ কল্পনাও করেনি।

বিকর্ণ শিবিরের বাইরে এসে দেখলেন, কৌরবপক্ষের সেনানিবেশগুলির আলোর দ্যুতি ম্লান। দূরবর্তী পাণ্ডবদের স্কন্ধাবারগুলির দীপশিখাও অনুজ্জ্বল। জ্যেষ্ঠাগ্রজের হর্ম্যতুল্য শিবিরের শীর্ষে উড্ডীন নাগধ্বজ এখন অবনমিত। সম্ভবত একই দৃশ্য গাণ্ডীবধন্বা অর্জুনের পটগৃহের। তাঁর ভুবনখ্যাত কপিধ্বজ নিশ্চয়ই শিবিরশীর্ষে শোভা পাচ্ছে না। আজ দুর্যোধন এবং অর্জুন দুজনেই পুত্রহীন হয়েছেন। তাঁদের এই ব্যক্তিগত শোক কুরুক্ষেত্রে ব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে। লক্ষ্মণ ও অভিমন্যুর নিধনে আজ সমগ্র রণাঙ্গন স্তম্ভিত।

BanglaBook.org

পথ মনুষ্যজনবিহীন। অন্যান্য দিন এই সময় মদ্যপ দৈনিক, চপলনয়না বারাঙ্গণা, কামপীড়িত যোদ্ধা, গুপ্তসৈনিক, গুপ্তঘাতক, গুপ্তচর প্রমুখদের পথে দেখা যায়। আজ যেন অনন্তকালের নির্জনতা চরাচরকে গ্রাস করেছে। দেখে মনে হচ্ছে, কুরুক্ষেত্র নিদ্রাভিভূত। কিন্তু আসলে তা নয়। বিকর্ণ অনুভব করতে পারছেন, এই বিশাল রণাঙ্গন এই মুহূর্তে বিয়োগবেদনায় ভারাক্রান্ত। শোকস্তব্ধ।

শিবির থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার প্রাক্‌কালে বিকর্ণ ভেবেছিলেন, প্রথমে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের শিবিরে তিনি গমন করবেন। পশ্চাতে যাবেন অভিতাপিত, পুত্রবিচ্ছেদ ক্লিষ্ট অগ্রজের কাছে। পথে নেমে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন। প্রথমে দুর্যোধনের নিবাসে যাওয়া স্থির করে বিকর্ণ একাকী উদ্দিষ্ট পথে পা রাখলেন। এই সময় রক্ষিবিহীন হয়ে পথ চলা বিপজ্জনক। গুপ্তঘাতক অথবা আততায়ীর হাতে প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকে। যদিও প্রাত্যহিক যুদ্ধের শেষে পারস্পরিক মিত্রভাব পুনঃস্থাপনের নিয়ম কুরুক্ষেত্রে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু কার্যত এর বিপরীত দৃষ্টান্তই প্রচুর। উদ্বহ প্রভুর সঙ্গে আসতে চেয়েছিল বারংবার। বিকর্ণ কিছুতেই অনুমতি দেননি। প্রাণপ্রিয় লক্ষ্মণ ও পুত্রবৎ অভিমন্যুর মৃত্যুর পর আত্মরক্ষার যে-কোনও প্রচেষ্টাই বিকর্ণের কাছে হাস্যকর মনে হচ্ছে। এদিকে তাঁর পুত্র বিবস্বান্‌ও গত দুদিন ধরে নিরুদ্দিষ্ট। এখনও পর্যন্ত তার কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের চিন্তায় এমনিতেই বিকর্ণের অন্তর ব্যথাতুর হয়ে আছে, তার ওপর লক্ষ্মণ ও অভিমন্যুর লোকান্তর তাঁকে সম্পূর্ণ বিবশ করে দিয়েছে। এই মুহূর্তে এই আত্মঘাতী রণোন্মাদনা বন্ধ হওয়া উচিত। রহিত হওয়া উচিত এই রুধিরপ্লাবন। বিকর্ণ দুই পক্ষের দুই প্রধানের কাছে চলেছেন এই আবেদন জানাতে।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়েই বিকর্ণ বুঝেছিলেন, আজ ভয়ংকর কোনও ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে। এমন ঘটনা, যা অনিবার্য অথচ অসহনীয়। বিগত দশম দিনে মহাবীর ভীষ্ম শরশয্যা গ্রহণের পর সর্বসম্মতিক্রমে কৌরবপক্ষের সেনাপতি নির্বাচিত হয়েছেন অশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য দ্রোণ। বর্ণ, কুল, বয়স, বুদ্ধি, বীরত্ব, দক্ষতা, অপরাজেয়তা, অর্থজ্ঞান, নীতি, তপস্যা প্রভৃতি বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ভারদ্বাজ দ্রোণ সৈন্যাপত্যে অভিষিক্ত হওয়াতে কৌরব সেনানীরা দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধস্থলে সমবেত হয়েছেন। গত একাদশ ও দ্বাদশ দিন বিকর্ণ অন্য বীরদের সঙ্গে রক্ষা করেছেন দ্রোণাচার্যের দক্ষিণপক্ষ। অগ্রজ দুঃশাসন, বিবিংশতি ও অনুজ চিত্রসেন নিযুক্ত হয়েছিলেন সেনাপতির বামপক্ষ রক্ষণে। আজ ত্রয়োদশ দিনে, বিকর্ণ নারীপূর্ব পুরুষ শিখণ্ডীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এই সেই পাঞ্চালরাজতনয় শিখণ্ডী, যাঁকে পুরোভাগে রেখে ভীষ্মকে পরাজিত করেছেন ধনঞ্জয়। শিখণ্ডী এখনও পর্যন্ত কোনও রণনৈপুণ্যের পরিচয় রাখেননি। তবে রথমুখ্য এই যোদ্ধা বিকর্ণকে শরাঘাতে জর্জরিত করার চেষ্টা করেছিলেন। বিকর্ণ অবশ্য দ্রৌপদীপুত্রের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহ অনায়াসে নিরাকৃত করেছেন আপন শক্তিসামর্থ্য ও বলবীর্যে।

যুদ্ধের প্রারম্ভ লগ্নে কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ করে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে দেখেছিলেন, আচার্য-সেনাপতি এক দুর্ভেদ্য চক্রব্যূহ রচনা করেছেন রণস্থলের সুবিস্তৃত অংশে। চক্রব্যূহের দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত স্বয়ং দ্রোণ, কর্ণ, দুর্যোধন, কৃপ, দুঃশাসন, অশ্বত্থামা ও

BanglaBook.org

জয়দ্রথ, এই সপ্তমহারথী। বিকর্ণ একটু অবাক হয়েছেন এই ভেবে যে, তাঁর মতো যুদ্ধনিপুণ ধনুর্ধরকে আচার্য ব্যূহরক্ষার দায়িত্বে আহ্বান করেননি। পরে অবশ্য তিনি বারংবার ধন্যবাদ জানিয়েছেন পরমেশ্বরকে। যেরকম অন্যায় ও শোচনীয়ভাবে ব্যূহে প্রবেশকারী বীর অভিমন্যু রথীবৃন্দ পরিবেষ্টিত হয়ে নিহত হয়েছেন, তা কুরুক্ষেত্রের এক চরমতম কলঙ্ক। ব্যূহদ্বারে নিযুক্ত থাকলে বিকর্ণ এতবড় পাপাচারকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না, কোনও মূল্যেই সমর্থন জানাতেন না আচার্যের এই কূটরণনীতি।

চক্রব্যূহ ভেদ করার কৌশল কৃষ্ণ, অর্জুন ও প্রদ্যুম্ন ব্যতীত একমাত্র অভিমন্যুই জানত। পিতৃব্য যুধিষ্ঠিরের আদেশে ব্যূহে সে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু ব্যূহ থেকে নির্গমনের উপায় তার জানা ছিল না। তবু সেই বীরপুত্র এতটুকু বিচলিত না-হয়ে অশেষ নির্ভীকতায় মরণপণ সংগ্রাম করেছে। কৌরবসৈন্য সংহারে তার অক্লান্ত যুদ্ধ এখনও যেন বিকর্ণ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। দুর্যোধন, কর্ণ, দুঃশাসন, শল্য প্রমুখ রথী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়েছেন অমিতবিক্রম অর্জুনতনয়ের শরাঘাতে, কখনও ভল্লাঘাতে অথবা গদাযুদ্ধে।

শল্যপুত্র রুক্মরথকে অভিমন্যুর হাতে নিহত হতে দেখে মহারাজ দুর্যোধন স্পষ্টতই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। অন্যান্য যোদ্ধাদের দেখে মনে হচ্ছিল তাঁদের মুখমণ্ডল শুষ্ক, চক্ষুদ্বয় চঞ্চল, গাত্র কণ্টকিত এবং অনবরত স্বেদ নির্গমনে প্লাবিত। অনেকেই বিজয়লাভের আশা পরিত্যাগ করে পলায়নের সঙ্কল্প করছিলেন। এইরকম একটি অবস্থায়, পিতা ও পিতৃতুল্যদের যুদ্ধে পরাঙ্মুখ দেখে বিকর্ণের প্রাণপ্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র লক্ষ্মণ একাকী অভিমন্যুর দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মণের এই বালকোচিত এবং দর্পবশত গৃহীত সিদ্ধান্তের পরিণতি যা হবার তাই হয়েছে। উদ্যতকার্মুক, শরনিক্ষেপকারী লক্ষ্মণকে দেখে অভিমন্যুর তেজ ও বিক্রম দ্বিগুণ হয়ে উঠেছিল। ক্রোধাবিষ্ট সৌভদ্র ধৃতরাষ্ট্রপৌত্রের মস্তক লক্ষ্য করে ভল্ল নিক্ষেপ করেছে। সেই অব্যর্থ-নিক্ষিপ্ত শস্ত্র কুবের-পুত্রসদৃশ প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণকে মুহূর্তে প্রেরণ করেছিল যমসদনে।

অগ্রজ-পুত্রকে রক্ষা করার কোনও পথ বিকর্ণের সামনে সেই মুহূর্তে উন্মুক্ত ছিল না। চক্রব্যূহের দুর্লঙ্ঘ্য রচনাই শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণেরও জীবনাবসানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অর্জুনতনয়ের অদ্ভুত সংগ্রামে ব্যূহের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে দেখে শকুনি জ্যেষ্ঠাগ্রজকে মন্ত্রণা দিয়ে বলেছিলেন, আমরা একাকী ধনঞ্জয়ের এই অরাতিনিপাতন মহাবীর পুত্রকে বধ করতে পারব না। এসো, সকলে একত্র হয়ে অভিমন্যুকে সংহার করি। এ ছাড়া আর কোনও পন্থা নেই। দেখে মনে হচ্ছে, অর্জুননন্দন আজই একে একে আমাদের বিনাশ করবে।

দ্রোণাচার্যের নির্দেশে কৃপ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃতবর্মা, কোশলরাজ বৃহদ্বল এবং আচার্য স্বয়ং অভিমন্যুকে একযোগে বেষ্টন করেছিলেন। তারপর সুতীক্ষ্ণ শরনিকর নিক্ষেপ করে বিনষ্ট করেছেন সৌভদ্রের ধনু, জ্যা, অশ্ব, সারথি ও পার্শ্বিসারথিকে। ক্রমাগত শরাঘাতে অভিমন্যুর দেহ রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছে। তাকে এই সকরুণ অবস্থায় দেখে পাণ্ডবপক্ষের যোদ্ধারা আর একবার ব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা

BanglaBook.org

করেছিলেন। কিন্তু রাজা জয়দ্রথ মহাদেবের বরপ্রভাবে দিব্যাস্ত্র প্রয়োগ করে পাণ্ডবদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছেন। কেউ আর অভিমন্যুকে রক্ষা করতে সমর্থ হননি। বলতে গেলে, শস্ত্রহীন, নিরাকৃত, বিরথ, অসহায় সুভদ্রানন্দনকে গদাঘাতে বধ করেছে দুঃশাসন-তনয় শত্রুঘ্ন। তখন দিবস ও রজনীর সন্ধিলগ্ন, সন্ধ্যাকাশে কয়েকটি নক্ষত্র দৃশ্যমান। অতীব বেদনায়, ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নীল-অম্বরের দিকে তাকিয়ে বিকর্ণের মনে হয়েছিল, ওই নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে একজন লক্ষ্মণ। অন্যজন অভিমন্যু।

মৃত্যুর কয়েক মুহূর্ত আগেও সৌভদ্র কোশলরাজকে হত্যা করেছে। যে-অবিস্মরণীয় সংগ্রামের দৃশ্য অভিমন্যু রচনা করেছিল, তা যারা প্রত্যক্ষ করেছে, কেউই ভুলতে পারবে না। একমাত্র কৃষ্ণ ও অর্জুন এই মহাবাহুর রণনৈপুণ্য দর্শন করতে পারেননি। তাঁরা তখন কুরুক্ষেত্রের দক্ষিণে সংশপ্তক সৈন্যনিধনে ব্যস্ত ছিলেন। স্বচক্ষে অভিমন্যুর পতনের দৃশ্য দেখে সমগ্র পাণ্ডবপক্ষ হাহাকার করে উঠেছিল। সহসা স্বপ্নভঙ্গ হলে মানুষ যেমন বিমূঢ় বোধ করে, তেমনই মনে হচ্ছিল সকলকে দেখে। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃপুত্র-নিধনে একান্ত কাতর হয়ে বিলাপ করছিলেন এই বলে, হায় হায়, অর্জুন আর সুভদ্রাকে আমি এরপর আর কী বলব ? সকৃষ্ণ ধনঞ্জয় এখানে প্রত্যাগমন করে আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করবে, তখন কী উত্তর দেব ? আমার দোষেই এই অপ্রিয়, ভয়ঙ্কর কার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমি রাজ্যলোলুপ হওয়াতে এই অপরিমেয় অনিষ্টপাত সম্পর্কে আগে কিছুই বুঝতে পারিনি। অভিমন্যুর দেহান্তে আজ আমাদের জয়লাভ, রাজ্যলাভ বা স্বর্গপ্রাপ্তি কিছুই প্রীতিজনক বলে বোধ হচ্ছে না। আজ আমরা অভিমন্যুর সঙ্গে ভূতলে শয়ন করব। আমরা যার শরণাগত সেই অর্জুনের পুত্রকে কেউই রক্ষা করতে পারলাম না। হায়, হায় !

যুধিষ্ঠির যা আশঙ্কা করেছেন, তাই ঘটেছে। অভিমন্যুর অদর্শনে অর্জুন শোকাকুল হয়ে বিলাপ করেছেন। অতলান্ত সমুদ্রে নৌকাভঙ্গ হলে বণিক যেমন নির্বিণ্ণ হয়, তেমনই পুত্রশোকে অর্জুনের চিত্তবিক্ষেপ ঘটেছিল। তিনি দুঃখসন্তপ্ত হৃদয়ে ভাইদের ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছেন, কি আশ্চর্য, তোমরা রথারূঢ় হয়ে শরবর্ষণ করছিলে অথচ অন্যায় যুদ্ধে শত্রুরা আমার প্রাণপ্রিয় পুত্রের প্রাণনাশ করল ! এখন বুঝতে পারছি, তোমাদের কোনও পৌরুষ নেই। তোমরা দুর্বল, ভীরু, ব্যর্থ। অথবা এ সবই আমার অদৃষ্ট। আমি কেন সংশপ্তকদের বিনাশ করতে স্থানান্তরে গমন করলাম !

একই সঙ্গে তৃতীয় কৌন্তেয় ঘোষণা করেছেন, আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আগামীকালই জয়দ্রথকে সংহার করব। সূর্যাস্তের আগে যদি আমি পাপাত্মা সিন্ধুরাজকে নিধন করতে না-পারি, তাহলে এই স্থানেই প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রবিষ্ট হব। অর্জুনের এই দুর্দমনীয় প্রতিজ্ঞায় কৌরবপক্ষে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল এবং স্বয়ং জয়দ্রথ মৃত্যুভয়ে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। অবশ্য দ্রোণ তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, তুমি নির্ভয় হও। আমি কাল এমন ব্যূহ রচনা করব যে, পার্থ কখনওই তা ভেদ করতে পারবে না।

BanglaBook.org

বিকর্ণ এখনও পর্যন্ত সংবাদ পাননি জয়দ্রথ এবং কৌরবপক্ষের সৈন্যরা এই আশ্বাসবাণীতে কতটা উদ্দীপিত হয়েছেন। একবার অবশ্য তিনি স্বপক্ষীয় সেনানীদের সিংহনাদ ও বাদ্যবাদন শুনেছেন। তবে তা নিতান্ত ক্ষণকালের জন্য। আনন্দশূন্য, দীপ্তিহীন ও শ্রীভ্রষ্ট কৌরবপক্ষের শিবিরগুলির পাশ দিয়ে যেতে যেতে বিকর্ণর দেখলেন, অনেক যোদ্ধাই এখনও বিনিদ্র রজনী যাপন করছে। অনেক শিবিরেই জ্বলছে ম্লান আলো। বাতান্দোলিত বস্ত্রাবাসগুলির শব্দ যেন শঙ্কিত হৃদয়ের দীর্ঘশ্বাস। আগামীকাল মৃত্যুর দেবতা যেন অকৃপণভাবে দু'হাত ভরে জীবনের অর্ঘ্য গ্রহণ করবেন। শুধুমাত্র দুই অপ্রতিম তরুণ যোদ্ধার মৃত্যুতে বিকর্ণের হৃদয় অশান্ত হয়ে আছে তা নয়। আরও দুটি মর্মবেদনায় তিনি আকুল। প্রথমত, লক্ষ্মণের স্ত্রী কৌমারিকা ও অভিমন্যুর স্ত্রী উত্তরা—দুজনেই এখন সন্তানসম্ভবা। দেবপ্রতিম পতিদের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর তাদের অবস্থা কী হয়েছে বিকর্ণ কল্পনাও করতে পারছেন না। দ্বিতীয়ত, যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অভিমন্যুর অন্যায় নিধনের বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ করার অবকাশ তিনি পাননি। লক্ষ্মণের লোকান্তর তাঁকে এমনই অবশ করে দিয়েছিল। অবশ্য অগ্রজ যুযুৎসু সক্রোধে অস্ত্র পরিত্যাগ করে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন। ত্রয়োদশ দিনের যুদ্ধে এটুকুই যা প্রাপ্তি ও সান্ত্বনা।

দ্বাররক্ষকেরা বিকর্ণকে চিনতে পেরে যথোচিত সম্মান জানিয়ে দুর্যোধনের সমীপে নিয়ে গেলো।

অভিমন্যুর হাতে প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণের অপমৃত্যু প্রত্যক্ষ করার পর জ্যেষ্ঠাগ্রজ সেই যে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে শিবিরে প্রবেশ করেছেন, আর তিনি বহির্গমন করেননি। তাঁর বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। মর্মান্তিক বেদনায় তিনি স্তব্ধ। কক্ষে প্রবেশ করে বিকর্ণ দেখলেন, কপালে হাত রেখে শয্যায় উত্তানশায়িত অগ্রজের চক্ষু স্থির, অপলক। বিকর্ণের ধীর, বিনম্র অনুপ্রবেশ তাঁর চেতনাকে জাগ্রত করল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর বিকর্ণ বললেন, তাত!

ভূতগ্রস্তের মতো সচকিত হয়ে দুর্যোধন জিজ্ঞাসা করলেন, কে?

—তাত, আমি বিকর্ণ।

—ওঃ, তুমি! দুর্যোধন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে সামান্য ব্যঙ্গের সুরে একোক্তির মতো বললেন, পাণ্ডবপ্রিয় বিকর্ণ! কৌরবপক্ষের জাগ্রত বিবেক! তুমি কি আমাকে সমবেদনা জানাতে এসেছ! সান্ত্বনা দিতে এসেছ!

—না। বিকর্ণ কণ্ঠস্বরে যথাসম্ভব স্বাভাবিকতা এনে বললেন, না তাত। আপনার মতো আমিও আজ বাক্যহারা। সমবেদনা জানানোর ভাষা আমি হারিয়ে ফেলেছি। আমি সম্যক জানি, কোনও সান্ত্বনাই এই মহান ক্ষতির পরিপূরক হতে পারে না। আমাদের পরম স্নেহাস্পদ লক্ষ্মণের ক্ষত্রিয়োচিত স্বর্গলাভও আমাদের কাছে এই মুহূর্তে অনভিপ্রেত মনে হচ্ছে।

—তা হলে তুমি কেন এসেছ! আমাকে একাকী থাকতে দাও!

অধোমুখে সামান্যক্ষণ চিন্তা করে বিকর্ণ বিনীত স্বরে বললেন, তাত, এরপরও

BanglaBook.org

কি আপনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে আগ্রহী ?

—তোমার এ কথার অর্থ ! সবেগে অধোত্থিত হয়ে দুর্যোধন বললেন।

—আগামীকাল যুদ্ধের চতুর্দশ দিন। ইতিমধ্যে আমাদের পরাভব চতুর্দিকে প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ রথীদের মধ্যে অনেকেই আজ পরলোকগত। যাঁরা জীবিত আছেন, তাঁরা অবশ্য ন্যূন নন। কিন্তু পাণ্ডবপক্ষের অবিকৃত শৌর্যের পাশে তাঁদের হীনপ্রভ মনে হচ্ছে।

—তুমি কি মৃত্যুভয়ে ভীত ! যদি তাই হও, তাহলে ওই অকৃতজ্ঞ বৈশ্যাপুত্র যুযুৎসুর মতো পাণ্ডবদের অঞ্চলতলে আশ্রয় নাও। আমি তোমাকে সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি দিচ্ছি।

—তাত, আমি আপনার ক্রোধ উৎপাদন করতে আসিনি। মৃদু হেসে বিকর্ণ বললেন। কিন্তু তিনি স্পষ্ট দেখলেন, হৃদয়ভেদী আঘাত পেলেও জ্যেষ্ঠাগ্রজ দ্বিতীয় রিপুর আগ্রাসন থেকে কিছুতেই মুক্ত হতে পারছেন না। অমর্ষপরায়ণ এই শোকার্ত মানুষটির অন্তর এখনও ক্রোধজ দোষে পূর্ণ হয়ে আছে। বিকর্ণ অনুনয়ের সুরে বললেন, তাত, আপনি সকলের অগ্রভূ। আপনাকে জ্ঞানদান করা আমার পক্ষে অনুচিত কার্য। কেননা আমি কনিষ্ঠ। তবু যথার্থ সুহৃদের মতো কিছু সৎপরামর্শ...

—কি হলো ! থামলে কেন ? বলো !

—যুদ্ধ হয়ত আর কয়েক দিনের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। আমার অনুমান তাই বলছে। প্রায় এক পক্ষ কাল ধরে আমরা একশত ভাই আপনার মঙ্গলের জন্য, জয়লাভের জন্য প্রাণের মায়া পর্যন্ত ত্যাগ করেছি। হয়ত আগামীকাল বৃকোদরের হাতে আমি নিহত হব, অথবা চিত্রসেন, কিংবা বিবিংশতি, যেমন এই কদিনে অনেকেই কালগ্রাসে পতিত হয়েছে। আমার মন বলছে, অন্তিম সময় সমাগত। এমনতর অনতিক্রমনীয় লগ্নে আমরা কি আর একবার যুদ্ধ-নিবৃত্তি ও সন্ধির কথা ভাবতে পারি না !

—তুমি আমাকে এই হিতোপদেশ দিতে এসেছ ! তুমি যদি বাক্য সংবরণ না-কর, তাহলে এখনই রক্ষীদের আহ্বান করে তোমাকে... । দুর্যোধন আরক্ত চোখে বিকর্ণের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

সস্মিত আননে বিকর্ণ বললেন, তাত, লক্ষ্মণের প্রয়াণ কি আমাদের রক্তপিপাসা চতুর্গুণ বর্ধিত করে দিয়েছে ! উত্তরাধিকারী-শূন্য কৌরবপক্ষের কাছে এখনও কি জয়-পরাজয় অনেক বড় কথা !

এবার ধীরে ধীরে দুর্যোধনের উদ্যত মস্তক অবনত হয়ে এলো। তিনি অর্ধস্ফুট স্বরে বললেন, না, তা আর হয় না। সন্ধি এখন স্বপ্ন, সুদূরপরাহত।

—কেন হবে না ! বিকর্ণ অগ্রজকে স্পর্শ করে বললেন, আমাদের বৃদ্ধ পিতা ও হৃষীকেশের মাধ্যমে যদি এই প্রস্তাব করানো হয় তাহলে পাণ্ডবেরা নিশ্চিত তা বিবেচনা করে দেখবেন। এমন কি তাঁরা সম্মতও হতে পারেন।

দুর্যোধন মুখ তুললেন। বিকর্ণের মনে হলো, তাঁর সামনে উপবিষ্ট দম্ভ ও অহমিকাশূন্য এক অনুতপ্ত দুঃখী মানুষ। দুর্যোধন রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মতো ধীরকণ্ঠে

BanglaBook.org

বললেন, ভাই, আজ আমরা সব কিছুর বাইরে চলে গেছি। একদিন ছলনা ও কপটতার সাহায্যে যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যচ্যুত করেছিলাম। আজ সে আর আমার সদিচ্ছার কথা বিশ্বাস করবে না। সন্ধির সুপ্রস্তাব নিয়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে এসেছিলেন। অথচ তাঁকে আমি নির্বিচারে অপমান করেছি, চেষ্টা করেছি শৃঙ্খলিত করতে তিনিই বা আজ কেন আমার কথায় বিশ্বাসস্থাপন করবেন? এতদিন শুনতাম ধনঞ্জয় ও জনার্দন একপ্রাণ। দ্বারকাধীশ নাকি বলেন, কি দারা, কি মিত্র, কি জ্ঞাতি, কি সুহৃদজন, কেউই অর্জুন অপেক্ষা আমার প্রিয়তর নয়। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের দুজনের অন্তরঙ্গ সখ্য প্রত্যক্ষ করেছি। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনার প্রতিশোধ না-নিয়ে পঞ্চপাণ্ডব আমাকে ছেড়ে দেবেন ভেবেছো! তা কখনও হয়! না হতে পারে! আজ অন্যায়যুদ্ধে কৃষ্ণের ভাগিনেয় অভিমন্যুকে বধ করেছি। মধুসূদন কিভাবে তা ভুলে যাবেন! অর্জুনই বা কিরূপে তা আমৃত্যু সহ্য করবে! এদিকে বৃকোদর তার ভয়ঙ্কর প্রতিজ্ঞা থেকে এতটুকুও সরে আসবে না।

একটু থেমে দুর্যোধন ম্লান হেসে বললেন, বিকর্ণ, এরপর আর কোন্ পথ দিয়ে সন্ধি-সমীরণ উত্তপ্ত গৃহে প্রবেশ করবে বলতে পারো? আর তা ছাড়া, আমি রাজাধিরাজ। আমার পক্ষে যুধিষ্ঠিরের পদানত হওয়া সম্ভব নয়। এই শুভ্রশয্যায় মৃত্যুবরণ অপেক্ষা আমার মতো ক্ষত্রিয়ের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রই কাম্য। সমরপ্রয়াণ অত্যন্ত শ্রেয়। আত্মীয়স্বজন, গুরুজন, বন্ধুবান্ধব অনেকেই আমার জন্য রণস্থলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। এখন নিজের জীবিতাশার নিমিত্ত সন্ধি করে আমি লোকসমাজে নিন্দিত হতে চাই না। এবার অনুশোচনার পরিবর্তে দুর্যোধনের কণ্ঠস্বরে অভিমান ঝরে পড়ল। তীব্র আত্মসম্মানবোধে স্থিত হয়ে তিনি পুনরায় বললেন, বিকর্ণ, সন্ধিস্থাপন এখনও আমার ইচ্ছা অথবা অনিচ্ছাধীন। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের গতি-প্রকৃতি আমার আয়ত্তাধীন নয়। সে তার অনিবার্য পরিণতির দিকে ধাবিত হয়ে চলেছে। আমি যুদ্ধবন্ধের নির্দেশ দিলেও যুদ্ধ আজ আর আমার কথা শুনবে না।

—তাত, আপনি শান্তচিত্তে একবার ভেবে দেখুন। ইতিমধ্যে আমাদের দর্প, মান, বীর্য অর্ধদশা প্রাপ্ত হয়েছে। বিজয়লক্ষ্মী ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন। রক্ত এবং অশ্রু ছাড়া আমরা আর কী পেয়েছি এই অতিক্রান্ত ত্রয়োদশ দিনে! তাত, আমার বিনীত নিবেদন, আপনি সন্ধিস্থাপনে এই মুহূর্তে তৎপর...

—না। দুর্যোধন চিৎকার করে বললেন, বিকর্ণ, সন্ধি ব্যতীত তুমি নূতন কিছু বলো। আমাদের পিতা-মাতা, বিদুর, সঞ্জয়, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃষ্ণ এবং অন্যান্য অনেক শুভাকাঙ্ক্ষীই আমাকে সন্ধিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি কারোর কথাই শুনিনি। আজও শুনব না। অক্ষক্রীড়ায় যেমন জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়েছিল, এই যুদ্ধক্রীড়ায়ও তেমনই হবে। ক্ষত্রিয় কখনও জয়াশা পরিত্যাগ করে না। শোন, লক্ষ্মণের মৃত্যু কৌরবপক্ষের উপর এক সাময়িক আঘাত। যেমন অভিমন্যুর পঞ্চত্বপ্রাপ্তি পাণ্ডবদের কাছে। দেখবে, দুপক্ষই আগামী প্রভাতে সব দ্বিধা-জড়তা-অনুশোচনা ত্যাগ করে পূর্ণ তেজে সমরে আবির্ভূত হবে।

বিষণ্ণ কণ্ঠে বিকর্ণ বললেন, তাত, আমি অনেক আশা নিয়ে আপনার সমীপে

BanglaBook.org

এসেছিলাম। আমি জানতাম, আশা বলবতী, আশা ফলবতী। কিন্তু এখন দেখছি, আমি এতদিন ভুল জেনে এসেছি। হায়, লক্ষ্মণ!

—বিকর্ণ, কেন তুমি ভিক্ষুকের মতো আচরণ করছ! দুর্যোধন তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, শত পুত্রশোকে জর্জরিত হলেও আমি সন্ধির প্রস্তাব পাণ্ডব শিবিরে প্রেরণ করব না। কি আশ্চর্য, ধনঞ্জয়ও তো আমারই মতন একই মর্মজ্বালায় দগ্ধ হচ্ছে। কিন্তু কই, সে কিংবা তার ভাইয়েরা তো আমার কাছে সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব জানাচ্ছে না! ভগ্নহৃদয় হওয়া সত্ত্বেও পাণ্ডবেরা যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার ইচ্ছাশক্তিতে একান্ত অবিচল থাকে, তা হলে আমরাই বা পারব না কেন! বিকর্ণ, তোমার এই হীনম্মন্যতার আমি প্রশংসা করতে পারলাম না। তুমি না বিবেকবান, সদা সংরোধী, তুমি কি করে এখনও সন্ধি নামক একটি অপাঙ্‌ক্তেয় দুরাশা বহন করছ, তা আমার বোধগম্য হচ্ছে না কিছুতেই। যাও, শিবিরে গমন কর। যাও...

ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত বিকর্ণ কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে শিবিরের বাইরে চলে এলেন। অমানিশা আরও গাঢ়তর হয়েছে। বিকর্ণের মনে হলো, এই রাত্রি যেন মৃত্যুরূপা মাতার কৃষ্ণবর্ণ বসনাঞ্চল, যা দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত।

মনে মনে যুধিষ্ঠিরকে বিকর্ণ বহুক্ষণ পর্যবেক্ষণ করেও বুঝতে পারছেন না। অভিমন্যুর মৃত্যুর আঘাতে তাঁর হৃদয় কি প্রস্তরীভূত হয়ে গিয়েছে, না কি এই আঘাত তাঁকে আদৌ স্পর্শ করেনি। এক মর্মান্তিক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যিনি চলেছেন, অথচ তিনি যেন নির্বিকার। চতুর্দিকের অশ্রুপ্লাবন ধর্মরাজকে কিছুতেই ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারছে না। বিকর্ণ অভিমন্যুর তিরোধান প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি নির্বিরোধী কণ্ঠে বলেছেন, আমার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গলাভ করুক—এই প্রার্থনাই আমি দিবারাত্র করছি।

তন্নতন্ন করে অন্বেষণ করেও বিকর্ণ বুঝতে পারছেন না, যুধিষ্ঠির এই মুহূর্তে অপ্রকৃতিস্থ, না হতচেতন। তিনি কথা বলতে বলতে বারংবার বর্তমান থেকে অতীতে চলে যাচ্ছেন। শব্দে উচ্চারণ করছেন শান্ত, সংযত অথচ বেদনাহত কণ্ঠে। যেন বিগত জীবনের স্মৃতিচারণ।

যুধিষ্ঠির বললেন, বিকর্ণ, রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত ভগবান ব্যাসদেব আমাকে বিধুরকণ্ঠে বলেছিলেন, কৌন্তেয়, তোমাকে উপলক্ষ্য করে ক্ষত্রিয় রাজারা কালক্রমে বিনাশপ্রাপ্ত হবেন। রাত্রিশেষে তুমি এক স্বপ্ন দেখবে—শূলপিণাকধারী মহাদেব শমনাধিকৃত দক্ষিণ দিক নিরীক্ষণ করছেন। যুধিষ্ঠির, তুমি সেই স্বপ্নদর্শনে চিন্তিত হোয় না। কারণ, মহাকালকে অতিক্রম করতে পারে না কেউই। তোমার মঙ্গল হোক। সেদিন ব্যাসদেবের কথা শুনে আমার মনে হয়েছিল, রাজসূয় যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেলো। ভাই, আমি কি সেই দুঃস্বপ্ন কখনও দেখেছি! আমার মনে নেই। স্বপ্ন হয়ত দেখে থাকব। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ বাস্তবে যা দেখছি তা স্বপ্ন ও কল্পনার চেয়েও অধিক। কুরুক্ষেত্রের সমস্ত বিপর্যয় আমারই দোষের ফল।

—মহারাজ, আপনি নিজেকে কেন দোষী মনে করছেন! কালপ্রাপ্ত হলে কেউই তো নিয়তির অন্যথা করতে পারে না। এই অবিরত রক্তক্ষয়ে আপনার ভূমিকা কতটুকু! বিকর্ণ বললেন।

BanglaBook.org

—না ভাই, না। আমিই দোষী। বনবাসকালে অনুজ ভীমসেন একদিন আমায় তিরস্কার করে তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেছিল, আমরা পরাক্রান্ত হয়েও অতীব দুর্দশায় পতিত হয়েছি—তা তোমারই দোষে। প্রিয়তমা ভার্যা দ্রৌপদীও আমার প্রতি কটূক্তি করেছে। এদের সবারই অভিমত, আমার দ্যূতব্যসনের দুর্মতির জন্যই তারা চরম দুঃখ ভোগ করেছে, এখনও করছে। ভাই, তুমি আমাদের প্রিয়ানুজ, শুভানুধ্যায়ী। তোমাকে বলছি, ভীমকেও পূর্বে বলেছি, আমি দুর্যোধনের রাজ্য হরণের আশায় পাশা খেলেছিলাম। কিন্তু শতমায় শকুনি কপটদ্যূতে আমাকে পরাজিত করলো। দ্বিতীয়বার, অনুদ্যূতে ধূর্ত শকুনির প্রতি ক্রোধবশত আমি নিজেকে নিবৃত্ত করতে পারিনি। সেই দুয়ের সম্মিলিত ফলাফল এই কুরুক্ষেত্র সমর।

যুধিষ্ঠিরের স্বমুখে এমন অবিশ্বাস্য স্বীকারোক্তি সদৃশবচন শুনে বিকর্ণ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। সবিস্ময়ে তিনি বললেন, তাত, আপনি অনুতপ্ত হয়ে এসব কী বলছেন! আপনি রাজ্যজিহীর্ষু, না দুর্যোধন!

এই জিজ্ঞাসার কোনও উত্তর না-দিয়ে ধর্মাত্মা বললেন, কিন্তু ভাই, তুমি তো জানো, আমার অক্ষবিদ্যায় দক্ষতা নেই। অক্ষচতুর শঠরা আমাকে রাজ্যচ্যুত করেছে। জানো, দ্যূতক্রীড়ার দিনগুলির তিক্তস্মৃতি ও সুহৃদদের তীব্র বাক্যবাণ এখনও দিবা-রাত্র আমাকে বিদ্ধ করে, ব্যথিত করে। দ্বৈতবনে অবস্থানকালে আমি মহর্ষি বৃহদশ্বকে এই হৃদয়বেদনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, ভগবান্, আমার মতো হতভাগ্য কোনও রাজা কি পৃথিবীতে কখনও দেখেছেন, বা শুনেছেন? মহর্ষি সুনির্দিষ্ট কোনও উত্তর না-দিয়ে আমাকে শুনিয়েছিলেন নল-দময়ন্তীর উপাখ্যান। বিকর্ণ, তুমি কি কখনও দেখেছ? আমার মতো অসুখী, ভাগ্যহীন!

—মহারাজ, আপনি স্বয়ং ধর্মের ধারক। সুখ ও দুঃখের তুলাদণ্ড আপনারই হাতে।

—বিকর্ণ, এ হল গুরুগৃহে শ্রুত অধ্যাপকের উক্তি। জীবন অন্য কথা বলে। ভাই, তোমাকে স্পর্শ করে বলছি, আমি মনেপ্রাণে এই প্রাণক্ষয়ী যুদ্ধ চাইনি। অবস্থাগতিকে আমায় রণক্ষেত্রে আসতে হয়েছে। আমি জানি, যুদ্ধশেষে আমরা জয়ী হবো। কিন্তু সে জয় পরাজয়ের তুল্য। কৌরবদের সংহার করে আমরা নিজেরাই বিনষ্ট হয়েছি বলে মনে হবে। মনে হবে, আমরা আত্মঘাতী। তখনও কি তুমি আমাকে বলবে সুখী! কিংবা ভাগ্যবান্! জানো, বনবাসের একেবারে শেষপর্বে এক বকরূপী যক্ষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেই যক্ষ আসলে আমার পিতা ধর্ম। পিতা আমাকে বিভিন্ন গূঢ়ান্বেষী প্রশ্নে বিদ্ধ করেছিলেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন—সুখী কে? আমি পিতাকে বলেছিলাম, 'পঞ্চমেঽহনি ষষ্ঠে বা শাকং পচতি স্বে গৃহে। অনৃণী চাপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে॥'— অঋণী ও অপ্রবাসী হয়ে, দিনের পঞ্চম বা ষষ্ঠ ভাগে যিনি স্বগৃহে শাকান্ন রন্ধন করেন, তিনি সুখী। তুমি বিশ্বাস করো, আমি প্রতিনিয়ত এই জীবনই কামনা করি। সাম্রাজ্য, ঐশ্বর্য, রাজসুখ নয়। ভাই, আমি কি অতিশয়োক্তি করেছি?

নিরুত্তর হয়ে বিকর্ণ দাঁড়িয়ে রইলেন। যুধিষ্ঠির আজ যেন অতিমাত্রায় আত্মপক্ষ

BanglaBook.org

সমর্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। অথচ, এসব কথা অবান্তর না-হলেও, কোনওভাবেই ফলদায়ী নয়। বরং এই মুহূর্তে সন্ধিস্থাপন সম্পর্কে ধর্মপুত্র যদি তাঁর অভিমত জানাতেন, তাহলে তা আরও কার্যকরী হতো। বিকর্ণ মনে মনে সামান্য ক্ষিন্ন হলেন।

একটু নীরব থাকার পর বিকর্ণকে অবাক করে দিয়ে যুধিষ্ঠির বললেন, ভাই, আমি জানি, তুমি কেন আমার কাছে এই ঘোর রজনীর ভয়াবহতা উপেক্ষা করে এসেছ।

—আপনি জানেন! বিকর্ণ আনন্দ ও বিস্ময়ে বললো।

—হ্যাঁ। তুমি এসেছ, সন্ধিস্থাপনের কথা বলতে। কিন্তু আজ মিত্রতাস্থাপনের সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। বিকর্ণ, আমি কৃষ্ণকে হস্তিনাপুরে দূতরূপে প্রেরণ করার সময় তাঁকে বলেছিলাম, 'বিশ্বক্সেন কুরূণ্ গত্বা ভরতান্ শময়েঃ প্রভো।/ যথা সর্বে সুমনসঃ সহ স্যাম সুচেতস ॥'—কৃষ্ণ, তুমি কুরুদেশে গিয়ে ভরতবংশীয়দের শান্ত করবে। যাতে সকলে সানন্দে মিলেমিশে থাকতে পারি সেই ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কি জানো, যুধিষ্ঠির ম্লান হেসে বললেন, স্বয়ং কৃষ্ণ শান্তি প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন।

—এ আপনি কী বলছেন তাত! বিকর্ণের সামনে যেন এক একটি অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য জগতের দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে।

—ভেবো না, আমি আজ দুর্বিপাকের আবর্তে পড়ে কোনওরূপ মিথ্যা বলছি। ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, পাঞ্চালরাজ, মৎস্যরাজ প্রমুখরা যখন যুদ্ধের উদ্‌যোগ আয়োজন করছিলেন, সেই সময়ে আমি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এই অবস্থায় আমাদের কী করা কর্তব্য? জনার্দন তখনও স্পষ্টই বলেছিলেন, 'ন চাপি বয়মত্যর্থং পরিত্যাগেন কহির্চিৎ।/ কৌরবৈঃ শমমিচ্ছামস্তত্র যুদ্ধমনন্তরম্ ॥'— ন্যায্য প্রাপ্যকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে কৌরবদের সঙ্গে শান্তিস্থাপন করবার কথা আমি কিছুতেই বলতে পারি না। আমার মতে, এই অবস্থায় যুদ্ধ করাই উচিত। তুমি তো অবগত আছ, আজ কুরুক্ষেত্র সমরের একমাত্র নিয়ন্তা জনার্দন। তিনি আমাদের শ্রেষ্ঠ সহায়। আমাদের জয়ধ্বজা আকাশে উড্ডীন আছে তাঁরই অনুগ্রহে। আমার আর এক্ষেত্রে কিছু করার নেই। শান্তির চেষ্টা বিফল হওয়ার পর, যুদ্ধ সর্বতোভাবে পাপজনক জেনেও আমি যুদ্ধের সপক্ষে মত দিয়েছিলাম। এখন হৃষীকেশই প্রধান।

—আমি এক্ষুনি কৃষ্ণের সকাশে গমন করব। বিকর্ণ আসন থেকে তীব্র বেগে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।

—কোনও লাভ নেই। তিনি এখন জয়দ্রথ-বধের জন্য অর্জুনের প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ও মন্ত্রণায় ব্যাপৃত আছেন।

—তা হলে আমি তাঁর শরীরার্ধ, প্রিয়ঙ্কর অর্জুনের কাছেই যাবো।

—যতদূর জানি, মধুসূদনের পরামর্শে ধনঞ্জয় এখন দেবাদিদেবের ধ্যানে নিমগ্ন। অম্বিকানাথ শঙ্করের পাশুপাত অস্ত্র আমার ভাই করায়ত্ত করতে ইচ্ছুক। এই দিব্যাস্ত্র দিয়েই আগামীকাল জয়দ্রথকে পার্থ সংহার করবে। অতএব, আজ

BanglaBook.org

সমস্ত পথ বন্ধ। জানো বিকর্ণ, দৌত্যকার্যে এসে মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়, কল্যাণভাষী সঞ্জয় আমাকে বলেছিল, কৌরবেরা আপনাকে বিনাযুদ্ধে কখনই রাজ্য দেবেন না, ঠিক কথা। কিন্তু আমার মতে, যুদ্ধে রাজ্যজয় অপেক্ষা ভিক্ষাবৃত্তিও শ্রেয়। আর যদি একান্তই অমাত্যদের কথায় যুদ্ধে ইচ্ছুক হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁদেরই উপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করুন। এখন মনে হচ্ছে, শুদ্ধাত্মা সঞ্জয়ের বাক্য অনুসরণ করাই উচিত ছিল।

বিকর্ণ দেখলেন, আর বাক্যব্যয় বৃথা। যুধিষ্ঠির এখন অনুতাপে দগ্ধ হচ্ছেন। কোনও নিবেদনেই তিনি আত্মস্থ হতে পারছেন না। সর্বাগ্রজকে প্রণাম জানিয়ে বিকর্ণ চলে আসছিলেন। সহসা যুধিষ্ঠির তাঁকে নিকটে আহ্বান করে হর্ষপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, বিকর্ণ, আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে তুমিই আমাদের একমাত্র সুহৃদ, আপনজন। দ্যূতসভায় তোমার ভূমিকার কথা আমরা এখনও স্মরণ করি। দ্রৌপদী তোমার হৃদয়, তোমার অনুভূতিকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে। এতদিন নানা দৈবদুর্বিপাকে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। বনবাসে, বিরাটরাজ্যে অজ্ঞাতবাসে, যেখানেই আমরা ছিলাম, সেখানেই কারণে অকারণে তোমার কথা ভেবেছি। আজ তোমাকে কাছে পেয়ে বললাম। যুদ্ধের পরিণতি যাই হোক না কেন, তুমি যেন কখনও তোমার দেবযান থেকে ভ্রষ্ট হোয় না। ভাই, তোমার মঙ্গল হোক। আগামী প্রত্যূষ তোমার জীবনে নতুন বার্তা বহন করে নিয়ে আসুক।

বিকর্ণ অভিভূত হয়ে গেলেন। কিন্তু ততোধিক আনন্দ প্রকাশ করতে পারলেন না। দুর্যোধন ও যুধিষ্ঠির—দুজনেই তাঁকে হতাশ করেছেন। কুরুক্ষেত্র অচিরেই রণস্থল থেকে মহাশ্মশানে পরিণত হবে। সর্বশেষ প্রচেষ্টাতেও বিকর্ণ কৃতকার্য হতে পারলেন না। তাঁর সমগ্র জীবন কি তবে একটি অখণ্ড ব্যর্থতার ইতিহাস! দ্যূতসভায় আত্মপ্রকাশের দিন থেকে শুরু করে আজকের এই মধ্যরাত্রি পর্যন্ত! গভীর বিষাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হতে হতে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বললেন, রাজন, আপনাদের আশীর্বাদ আমার অনন্তলোকের যাত্রাপথের পাথেয় হোক। আপনি আমার প্রণতি গ্রহণ করুন।

এই রৌদ্রালোক, এই বহুধা বিভক্ত মানবসমাজ, এই বিস্ময়বৈচিত্র্যে পূর্ণ পৃথিবী আজ বিকর্ণকে যেন অন্যভাবে আকর্ষণ করছে। আকাশ-বাতাস, বৃক্ষ-লতা, হিরণ্বতী নদী, কুরুক্ষেত্রের সুবিস্তৃত ভূমি, সুদূরে স্থাপিত স্তূপাকৃতি রক্তাক্ত মৃত দেহগুলি— সব কিছুই মনে হচ্ছে মায়াময়। নিত্য-অনিত্যে ভরা এই রহস্যময়ী বসুধা যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন সকরুণ দৃষ্টিতে। বিকর্ণর হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল। আজ যুদ্ধের এই চতুর্দশ দিনে, কেন এমন বোধ হচ্ছে! কেন বারংবার মনে পড়ছে পুত্র বিবস্বানের মুখ! সে যে অকস্মাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো! দেবাঙ্গনা আত্মজের নিরুদ্দেশ-সংবাদ শুনে কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে, বিকর্ণ এখনও জানেন না। দৃঢ়ধন্বার শিষ্য কনিষ্ঠ সারথি কিংশুক অদ্যাবধি হস্তিনাপুর থেকে প্রত্যাগমন করেনি। কিংবা হয়ত করেছে। এই বিপুল জনসমুদ্রের

BanglaBook.org

তরঙ্গবিভঙ্গে সেও হয়ত মিশে গেছে। কিংশুকের কথা কাউকে জিজ্ঞাসা করাও বাতুলতা। অথচ দেবাঙ্গনার মাতৃহৃদয় কীভাবে এই দুঃসংবাদ গ্রহণ করেছে তা জানতে বিকর্ণ একান্ত আগ্রহী। দেবাঙ্গনা কি মর্মান্তিক শোকে আপ্লুত হয়ে দিবারাত্র ক্রন্দন করছে! সেই রমণীশ্রেষ্ঠা কি ব্যাকুল নয়নে পথ চেয়ে বসে আছে পুত্রের আগমন আশায়! প্রিয়তমা ভদ্রার কাছে এই সংকট-মুহূর্তে একবার যাওয়া উচিত ছিল। বিকর্ণ একথা প্রায়ই ভেবেছেন। কিন্তু যুদ্ধের শৃঙ্খলে তিনি আবদ্ধ। এই বিগ্রহ ও ক্ষত্রিয়ের ধর্ম তাঁকে পঙ্গু করে দিয়েছে। তাঁর অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি কি দেবাঙ্গনা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি দিয়ে মুছে দেবে! বিকর্ণ ক্রমশ বিহ্বল হয়ে পড়ছেন।

আজ যেন সব্যসাচী অর্জুনের দিন। কিছুক্ষণ আগে মহারণ শুরু হয়েছে। বিচিত্র কবচ, সুবর্ণময় কিরীট, শুভ্রমাল্য, শ্বেতবস্ত্র, উত্তম অঙ্গদ ও মনোহর কুণ্ডলে বিভূষিত, খড়্গধারী, উত্তমরথারূঢ়, কৃষ্ণসহায় মহাবীর অর্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করলেন, তখন সমগ্র স্থান বাদিত্রনিঃস্বন, সিংহনাদ, অস্ত্রনিষ্কাশন ও মহারথদের আনন্দজনক চিৎকারে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। উভয়পক্ষের সেনানীরাই জেনে গেছেন, অর্জুন আজ সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকে বধ করবেন বলে এক ভীষণ ও অমানুষী প্রতিজ্ঞা করেছেন। সকলেই উত্তেজিত। ধনঞ্জয় কিভাবে তাঁর শপথ রক্ষা করবেন, তা দেখতে সমগ্র রণক্ষেত্র সমুৎসুক।

আচার্য দ্রোণ যথেষ্ট আশ্বাস দিয়ে জয়দ্রথকে গূঢ় সূচীব্যূহের সবচেয়ে নিরাপদ স্থানে সংস্থাপন করেছেন। অনুজ দুর্মর্ষণ সার্ধসহস্র মাতঙ্গ নিয়ে অবস্থান করছেন সমুদয় কৌরব সৈন্যের অগ্রভাগে। সেনাপতির নির্দেশে দুঃশাসন ও বিকর্ণ সিন্ধুরাজের সৌভাগ্যরক্ষার জন্য অগ্রগামী সৈন্যদের মধ্যে সমুপস্থিত আছেন। ইতিমধ্যেই অর্জুনের নিরন্তর শরাঘাতে কৌরব সৈন্যরা একপ্রস্থ পরাজিত হয়েছে। আজ যেন সমগ্র কুরুক্ষেত্র অর্জুনময়। যোদ্ধারা যেন কালপ্রভাবে সকলকেই অর্জুন মনে করছে। এর ফলে সৈন্যদের মধ্যে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়েছে। হতোৎসাহী ও পলায়মান সেনানীদের অবস্থা দেখে অকুতোভয় দুঃশাসন হঠাৎ বিকর্ণকে বললেন, আমি অর্জুন-অভিমুখে গমন করছি। তুমি সূচীব্যূহের এই শকটাকৃতি অগ্রভাগ রক্ষা করো।

নিমেষে দুঃশাসন বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয়ের দিকে ধাবিত হলেন। কিছু বুঝে ওঠার আগেই বিকর্ণ দেখলেন, পার্থশরে জর্জরিত অগ্রজ দুঃশাসন সসৈন্য শঙ্কিতচিত্তে প্রচণ্ডগতিতে পশ্চাৎপদ হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করছেন শকটব্যূহের অন্য একটি অংশে।

পার্থসারথি কৃষ্ণ অর্জুনকে মন্ত্রণা ও বুদ্ধি দিচ্ছেন, সর্বত্র চালনা করছেন। জয়দ্রথবধে উৎসুক ধনঞ্জয় দুঃশাসনকে পরাভূত করে ভীষণ সংগ্রাম করলেন আপন গুরু আচার্য দ্রোণের সঙ্গে। তারপর মহারথী কৃতবর্মার সঙ্গে তাঁর বহুক্ষণ শরযুদ্ধ হলো। কেশবের মন্ত্রণায় কৃতবর্মাকে পরিত্যাগ করে তিনি দুর্জয় রাজা শ্রুতায়ুধ, কাম্বোজরাজের পুত্র সুদক্ষিণ এবং অন্যান্য কয়েকজন বীরযোদ্ধার প্রাণনাশ করলেন। এদিকে আচার্য দ্রোণ অন্যত্র যখন ধৃষ্টদ্যুম্নের সঙ্গে প্রবল, লোমহর্ষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত, সেই সময়ে ভীমসেন শকটব্যূহের পূর্বাংশের সমীপবর্তী

BanglaBook.org

হয়ে কৌরব সৈন্যদের সংহারে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। বিকর্ণ একাকী। তিনি বিমূঢ় হয়ে গেলেন। এই ভয়ানক পরিস্থিতিকে কিরূপে তিনি নিয়ন্ত্রিত করবেন ভাবতে ভাবতেই তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালেন বিবিংশতি ও চিত্রসেন। অসংখ্য সৈন্য পরিবৃত এই তিন ভাইয়ের সঙ্গে বৃকোদরের তুমুল যুদ্ধ হলো। ভীম অবশ্য বেশিক্ষণ এঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন না। বৃষ্ণিবংশীয় মহাবীর সাত্যকিকে দ্রোণের হাতে প্রায় পরাজিত হতে দেখে সেই দিকে ছুটে গেলেন মত্তমাতঙ্গের মতো।

ভীমসেনকে চলে যেতে দেখে চিত্রসেন সহাস্যে বিবিংশতি ও বিকর্ণকে বললেন, আমরা হয়ত আজও অবধ্য থেকে গেলাম। বৃকোদর কি তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গেলেন!

বিকর্ণ হাসলেন। বিষাদময় হাসি। তবু চিত্রসেন জিজ্ঞাসা করলেন, হাসলে কেন? ভীমের হাত থেকে এই যে নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম, এর অর্থ হলো আমরা পুণ্যবান। মৃত্যু আমাদের অত সহজে স্পর্শ করতে পারবে না!

—তুমি হয়ত রহস্য করছ। বিকর্ণ শান্ত কণ্ঠে বললেন, আসলে কী জানো, আমাদের মতো অর্ধমৃতদের দেখে ভীমসেন কৃপা করলেন ভাই।

—বিকর্ণ, এ তুমি কী বললে! বিবিংশতি সামান্য বিরক্ত হয়ে বললেন, যুদ্ধক্ষেত্রে যে আসে সে কখনও ক্লীবের মতো মৃত্যুবরণ করে না। আমরা তো সংগ্রামে পরাঙ্মুখ নই। তুমি, আমি ও চিত্রসেন—এই তিন ধনুর্ধর যদি কোনওক্রমে বৃকোদরকে অনুকূল আয়ত্তের মধ্যে পাই, তাহলে কি তিনি পরিত্রাণ পাবেন! না, পাবেন না। আমাদের আরাধ্যা দুঃখিনী জননীর মতো কুন্তীকেও চরম পুত্রশোক পেতে হবে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

—জানি তাত। কিন্তু লোকক্ষয়ী কাল, স্বকৃত কর্ম এবং জন্মান্তরীয় কর্মফল আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছে। এদের হাত থেকে আমাদের নিস্তার নেই। বৃকোদর উপলক্ষ্য মাত্র।

—তাহলে তো সব সমস্যার সমাধান হয়েই গেল। সারথিকে রথচালনার ইঙ্গিত দিয়ে চিত্রসেন হাসতে হাসতে বিকর্ণকে বললেন, তাত, 'পুনঃ পুনশ্চ মরণং জন্ম চৈব পুনঃ পুনঃ'। ভীম আজ আমাদের মারবে, আগামীকালই হয়ত আমরা অন্য দেহ আশ্রয় করে অন্য কোনও জননীর স্তন্যসুধা পান করব। হাঃ হাঃ। এখন অন্যত্র চললাম। পরে তোমার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হব।

নিমেষে চিত্রসেন যুদ্ধক্ষেত্রের অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন বিবিংশতি।

অপরাহ্ণকালীন সংগ্রাম-সময়ে পাণ্ডবপক্ষীয় পাঞ্চালরা দ্রোণকে সমবেতভাবে আক্রমণ করলেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, এবং নকুল ও সহদেব। বিকর্ণ মহাবলপরাক্রান্ত যুদ্ধনিপুণ নকুলের দিকে ধাবিত হয়ে রত হলেন ঘোর সমরে। বহু সৈন্যক্ষয় হল। জয়-পরাজয়ের প্রাক্‌মুহূর্তে হঠাৎ নকুল পরাভূত করলেন বিকর্ণকে। অন্যান্য সৈন্যরা এই ঘটনায় স্তম্ভিত ও বিস্ময়াভূত হয়ে গেল।

BanglaBook.org

এদিকে শৈনেয় সাত্যকি দুর্জয় চক্রব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করে ত্রিগর্তদেশীয় মহাবীর জলসন্ধকে হত্যা করলেন অকরুণ উপায় অবলম্বন করে। প্রথমে তার দুই বাহু, পরে মাথা ক্ষুর দিকে কেটে দিলেন সাত্যকি। হস্তিপৃষ্ঠে জলসন্ধের বীভৎস কবন্ধ দর্শন করে অন্যান্য ভাইদের সঙ্গে ছুটে এলেন বিকর্ণ। তিনি তিরিশটি বানে বিদ্ধ করলেন সাত্যকির বাঁদিক এবং বক্ষস্থল। অগ্রজ-অনুজদের শস্ত্রসহায়তা সত্ত্বেও বিকর্ণ এই যুদ্ধেও জয়ী হলেন না। বরং সাত্যকির সমরকুশলতার প্রশংসা করতে লাগল প্রত্যক্ষদর্শীরা। বৃষ্ণিশার্দুল শৈনেয় কৌরবদের পরাজিত করে চলে গেলেন চক্রব্যূহের সেই অংশে, যেখানে অর্জুন আছেন। পরাক্রমী সাত্যকির এখন একমাত্র লক্ষ্য ধনঞ্জয়ের পৃষ্ঠরক্ষা।

সায়াহ্নের আলো যখন ম্লান হয়ে আসছে, সেই সময় মহারথ কর্ণ দ্বিতীয়বার ভীমের হাতে পরাজিত ও নিগৃহীত হলেন। অঙ্গরাজের চোখের সামনে দুর্মুখ, দুর্মর্ষণ, দুঃসহ, দুর্মদ, দুর্ধর ও জয়ের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটল ভীমের অনিবারিত পরাক্রমে। নিজেকে অপরাধী ভেবে কর্ণ দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করলেন বারংবার। দুঃখিত ও বিমনা রাধেয়কে রক্ষা করার জন্য দুর্যোধন এই সময়ে শত্রুঞ্জয়, শত্রুসহ, চিত্র, চিত্রায়ুধ, দৃঢ়, চিত্রসেন এবং বিকর্ণ—এই সাত ভাইকে বললেন, তোমরা এক্ষুনি কর্ণের রক্ষণাবেক্ষণে যত্নবান্ হও। তা না হলে পাণ্ডবরা এই সুযোগে রাধানন্দনকে সংহার করবে।

সকলের পিছনে বিকর্ণের রথ। তাঁর রথের মেঘবর্ণ অশ্বগুলি সহসা থমকে দাঁড়াল। দৃঢ়ধন্বা এর কারণ বুঝতে না পেরে অনড় এবং গতিবিমুখ সুশিক্ষিত অশ্বগুলিকে চালনার চেষ্টা করতে করতে বিকর্ণকে বললো, প্রভু, এ কী দুঃসময় এসে উপস্থিত হলো! আমি কিছুতেই রথ অগ্রসর করতে পারছি না। মনে হচ্ছে কোনও দুর্দৈব! ক্ষণকালের জন্য হলেও আপনি যুদ্ধ থেকে বিরত হোন।

মধুর হাস্যে মুখমণ্ডল পূর্ণ করে বিকর্ণ শুধু বললেন, চলো।

দৃঢ়ধন্বা বললো, আর্য, আমার কথা দয়া করে শুনুন।

বিকর্ণ এবার বজ্রকঠিন স্বরে বললেন, দৃঢ়ধন্বা, চলো। তারপর অট্টহাস্য করে বিকারগ্রস্তের মতো তিনি চিৎকার করে উঠলেন, দেবাঙ্গনা, তুমি আমার অপদার্থতাকে ক্ষমা করে দিও। বিবস্বান্, তোর পিতার ব্যর্থজীবনের অন্তিম মুহূর্ত আজ উপস্থিত। আমার পীড়িত, তাপিত, সন্তপ্ত বিবেক তোর জন্য কোনও উত্তরাধিকার রেখে গেলো না। এই অকৃতী মানুষটির নাম যেন বিস্মরণের অতলে তলিয়ে যায়। দেবাঙ্গনা, তোমাদের কল্যাণ হোক, মঙ্গল হোক।

সপ্ত মহারথীর মতো সাত ভাই ভীমসেনকে শরবর্ষণে নিপীড়িত করতে লাগলেন। শত্রুঞ্জয়াদির সিংহনাদ ও বৃকোদরের ভীমনাদে সমরস্থল সচকিত হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ করার পর পবননন্দন স্বীয় প্রতিজ্ঞা রক্ষায় তৎপর হয়ে উঠলেন। এরপর নিকটবর্তী কৌরব সেনানীরা ভয়ে, ত্রাসে, বিস্ময়ে দেখল ভীমসেন কখনও অবলীলায় কখনও রণকৌশলে, কখনও বা ক্রীড়াচ্ছলে সপ্তভ্রাতাকে একে একে ধরাশায়ী করে ফেললেন। কেবল বিকর্ণকে হত্যা করার সময় ভীম একটু স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেও কয়েক মুহূর্তের জন্য।

BanglaBook.org

মৃত ধার্তরাষ্ট্রদের অবজ্ঞা ভরে দেখে বৃকোদর উল্লসিত হয়ে চলে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ প্রত্যাবর্তন করে বিকর্ণের নিষ্প্রাণ দেহের সামনে বসে শোকব্যাকুল কণ্ঠে ভীম বললেন, বিকর্ণ, তুমি আমাদের প্রিয়, তুমি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তোমাকেও বিনাশ করতে হলো শপথ রক্ষার্থে। ক্রোধাগ্নিতে আমি এতদূর আচ্ছন্ন হয়েছিলাম যে তোমাকে সম্মুখে দেখেও নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রবধের প্রতিজ্ঞা আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছে। হায়, তুমি আজ নিহত হলে। জানি, যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম, এই মনে করে তুমি রণস্থলে এসেছিলে বীরের মতো মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলে সসংগ্রামে। তাই তোমার পরলোকগমনে অনুতাপ করা অনুচিত। তবু প্রিয়জনের নিধন কোনও যুক্তি মানে না। এই দেখ, আমার চোখে জল। বিকর্ণ! বিকর্ণ!

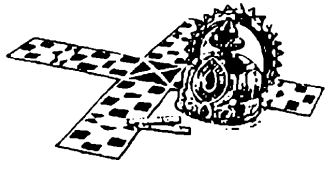

অন্তিম অধ্যায়

যুদ্ধ শেষ। গতকাল অষ্টাদশ দিনের যুদ্ধান্তে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ এবং দ্রোণতনয় অশ্বত্থামার পরাজয় স্বীকারের মধ্য দিয়ে মহাসংগ্রাম পরিসমাপ্ত হয়েছে। বসুন্ধরা এখন শোণিতসিক্তা। কুরুক্ষেত্র মহাশ্মশান। চতুর্দিকে মৃত্যুর উৎসব। সংগ্রাম কোলাহল স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার স্থলে সমগ্র রণাঙ্গনের বুকের উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে ক্রন্দন ও বিলাপের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি। রুধির ও অশ্রুপ্লাবিত সমরভূমি অমানিশার গর্ভে নিমজ্জিত। এরপর চিতাগ্নি ছাড়া আর কোনও আলোকমালা কুরুক্ষেত্রকে দৃশ্যমান করে তুলবে না।

হিরণ্বতী নদীর তীরে পঞ্চপাণ্ডব বসে আছেন। তাঁদের মাথার উপরে উন্মুক্ত আকাশ। শিবিরের অন্তর্বর্তী সুখবিলাস পরিত্যাগ করে তাঁরা বাইরে এসেছেন। কিছুক্ষণ আগে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে বাসুদেব হস্তিনাপুরের উদ্দেশে গমন করেছেন হতপুত্রা গান্ধারীকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দেওয়ার অভিপ্রায়ে।

কুন্তীপুত্রেরা এই অপ্রতিহত, অনন্যপূর্ব জয় সত্ত্বেও শোকাভিভূত। এমন নিরাশ্বীয়, নির্বান্ধব হয়ে যেতে হবে তাঁরা কল্পনাও করেননি। বিজয়লক্ষ্মীর বরমাল্য তাঁদের কাছে কণ্টকমালিকার মতো বোধ হচ্ছে। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সবচেয়ে আধিক্লিষ্ট ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির। তিনি বহুক্ষণ কোনও শব্দ উচ্চারণ করছেন না। পার্থিব সুখবিমুখ সন্ন্যাসীর মতো তিনি মৌন অবলম্বন করেছেন। যুধিষ্ঠিরকে দেখেই সকলে বুঝতে পারছে তিনি গভীর সন্তাপে মুহ্যমান। কিছুটা বা ক্ষুণ্ণ। কুরুক্ষেত্রের এই সকরুণ পরিণতিকে তিনি কিছুতেই সহজচিত্তে গ্রহণ করতে পারছেন না।

BanglaBook.org

নদীর মৃদু জলোচ্ছ্বাসের শব্দ ভেসে আসছে। অমাবস্যা তিথিতে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। এখন শুক্লপক্ষের চন্দ্রমা আকাশে বিচরণ করছেন। অনুজ্জ্বল চন্দ্রালোক ছাড়া প্রকৃতির অন্যান্য প্রসন্নতার চিহ্ন অবলুপ্ত। যুধিষ্ঠির সহসা গগনমণ্ডলের দিকে ডান হাতের বজ্রমুষ্টি নিক্ষেপ করে আক্ষেপক্ষুব্ধ কণ্ঠে অর্জুনকে বললেন, এই জয় আমি চাইনি। কৌরবদের আমরা নির্মূল করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হলো! অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য ও কৃতবর্মার হাতে আমাদের পাঁচপুত্র নিদ্রিত অবস্থায় নিহত হয়ে এই জয়কে অকিঞ্চিৎকর করে দিয়েছে। আমাদের জয়লাভ হয়নি, কৌরবরাও জয়ী হতে পারল না।

অর্জুন নম্রকণ্ঠে বললেন, তাত, কৌরবরা প্রায় সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। ধার্তরাষ্ট্রদের মধ্যে একমাত্র যুযুৎসু আমাদের শরণাপন্ন হয়ে জীবিত আছে। সেই তুলনায় আমরা কেবল পুত্রশোক পেয়েছি মাত্র।

ম্রিয়মাণ যুধিষ্ঠির প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়ে বললেন, পার্থ, কোনও তুলনা-প্রতিতুলনা আজ অবান্তর। আমরা কি আজ তৃপ্ত! না অনুতপ্ত! তোমরা সবাই বুকে হাত দিয়ে বলো! ভাই, যে জয়ের জন্য বিপদ্‌গ্রস্তের মতো অনুতাপ করতে হয়, সে জয় কখনই জয় নয়। তা পরাজয়ের সমান। অর্জুন, আমি আর মর্মবেদনা, দুঃখতাপ সহ্য করতে পারছি না। এ যেন চরম দুর্গতি ভোগ। ওঃ হো। ভাই, তার চেয়ে চলো, দ্বারকায় গিয়ে আমরা ভিক্ষা করি।

ভীম অগ্রজের এই অভিলাষ শুনে অবাক হয়ে বললেন, তাত, আমরা কি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করার জন্য এই মরণপণ যুদ্ধ করলাম!

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন না। অর্জুন বললেন, তাত, কেন ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করবে? তুমি কি সন্ন্যাসী? ঋষি? একমাত্র তাঁরাই পার্থিব সম্পদ উপেক্ষা করেন। কিন্তু তুমি!

—ধনঞ্জয়, এই সমস্ত রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করে, অভিলাষ-শূন্য হয়ে আমি বনে চলে যাব। তুমি এই পৃথিবী নির্বিঘ্নে শাসন করো। কৌরবরা আমাদের পরমাত্মীয় ছিল। আমি মনে করি, তাদের বিনাশ করে আমরা নিজেরাই বিনষ্ট হয়েছি। আমি মহা অপরাধী। 'ধিগস্তু ক্ষাত্রমাচারং ধিগস্তু বলপৌরুষম্' —ক্ষত্রিয়ের ধর্মকে ধিক্, বল এবং পৌরুষকে ধিক্। এখন ত্যাগ, ত্যাগই আমার একমাত্র অবলম্বন।

—তাত, আমি বুঝতে পারছি না, তোমার এই অকিঞ্চনতার অভিলাষ আসলে দুঃখবিলাস কিনা! অর্জুন রূঢ় কণ্ঠে বললেন, তোমার মতো আমাদেরও হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কেউই গার্হস্থ্য ধর্ম ত্যাগ করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ কিংবা বনে গমনের কথা চিন্তাও করতে পারছি না।

মাদ্রীনন্দন নকুল সবিনয়ে সন্তাপী যুধিষ্ঠিরকে বললেন, তাত, স্বধর্ম অনুসারে বলশালী শত্রুদের সংহার করে কোন্ ব্যক্তি বিচ্ছেদকাতর হয়! কেউ হয় না। তাছাড়া, আপনি কি মমতা পরিত্যাগ করতে পারবেন? যদি পারেন, তাহলেই আপনার গৃহত্যাগ সার্থক হবে। কিন্তু গৃহীরা কখনও মমতাশূন্য হতে পারে না।

কিছুটা সান্ত্বনাপ্রদান ও কিছুটা যুক্তিজাল বিস্তার করে সহদেব বললেন, পুরোজন্মা, আপনি সম্যক জানেন, আত্মা অবিনাশী। তাই অন্যের জীবন নষ্ট

BanglaBook.org

করেছি, তাকে নিধন করেছি বলে ক্রন্দনরত হওয়া বৃথা। অবিনশ্বর আত্মা মৃত ব্যক্তিকে নবজন্মে সদাসর্বদা অভিষিক্ত করে।

ধর্মপুত্র ভাইদের এই আপাতদার্শনিক আচরণে বিস্মিত হয়ে গেলেন। এরা কি দুঃখ-বেদনাকেও জয় করে নিয়েছে। নাকি প্রতিহিংসার অগ্নিতে এদের সমস্ত অনুভূতি, মানবিকবৃত্তি পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছে !

অশান্তচিত্ত যুধিষ্ঠিরের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করে ভীম তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, তাত, তোমার সব কথাই অশাস্ত্রীয়। তুমি কি জানো না, ক্ষত্রিয়রা বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজনদের প্রতি ক্ষমা, অনুকম্পা, করুণা প্রভৃতি কখনও প্রকাশ করে না! হিংসাই ক্ষত্রিয়দের একমাত্র অবলম্বন। সহজ-হিংসাধর্মের অনুসরণ করাই ক্ষত্রিয়ের প্রধান কর্তব্য। আমরা সেই কর্তব্যই পালন করেছি। হিংসার সৃষ্টিকর্তাই আমাদের যুদ্ধে-রক্তপাতে-সংহারে নিয়োজিত করেছেন। তোমার মতো দুর্বলচিত্ত জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুগত বলে আমাদের নিজেকে ধিক্কার দেওয়া উচিত। এবং এটাই আমাদের দুর্ভাগ্য।

—ভীম! যুধিষ্ঠির কম্পিত কণ্ঠে বললেন, তুমি এইসব নিষ্ঠুরবাক্য সংবরণ করো। আমি সহ্য করতে পারছি না। তুমি আজন্ম অসহিষ্ণু ও ক্রোধনস্বভাব। তোমার উগ্র প্রতিজ্ঞার জন্যই ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারী হতপুত্র হয়েছেন। এঁদের সামনে গিয়ে আমরা কিভাবে দাঁড়াব বলতে পারো! আমাদের মতো বিজয়ী হত্যাকারীদের তাঁরা ক্ষমা করবেন ভেবেছ! তুমি কি গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে একজনকেও জীবিত রাখতে পারতে না!

—যারা অত্যাচারী, যারা পরপীড়ক, রাজ্যলোলুপ, দ্বেষী, তাদের হত্যা করে আমার বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হচ্ছে না, একথা তুমি স্পষ্টভাবে জেনে রাখো। এরা ধ্বংস হতোই, আমার শপথ একটি উপলক্ষ্য মাত্র।

ব্যথাতুর কণ্ঠে যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ বললেন, আমাদের হিতৈষী বিকর্ণও কি ওইসব গুণের অধিকারী ছিল? তাকে বধ করার আগে ক্ষণকালের জন্যও কি তোমার মনে হয়নি, বিকর্ণ আমাদের মঙ্গল চেয়েছিল! তার জাগ্রত বিবেকের আলোয় আমাদের তিমিরাচ্ছন্ন আত্মা আলোকিত হয়েছিল সেই কঠিনতম, দুস্তর, দুর্লঙ্ঘ্য দিনগুলিতে!

বিকর্ণের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বৃকোদরের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল, তিনি সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। গভীর বিষাদে মুখ অবনত করলেন ধনঞ্জয়। আনত হয়ে গেলো পৃথুলোচন নকুলের দৃষ্টি। সহদেব লজ্জা ও বেদনায় মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

যুধিষ্ঠির পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, বলো ভীম, এই মহাশ্মশানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমরা এই অক্ষমণীয় কৃতকর্মের পক্ষে কী যুক্তি দেব! দোষক্ষালনের জন্য কোন্ কোন্ শাস্ত্রবাক্যের আশ্রয় নেব ভীরু, কাপুরুষের মতো!

—বিকর্ণকে বাধ্য হয়ে সংহার করতে হয়েছে। ভীম নম্রস্বরে বললেন, এই অপ্রিয় কৃতকর্মের জন্য আমার অনুশোচনার অন্ত নেই। তাত, অগ্রজদের পাপাচারের ফল ভোগ করতে হলো আমাদের প্রিয় বিকর্ণকেও।

—এই গান্ধারীনন্দনের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ, আমরা অশেষ ঋণী। ধর্মপুত্র বাষ্পাকুললোচনে বললেন।

—হয়তো বিকর্ণ পরিত্রাণ লাভ করতো। ভীম বললেন, তাকে বধ করতে গিয়ে ক্ষণকালের জন্য হলেও আমি গতিরহিত হয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বিকর্ণকে নিষ্কৃতি দেওয়াই শ্রেয়। কিন্তু সেই পাণ্ডবপ্রিয় আমার সঙ্গে শত্রুর মতো সংগ্রাম করছিল।

—ভীম, তুমি মহাপ্রাণ বিকর্ণকে শত্রু শব্দে অভিহিত করছ কেন? বলো, সে বীরের মতো তোমার শরনিকর প্রতিহত করেছে। চেষ্টা করেছে তোমাকে পরাজিত করতে, কিন্তু ঈশ্বর তার সহায় হননি। অদৃষ্ট তাকে কিছুমাত্র সহায়তা দেয়নি। দৈব ও পুরুষকারের সম্মিলন বিকর্ণের জীবনে অপ্রাপ্ত থেকে গিয়েছে। সে অজেয় ছিল না, অথচ তার মতো নির্ভীক মানুষ ভরতবংশে আর দ্বিতীয় কেউ জন্মায়নি। যুদ্ধক্ষেত্রে অনেকেই প্রাণ দিয়েছে। এর মধ্যে কৃতিত্বের কিছু নেই। কিন্তু বিকর্ণের মতো আর কেউ সংসার-সমরে একাকী দাঁড়িয়ে আজীবন সংগ্রাম করেছে কি? তোমরা বলতে পারবে?

কেউ উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ পর নকুল আর্দ্রকণ্ঠে বললেন, গতকাল বিকর্ণ আমার সঙ্গে একবার ঘোর যুদ্ধে রত হয়েছিলেন। হায়, আজ তা স্মৃতি!

অর্জুন অধোমুখেই বললেন, বিকর্ণ রাজধর্ম পালন করেছে। একজন ক্ষত্রিয়ের কাছে যে-জীবন সর্বোৎকৃষ্ট ও দুর্লভ, তাকে বরণ করে নিতে সে কখনও কুণ্ঠিত হয়নি।

দুঃখতাপিত যুধিষ্ঠির শবদেহে আকীর্ণ, বীরশূন্য, বিবর্ণ, অমাবৃত রণস্থলের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, শুধু রাজধর্ম নয়, হৃদয়ের ধর্মও। ভীম অন্তত বিকর্ণকে ক্ষমা করতে পারত। তার বিদেহী আত্মা আমাদের নিদারুণ অভিশাপ দেবে।

—তাত, তুমি ভ্রান্তিজনক উক্তি করছ। যতদূর দেখে বুঝেছি, বিকর্ণ কখনও ক্ষমার প্রত্যাশী ছিল না। তাছাড়া সে তো কোনও অপরাধ করেনি। অপরাধীরাই ক্ষমা প্রার্থনা করে। বৃকোদর সামান্য রুক্ষ স্বরে বললেন। জ্যেষ্ঠাগ্রজের এই অপ্রশমেয় বেদনার প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা এসে যাচ্ছে। ভীম জানেন, বিকর্ণকে সংহার করে তিনি কোনও অক্ষম্য অধর্মাচরণ করেননি। যুদ্ধের ফলাফল সর্বদাই হর্ষ-বিষাদে পূর্ণ। ভীম নিশ্চিত, বিকর্ণ ভুক্তাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টের মতো বাঁচতে চায়নি। যদি চাইত তাহলে অনেক আগেই সে কৌরবপক্ষের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হয়ে আত্মসমর্পণ করত। ভীম দেখেছেন মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তেও সেই মহাবীরের মুখ প্রোজ্জ্বল দেখাচ্ছিল দীপ্র, দীপ্ত আলোকে। এখন অগ্রজ, বেদনায় পরিকীর্ণ হয়ে বিকর্ণের জন্য বৃথাই শোক প্রকাশ করছেন, পরান্নজীবী সন্ন্যাসীদের মতো গৃহত্যাগ করতে চাইছেন, ধিক্কার দিচ্ছেন ক্ষাত্রজীবিকাকে।

ভীমসেন বাক্য সমাপন করতেই নকুল বললেন, এই যে একজন পরলোকগত মানুষের জন্য আমরা অশ্রুপাত করছি, তাকে স্মরণ করছি সকৃতজ্ঞ ও সশ্রদ্ধচিত্তে, এমন সৌভাগ্য খুব কম মানুষের ভাগ্যেই ঘটে—বিশেষত যে লোকান্তরিত। দ্বৈতমৃত্যু বিকর্ণকে স্পর্শ করেনি। শারীরিক নিধন হওয়া সত্ত্বেও, লোকস্মৃতিতে সে জীবিত আছে। তার কীর্তিগাথা আমাদের মতো পাষাণহৃদয়কেও দীর্ণ করেছে।

BanglaBook.org

দুঃখী যুধিষ্ঠির মাদ্রীনন্দনের কথায় যেন কিছুটা শান্ত হলেন। তাঁর অচিকিৎস্য হৃদয়-ক্ষততে এই প্রথম কেউ যেন প্রলেপ লাগিয়ে দিল তিনি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক দৃষ্টিতে অনুজদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি তোমাদের কাউকে দোষীরূপে চিহ্নিত করতে চাইনি। আসলে এই রিক্ত, ধূসরিত, অবলুণ্ঠিত, বৈধব্যপ্রাপ্ত পৃথিবীকে দেখে বারংবার মনে হচ্ছে, আমার এই জীবন অর্থহীন. বিস্বাদে পূর্ণ। আমার চৈতন্য মর্মঘাতী আঘাতে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

এরপর আকাশের দিকে নির্নিমেষে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে যুধিষ্ঠির সহসা জিজ্ঞাসা করলেন, বিকর্ণের সেই সুপুত্র, যে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার সংবাদ কি ?

পূজ্যাগ্রজের এই প্রশ্নে সকলে একযোগে মাথা নিচু করলেন। উত্তর সকলেরই জানা, কিন্তু উচ্চারণ করতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

সহদেব ব্যথাতুর স্বরে কোনওক্রমে বললেন, সেই তরুণ যোদ্ধা আমাদেরই গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়েছে। যুদ্ধের দ্বাদশ দিনে তার অপমৃত্যু ঘটে। যদিও বিকর্ণ আমৃত্যু এই নিদারুণ সংবাদ জানতেন না। বিকর্ণ-পুত্রের শবদেহ সেদিন রাত্রেই এই নদীর জলে সলিলসমাধি লাভ করেছিল। আপনার কাছেও এই সংবাদ আমরা গোপন করেছিলাম। মার্জনা করবেন।

পরিপার্শ্ব এতক্ষণ ভ্রাতৃবিসম্বাদে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। এখন আবার বাতাস ভারি হয়ে গেল নৈঃশব্দ্যের প্রবহমানতায়। যুধিষ্ঠির শুধু অস্ফুটে বললেন, আমি পাপী। মহা পাপী।

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও রোরুদ্যমানা আলুলায়িত কেশ, একবস্ত্রা কৌরব কুলকামিনীদের নিয়ে অজস্র রথ এগিয়ে চলেছে সমরাঙ্গনের দিকে। কুলায়বিহীন, জরাজীর্ণ, পক্ষহীন বিহঙ্গমের মতো রাজরথে বসে আছেন ধৃতরাষ্ট্র। তিনি কোনও শব্দ উচ্চারণ করতে পারছেন না। মূক হয়ে গিয়েছেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ধৃতরাষ্ট্র প্রতিদিনই সঞ্জয়ের কাছে তাঁর শোচনা, অপরিণামদর্শিতা এবং অস্থিরমতিত্বের কথা প্রকাশ করেছেন। অন্ধ অপত্যস্নেহের বশবর্তী হয়ে তিনি যে অন্যায় করেছেন একের পর এক, তারই ফলে বসুন্ধরা আজ জনশূন্য। পুত্রের সুখলাভের জন্য মর্মদর্শীদের হিতবাক্য উপেক্ষা করে ধৃতরাষ্ট্র আজ সর্বতো অর্থেই নিঃসঙ্গ, শ্রীভ্রষ্ট।

শতপুত্রের মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে তিনি গতকালও শুয়েছিলেন। হিতৈষী ভ্রাতা বিদুর তাঁকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলেছেন, মহারাজ, কিছুই চিরস্থায়ী নয়। ক্ষয় স্তূপের অন্ত, পতন উন্নতির অন্ত, বিয়োগ সংযোগের অন্ত এবং মৃত্যুই জীবনের অন্ত। বীর ও ভীরু উভয়কেই যম আত্মসাৎ করেন। তাঁর কাছে কেউই প্রিয় বা অপ্রিয় নয়। অতএব আপনি স্থিরচিত্ত হয়ে শোকসংবরণ করুন। বিদুর অসত্য কিছু বলেননি। কিন্তু আজ ধৃতরাষ্ট্র নিজের কাছে নিজেই পরাজিত। বেদনার শরাঘাতে তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গিয়েছে। কুরুক্ষেত্র যেন ধৃতরাষ্ট্রের আত্মহননের দ্যোতক। প্রতীক।

BanglaBook.org

বিদুরের সুবচনে তিনি কিছুমাত্র শান্তি পাননি। বরং কর্মফলের অকল্পনীয় তাড়নায় বারংবার মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন। যখনই সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হয়েছেন অন্ধরাজ, তখনই তিনি মৃত্যুকামনা করেছেন। তাঁর পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তাঁকে বুঝিয়েছেন, বৎস, তুমি কেন প্রাণত্যাগ করবে ? কৌরবকুলের ধ্বংস দৈবায়ত্ত এবং অখণ্ডনীয়। এতে তোমার ভূমিকা কতটুকু !

ধৃতরাষ্ট্র পিতার উপদেশে মৃত্যুর বাসনা ত্যাগ করেছেন বটে, কিন্তু এই যুদ্ধের ভয়াবহ সমাপ্তির দায়িত্ব তিনি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। লোকক্ষয়ী সমরের উদ্যোগ যখন চলছিল, সেই সময় মহর্ষি বেদব্যাস এসে তাঁকে বলেছিলেন, 'ধর্মং দেশয় পন্থানং সমর্থোহ্যসি বারণে।'— পুত্র, তুমি এই যুদ্ধ নিবারণ করতে সমর্থ। তোমার পুত্রদের ধর্মপথ দেখাও। ধৃতরাষ্ট্র আপন অন্তরে জানেন, অলক্ষ্যে সবচেয়ে বড় ভূমিকা তাঁরই। যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দেওয়ার প্রারম্ভে দিব্যদৃষ্টিপ্রাপ্ত সঞ্জয়ও সে দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিল, 'শৃণু রাজন্ স্থিরো ভূত্বা তবৈবাপনয়ো মহান্।' —রাজন্, স্থির হয়ে তোমার দুর্নীতির ফল শ্রবণ করো।

আত্মাপরাধী ধৃতরাষ্ট্র কৌরব রমণীদের অশ্রুপ্লাবিত মুখের দিকে তাকাতে পারছেন না। পতি-পুত্র, ভ্রাতা-মিত্রের জন্য বিধবা পুত্রবধূ ও পৌত্রবধূদের আকুল ক্রন্দন মহারাজের হৃদয়ে ত্বাষ্ট্রাস্ত্রের মতো এসে বিদ্ধ হচ্ছে। বিশেষত তাদের অশ্রুবিন্দু ধৃতরাষ্ট্রের কাছে মনে হচ্ছে, আজন্মের অভিশাপ। এই অভিশাপের হাত থেকে তাঁর নিষ্কৃতি নেই। মহারাজ অনুভব করলেন, কেবলমাত্র পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য তাঁর এই সমরাঙ্গন-যাত্রাও আজ অর্থহীন।

পুত্রবধূদের চেয়েও ধৃতরাষ্ট্র চরম অস্বস্তি ভোগ করছেন বামপার্শ্বে উপবিষ্টা পুত্রশোকার্তা তাপসী সহধর্মিণী গান্ধারীর সান্নিধ্যে। এই দীর্ঘদর্শিনী নারী বহুবার তাঁকে সাবধান করেছেন। পুত্রস্নেহে আপ্লুত না-হয়ে দুর্যোধন সম্পর্কে বলেছেন, 'তস্মাদয়ং মদ্‌বচনাৎ ত্যজ্যতাং কুলপাংসনঃ।' —আমার কথা শোন, এই কুলকলঙ্ককে ত্যাগ করো। শুধু পত্নীরূপে নয়, যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণীর মতো, শুভার্থিনীর মতো গান্ধারী বলেছিলেন, তোমার শান্তি, ধর্ম এবং ন্যায়যুক্ত যে-বুদ্ধি, সেই বুদ্ধি জাগ্রত হোক। তুমি প্রমাদগ্রস্ত হোয় না। ক্রূর উপায়ে যে-লক্ষ্মী আসেন, তিনি ধ্বংসকারিণী। প্রথম দিকে তিনি মৃদুলা থাকলেও ক্রমশ দৃঢ়মূল হয়ে পুত্র-পৌত্রাদিতেও তাঁর ধ্বংসলীলা বিস্তার করেন।

অন্ধরাজ সেই সময় নিজের প্রজ্ঞাচক্ষু দুটিও হারিয়েছিলেন। গান্ধারীর সাবধানবাণী তাঁর অন্তরে কোনও আবেদন সৃষ্টি করেনি। ধৃতরাষ্ট্র নিশ্চিত, শোকবিহ্বলা, পুত্রহীনা গান্ধারী আজ আর কাউকেই ক্ষমা করতে প্রস্তুত নন। তাঁর অন্তরের শোকাগ্নির লেলিহান শিখা ধর্মাধর্ম, জয়-পরাজয়, ন্যায়-অন্যায়—সব কিছুকে গ্রাস করেছে। নিতান্ত অভিসন্ধিমূলক যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ হওয়ার পর শঙ্কিতচিত্তে যুধিষ্ঠির গান্ধারীর সমীপে হৃষীকেশকে প্রেরণ করেছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র বুঝতে পেরেছিলেন, ধর্মনন্দনের কাছে এ কথা স্পষ্ট যে, যতই তপস্বিনী হোন, গান্ধারী সর্বাগ্রে জননী। কোনও মাতাই দুর্বিষহ পুত্রশোক অবনতচিত্তে গ্রহণ করতে পারে না। তিনি মর্মন্তুদ যাতনায় অধীর ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠবেনই। তখন

BanglaBook.org

তাঁকে শান্ত করা অসাধ্যকর্ম। কৃষ্ণ হস্তিনায় এসে আক্ষরিক অর্থেই কাঁদতে কাঁদতে গান্ধারীকে অনুরোধ করেছিলেন, আপনি মনে করলে আপন ক্রোধানলে বিশ্বচরাচর দগ্ধ করতে পারেন। সেই তপস্যাশক্তি আপনার আছে। জয়াভিলাষী পুত্র দুর্যোধনকে আপনি প্রতিনিয়ত বলেছেন, যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ। আপনার সেইবাক্য আজ সত্য হয়ে উঠেছে। তাই আমার বিনীত প্রার্থনা, অনুগ্রহ করে পাণ্ডবদের বিনাশ করবেন না। আপনার ক্রোধ শান্তিতে রূপান্তরিত হোক।

সুবলনন্দিনী কৃষ্ণকে আশ্বস্ত করেছেন বটে, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কা, তাঁর এই তেজস্বিনী পত্নী নিজেকে সংযত করতে পারছেন না। তাঁর চক্ষুআচ্ছাদক পট্টবস্ত্র অপসারণ করলেই দেখা যাবে, গান্ধাররাজতনয়া এখনও ক্রোধসংরক্তলোচনা হয়ে আছেন। গান্ধারী কিছুতেই সমরাঙ্গনে আসতে চাইছিলেন না। ধৃতরাষ্ট্রকে তিনি স্পষ্টতই বলেছেন, রাজন্, কিসের জন্য সেই বধ্যভূমিতে যেতে চাইছ! তুমি কি ভেবেছ, তোমার প্রাণহীন, বাক্যহীন পুত্রেরা তোমাকে পিতা বলে, আমাকে মা বলে পুনরায় ডেকে উঠবে!

সেই মুহূর্তে ধৃতরাষ্ট্র কোনও উত্তর দিতে পারেননি। গান্ধারী তখন তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলেছেন, ওহো, ওই মহাশ্মশান তো তোমারই সৃষ্টি। জানি, জানি, সৃষ্টির সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াতে প্রত্যেক স্রষ্টারই ইচ্ছা করে। যাও, হ্যাঁ যাও। ওগো অন্ধ, বৃদ্ধ রাজা, পুত্রদের শবভস্মে কপালে তিলক এঁকে আত্মপ্রসাদ লাভ কর।

এমন সুকঠিন বাক্য উচ্চারণের পরেও গান্ধারী তাঁর সঙ্গে চলেছেন।

ভাগীরথীতীরে এসে বেদনাবিধুরা কৌরব কামিনীরা দেখলেন বাসুদেব, যুযুৎসু, সাত্যকি ও ভাইদের সঙ্গে নিয়ে সন্তাপপীড়িত মহাভাগ ধৃতরাষ্ট্রকে অভিবাদন জানানোর জন্য ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির এগিয়ে আসছেন। এঁরা ছাড়াও তাঁর সঙ্গে আছেন দুঃখাকুলা দ্রৌপদী ও অন্যান্য পাঞ্চালমহিলারা। যুধিষ্ঠির নিকটবর্তী হতেই বৈধব্যপ্রাপ্ত রমণীরা সাশ্রুনয়নে বিলাপ করতে করতে বললেন, ধর্মাত্মা, তুমি নাকি সজ্জন, ধর্মানুরাগী, অনৃশংস! তাই যদি হবে, তা হলে কেন গুরু, গুরুপুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র ও মিত্রদের বিনাশ করলে? এঁদের সংহার করে কি তোমার মন ব্যথিত হচ্ছে না? স্বজন-পরিজন শূন্য, আত্মীয়-আত্মজ শূন্য এই রাজ্য লাভ করে তুমি সন্তুষ্ট তো!

কৌরব অন্তঃপুরচারিণীদের এই আর্তবিলাপ শ্রবণ করতে করতে পঞ্চপাণ্ডব ও অন্যান্যরা নিজেদের নাম বলে ধৃতরাষ্ট্রকে প্রণাম করলেন। অপ্রসন্নচিত্তে যুধিষ্ঠিরকে আলিঙ্গন করে অন্ধরাজ বললেন, ভীম কোথায়? তাকে আমার কাছে আসতে বলো।

জনার্দন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন ধৃতরাষ্ট্রের অভিপ্রায়। তিনি ভীমকে হাত দিয়ে সরিয়ে মহারাজের উদ্যত বাহুর মধ্যে সমর্পণ করলেন পূর্বে প্রস্তুত বৃকোদরের একটি লৌহময় প্রতিমূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে ধৃতরাষ্ট্রের আলিঙ্গনে সেই মূর্তিটি চূর্ণ হয়ে গেল। বক্ষস্থল বিমোথিত হওয়াতে তাঁর মুখ থেকে নির্গত হলো রক্ত। তিনি ভূতলে পড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর সংবিৎ-প্রাপ্ত ধৃতরাষ্ট্র কৃতকর্মের জন্য হাহাকার করে বললেন, হা ভীম!

BanglaBook.org

কৃষ্ণ প্রস্তুতই ছিলেন। তিনি মহারাজকে সান্ত্বনা দিলেন এই বলে, মহারাজ, আর শোক করবেন না। আপনি লৌহনির্মিত ভীমকে নিধন করেছেন। প্রকৃত ভীমকে নয়। সে জীবিত। আপনি এমন মারাত্মক কিছু একটা করবেন আমি অনুমান করেছিলাম। কিন্তু আপনি কেন বৃকোদরকে সংহার করতে চাইলেন? তার অপরাধ কোথায়! প্রকৃত অপরাধী আপনার দুরাচারী, অত্যাচারী পুত্রেরা। মহারাজ ক্রোধের বশে আর কখনও এমন অধর্ম করবেন না।

ধৃতরাষ্ট্র নিজের ত্রুটি উপলব্ধি করে এবং শোকতাপকে দূরে সরিয়ে রেখে ভীমসেনকে সাদর আলিঙ্গনে বুকে টেনে নিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

পঞ্চপাণ্ডব এবার এসে দাঁড়ালেন গান্ধারীর সম্মুখে। অজানা শঙ্কায় তাঁদের বুক কাঁপছে। কেউই বুঝতে পারছেন না, এই ক্ষমাশীলা তপস্বিনী নারীর অন্তর কিসে পূর্ণ হয়ে আছে—ক্রোধ না স্নেহ! কয়েকদিন আগে গান্ধারীর সমীপে তাঁরা কৃষ্ণকে প্রেরণ করেছিলেন। তবু আশঙ্কার নিবৃত্তি হয়নি। পঞ্চপাণ্ডব তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে উঠে দাঁড়াতেই দেখলেন যোগবলে দিব্যদর্শী মনোভাবজ্ঞ মহর্ষি ব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে পুত্রবধূ গান্ধারীকে সস্মিত বচনে বলছেন, কল্যাণী, তুমি কেন পঞ্চপাণ্ডবকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হয়েছ? যে পক্ষে ধর্ম সেই পক্ষেরই জয় হয়েছে। যুদ্ধার্থী জ্যেষ্ঠপুত্রকেও তুমি এই বলে আশীর্বাদ করতে—ধর্ম যেখানে, জয়ও সেইখানে। দুর্যোধনকে তুমি কখনও বলনি, তোমার জয় হোক। পাণ্ডবেরা তোমার সেই নিরপেক্ষ, ধর্মাশ্রয়ী আশীর্বচনের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করেছে। তা হলে আজ তুমি কেন এদের প্রতি কুপিতা? তুমি পূর্ব পূর্ব বাক্য স্মরণ করে পঞ্চপাণ্ডবকে ক্ষমা করে দাও।

কিছুক্ষণ প্রস্তরমূর্তির মতো অনড় হয়ে থেকে গান্ধারী বিহ্বলকণ্ঠে ব্যাসদেবকে বললেন, ভগবান, পাণ্ডবদের প্রতি আমার কোনও বিদ্বেষ নেই। তাদের বিনাশও কামনা করি না। আমি জানি, নিজ দোষে কুরুকুল ধ্বংস হয়েছে। সান্ত্বনাদাতা বাসুদেবকেও পূর্বে আমি এই কথা বলেছি। তবু আমার মনের স্থৈর্য নষ্ট হয়েছে প্রথমত শতপুত্রের মৃত্যুশোকে। দ্বিতীয়ত, কৃষ্ণের সমক্ষে ও ইঙ্গিতে বৃকোদর অন্যায় গদাযুদ্ধে দুর্যোধনের নাভির নিম্নদেশে গদাপ্রহার করেছে। এই অবীরোচিত অধর্মে আমার চিত্ত বিচলিত।

গান্ধারীর কথা শুনে ভীতহৃদয় ভীম সানুনয়ে বললেন, মা, ধর্ম ও অধর্ম যাই হোক, আমি ভয়ের বশে এমন কার্য করেছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। তবে আপনার পুত্রও পূর্বে আমাদের সঙ্গে বিবিধ অধর্ম ও কপটাচরণ করেছেন, সে কথা আপনি জানেন। আমিও তাই দুর্যোধনকে সংহার করেছি অধর্মের আশ্রয় নিয়ে। সে বিনষ্ট হওয়াতে বৈরানল নির্বাপিত হয়ে গেছে।

—ভীম, আমি তোমার এই মনোবৃত্তির প্রশংসা করতে পারছি না। গান্ধারী শীতলকণ্ঠে বললেন, এছাড়াও তুমি দুঃশাসনের শোণিত পান করে অতি গর্হিত অনার্যোচিত নিষ্ঠুর কর্ম করেছ।

—মা, আত্মীয়ের কথা দূরে থাকুক, অপরের রক্তপান করাও অনুচিত। আর ভাইয়ের রক্ত তো নিজেরই রক্তের সমান। আপনি একথা সত্য বলে জানুন,

BanglaBook.org

দুঃশাসনের রুধির আমার ওষ্ঠাধর স্পর্শ করেছিল মাত্র। কেবল সেই রক্তে আমার দুটি হাত রক্তাক্ত হয়েছিল। আমি শুধু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছি। কিন্তু আশ্চর্য, আপনি আপনার অপরাধী পুত্রদের আগে শাসন করেননি। অথচ এখন আমাকে দোষী করছেন!

ভীমসেনের এই কিঞ্চিৎ রূঢ় ভাষণে পতিব্রতা, সমানব্রতচারিণী গান্ধারী যেন কেঁপে উঠলেন। তীব্র হাহাকারে তিনি পবননন্দনকে বললেন, বৎস, আমার একশত পুত্রের মধ্যে একটিও কি ছিল না যে তোমাদের কাছে অল্প অপরাধ করেছিল? তাকে কেন নিষ্কৃতি দিলে না, ভীম! সেই পুত্র এই অন্ধ, বৃদ্ধ দুজনের যষ্টিস্বরূপ হতো!

যুধিষ্ঠির দেখলেন, গান্ধারীর এই নিদারুণ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারছে না তাঁর মধ্যমভ্রাতা। এত সরল ও সত্য প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও সবচেয়ে কঠিন। স্বল্প অপরাধী পুত্র বলে জননী কার প্রতি ইঙ্গিত করছেন! বিকর্ণ কি? সেই বিবেকী নির্দোষ পুত্রের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়াই স্বাভাবিক। যুধিষ্ঠির এই আশঙ্কাই করেছিলেন।

বিকর্ণকে বাঁচিয়ে রাখা যেত। অন্তত সগৌরবে জীবিত থাকার অধিকার তাঁর ছিল। যুধিষ্ঠির নিশ্চিত, গান্ধাররাজদুহিতা মানসচক্ষে তাঁর সেই গুণান্বিত পুত্রকে দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে বিকর্ণের জন্য। সুপুত্র অথবা কুপুত্র উভয়ের জন্যই মাতৃহৃদয়দ্বার অবারিত। কুপুত্রকে জননী মুখে হয়ত কটু কথা বলেন, কিন্তু তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না। আর সুপুত্রের অপমৃত্যু মায়ের কাছে বজ্রাঘাতেরও অধিক। গান্ধারী সেই আঘাত পেয়েছেন। যুধিষ্ঠির কৌরব-জননীকে কী বলবেন স্থির করতে পারলেন না।

—ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কোথায়? অঙ্গবস্ত্রে অশ্রুসিক্ত মুখ মার্জনা করে গান্ধারী পুনরায় ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন।

তৎক্ষণাৎ ধর্মরাজ কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে বললেন, 'পুত্রহন্তা নৃশংসোঽহং তব দেবি যুধিষ্ঠিরঃ। / শাপার্হঃ পৃথিবীনাশে হেতুভবঃ শপস্ব মাম্ ॥'
—দেবী, আমি আপনার পুত্রহন্তা নৃশংস যুধিষ্ঠির। আমিই এই পৃথিবীনাশের মূল হেতু। আমি শাপার্হ। আপনি আমাকে অভিশাপ দিন।

পুত্রপৌত্রবধপীড়িতা গান্ধারী স্থির হয়ে কৌন্তেয়র কথা শুনলেন। কোনও প্রত্যুত্তর করলেন না। যুধিষ্ঠির পুনরায় বললেন, মা, আমি মিত্রদোহী ও মূঢ়। আমি পরমাত্মীয়দের বিনষ্ট করেছি। এই রাজ্য, ধন ও জীবন এখন আমার কাছে মূল্যহীন, অপ্রয়োজনীয়।

পাপ ও সর্বনাশের সমস্ত দায়িত্ব নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়ে গান্ধারীর পাদপদ্ম স্পর্শ করার জন্য অবনত হলেন যুধিষ্ঠির। এবারও কোনও কথা না-বলে গান্ধারী মৌনভাবে শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলেন। এরপর নেত্রবন্ধনীর রন্ধ্র দিয়ে তাঁর দৃষ্টি পতিত হলো যুধিষ্ঠিরের অঙ্গুলির অগ্রভাগে। সঙ্গে সঙ্গে ধর্মাত্মার সুদর্শন নখগুলি কুৎসিত হয়ে গেল। এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখে জনার্দনের পিছনে গিয়ে লুকোলেন অর্জুন। অন্য পাণ্ডবরা ভয়ে ত্রাসে ইতস্তত পলায়ন করলেন!

BanglaBook.org

ধীরে ধীরে গান্ধারীর ক্রোধ প্রশমিত হয়ে এলো। তপস্বিনী সত্যব্রতা নারী তাঁর পূর্ব চারিত্র্যধর্মপ্রাপ্ত হলেন। ধৃতরাষ্ট্র-মহিষীর জননীত্ব পুনরায় জাগ্রত হলো। সম্মুখে অশ্রুমতী, পুত্রশোকাতুরা দ্রৌপদীকে দেখে গান্ধারী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কল্যাণী, এত বিহ্বল হোয় না। আমাকে দেখ। যুদ্ধহত ক্ষত্রিয় সন্তানদের জন্য বিলাপ করতে নেই। 'যথৈব ত্বং তথৈবাহং কো বামাশ্বাসয়িষ্যতি।/ মমৈব হতপরাধেন কুলমগ্রং বিনাশিতাম্ ॥'—মাগো, তোমার ও আমার দশা আজ সমান সমান। কে আমাদের সান্ত্বনা দেবে! হায়, আমারই অপরাধে এই শ্রেষ্ঠ বংশ ধ্বংস হয়ে গেল।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এই আত্মোপলব্ধিতে সন্তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূকে দিব্যচক্ষু দান করে বললেন, তোমার সমরাঙ্গনে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। তুমি এখান থেকেই সেই ভগ্নরথ ও শোণিতে সমাবৃত এবং নর, অশ্ব ও গজের মৃতদেহে পরিপূর্ণ রণস্থল দেখতে পাবে।

বেদব্যাসের নির্দেশে যুধিষ্ঠির, তাঁর চার ভাই ও অন্যান্য পাণ্ডবরা অনাথা কৌরবকামিনী এবং স্বজনবিহীন, শূন্যপ্রাণ অন্ধরাজকে সঙ্গে নিয়ে সমরভূমির উদ্দেশে যাত্রা করলেন। গান্ধারীর পাশে রইলেন পরিত্রাতা মধুসূদন। মুহূর্তে গান্ধাররাজতনয়ার চোখের সামনে শ্মশানসদৃশ কুরুক্ষেত্র উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি দেখলেন, তাঁর সুকেশী পুত্রবধূরা আলুলায়িত কেশে নভস্তল বিদীর্ণ করে বিলাপমানা। তাদের মধ্যে কেউ স্খলিত দেহ, কেউ বিচেতন, কেউ অনবরত ক্রন্দনে রক্তবর্ণা। বীরপুত্রদের এবং অন্যান্য যোদ্ধাদের ছিন্নমস্তক, হস্ত, পদ ও অন্যান্য স্তূপাকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে রণভূমি সমাচ্ছন্ন। মাংসাশী পশু ও পক্ষীকুলের আনন্দের সীমা নেই। তারা যেন উৎসবমত্ত হয়ে উঠেছে। গান্ধারী অশ্রুপ্লাবী স্বরে কৃষ্ণকে বললেন, মাধব, এই মাংসশোণিত সঞ্জাত কদর্মে আকীর্ণ রণভূমি দেখে মনে হচ্ছে, না জানি, জন্ম-জন্মান্তরে কত পাপ করেছি।

সহসা অন্ধরাজমহিষী ধূলিশয্যায় শায়িত রণনিহত দুর্যোধনকে দেখতে পেয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন ছিন্ন কদলীবৃক্ষের মতো। শোকমূর্ছিতা গান্ধারী কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞালাভ করে 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলে বিলাপ করতে লাগলেন। শোক কিছুটা শমিত হয়ে এলে তিনি কখনও স্মরণ করলেন জ্যেষ্ঠপুত্রের শৈশব, কখনও কৈশোর, পরাক্রম, রাজ্যভোগ। কখনও বা দুর্যোধনের দোষাবলী। অন্যত্র রুধির-কলেবর দুঃশাসনকে দেখেও তিনি শোকোচ্ছ্বাসে ভেসে গেলেন প্রাকৃতজননীদের মতো।

দুঃশাসনের পরই গান্ধারী দিব্যদৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেলেন উদারহৃদয়, অনন্যসাধারণ বিকর্ণকে। এখনও যেন তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না তাঁর এই প্রিয়চিকীর্ষু পুত্রকেও ভীমসেন বধ করেছে! বিকর্ণকে দেখে গান্ধারী পুনরায় শোকবিহ্বলা হয়ে গেলেন। কৃষ্ণকে তিনি আর্তরবে বললেন, বাসুদেব, ওই দেখ, আমার বিজ্ঞজনসম্মত প্রিয়তম পুত্র বিকর্ণ শুয়ে আছে। মাংসলোলুপ শকুনের পাল ওর হাতের মাংস ছিঁড়ে নিতে চেষ্টা করছে মুহুর্মুহু, কিন্তু পারছে না। ওই যে বিকর্ণের পত্নী, সর্বাঙ্গসুন্দরী দেবাঙ্গনা, সে শকুনগুলোকে বাধা দিচ্ছে উন্মাদিনীর

BanglaBook.org

মতো। আমার এই ধর্মজ্ঞ পুত্র চিরকাল পরম সুখে জীবনযাপন করেছে, কিন্তু আজ তাকে ভূমিশয্যায় শয়ন করতে হলো। মাধব, দেখ, দেখ, তীক্ষ্ণ কুর্ণি, নাচার ও নালীকাস্ত্রে বিকর্ণের মর্মভেদ হয়েছে। তবু ওর দেহ থেকে শ্রী ও কান্তি দূর হয়ে যায়নি। আহা, আমার এই প্রিয়পুত্রকে দেখে মনে হচ্ছে যেন শরৎকালের শশাঙ্ক। কী স্নিগ্ধ, কী কাঙ্ক্ষিত ! শুভবোধসম্পন্ন বিকর্ণকে কেউ সংহার করতে পারে, এটা এখনও আমার কাছে স্বপ্নাতীত মনে হচ্ছে। এমন শুদ্ধাত্মা পুত্রের মৃত্যুও এই পাপীয়সীকে দেখতে হলো !

গান্ধারী আর শোক সংবরণ করতে পারলেন না। এরপর একে একে তাঁর দৃষ্টিপথে ভেসে উঠল অভিমন্যু, কর্ণ, জয়দ্রথ, শল্য, ভীষ্ম, দ্রোণ প্রমুখের করুণ পরিণতির দৃশ্য। পুনরায় গান্ধারীর অন্তর দুঃখতাপে অধীর হয়ে উঠল। আবার ধীরে ধীরে তিনি ক্রোধে উদ্দীপিতা হতে শুরু করলেন। এবার তাঁর সমস্ত রাগ ও ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হলো কৃষ্ণের বিরুদ্ধে। তাঁর চেতনায় এখন জর্নাদনই সমস্ত অশুভ, অশিব ও অকৃতের মূল হেতু। কুরুক্ষেত্র-পরবর্তী এই অভিশপ্ত জীবনের রচয়িতা স্বয়ং কৃষ্ণ হৃষীকেশ।

এদিকে কৃষ্ণ, গান্ধারীর মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে পেরে, স্মিত আননে অপেক্ষা করতে লাগলেন, কখন এই মহাতাপসীর অভিশাপ তাঁর ওপর বর্ষিত হবে।

চমকে উঠে মুখ তুলে দেবাঙ্গনা বললেন, কে ? কে আমাকে মা বলে ডাকল ?

অবিরত অশ্রুপাতে দেবাঙ্গনার চোখের আলো ম্লান হয়ে গিয়েছে। তিনি স্পষ্টভাবে কাউকে আর চিনতে পারছেন না।

—মা, আমি শূলধর। বৃকস্থল গ্রামের নগণ্য গণমুখ্য। শূলধর অতি বিনীত স্বরে বললো।

স্মৃতির অতলে নেমেও দেবাঙ্গনা শূলধরের মুখ মনে করতে পারলেন না। আবছায়া দৃষ্টিতে তিনি দেখলেন, তাঁর সামনে একজন গ্রাম্য, প্রৌঢ় মানুষ। এই মানুষটির পাশে দণ্ডায়মান এক তরুণবয়স্ক যুবা। তার অবয়বে ক্ষত্রিয়ের অহঙ্কার। কিন্তু সে অশৌচবিধি পালনের জন্য নববস্ত্র পরিধান করেছে। এই যুবকটি কি বিবস্বানের সমবয়স্ক ? কেন এ অশৌচ পালন করছে ? উদ্বেলিত স্বরে দেবাঙ্গনা জিজ্ঞাসা করলেন, এই অপাপবিদ্ধ তরুণটির পরিচয় কি ? কেন এর অঙ্গে সদ্যঃশৌচের বস্ত্র ?

শূলধর বললো, মা, এ আমার পুত্র ইন্দ্রায়ুধ। এই যুদ্ধে ইন্দ্রায়ুধ প্রজ্ঞাবান্ যুযুৎসুর অঙ্গরক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিল। পাণ্ডবপক্ষে থাকাতে ভাগ্যক্রমে আমার এই সন্তান জীবিত আছে।

একটু থেমে ইতস্তত করে শূলধর আবার বললো, ইন্দ্রায়ুধ আপনার চিরস্মরণীয় স্বামীকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করত, শ্রদ্ধা করত। তাঁর মৃত্যু ওর কাছে পিতৃবিয়োগেরই সমান। তাই ইন্দ্রায়ুধ নববস্ত্র পরিধান করে..। শূলধর আর বলতে পারল না। তার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়ে গেল।

ইন্দ্রায়ুধ বললো, মা, আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।

BanglaBook.org

এক আদিগন্ত বেদনা দেবাঙ্গনাকে অবশ করে দিয়েছে। তাঁর হতচেতন অন্তরে কোনও কিছুই আজ আর আলোড়ন তুলছে না। এমন কি ভূমিতলে শায়িত বীরধন্য স্বামীর দেহে বারংবার হাত রেখেও আর শিহরিত হচ্ছেন না তিনি। দুর্নিবার শোকপ্রবাহে সমস্ত প্রবৃত্তি যেন ভেসে চলে যাচ্ছে অজানালোকে। এমন অবস্থা সত্ত্বেও, শূলধরের কথা শুনে দেবাঙ্গনা বিস্মিত হলেন। এ যে অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে! দুজন অতি সাধারণ গ্রাম্য মানুষের হৃদয়ের ব্যাপ্তি এত বিশাল! তাঁর পুণ্যাত্মা পতিশ্রেষ্ঠর জন্য তাদের শ্রদ্ধা ও প্রেম এমন চরাচরস্পর্শী! তাহলে কি মৃত্যুক্ষুব্ধ পৃথিবী এখনও অনুভূতিহীন হয়ে যায়নি! লোকান্তরিত মানুষেরাও তবে কি নিঃসঙ্গ নন! পরপ্রান্তের যাত্রাপথে তাঁরা সকলেই কি এমন জীবনসঙ্গী লাভ করছেন! ব্যথাতুরা দেবাঙ্গনা আপ্লুত হয়ে গেলেন। ইন্দ্রায়ুধকে স্পর্শ করে কোনওরকমে বললেন, বৎস, তোমরা মানুষ, না দেবতা!

সবিনয়ে আনত হয়ে শূলধর বললো, মা, রজনী সমাগত। একটু পরেই দাহক্রিয়া শুরু হবে। আপনি এবার গাত্রোত্থান করুন। চিতা প্রস্তুত। হায়, অগ্নিরক্ষক ধনুর্বীর বিকর্ণের মর্ত্যদেহ স্বল্পক্ষণ পরেই অগ্নিদেবতা গ্রাস করবেন।

উদ্বেলিত কণ্ঠে দেবাঙ্গনা বললেন, কিন্তু আমার প্রিয়তম পুত্র বিবস্বান্ তো এখনও এলো না! সে-ই তো পিতার মুখাগ্নি করবে!

হতভাগ্য, অনাথা জননীর এই প্রলাপবাক্যে শূলধরের বেদনাবিদ্ধ মর্মস্থল শতধা বিভক্ত হয়ে গেল। অশ্রুমোচন করতে করতে সে বললো, মা, মহারাজ দুর্যোধনের ঈর্ষার অনলে প্রথমে শোকাগ্নি প্রজ্বলিত হয়েছিল। এবার চিতাগ্নি মূর্ত হয়ে উঠবে। এরপর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। মা, আপনি কি এখনও আশা করছেন, আপনার পুত্র জীবিত আছে!

দেবাঙ্গনা আর্তস্বরে বললেন, হ্যাঁ, গণমুখ্য হ্যাঁ। আমি জানি, এই বৃহত্তম মহাশ্মশানের গহ্বরে সব কিছু নিঃশেষিত। তবু আমার এই সামান্যতম স্বপ্নকে ভেঙে দিও না। কুরুক্ষেত্রে আসার সময় বিবস্বান্ আমাকে কথা দিয়েছিল, সে জয়ী হয়ে প্রত্যাগমন করবেই। পিতার মতোই সে সত্যরক্ষক। বিবস্বান আসবেই। আমার এইটুকু আশা কি ফলবতী হবে না!

শূলধর দেখলো, বিকর্ণ-পত্নী কিছুতেই এই সহজ সত্যটিকে গ্রহণ করতে পারছেন না যে তাঁর পুত্রও বীরশয্যা লাভ করেছে। এই মুহূর্তে কুরুবংশের ইতিহাস এক বৃহৎ ধ্বংসের ইতিহাস। যুযুৎসু ছাড়া আর কেউ পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডপ্রদানের জন্যও বেঁচে নেই। শূলধর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আর্যা, ইন্দ্রায়ুধ আপনার পুত্র বিবস্বানের তুল্য। আপনি যদি অনুমতি প্রদান করেন, তাহলে ইন্দ্রায়ুধ চিরপ্রণম্য বিকর্ণের মুখাগ্নিকার্য সম্পাদন করতে পারে। বিবস্বান্ এখনও যখন এলেন না! এদিকে সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শেষ কথাগুলি বলতে শূলধরের কষ্ট হলো। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তারা পিতা-পুত্র মিলে বিকর্ণের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসেছে। এখন ভ্রান্তিবশত দেবাঙ্গনা যদি বাধা দেন, তাহলে শোচনার অন্ত থাকবে না।

বিবস্বান্-জননী অপলকে ইন্দ্রায়ুধকে দেখলেন। বোধহীন দৃষ্টিতে কী যেন

BanglaBook.org

ভাবলেন। তারপর শান্তকণ্ঠে বললেন, ঠিক আছে, তাই হোক। বৎস তুমি অগ্নি সৎকারে ব্রতী হও। একটু থেমে সহসা আকুলস্বরে পুনরায় বললেন, শূলধর, তোমাদের গ্রামে কোনও সুলক্ষণা, শ্রীময়ী, অনূঢ়া কন্যা আছে, যার সঙ্গে আমার পুত্রের বিবাহ দিতে পারি। তুমি একটু অনুসন্ধান করবে! পুত্র আর পুত্রবধূকে নিয়ে আমি দূরদেশে কোথাও চলে যাব। সেখানেই বাঁধব আমার স্বপ্নের নীড়। জানো, পুত্রসম লক্ষ্মণের পত্নী যুদ্ধ চলাকালীন একটি মৃত পুত্রের জন্ম দিয়েছে। হায়, কৌমারিকা! কিন্তু তুমি দেখো, আমার পুত্রবধূ যে-সন্তানের জন্ম দেবে, সে হবে বিবস্বানের পিতার মতোই বিবেকবান্, সংবেদী, চরিত্রবান, প্রতিবাদী। তুমি বলো, হবে না!

—হ্যাঁ, মা। অশ্রুসংবরণের আপ্রাণ চেষ্টা করতে করতে শূলধর বললো, মানুষের জীবনপ্রবাহ নিরবধিকাল ধরে এইভাবেই বয়ে চলেছে। পিতা থেকে পুত্র। পুত্র থেকে পৌত্র। তারপর প্রপৌত্র। এই পর্যন্ত বলে অঙ্গবস্ত্রে মুখ ঢাকলো শূলধর।

ইন্দ্রায়ুধ দেখল, কোনও এক বীরের চিতায় প্রথম অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। বহ্নিশিখা ক্রমশ ঊর্ধ্বগামী। অনলালোকের প্রভায় অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে। ভেসে আসছে সাম ও ঋগ্বেদধ্বনি।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org